ভক্তিগীতি
সঞ্চয়ন

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভক্তিগীতি সঞ্চয়ন

সমগ্র বিশ্বে সনাতন ধর্মের প্রচারকবর

ও

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের

আশীর্বাদধন্য

শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ

কর্তৃক সম্পাদিত

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

কলকাতা, বোম্বাই, লস এ্যাঞ্জেলেস, লন্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম

প্রকাশক ঃ
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে
শ্যামরূপ দাস ব্রহ্মচারী

প্রথম সংস্করণ	ঃ	১৯৭৯	১০,০০০ কপি
দ্বিতীয় সংস্করণ	ঃ	১৯৮৪	১০,০০০ কপি
তৃতীয় সংস্করণ	ঃ	১৯৯৪	১০,০০০ কপি
চতুর্থ সংস্করণ	ঃ	১৯৯৮	[illegible],০০০ কপি
পঞ্চম সংস্করণ	ঃ	২০০১	৫,০০০ কপি
ষষ্ঠ সংস্করণ	ঃ	২০০৪	৫,০০০ কপি
সপ্তম সংস্করণ	ঃ	২০০৬	২,০০০ কপি
অষ্টম সংস্করণ	ঃ	২০০৮	৫,০০০ কপি
নবম সংস্করণ	ঃ	২০১০	৫,০০০ কপি

মুদ্রণ ঃ
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট প্রেস
বৃহৎমৃদঙ্গ ভবন
শ্রীমায়াপুর, ৭৪১৩১৩
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ
✆ (০৩৪৭২) ২৪৫-২১৭, [illegible]

সম্পাদকের নিবেদন

শ্রীশ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সংরক্ষক-আচার্য এবং সমগ্র ভারতবর্ষে ৬৪টি গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুকম্পিত ও তাঁরই পরম অভিলাষ পূরণার্থে সমগ্রবিশ্বে কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বাণীর প্রচারকবর আমার পরমারাধ্যতম গুরু-মহারাজ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের (ইসকন) প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য অষ্টোত্তরশত **শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের** পরম ইচ্ছাক্রমে **'ভক্তিগীতি-সঞ্চয়ন'** নামক এই ভজন-গীতি গ্রন্থখানি প্রকাশ করা হল।

শ্রীগৌরসুন্দরের চরণাশ্রিত বৈষ্ণব-মহাজনগণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী পরম মঙ্গলপ্রদ; তা সংসারদাবানলদগ্ধ দুঃখক্লিষ্ট বদ্ধ জীবের জীবনে এক অনির্বচনীয় শান্তির আশ্বাস বহন করে আনে, এবং বদ্ধ জীব যখন সেই বাণীসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন তারা জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি রূপ সমস্যা চতুষ্টয় অতিক্রমণান্তে দুঃখ-কষ্টের আবর্ত থেকে মুক্ত হয়ে, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ রূপ চতুর্বর্গের কবলমুক্ত হয়ে পরম যে প্রয়োজন, পঞ্চম পুরুষার্থ সেই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করে। আর জীবের এই পরম প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম লাভের অর্থই হল জন্ম-জন্মান্তরের সমস্ত দুর্দৈব থেকে অব্যাহতি লাভপূর্বক সমগ্র সৃষ্টিকুলের পরম স্রষ্টা গোলোকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের কথা অবগত হয়ে পরম আকাঙ্ক্ষিত তাঁর শ্রীচরণারবিন্দের সেবা

লাভ করা। বদ্ধ জীবকুলকে এই তত্ত্ব অবগত করানোর জন্যই সর্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সপার্ষদে মহাবদান্যাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে এই ধরাধামে অবতরণ করেছিলেন এবং আটচল্লিশ বৎসর কাল এই ধরাধামে অবস্থানকালে স্বয়ং ও পরবর্তীকালে স্বীয় ধামে প্রত্যাবর্তনের পর আজ অবধি তাঁর বহু অন্তরঙ্গজনদের প্রেরণ করে বহুভাবে এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রয়াস করেছেন। তাঁর আনীত ও প্রেরিত এই সমস্ত অন্তরঙ্গজনেরাই হলেন কৃষ্ণপ্রেমের মূল কল্পতরুস্বরূপ। শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী, শ্রীল রায় রামানন্দ, শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য, শ্রীল রূপ গোস্বামী, শ্রীল সনাতন গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী, শ্রীল জীব গোস্বামী, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর, শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর এবং বর্তমানকালে লুপ্ত শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম ও ভক্তির উদ্ধারক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় প্রমুখ মহাজনগণই হলেন সেই কল্পতরুস্বরূপ, যাঁরা জীবের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার বিনাশ সাধন করে তাদের অভীষ্ট পূরণ করাতে পারেন, পরম প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেমের স্তরে উন্নীত করাতে পারেন। তাঁরা সেই কৃষ্ণপ্রেমের দয়ার্দ্র মহাজন—যথার্থ আর্তি সহকারে তাঁদের শ্রীচরণসমীপে উপনীত হলেই তাঁরা উদার হস্তে তা প্রদান করেন। আর যাদের হৃদয়ে সেই আর্তি নেই, তাদের জন্যও তাঁরা তাঁদের ভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েছেন, তা হল তাঁদের বাণী—ভক্তির বাণী, প্রেমের বাণী।

বেদ-বেদান্ত, পুরাণ, উপনিষদ আদি সমস্ত শাস্ত্রের সারমর্ম থেকে আমরা জানতে পারি যে কেবল শুদ্ধভক্তির দ্বারাই সেই অভীষ্ট বস্তু কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা যায়। গুরু-কৃষ্ণের পাদপদ্মে পূর্ণ শরণাগতির মাধ্যমে সাধন, ভাব এবং ক্রমান্বয়ে ভক্তি-প্রেমের দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায়। কর্ম, জ্ঞান, যোগ—এসবের দ্বারা তাঁকে কোনপ্রকারেই লাভ করা যায় না। সুতরাং তাঁকে লাভ করার প্রকৃষ্ট পন্থা হল—কর্ম, জ্ঞান ও যোগের আবরণমুক্ত ঐকান্তিক ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা। সেইজন্য আমার পরমারাধ্যতম গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর প্রকট-লীলায় অবস্থানকালে সবসময় কর্ম-জ্ঞান-যোগ রূপ অন্যাভিলাষাদি বর্জনপূর্বক শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির আশ্রয় অবলম্বন করে ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতেন এবং তাঁর পরমারাধ্যদেবের আনুগত্যে শ্রীরূপ-রঘুনাথের শিক্ষার অনুকূলে এই বিষয়ের যথার্থতা প্রতিপাদন করার কাজে সারাটা জীবন ধরে তিনি মহতী প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তাঁর এই শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এবং তাঁর নির্দেশানুক্রমে আমরা ভগবদ্ভজনের মূল পরকাষ্ঠাস্বরূপ গৌড়ীয় আচার্যবর্গের শুদ্ধ-ভক্তির বাণীগুলি বিভিন্ন সূত্র থেকে সঞ্চয়নপূর্বক ক্রমানুসারে এই গ্রন্থে বিন্যাস করার প্রয়াস করেছি। শুদ্ধ প্রেম-ভক্তির ধারায় রচিত কৃষ্ণপ্রেমের মহাজনবর্গের বাণীরূপ গীতিসমূহের সঞ্চয়নে সমৃদ্ধ বলে এই গ্রন্থখানিকে **ভক্তিগীতি সঞ্চয়ন** নামে অভিহিত করা হয়েছে।

এই গ্রন্থে সঙ্কলিত অধিকাংশ গীতই সঞ্চয়ন করা হয়েছে দাবানলদগ্ধ কলিপিষ্ট জীবের জীবনে শান্তির প্রলেপ স্বরূপ

শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনীর প্রবাহ আনয়নকারী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের রচনাবলী থেকে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত 'কল্যাণ-কল্পতরু', 'শরণাগতি' প্রভৃতি এবং শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের 'প্রার্থনা', 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' আদি গীতিগ্রন্থগুলি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ, সমাদৃত ও প্রচলিত। এই গীতগুলি রচিত হয়েছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের গভীর তত্ত্ব-সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় উভয়েই বেদ, বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আদি শাস্ত্রসমূহের সমস্ত গূঢ় তত্ত্ব, রহস্য, মর্ম ও সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় গীতাকারে তাঁদের 'শরণাগতি', 'কল্যাণকল্পতরু', 'গীতমালা', 'প্রার্থনা', 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' আদি গীতি-গ্রন্থের মাধ্যমে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁদের রচিত এই সমস্ত ভজনগীতগুলির মাধ্যমে যেহেতু বেদ-বেদান্তের অন্তর্নিহিত অর্থ প্রকাশ পেয়েছে, তাই এইগুলি বৈদিক মন্ত্র বা শ্লোকাদি থেকে অভিন্ন। তাঁরা তাঁদের গীতিসমূহের মাধ্যমে একদিকে যেমন ভক্তিপথের পথিকৃৎদের জন্য আলোক প্রদান করেছেন, তেমনি কর্মী, জ্ঞানী, যোগী, মায়াবাদী ও [illegible] [illegible] ভেকধারী অপসম্প্রদায়ভুক্ত সমস্ত বিপথগামী লোকেদেরও ভক্তিপথে আকর্ষণ করে দেবদুর্লভ শুদ্ধ ভক্তি [illegible] সুধা প্রদান করেছেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের রচিত ভজন-গীতগুলি কৃষ্ণভাবনার বাণী প্রচারে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ বৈষ্ণব-প্রচারকদের কাছে বৈষ্ণব-তত্ত্ব-দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান-আহরণের এক অপূর্ব সূত্র। এই গীতগুলির প্রতিটি পঙ্‌ক্তির মধ্যে দর্শনগত এত তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত রয়েছে যে এক-একটি পঙ্‌ক্তির উপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করা যেতে পারে। এগুলি গভীর অর্থযুক্ত এবং এগুলিকে অবলম্বন করে যে কোন শাস্ত্রীয় বিচারের চরম সিদ্ধান্তে খুব সহজেই উপনীত হওয়া যায়। আমার পরমারাধ্যতম গুরু-মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর পাঠে বা বক্তৃতায় এবং তাঁর রচিত টীকা-প্রবন্ধাদিতে সব সময় অভিন্ন শাস্ত্রীয় উক্তি স্বরূপ এই গীতগুলির বিভিন্ন পঙ্‌ক্তি বিভিন্ন সময়ে সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের জন্য প্রমাণরূপে ব্যবহার করতেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের রচিত এই সমস্ত গীতাবলী ছাড়াও এই গ্রন্থের প্রারম্ভিক পর্বে পরম্পরাক্রমে আমার পরমারাধ্য-গুরু-মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক তাঁর পরমারাধ্যদেবের উদ্দেশ্যে রচিত 'বৈশিষ্ট্যাষ্টক' ও 'বিরহ-অষ্টাষ্টক, এবং 'বৃন্দাবনে ভজন', 'মার্কিনে ভগবৎ-ধর্ম, 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রার্থনা' শীর্ষক পাঁচটি গীতি এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিরচিত 'বৈষ্ণব কে' শীর্ষক গীতিটি সংযোজিত হয়েছে। এছাড়া গ্রন্থের মধ্যভাগে 'অন্যান্য বৈষ্ণব আচার্যবৃন্দের ভক্তিগীতি সঞ্চয়ন' নামে একটি অংশও প্রকাশ করা হয়েছে। এই বিভাগে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর, শ্রীল গোবিন্দ দাস, শ্রীল

সুদেব ঘোষ, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল রূপ গোস্বামী,
ল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর, শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য আদি
বষ্ণব গীতিকার ও আচার্যবৃন্দের গীতি ও স্তবসমূহ এবং
হাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শ্রীমুখ-নিঃসৃত শ্রীশিক্ষাষ্টক ও
জগন্নাথাষ্টক সঙ্কলিত হয়েছে।

পরিশেষে 'প্রকীর্ণক' নামক একটি অংশ সংযোজন করা
য়েছে। এই অংশে শ্রীজয়দেব, শ্রীবিদ্যাপতি, শ্রীসত্যব্রতমুনি,
প্রেমানন্দ, শ্রীদেবকীনন্দন দাস, দ্বিজ হরিদাস আদি
তিকারদের ভক্তিগীতি ও স্তবগুলি সংযোজিত হয়েছে।

এই দুর্লভ ভক্তিগীতি-গ্রন্থটি কেবল গৌড়ীয় বৈষ্ণব
ম্প্রদায়ভুক্ত ভক্তিপথের পথিকৃৎদের জন্যই নয়, পরমার্থীমাত্রই
বং সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যই তা অতীব প্রয়োজনীয়।
ঠকবর্গের আনন্দ-বিধানার্থে আমরা এই গ্রন্থটি সুষ্ঠু ও
ন্দরভাবে পরিবেশন করার জন্য সাধ্যমতো প্রয়াস করেছি।
ন্তু করণাপাটবদোষ-হেতু ও অনবধানতাবশতঃ গ্রন্থের মধ্যে
দপর্যায়-বিচারে, পাঠ-নির্বাচনে অথবা অর্থ-প্রকাশে কোথাও
কান দোষ-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে পরম দয়ালু বৈষ্ণববৃন্দ ও
হৃদয় পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্বক সেই সমস্ত দোষ-ত্রুটি নিজগুণে
ংশোধন করে এই গ্রন্থের যথার্থ ভাব ও সারমর্ম হৃদয়ঙ্গম
রলে কৃতকৃতার্থ হব। হরেকৃষ্ণ—

বৈষ্ণব দাসানুদাস

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু ভক্তিচারু স্বামী

সূচীপত্র

ভজন কীর্তন

অ

আ

সূচীপত্র

ফ

ব

সূচীপত্র

সূচীপত্র

ভক্তিগীতি সঞ্চয়ন

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয় সূচী

ভক্তিগীতি সঞ্চয়ন

মঙ্গলাচরণ

শ্রীশ্রীগুরু প্রণাম

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে ।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্ব-পদান্তিকম্ ॥

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্ ।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

শ্রীল প্রভুপাদ প্রণতি

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে ।
শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামীনিতি নামিনে ॥
নমস্তে সারস্বতে দেবে গৌরবাণী প্রচারিণে ।
নির্বিশেষ-শূন্যবাদী পাশ্চাত্যদেশ-তারিণে ॥

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রণতি

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে ।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীতি নামিনে ॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে ।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ॥
মাধুর্যোজ্জ্বল-প্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে ॥
নমস্তে গৌরবাণীশ্রীমূর্তয়ে দীনতারিণে ।
শ্রীরূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে ॥

শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী প্রণতি

নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্-বৈরাগ্যমূর্তয়ে ।
বিপ্রলম্ভরসাম্ভোধে পাদাম্বুজায় তে নমঃ ॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণতি

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে ।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥

শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী প্রণতি

শ্রীগৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং নির্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ ।
বৈষ্ণব-সার্বভৌমঃ শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ ॥

শ্রীবৈষ্ণব প্রণাম

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

শ্রীপঞ্চতত্ত্ব প্রণাম

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্ ।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রণাম

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়তে ।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে ।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে ॥

শ্রীমতী রাধারাণী প্রণাম

তপ্তকাঞ্চন-গৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি ।
বৃষভানুসুতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে ॥

শ্রীজগন্নাথদেব, বলদেব ও সুভদ্রাদেবীর প্রণাম

নীলাচল নিবাসায় নিত্যায় পরমাত্মনে ।
বলভদ্র সুভদ্রাভ্যাং জগন্নাথায় তে নমঃ ॥

সম্বন্ধাধিদেব প্রণাম

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী ।
মৎসর্বস্ব-পদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥

অভিধেয়াধিদেব প্রণাম

দীব্যদ্‌বৃন্দারণ্যকল্প-দ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্‌রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ ।
শ্রীশ্রীরাধা শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥

প্রয়োজনাধিদেব প্রণাম

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥

তুলসীদেবী প্রণাম

বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ ।
কৃষ্ণভক্তিপ্রদে দেবী! সত্যবত্যৈ নমো নমঃ ॥

পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র

(জয়) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের ভক্তিগীতি সঞ্চয়ন

পরদুঃখ-দুঃখী ব্যাসাভিন্ন জগদ্‌গুরু
প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের
তিরোভাব তিথিতে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে রচিত

বিরহ-অষ্টাষ্টক

প্রথম অষ্টক

জীবের দরদ-দুঃখী শ্রীল প্রভুপাদ ।
বিরহ-বাসরে তব হেরি অবসাদ ॥ ১ ॥
আবদ্ধ করুণা-সিন্ধু কাটিয়া মুহান ।
নিত্যানন্দ করেছিল প্রেমবন্যা দান ॥ ২ ॥
যাদের কবলে ছিল স্রোত প্রবাহিতে ।
তাদের বাধিল মায়া ব্রত পর-হিতে ॥ ৩ ॥

জাতি-গোঁসাই নামে তারা প্রবাহ বাধিল ।
আপনি আসিয়া প্রভু মুহানা খুলিল ॥ ৪ ॥
প্রেমের বন্যায় আবার ডুবাল সবারে ।
মো-হেন দীন-হীন পতিত-পামরে ॥ ৫ ॥
মহাপ্রভুর আজ্ঞা-বলে সেবক সবারে ।
গুরুরূপে পাঠালে জীবের দ্বারে দ্বারে ॥ ৬ ॥
আসমুদ্র হিমাচল সর্বত্র প্রচার ।
তোমার বিরহে আজ সব অন্ধকার ॥ ৭ ॥
জীবের দরদ-দুঃখী শ্রীল প্রভুপাদ ।
বিরহ-বাসরে তব হেরি অবসাদ ॥ ৮ ॥

দ্বিতীয় অষ্টক

অদ্বৈত প্রভু যেমন গৌর এনেছিল ।
ভক্তিবিনোদে প্রভু তথা নিবেদিল ॥ ১ ॥
তাঁহারই আগ্রহে প্রভু এসেছিলে তুমি ।
বুঝালে সকলে তুমি, ভারত—পুণ্য ভূমি ॥ ২ ॥
"ভারত-ভূমিতে জন্ম হইল যাহার ।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার" ॥ ৩ ॥
এই মহামন্ত্র বাণী সর্বত্র প্রচার ।
তোমার বিরহে প্রভু সব অন্ধকার ॥ ৪ ॥
তোমার করুণা-সিন্ধু পুনঃ বদ্ধ হ'ল ।
এ-শেল বড়ই দুঃখ বুকেতে বাজিল ॥ ৫ ॥
মহাপ্রভুর কথা বিনা সব কোলাহল ।
দেখিয়া বৈষ্ণব-কুল বিরহ-বিহ্বল ॥ ৬ ॥

মায়াবদ্ধ জীব-কুল পুনঃ অন্ধকারে ।
শান্তি খুঁজি মরে সব আকুল পাথারে ॥ ৭ ॥
জীবের দরদ-দুঃখী শ্রীল প্রভুপাদ ।
বিরহ-বাসরে তব হেরি অবসাদ ॥ ৮ ॥

তৃতীয় অষ্টক

কৃষ্ণনাম উপদেশি তার' সর্বজন ।
সেই মন্ত্র দিলে তুমি কর্ণে অনুক্ষণ ॥ ১ ॥
মন্ত্র প্রচারিতে দিলে সবে অধিকার ।
মায়ার প্রভাবে আজি সব অন্ধকার ॥ ২ ॥
ভজন-পরায়ণ জীব নৃত্য-গীত করে ।
গুরুপদ অনুসরি জগৎ নিস্তারে ॥ ৩ ॥
অনধিকারী জন করে নির্জন-ভজন ।
স্বেচ্ছাচারী করে সব ইন্দ্রিয়-তর্পণ ॥ ৪ ॥
"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ ।"
ভক্তি-উপদেশ সব হইল নশ্বর ॥ ৫ ॥
আসক্তি-রহিত যোগ্য-বিষয়-ব্যবহার ।
সহজ উপায়-সিদ্ধি তোমার প্রচার ॥ ৬ ॥
নির্বন্ধ কৃষ্ণসেবা ঘরে ঘরে মঠ ।
বিপরীত সজ্জায় আজ সর্বত্র প্রকট ॥ ৭ ॥
জীবের দরদ-দুঃখী শ্রীল প্রভুপাদ ।
বিরহ-বাসরে তব হেরি অবসাদ ॥ ৮ ॥

চতুর্থ অষ্টক

ঋদ্ধি সিদ্ধি যাহা কিছু তব বাক্য সার ।
'ব্রজবাসীর প্রাণ আছে সেহেতু প্রচার' ॥ ১ ॥
'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি' চক্রবর্তীর বিচার ।
মায়া-মোহপাশে আজ হ'ল ছারখার ॥ ২ ॥
বহুশাখা বিস্তারিল অব্যবসায়ী হাতে ।
প্রতিষ্ঠা বাঘিনী আসি' যোগ দিল তাতে ॥ ৩ ॥
তোমার মরম কথা না পশিল কানে ।
যোগ্যতা কোথায় পা'ব নাম-সংকীর্তনে ॥ ৪ ॥
নাম-গান সেই হয় শ্রীগুরুর বাণী ।
ভুলিয়াও এ কথা সত্য নাহি মানি ॥ ৫ ॥
তব মুখ্য কীর্তি—পর-ধরম বিস্তার ।
মহামন্ত্র মানে যেই তার অধিকার ॥ ৬ ॥
অধিকার লাভে যদি সবে শিষ্য করে ।
তবে ত দুঃখিত জীব সংসার নিস্তারে ॥ ৭ ॥
জীবের দরদ-দুঃখী শ্রীল প্রভুপাদ ।
বিরহ-বাসরে তব হেরি অবসাদ ॥ ৮ ॥

পঞ্চম অষ্টক

'হরেকৃষ্ণ' মহানাম বত্রিশ অক্ষরে ।
মূঢ়তায় বশীভূত কীর্তন না করে ॥ ১ ॥
তোমার উপদেশ ত্যজি শৃগাল-বাসুদেবা ।
ঘটাল জঞ্জাল আজ সহজিয়া-সেবা ॥ ২ ॥

কোথায় রহিল তোমার উপদেশ-বাণী ।
'পুনর্মূষিক' সব হইল আপনি ॥ ৩ ॥
সিংহের শাবক আজ শৃগালের ছলে ।
পড়িয়া কাঁদিছে সবে মায়ার কবলে ॥ ৪ ॥
কৃপা যদি কর প্রভু আবার মোদের ।
মরণের তীরে তবে হেরি হেরফের ॥ ৫ ॥
তবে পুনঃ সুখে মোরা কৃষ্ণনাম স্মরি ।
তোমার বৈকুণ্ঠ বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করি ॥ ৬ ॥
সেই শুদ্ধনাম কৃষ্ণ আবার নাচাবে ।
মায়ার জঞ্জাল সব আপনি ঘুচিবে ॥ ৭ ॥
জীবের দরদ-দুঃখী শ্রীল প্রভুপাদ ।
বিরহ-বাসরে তব হেরি অবসাদ ॥ ৮ ॥

ষষ্ঠ অষ্টক

'নাচ গাও ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্তন ।'
বড়ই মধুর—মহাপ্রভুর বচন ॥ ১ ॥
গুরুদেব-বাক্যে যদি দৃঢ়-শ্রদ্ধা হয় ।
তবে সংকীর্তনে কৃষ্ণপ্রেম উপজয় ॥ ২ ॥
প্রেম বিনা নিজবুদ্ধি সব মায়াজাল ।
লাভ না হইল ইথে ঘটিল জঞ্জাল ॥ ৩ ॥
মায়াবাদী ভরে গেল জগৎ সংসারে ।
বৈষ্ণব ছাড়িল প্রচার নির্জনের ঘরে ॥ ৪ ॥
পতিত-পাবন নামে পড়িল কলঙ্ক ।
ছাড়াছাড়ি হ'ল সব বৈষ্ণব অসংখ্য ॥ ৫ ॥

এ হেন দুর্দিনে প্রভু কি হবে উপায়?
তোমার সাজান বাগান ভাঙ্গিয়া যে যায় ॥ ৬ ॥
সুবুদ্ধি জাগাও প্রভু এ ক্ষুদ্র অন্তরে ।
তোমার কথায় যাতে দৃঢ়-শ্রদ্ধা বাড়ে ॥ ৭ ॥
জীবের দরদ-দুঃখী শ্রীল প্রভুপাদ ।
বিরহ-বাসরে তব হেরি অবসাদ ॥ ৮ ॥

সপ্তম অষ্টক

মহাবদান্য অবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
কৃষ্ণনাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য ॥ ১ ॥
আপনি সেই ত' প্রভু মূর্ত গৌরবাণী ।
পৃথিবীর সর্বগ্রামে সেই নাম দানি ॥ ২ ॥
পাঠাইলা নিজ ভক্তে সুদূর পাশ্চাত্যে ।
ভারত ভ্রমিলে নিজে আর দাক্ষিণাত্যে ॥ ৩ ॥
শুদ্ধ গৌরগাথা যাতে বিজ্ঞজন বুঝে ।
কত চিন্তা কর প্রভু বিরোধীকে যুঝে ॥ ৪ ॥
জীব নিস্তারিতে গৌর করে যে চাতুরী ।
আপনি বুঝিলে সেইসব ভারিভূরি ॥ ৫ ॥
দেশ-কাল-পাত্র জানি প্রচার প্রবন্ধ ।
দেখিয়াও নাহি দেখে উলূকাদি অন্ধ ॥ ৬ ॥
আউলিয়া-সহজিয়া কি বুঝিবে তাহা ।
গড্ডালিকা নৈয়ায়িক বুঝি পারে কাঁহা ॥ ৭ ॥
জীবের দরদ-দুঃখী শ্রীল প্রভুপাদ ।
বিরহ-বাসরে তব হেরি অবসাদ ॥ ৮ ॥

অষ্টম অষ্টক

চৈতন্যের সেবা নহে নির্জন ভজনে ।
বুঝাইলে বার বার তব নিজ জনে ॥ ১ ॥
জগাই-মাধাই উদ্ধারি' প্রভু দয়া করে ।
সেই সে প্রচার কার্য বুঝালে সবারে ॥ ২ ॥
জগৎ ভরিয়া গেছে জগাই-মাধাই ।
সবাই হেরিছে বাট চৈতন্য-নিতাই ॥ ৩ ॥
হেন কালে তুমি যদি আবার আসিতে ।
পুনর্বার সেইভাবে কীর্তন গাহিতে ॥ ৪ ॥
পুনঃ যদি দিগ্‌দিগন্তে প্রচার হইত ।
আনন্দে লোক সব হত উছলিত ॥ ৫ ॥
গম্ভীর হুঙ্কারে তব পাষণ্ডী পালাত ।
চৈতন্য-কথায় জীবের হৃদয় ভরিত ॥ ৬ ॥
পুনঃ পৃথিবীতে সব পড়ে' যেত সাড়া ।
তোমার বিরহে আজ সব মণিহারা ॥ ৭ ॥
জীবের দরদ-দুঃখী শ্রীল প্রভুপাদ ।
বিরহ-বাসরে তব হেরি অবসাদ ॥ ৮ ॥
তোমার বিরহে প্রভু বিদরে হৃদয় ।
বিরহ বেদনা কিছু প্রকাশে অভয় ॥ ৯ ॥

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের
ষড়শীতিতম আবির্ভাব তিথিতে রচিত

বৈশিষ্ট্যাষ্টক

প্রথম বৈশিষ্ট্য

সেদিন বিরহে প্রভু করিয়াছি খেদ ।
অসহ্য হয়েছে যেই শ্রীগুরু-বিচ্ছেদ ॥ ১ ॥
আজিকার শুভদিনে পূজিবার তরে ।
এনেছি অঞ্জলি এই পাদপদ্ম স্মরে ॥ ২ ॥
(মহা) প্রভুর বিচার সব বৈরাগ্য প্রধান ।
অথচ করিতে হবে সবাকারে দান ॥ ৩ ॥
কনিষ্ঠের অধিকারে নহে সমাধান ।
মহাভাগবত তুমি দিয়েছ সন্ধান ॥ ৪ ॥
অজ্ঞানে মোহিত যারা কিসের বৈরাগী?
ফল্গু-বৈরাগী তারা বাহিরেতে ত্যাগী ॥ ৫ ॥
অপ্রাকৃত অনুভবে হয় সে বৈরাগ্য ।
অনুভব বিনা সেই 'Show bottle' আখ্য ॥ ৬ ॥
আর এক 'শো-বট্‌ল্' প্রচারের তরে ।
প্রভুর সন্ন্যাস যেই মায়াবাদী হারে ॥ ৭ ॥
বর্ণাশ্রম-অতীত সেই চৈতন্যের বাণী ।
ভাগবত-ধর্ম সেই কৈতবের হানি ॥ ৮ ॥
শুষ্ক বৈরাগ্য ক'রে হবে না প্রচার ।
যুক্ত বৈরাগ্যই হয় সর্ব সারাৎসার ॥ ৯ ॥
"তোমার প্রদত্ত সন্ন্যাস" ভক্তিতে প্রচার ।
পাষণ্ড ভোগীর দল বুঝিতে নাচার ॥ ১০ ॥

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য

সন্ন্যাস করিয়া থাকে পর্বত-গহ্বরে ।
তুমি প্রভু রাখ তারে হর্ম্যের মর্মরে ॥ ১ ॥
বিষয়ীর দর্শনে হয় বিষের ভক্ষণ ।
তুমি প্রভু 'লাট'-'বিলাটে' দাও দরশন ॥ ২ ॥
হিন্দুর মন্দিরে মানা ম্লেচ্ছ-যবনে ।
সভাপতি ক'রে তারে বসাও সদনে ॥ ৩ ॥
সমুদ্রের পারে যাওয়া নিষেধ হিন্দুরে ।
তুমি কিন্তু পাঠাও ভক্ত তারও ওপারে ॥ ৪ ॥
কলির শহর 'মানা' গুরু-উপদেশ ।
তুমি কিন্তু থাক সেথা অশেষ-বিশেষ ॥ ৫ ॥
নির্জনে চাহিল ভক্ত গোফা করিবারে ।
স্বীকার নহিল তাহা তোমার বিচারে ॥ ৬ ॥
যেখানেতে লোক-সংঘ বেশী পরিমাণে ।
তোমার প্রচার-কার্য দেখিত' সেখানে ॥ ৭ ॥
লণ্ডনেতে 'ছাত্রাবাস' করিবারে চাও ।
পরিপাটি যাতে হয় সে কথা বুঝাও ॥ ৮ ॥
ম্লেচ্ছদেশে 'ছাত্রাবাস' হরিকথা-তরে ।
এ সব মর্মের কথা কে বুঝিতে পারে ॥ ৯ ॥
এ সব বিরুদ্ধ অর্থ সমাধান করা ।
খেলা নহে হেতুড়ের 'ন' কড়া 'ছ' কড়া ॥ ১০ ॥

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য

সবাই মিলিয়া বসি' যদি চিন্তা করে ।
তবেই সুচারু হয় সে-সব প্রচারে ॥ ১ ॥
তাই সে তোমার আজ্ঞা সবাই মিলিয়া ।
প্রচারের কার্য করা বাণীতে মজিয়া ॥ ২ ॥
নকল করিতে গেলে বিপরীত ফল ।
যত দিন যাবে সব হইবে বিকল ॥ ৩ ॥
এখনও ফিরিয়া এসো প্রভুর আজ্ঞায় ।
সকলে মিলিয়া মজি তাঁহার পূজায় ॥ ৪ ॥
ফুল-ফল মহোৎসবে পূজা নাহি হয় ।
বাণীর সেবক যেই সেই ত' পূজয় ॥ ৫ ॥
বাণীর যে সেবা হয় সেই শব্দব্রহ্ম ।
ফিরিয়া আইস ভাই না করিও দম্ভ ॥ ৬ ॥
'কালীদাস নাগ' সেই মাষ্টার মশায় ।
বলেছিল একদিন প্রকাশ্য সভায় ॥ ৭ ॥
কলির মিশন হ'ল সারা পৃথ্বী জুড়ে ।
মহাপ্রভুর সারকথা খাঁচার ভিতরে? ৮ ॥
ছিঃ ছিঃ! লোকলজ্জা নাই আমাদের ভাই ।
ব্যবসাদারী চালে করি শিষ্যের বড়াই ॥ ৯ ॥
প্রভু তাই বলেছিল প্রচার করিবারে ।
কনিষ্ঠ ঢুকুক শুধু ঘণ্টা নাড়িবারে ॥ ১০ ॥

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য

এ সব নহে প্রভুর প্রচারের রীতি ।
এ সব করেছে গুরু-গোঁসাইর জাতি ॥ ১ ॥
কিন্তু চেয়ে দেখ কিবা দুর্দশা হয়েছে ।
বিষয়ী হইয়া সবে প্রচার ছেড়েছে ॥ ২ ॥
মন্দিরেও তালাবন্ধ হয়েছে আরম্ভ ।
ভাগবত প্রচার কর, না কর বিলম্ব ॥ ৩ ॥
মেদিনীর মধ্যে আছে একটি মেদিনী ।
কিংবা শব্দ যায় তব অসম ভেদিনী ॥ ৪ ॥
'মোল্লার দৌড় তাই মসজিদ্ পর্যন্ত' ।
এসব প্রচারকার্য আজি কর অন্ত ॥ ৫ ॥
আসমুদ্র মেদিনীপার ব্রহ্মাণ্ড-ভেদিনী ।
সকলে মিলিয়া কর প্রচার-বাহিনী ॥ ৬ ॥
তবে সে প্রভুর পূজার হবে পরিপাটি ।
আজই প্রতিজ্ঞা কর ছাড় কুটি-নাটি ॥ ৭ ॥
আজই একত্র হয়ে করহ মন্তব্য ।
পাঁচে মিলি বিচারহ কি করা কর্তব্য ॥ ৮ ॥
ত্যাগী হইয়াছ ভাই, কর সবে ত্যাগ ।
'বাণী' ত্যাগ কর যদি কিসের বিরাগ? ৯ ॥
'গুরু-ভোগী', 'গুরু-ত্যাগী' দুই ত' অসার ।
'গুরু-সেবী' হলে পর বুঝিবে বিচার ॥ ১০ ॥

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য

একলা ঈশ্বর হয়ে যদি ধন বাড়ে ।
জড়ের প্রতিষ্ঠা সেই সাধু তাহা ছাড়ে ॥ ১ ॥
তোমার কনক ভাই ভোগের জনক ।
প্রভুপাদ বলেছেন সেকথা অথক ॥ ২ ॥
তোমার সম্পত্তি ছাড় প্রচারের তরে ।
একত্রে বসিয়া কর বিশেষ বিচারে ॥ ৩ ॥
স্বয়ং ভগবান্ কহে একলা আমার ।
নাহি বল সবে মিলি করহ প্রচার ॥ ৪ ॥
প্রভুপাদ বলেছেন সেই বাণী শেষ ।
প্রযত্ন করহ তাহে অশেষ-বিশেষ ॥ ৫ ॥
অন্যথায় বৃথাশ্রম সব পণ্ড হবে ।
সাধু সাবধান হও পশ্চাতে পস্তাবে ॥ ৬ ॥
এমন. কি কঠিন কার্য একত্র মিলিতে?
কেনই বা এত কথা হতেছে বলিতে? ৭ ॥
ছাড় জিদ্ কর হিত সময় যে নাই ।
শুভ মিলিবার তিথি এস সব ভাই ॥ ৮ ॥

ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য

ঘরে ঘরে মঠ সব স্থাপিত যে হবে ।
পৃথিবীর কোণে কোণে কবে সে যাইবে? ১ ॥
হাইকোর্টের জজ হবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ।
তিলকের শোভা হবে সবার বৈভব ॥ ২ ॥

বৈষ্ণব সে ভোট লয়ে রাষ্ট্রপতি হবে ।
প্রচার সর্বত্র ভাই প্রসারিত হবে ॥ ৩ ॥
ভগবানের সম্পত্তি অসুর লুটে খায় ।
নিরীহ প্রজাগণ সব করে হায় হায় ॥ ৪ ॥
অসুরের 'প্ল্যান' চায় তাদের ঠকাতে ।
গোধুম বিকায় মণ বত্রিশ টাকাতে ॥ ৫ ॥
লোহার শালার খুলে উদর ভরাবে?
ক্ষুধার তাড়নে সব ঘাস-অস্থি খাবে । ৬ ॥
দু' পয়সার সুতা গলায় ব্রাহ্মণ বলাবে ।
গেরুয়া পোষাকমাত্র সন্ন্যাসীর হবে ॥ ৭ ॥
গৃহী ভিক্ষা করে সব সন্ন্যাসীর কাছে ।
কোটি কোটি টাকা ব্যাঙ্কে সন্ন্যাসীর আছে ॥ ৮ ॥
কলির প্রভাব বাড়ে যত দিন যায় ।
কলিহত জীব সব করে হায় হায় ॥ ৯ ॥
দশ হাজার গো-হত্যা হয় প্রতিদিন ।
অমেধ্য ভোজন করে 'লীডার' প্রবীণ ॥ ১০ ॥
মাটিয়া বুদ্ধির লোক দিনে দিনে বাড়ে ।
পতি-পত্নীর সম্পর্ক সব এক কথায় ছাড়ে ॥ ১১ ॥
পিশাচ হইল লোক কলির প্রভাবে ।
লোক-দুঃখী বৈষ্ণবের কৃপার অভাবে ॥ ১২ ॥

সপ্তম বৈশিষ্ট্য

পরদুঃখ-দুঃখী হয় বৈষ্ণব প্রসিদ্ধ ।
সেই খ্যাতি হবে সব প্রচারে প্রবৃদ্ধ ॥ ১ ॥

নিত্য-সিদ্ধ কৃষ্ণভক্তি জাগিলে সবার ।
আপনি পালাবে কলি করি' হাহাকার ॥ ২ ॥
'প্রাণিনামুপকারায়' মহাপ্রভু-বাণী ।
ইহকাল-পরকাল সুখের সে খনি ॥ ৩ ॥
এত কাজ পড়ে আছে তোমাদের হাতে ।
একত্রে মিলিয়া কার্য করহ তাহাতে ॥ ৪ ॥
বাসুদেব বিপ্র বলে প্রভুরে নমিয়া ।
সকল জীবেরে দাও উদ্ধার করিয়া ॥ ৫ ॥
তাদের সব পাপ-তাপ মো-হীনেরে দাও ।
দুঃখী জীবের দুঃখ তুমি সে ঘুচাও ॥ ৬ ॥
সেই ত বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ পর-দুঃখে দুঃখী ।
আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তি যাহে নহে তারা সুখী ॥ ৭ ॥
কি দয়া করিতে পারে অবৈষ্ণব-জন ।
অপরাধী হয় মাত্র "দরিদ্র নারায়ণ" ॥ ৮ ॥
বিজ্ঞান-সম্মত সেই বৈষ্ণবের দয়া ।
বৈষ্ণববিহীন ভূমে মায়া দুরত্যয়া ॥ ৯ ॥
বিষ্ণু-বৈষ্ণব-রাজ্য যদি ধরায় হয় ।
তবেই সে সুখী লোক মুনি-ঋষি কয় ॥ ১০ ॥

অষ্টম বৈশিষ্ট্য

কেন লোক কাঁদে সব রাম-রাজ্য তরে?
একমাত্র কারণ সেই বিষ্ণুরাজ্য করে ॥ ১ ॥
কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরে বসায় রাজ-সিংহাসনে ।
ধনে-ধান্যে পূর্ণ ধরা বৈষ্ণবের গুণে ॥ ২ ॥

নদ-নদী বৃক্ষ-মাঠ-গিরি ভরপুর ।
দুগ্ধবতী গাভী দুগ্ধে ভাসায় প্রচুর ॥ ৩ ॥
পশু-পক্ষী জীব-জন্তু হিংসা নাহি করে ।
বৈষ্ণবী রাজ্যের বিধি প্রসিদ্ধ সংসারে ॥ ৪ ॥
সকলে আনন্দে মগ্ন হরিগুণ গায় ।
দেখিয়া বৈষ্ণব-হৃদয় আনন্দে নাচয় ॥ ৫ ॥
কৃষ্ণভক্তি-গন্ধহীন বিষয় বিভোর ।
ভরিয়া গিয়াছে আজ জগৎ-সংসার ॥ ৬ ॥
অথচ শান্তি তারা করে অন্বেষণ ।
প্রচারের দ্বারা তাহা করহ পূরণ ॥ ৭ ॥
আজিকার দিনে ভাই কোটিবদ্ধ হও ।
প্রচারের দ্বারা যত জীবেরে বাঁচাও ॥ ৮ ॥
শ্রীল প্রভুপাদ! তুমি আজি কর দয়া ।
এবার করুণা কর হইয়া অমায়া ॥ ৯ ॥
স্বতন্ত্রতা যার যত হোক জলাঞ্জলি ।
দীন 'অভয়' দেয় আজি সে অঞ্জলি ॥ ১০ ॥

বৃন্দাবনে ভজন

বৃন্দাবন ধামে আমি বসে আছি একা ।
এ ভাবনা মধ্যে মধ্যে দেয় মোরে দেখা ॥
আছে মোর স্ত্রী-পুত্র কন্যা-নাতি সব ।
কিন্তু অর্থ নাই বলি' বিফল বৈভব ॥

প্রকৃতির নগ্নরূপ দেখালে শ্রীকৃষ্ণ ।
তব কৃপাবলে আজ হয়েছি বিতৃষ্ণ ॥
"যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ ।"
কৃপাময়ের এই কৃপা বুঝিলাম কৈ? ১ ॥
অর্থহীন দেখি' মোরে ছেড়েছে সবাই ।
কুটুম্ব-আত্মীয় আর বন্ধু জন ভাই ॥
দুঃখ হয় হাসি পায়, একা বসি হাসি ।
মায়ার সংসার এই কাকে ভালবাসি?
কোথা গেল মাতা-পিতা আর স্নেহময় ।
কোথা গেল জ্যেষ্ঠ যারা স্বজনাদি হয় ॥
তাদের খবর কেবা দেবে মোরে বল ।
নামে মাত্র তাদের সংসার রয়ে গেল ॥ ২ ॥
সমুদ্রের ফেনা যেন ক্ষণে সৃষ্টি ক্ষণে লয় ।
মায়ার সংসারে খেলা সেইভাবে হয় ॥
কেহ নহে পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজন ।
সবাই ফেনার মতো থাকে অল্পক্ষণ ॥
সমুদ্রের ফেনা যেমন সমুদ্রে মিশয় ।
পঞ্চভূতের দেহ তথা হয়ে যায় লয় ॥
কত দেহ এইভাবে ধরয়ে শরীরী ।
অনিত্য শরীরে মাত্র আত্মীয় তাহারি ॥ ৩ ॥
আত্মীয় সবাই ভাই, আত্মার সম্বন্ধে ।
আত্মীয়তা নাহি হয় মায়াময় গন্ধে ॥
সকলের আত্মা যিনি স্বয়ং ভগবান ।
তাঁহার সম্বন্ধে বিশ্বে সবাই সমান ॥

আত্মীয় তোমার ভাই, যত জীবকোটি ।
কৃষ্ণের সম্বন্ধে তারা হয় পরিপাটি ॥
'কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব' ভোগবাঞ্ছা করে ।
মায়ার সংসার তাই জাপটিয়া ধরে ॥ ৪ ॥
কর্মফলে আসে সব নানা বেশ ধরি' ।
বেশেতে মজিয়া থাকে ভুলিয়া শ্রীহরি ॥
অতএব মায়া তারে দেয় বহু দুখ ।
দুঃখে হাবু ডুবু তবু তাহে মানে সুখ ॥
চিররোগী দুঃখ-ভোগী শয্যাতে শুইয়া ।
'ভাল আছি আজ' কহে হাসিয়া হাসিয়া ॥
হাসি পায় তার 'ভাল থাকার' কথায় ।
মায়াবদ্ধ জীবের ভাল এইভাবে হয় ॥ ৫ ॥
কত 'প্ল্যান' করে তারা ভাল থাকিবারে ।
প্রকৃতি ভাঙ্গিয়া দেয় সব বারে বারে ॥
"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী" ভগবানের মায়া ।
'ভাল থাকার' অর্থ বুঝ ভাল ক'রে ভায়া ॥
কেহ 'ভাল' নাই হেথা 'তবু ভাল' বলে ।
এইভাবে মায়া সব বদ্ধজীবে ছলে ॥
ছলনায় ভুলি জীব সর্বদা মশগুল ।
মায়া লাগি মরে তবু ভাঙ্গে নাকো ভুল ॥ ৬ ॥
বার বার 'প্ল্যান' করি বার বার ভাঙ্গে ।
কখন ভূমিতে পড়ি কখন ত' পঙ্কে ॥
এইরূপ ব্রহ্মাণ্ড-ভরি (জীব) করয়ে ভ্রমণ ।
গুরু-কৃষ্ণ-কৃপায় পায় ভক্তি-নিত্যধন ॥

সেই ধন মিলে যদি আর ধন ছাড়ে ।
অনায়াসে চলে যায় সংসারের পারে ॥
ভবপারে আছে চিদ্‌-বৈচিত্র্য অপার ।
নিত্য শান্তি নিত্য সুখে করয়ে বিহার ॥ ৭ ॥
বাতুল কহয়ে—"সেথা সব নিরাকার ।"
নির্বিশেষ তিনি যেন শূন্যের প্রকার ॥
রসের ভাণ্ডারী তিনি "রসো বৈ সঃ ।"
রসিক ভাবুক সেবে হই তাঁর বশ ॥
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য রস আর ।
সর্বরস শ্রেষ্ঠ মাধুর্য রস সার ॥
চিদ্‌-জগতে 'রস' সব হয় উপাদেয় ।
মায়াতে তার ছায়ামাত্র কিন্তু সব হেয় ॥ ৮ ॥
কৃষ্ণ যেই ভজে সেই হয়ত' চতুর ।
মায়া যেই ভজে সেই হয়ত' 'ফতুর' ॥
'ফতুর' হইবার লাগি অনিত্য বিলাস ।
সম্বন্ধ-জ্ঞান-হীনের হয় কর্মবন্ধ ফাঁস ॥
অর্জুন করয়ে যুদ্ধ (আর) দুর্যোধন করে ।
অর্জুন ভক্ত-শ্রেষ্ঠ, দুর্যোধন মরে ॥
এক যুদ্ধ-ক্ষেত্রে দুই প্রিয়াপ্রিয় হয় ।
বুদ্ধিমান লোক যেই বুঝিতে পারয় ॥ ৯ ॥
'সম্বন্ধ' জানিয়া যেবা জীবন-যুদ্ধ করে ।
সেই ত' বাঁচিয়া থাকে আর সব মরে ॥
'সম্বন্ধ' না জানি' যেবা আন্‌ পথে ধায় ।
কৃষ্ণপ্রীতি নাহি মিলে বৃথা জন্ম যায় ॥

কৃষ্ণ সে 'সম্বন্ধ' আদি ভাল করে বুঝ ।
সে সম্বন্ধ রাখি তুমি মায়া সাথে যুঝ ॥
তাহা ছাড়ি' হয় যেবা জ্ঞান-কর্ম-বীর ।
মোক্ষ নাহি পায় তারা হয় ত' অস্থির ॥ ১০ ॥
নামে-মাত্র মহাবীর, সকলে অশান্ত ।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামীর ইন্দ্রিয় অদান্ত ॥
অদান্ত ইন্দ্রিয় নহে যোগবলে বশ ।
কত মুনি যোগী সব হয়েছে বিবশ ॥
হৃষীকেশ-সেবা বিনা হৃষীক-দমন ।
করমের ফের সব ভুঞ্জায় শমন ॥
যোগেতে ইন্দ্রিয়-সংযম কভু নাহি হয় ।
আগম-পুরাণে তাহা ভূরি-ভূরি কয় ॥ ১১ ॥
যোগীর আসনে বসেছিল বিশ্বামিত্র ।
জন্ম দিল শকুন্তলা সুন্দরী পবিত্র ॥
এইভাবে যোগভ্রষ্ট জ্ঞানীর কি কথা ।
কর্মী সব মূঢ়-জন ব্যথিত সর্বথা ॥
কৃষ্ণ যারে কৃপা করি' উপদেশ দেন ।
তিনি ত' অর্জুন-সম ভাগ্যবান হন ॥
আপনার সুখ-লাগি যেবা যুদ্ধ করে ।
দুর্যোধনের মতো সে সবংশেতে মরে ॥ ১২ ॥
কৃষ্ণের লাগিয়া যেবা নিত্য যুদ্ধ করে ।
ঋদ্ধি-সিদ্ধি, জ্ঞান তার মুষ্টির ভিতরে ॥
গীতার উপদেশ ভাই বুঝ ভাল করি ।
পাইবে কৃষ্ণের কৃপা ভজিবে শ্রীহরি ॥

সর্বগুণে সুসম্পন্ন ভক্তজন হয় ।
অহিংসা অক্রোধ তাঁর কাছে কিছু নয় ॥
ভক্তদ্বারে জীবে শিক্ষা দিবেন শ্রীহরি ।
তাহার সহায় হৈল 'পার্থ' নামধারী ॥ ১৩ ॥
সাজিল অর্জুন যেন মায়াবদ্ধ নর ।
মোহিতের ন্যায় হৈল পাণ্ডব-সোদর ॥
আত্মীয়-স্বজন হিংসা, পরে রাজ্য-ভোগ ।
ইথে কিবা সুখ—পার্থ দেখাইলা শোক ॥
সেইত' 'দেহাত্মবুদ্ধি' আত্মীয়-জ্ঞান ক'রে ।
ক্ষত্রিয় হইয়া স্নেহে যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়ে ॥
মোহ দেখি' কৃষ্ণ তাঁ'র করিল নিন্দন ।
অতএব অর্জুন কৈল শিষ্যত্ব গ্রহণ ॥ ১৪ ॥
শিষ্য হইয়া করে যেই গীতার শ্রবণ ।
ঘুচিবে অজ্ঞান আর সংসার-বন্ধন ॥
সংসার ঘুচিল কিন্তু বাহ্য-ন্যাসী নয় ।
গীতার তাৎপর্যে গৃহী এরূপ বুঝায় ॥
'করিষ্যে বচনং তব' সেই মন্ত্র-সিদ্ধি ।
অতএব যুদ্ধে তাঁর হ'ল যশোবৃদ্ধি ॥
বৈষ্ণব নিরীহ সব মালা জপ করে ।
এ কোন্ বৈষ্ণব অর্জুন সংসার-ভিতরে? ১৫ ॥
'নির্দ্বন্দ্ব' বৈষ্ণব শুধু জপ করে মালা ।
বলয়ে এইরূপ যা'রা খায় মনকলা ॥
বৈষ্ণব নিরীহ, অকৃতদ্রোহ, হয়ত' স্বভাবে ।
কিন্তু নহে হীনবীর্য যথা লোক ভাবে ॥

ভারতের দুই যুদ্ধে দুই মহাশয় ।
বৈষ্ণবের অগ্রণী তারা করিল বিজয় ॥
নিজেন্দ্রিয় তৃপ্তিবাঞ্ছায় যুদ্ধ নাহি করে ।
বৈষ্ণব বলিয়া তাই বিদিত সংসারে ॥ ১৬ ॥
বৈষ্ণব না দেখিয়া বলে বৈষ্ণব নিষ্ক্রিয় ।
বৈষ্ণব 'প্রভুর' সেবায় সদাই সক্রিয় ॥
প্রাণহীন কনিষ্ঠ সেই সেবা নাহি করে ।
প্রতিষ্ঠার তরে থাকে নির্জনের ঘরে ॥
বৈষ্ণব-প্রণম্য শ্রীল নিত্যানন্দ রায় ।
মার খায়, প্রেম দেয় যথায় তথায় ॥
চক্রপাণি গৌরহরি সেথা করিল শাসন ।
বৈষ্ণব-বিদ্বেষী তবে হইল দমন ॥ ১৭ ॥
আপনি আচরি 'প্রভু' জীবেরে শিখায় ।
আপন বঞ্চক যেই সেই নির্জনে ভজয় ॥
জগৎ ভরিয়া গেল জগাই-মাধাইয়ে ।
নিত্যানন্দ বংশ বাড়ায় শিষ্য-সম্প্রদায়ে ॥
খায় দায় থাকে বেশ হয়ে চিন্তাহীন ।
বৈষ্ণবের উচিত নহে থাকা দয়াহীন ॥
"মাধুর্য কাদম্বিনী"-গ্রন্থ চক্রবর্তী গায় ।
সিদ্ধান্ত দেখহ তথা কিবা তাঁর 'রায়' ॥ ১৮ ॥
ভক্তি অহৈতুকী হয় স্বপ্রকাশিত ।
নিত্যসিদ্ধ বস্তু কিন্তু আছে আবরিত ॥
মধ্যম-অধিকারী-বৈষ্ণব কৃপা ত' করিয়া ।
অবৈষ্ণবে করে কৃপা ভক্তি জাগাইয়া ॥

বৈষ্ণবের বশ হন স্বয়ং ভগবান ।
বৈষ্ণবের কৃপায় মুগ্ধ হয় আগুয়ান ॥
বৈষ্ণব জাগাতে পারে ঘুমন্ত জগৎ ।
তাঁরই কৃপায় হয় পাপীরা ভকত ॥ ১৯ ॥
অতএব তাঁর নহে 'নির্জন-ভজন' ।
কনিষ্ঠ-অধিকার এই জগৎ-বঞ্চন ॥
বড় বড় নামজাদা বৈষ্ণব সজ্জায় ।
পাদ্রী সাহেব আসি' মিলে সব তায় ॥
পুছিল শ্রীকৃষ্ণলীলা বৃন্দাবন-মাঝ ।
না বুঝাল তা'রে তত্ত্ব বৈষ্ণব-সমাজ ॥
কনিষ্ঠ-অধিকারী সব শাস্ত্র নাহি বুঝে ।
নির্জনে ভজনে শুধু রুটি-চানা খুঁজে ॥ ২০ ॥
গুরুদেব বলেছিল—কনিষ্ঠ এ-সব ।
এতদিনে বুঝিলাম তাঁর বাণী-রব ॥
"শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যা'র ।
উত্তম-অধিকারী সেই তরায় সংসার ॥"
পতিতপাবন তিনি জগতেতে খ্যাতি ।
এ' পতিতে উদ্ধারহ তবে ত' সুখ্যাতি ॥
কলিকালের জীব সব পতিত অধম ।
দেখিয়াও নাহি দেখে ইহা কি রকম ॥ ২১ ॥
মহাবদান্য ঈশ্বর-শ্রীগৌরসুন্দর ।
তাঁহার অমৃতবাণী মধুর মুখর ॥
ভারত ভূমিতে জন্ম হইল যাঁহার ।
তাঁহার বাণীতে কর পর-উপকার ॥

নির্জনে আস্বাদন সে ত' প্রভুর লীলা ।
লীলা অনুকরণ নহে বৈষ্ণবের খেলা ॥
সেবাকার্য বৈষ্ণবের নহে আস্বাদন ।
জড় দেহে আস্বাদন নহে সম্ভাবন ॥ ২২ ॥
দেহাত্মবুদ্ধি যার সেই জড় দেহ ।
সেই দেহে আস্বাদন নাহি করে কেহ ॥
বৈষ্ণবেতে জাতিবুদ্ধি প্রবল প্রচুর ।
লীলা-আস্বাদনে কিন্তু বড় বাহাদুর ॥
ডাকঘরের কেরাণী (এক) গোঁসাই ঠাকুর ।
বাবাজী প্রণাম করে তাহারে প্রচুর ॥
গোঁসাই ঠাকুর করে জাতি-অভিমান ।
নিত্যানন্দ প্রভুবরে করে খান খান ॥ ২৩ ॥
এই কার্য দেখিতেছি বৃন্দাবন মাঝ ।
অতএব বুঝি হেথা আছে কিছু কাজ ॥
প্রাকৃত-সহজিয়া সব ব্যভিচার করে ।
পরস্ত্রী ল'য়ে লীলা আস্বাদন করে ॥
এ নহে বৃন্দাবন-ধাম ভাব সদা মন ।
গোস্বামীর পাদপদ্ম করহ স্মরণ ॥
ছয় 'গোঁসাই আসি' যথা ধর্ম প্রচারিল ।
মহাপ্রভু-আজ্ঞায় সব ভক্তি বিস্তারিল ॥ ২৪ ॥
নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ সব রাধাকৃষ্ণ স্মরে ।
তাঁদের স্মরণ জীবের সর্ব পাপ হরে ॥
অনুকরণ করি' যদি সেই ভাব ধরে ।
মায়া-কবলিত হয় সংসার না তরে ॥

প্রচার করহ সদা জীব ঘরে ঘরে ।
সফল হইবে জীবন প্রচারের দ্বারে ॥
'শ্রীদয়িত দাস'-প্রভু দেন এই শিক্ষা ।
'কর উচ্চৈঃস্বরে নাম' এই তাঁর দীক্ষা ॥ ২৫ ॥
কীর্তনের অঙ্গ শুধু নহে ঢাক-ঢোল ।
আধুনিক ধারায় নহে কীর্তনের রোল ॥
হরিসেবায় অনুকূল সকলই মাধব ।
ত্রিজগতের ভোক্তা হয় একলা যাদব ॥
মায়ার বৈভব যত রেডিওর শব্দ ।
কীর্তনের দ্বারা সদা কর তাহা স্তব্ধ ॥
মায়ার কচ্‌কচি সব সংবাদের পত্র ।
কীর্তন করহ তাহে জগতে সর্বত্র ॥ ২৬ ॥
ঘরে বসে' চেঁচাইয়া পিত্তবৃদ্ধি করি ।
কোটি জন্মেও সন্তুষ্ট হবে না শ্রীহরি ॥
শ্রীহরি নহে কারো বাবার সম্পত্তি ।
'খোঁয়াড়ের' বাহির হও, না কর আপত্তি ॥
সব শ্রীহরির, আর শ্রীহরি সবার ।
কর উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন এ শিক্ষা তাঁর ॥
কীর্তন-প্রভাবে হ'বে স্মরণ আপনি ।
নির্জন-ভজন সেই হৃদয়ে তখনি ॥ ২৭ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রার্থনা

[কৃষ্ণভাবনামৃতের বাণী প্রচার করার জন্য ১৯৬৫ সালে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ যখন 'জলদূত' নামক জাহাজে করে আমেরিকায় যাচ্ছিলেন, তখন তিনি এই কবিতাটি রচনা করেন।]

কৃষ্ণ তব পুণ্য হবে ভাই ।
এ পুণ্য করিবে যবে, রাধারাণী খুশী হবে,
ধ্রুব অতি বলি তোমা তাই ॥
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী, শচী-সুত প্রিয় অতি,
কৃষ্ণ-সেবায় যাঁর তুল্য নাই ।
সেই সে মোহান্ত-গুরু, জগতের মধ্যে উরু,
কৃষ্ণভক্তি দেয় ঠাঁই ঠাঁই ॥
তাঁর ইচ্ছা বলবান, পাশ্চাত্যেতে ঠান্‌ঠান্‌,
হয় যাতে গৌরাঙ্গের নাম ।
পৃথিবীতে নগরাদি, আসমুদ্র নদনদী,
সকলেই লয় কৃষ্ণ-নাম ॥
তাহলে আনন্দ হয়, তবে হয় দিগ্বিজয়,
চৈতন্যের কৃপা অতিশয় ।
মায়াদুষ্ট যত দুঃখী, জগতে সবাই সুখী,
বৈষ্ণবের ইচ্ছা পূর্ণ হয় ॥
সে কার্য যে করিবারে, আজ্ঞা যদি দিলে মোরে,
যোগ্য নহি অতি দীন হীন ।
তাই সে তোমার কৃপা, জাগিতেছে অনুরূপা,
আজি তুমি সবার প্রবীণ ॥

তোমার সে শক্তি পেলে, গুরু-সেবা বস্তু মিলে,
জীবন সার্থক যদি হয় ।
সেই সে সেবা পেলে, তাহলে সুখী হলে,
তব সঙ্গ ভাগ্যেতে মিলয় ॥

এবং জনং নিপতিতং প্রভবাহিকূপে ।
কামাভিকামমনু যঃ প্রপতন প্রসাঙ্গাৎ ॥
কৃত্বাত্মসাৎ সুরর্ষিণা ভগবান গৃহীতঃ ।
সোঽহং কথং নু বিসৃজে তব ভৃত্যসেবাং ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ৭/৯/২৮)

তুমি মোর চিরসাথী, ভুলিয়া মায়ার লাথি,
খাইয়াছি জন্ম-জন্মান্তরে ।
আজি পুনঃ এ সুযোগ, যদি হয় যোগাযোগ,
তবে পারি তুহে মিলিবারে ॥
তোমার মিলনে ভাই, আবার সে সুখ পাই,
গোচারণে ঘুরি দিন ভোর ।
কত বনে ছুটাছুটি, বনে খাই লুটাপুটি,
সেই দিন কবে হবে মোর ॥
আজি সে সুবিধানে, তোমার স্মরণ ভেল,
বড় আশা ডাকিলাম তাই ।
আমি তব নিত্য দাস, তাই মোর এত আশ,
তুমি বিনা অন্য গতি নাই ॥

মার্কিনে ভগবৎ-ধর্ম

[১৯৬৫ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের জাহাজ 'জলদূত' বোস্টন বন্দরে পৌছায়, তার পরের দিন, ১৮ই সেপ্টেম্বর শ্রীল প্রভুপাদ এই কবিতাটি রচনা করেন।]

বড়-কৃপা কৈলে কৃষ্ণ অধমের প্রতি ।
কি লাগি আনিলে হেথা করো এবে গতি ॥
আছে কিছু কার্য তব' এই অনুমানে ।
নহে কেন আনিবেন এই উগ্রস্থানে ॥
রজস্তমো গুণে এরা সবাই আচ্ছন্ন ।
বাসুদেব-কথা রুচি নহে সে প্রসন্ন ॥
তবে যদি তব কৃপা হয় অহৈতুকী ।
সকলই সম্ভব হয় তুমি সে কৌতুকী ॥
কিভাবে বুঝালে তারা বুঝে সেই রস ।
এত কৃপা করো প্রভু করি নিজ-বশ ॥
তোমার ইচ্ছায় সব হয় মায়া-বশ ।
তোমার ইচ্ছায় নাশ মায়ার পরশ ॥
তব ইচ্ছা হয় যদি তাদের উদ্ধার ।
বুঝিবে নিশ্চয়ই তবে কথা সে তোমার ॥
ভাগবতের কথা সে তব অবতার ।
ধীর হইয়া শুনে যদি কানে বার বার ॥
শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্ ॥
নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া ।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥

তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে ।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি ॥
এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে ॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণিদৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১/২/১৭-২১)

রজস্তমো হ'তে তবে পাইবে নিস্তার ।
হৃদয়ের অভদ্র সব ঘুচিবে তাহার ॥
কি করে বুঝাবো কথা বর সেই চাহি ।
ক্ষুদ্র আমি দীন হীন কোন শক্তি নাহি ॥
অথচ এনেছ প্রভু কথা বলিবারে ।
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু করো এইবারে ॥
অখিল জগৎ-গুরু! বচন সে আমার ।
অলঙ্কৃত করিবার ক্ষমতা তোমার ॥
তব কৃপা হ'লে মোর কথা শুদ্ধ হবে ।
শুনিয়া সবার শোক-দুঃখ যে ঘুচিবে ॥
আনিয়াছ যদি প্রভু আমারে নাচাতে ।
নাচাও নাচাও প্রভু নাচাও সে-মতে ।
কাষ্ঠের পুতুল যথা নাচাও সে-মতে ॥
ভক্তি নাই বেদ নাই নামে খুব দড় ।
'ভক্তিবেদান্ত' নাম এবে সার্থক কর ॥

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের
দ্বিষষ্ঠীতম আবির্ভাব তিথিতে
তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে রচিত

My Lord and Master
His Divine Grace

1. Adore adore ye all the happy day,
Blessed than heaven, sweeter than May.
When he appeared at Puri, the holy place,
My Lord and Master, His Divine Grace.

2. Oh! my Master, the evangelic angel,
Give us Thy light, lite up Thy candle.
Struggle for existence a human race,
The only hope, His Divine Grace.

3. Misled we are all going astray,
Save us Lord, our fervent pray.
Wonder Thy ways to turn our face,
Adore Thy feet, Your Divine Grace.

4. Forgotten Krishna, we fallen souls,
Paying most heavy, the illusion's toll.
Darkness around all untrace,
The only hope, His Divine Grace.

5. Message of service thou hast brought,
A healthful life as Chaitanya wrought.
Unknown to all, it's full of brace,
That's your gift, Your Divine Grace.

6. Absolute is sentient, thou hast proved,
Impersonal calamity thou hast moved.
This gives us a life—anew and fresh,
Worship Thy feet, Your Divine Grace.

7. Had you not come, who had told,
The message of Krishna—forceful and bold.
That's your right, you have the mace,
Save me a fallen, Your Divine Grace.

8. The line of service as drawn by you,
Is pleasing and healthy like morning dew.
The oldest of all but in new dress,
Miracle done, Your Divine Grace.

শ্রীগুরুদেব বন্দনা

[My Lord and Master His Divine Grace কবিতাটির বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক—শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী]

সে শুভদিনের আরাধনা করে জাগরে জগৎবাসী।
চৈত্র মধুর, স্বর্গ-মেদুর শুভ লগনের রাশি ॥
যেদিন আমার হৃদয়ের রাজ গুরুদেব মহারাজ।
পূত পুরীধামে প্রকাশি আপনি হরে পৃথিবীর ত্রাস ॥

দেবদূত-সম গুরুমহারাজ আলোকে প্লাবিত কর।
জীবন-যুদ্ধে পরাজিত মোর ভয়-সন্ত্রাস হর ॥

দুর্লভতম মানব জীবন, তথাপি ভরসাহীন ।
তব কৃপা বিনা আমি অসহায় অপারগ উদাসীন ॥

মায়ার প্রভাবে আপন স্বভাবে সদাই অধম মতি ।
ত্রাণ কর এই অধম জনেরে, কৃপা বিনা নাহি গতি ॥
জীব-কল্যাণে তব অবদান জগতে ঘোষিত আজ ।
তব শ্রীচরণ, আমার জীবন গুরুদেব মহারাজ ॥

কৃষ্ণকে ভুলে মায়ার কবলে ক্লেশ পাই অবিরত ।
মরুভূমি মাঝে মৃগতৃষা-সম প্রলোভন ভরে হত ॥
বিভীষিকা ভরা অন্ধ তিমির অমানিশা সম মানি ।
মম আশা আজ গুরুমহারাজ তব শ্রীমুখের বাণী ॥

ভকতির বাণী পৃথিবীতে আনি জীবে দয়া হ'ল সারা ।
সব অবতার সার শিরোমণি গৌরপ্রভুর ধারা ॥
যে বাণী সবার অজ্ঞাত ছিল, তোমার আশীষে আজ ।
জগৎ মাঝারে বর্ষিত হল গুরুদেব মহারাজ ॥

পরম ব্রহ্ম পরম পুরুষ, প্রমাণ করিলে তুমি ।
নির্বিশেষের নির্বাণ-বাদ ত্যাজিল ভারতভুমি ॥
নবীন জীবন লভি মোরা তাই উল্লাসে হয়ে মগ্ন ।
তোমার চরণ বন্দনা করি মোহপাশ করি ভগ্ন ॥

তুমি যদি আজ প্রকাশ না হতে অন্ধ-তিমির হানি ।
দৃপ্ত কণ্ঠে তবে কে শোনাত শ্রীভগবানের বাণী ॥
সেই অধিকার তোমারেই সাজে, দণ্ড তোমার হাতে ।
কৃপা করি এই অধম জনেরে নিয়ে চল তব সাথে ॥

তুমি যে দেখালে ভক্তির পথ, তুলনা তো তার নাই ।
শিশিরের মত উজ্জ্বল আর উচ্ছল তার ঠাঁই ॥
চির পুরাতন শাশ্বত বাণী নবীন সাজেতে রাজে ।
তোমার কৃপার প্রকাশ স্বরূপে সারা জগতের মাঝে ॥

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মহাশয়ের ভক্তিগীতি সঞ্চয়ন

বৈষ্ণব কে?

দুষ্ট মন! তুমি কিসের বৈষ্ণব?
প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জনের ঘরে,
তব 'হরিনাম' কেবল 'কৈতব' ॥ ১ ॥
জড়ের প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
জান না কি তাহা 'মায়ার বৈভব' ।
কনক-কামিনী, দিবস-যামিনী,
ভাবিয়া কি কাজ, অনিত্য সে সব ॥ ২ ॥
তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ 'মাধব' ।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল 'যাদব' ॥ ৩ ॥
প্রতিষ্ঠাশা-তরু, জড়-মায়া-মরু,
না পেল 'রাবণ' যুঝিয়া 'রাঘব' ।

বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব ॥ ৪ ॥
হরিজন-দ্বেষ, প্রতিষ্ঠাশা-ক্লেশ,
কর কেন তবে তাহার গৌরব ।
বৈষ্ণবের পাছে, প্রতিষ্ঠাশা আছে,
তা'তে, কভু নহে 'অনিত্য-বৈভব' ॥ ৫ ॥
সে হরি-সম্বন্ধ, শূন্য-মায়াগন্ধ,
তাহা কভু নয় 'জড়ের কৈতব' ।
প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালী, নির্জনতা-জালি,
উভয়ে জানিহ মায়িক রৌরব ॥ ৬ ॥
'কীর্তন ছাড়িব, প্রতিষ্ঠা মাখিব',
কি কাজ ঢুড়িয়া তাদৃশ গৌরব ।
মাধবেন্দ্র পুরী, ভাব-ঘরে চুরি,
না করিল কভু সদাই জানব ॥ ৭ ॥
তোমার প্রতিষ্ঠা,— 'শূকরের বিষ্ঠা',
তার-সহ সম কভু না মানব ।
মৎসরতা-বশে, তুমি জড়রসে,
মজেছ ছাড়িয়া কীর্তন-সৌষ্ঠব ॥ ৮ ॥
তাই দুষ্ট মন, 'নির্জন ভজন',
প্রচারিছ ছলে 'কুযোগী-বৈভব' ।
প্রভু সনাতনে, পরম যতনে,
শিক্ষা দিল যাহা, চিন্ত সেই সব ॥ ৯ ॥
সেই দু'টি কথা, ভুল' না সর্বথা,
উচ্চৈঃস্বরে কর 'হরিনাম-রব' ।

'ফল্গু', আর 'যুক্ত', 'বদ্ধ' আর 'মুক্ত',
কভু না ভাবিহ, একাকার সব ॥ ১০ ॥
'কনক-কামিনী', 'প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী',
ছাড়িয়াছে যারে, সেই ত' বৈষ্ণব ।
সেই 'অনাসক্ত', সেই 'শুদ্ধ ভক্ত',
সংসার তথা পায় পরাভব ॥ ১১ ॥
যথাযোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ,
'অনাসক্ত' সেই, কি আর কহব ।
'আসক্তি-রহিত', 'সম্বন্ধ-সহিত',
বিষয়সমূহ সকলি 'মাধব' ॥ ১২ ॥
সে 'যুক্তবৈরাগ্য', তাহা ত' সৌভাগ্য,
তাহাই জড়েতে হরির বৈভব ।
কীর্তনে যাহার, 'প্রতিষ্ঠা-সম্ভার',
তাহার সম্পত্তি কেবল 'কৈতব' ॥ ১৩ ॥
'বিষয়-মুমুক্ষু', 'ভোগের বুভুক্ষু',
দু'য়ে ত্যজ মন, দুই 'অবৈষ্ণব' ।
'কৃষ্ণের সম্বন্ধ', অপ্রাকৃত-স্কন্ধ,
কভু নহে তাহা জড়ের সম্ভব ॥ ১৪ ॥
'মায়াবাদী জন', কৃষ্ণেতর মন,
মুক্ত অভিমানে সে নিন্দে বৈষ্ণব ।
বৈষ্ণবের দাস, তব ভক্তি-আশ,
কেন বা ডাকিছ নির্জন-আহব ॥ ১৫ ॥
যে 'ফল্গু-বৈরাগী', কহে নিজে 'ত্যাগী',
সে না পারে কভু হইতে 'বৈষ্ণব' ।

হরিপদ ছাড়ি', 'নির্জনতা বাড়ি',
লভিয়া কি ফল, 'ফল্গু' সে বৈভব ॥ ১৬ ॥
রাধাদাস্যে রহি', ছাড়ি 'ভোগ-অহি',
'প্রতিষ্ঠাশা' নহে 'কীর্তন গৌরব'।
'রাধা-নিত্যজন', তাহা ছাড়ি' মন,
কেন বা নির্জন-ভজন-কৈতব ॥ ১৭ ॥
ব্রজবাসীগণ, প্রচারক-ধন,
প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তা'রা নহে 'শব'।
প্রাণ আছে তাঁ'র, সেহেতু প্রচার,
প্রতিষ্ঠাশাহীন-'কৃষ্ণগাথা' সব ॥ ১৮ ॥
শ্রীদয়িতদাস, কীর্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে 'হরিনাম-রব'।
কীর্তন-প্রভাবে, স্মরণ স্বভাবে,
সে কালে ভজন-নির্জন সম্ভব ॥ ১৯ ॥

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের ভক্তিগীতি সঞ্চয়ন

উপদেশ

[১]

মন রে, কেন মিছে ভজিছ অসার?
ভূতময় এ সংসার, জীবের পক্ষেতে ছার,
অমঙ্গল-সমুদ্র অপার ॥ ১ ॥

ভূতাতীত শুদ্ধজীব, নিরঞ্জন সদাশিব,
মায়াতীত প্রেমের আধার।
তব শুদ্ধসত্তা তাই, এ জড়-জগতে ভাই,
কেন মুগ্ধ হও বারবার? ২ ॥
ফিরে দেখ একবার, আত্মা অমৃতের ধার,
তা'তে বুদ্ধি উচিত তোমার।
তুমি আত্মারূপী হ'য়ে, শ্রীচৈতন্য-সমাশ্রয়ে,
বৃন্দাবনে থাক অনিবার ॥ ৩ ॥
নিত্যকাল সখীসঙ্গে, পরানন্দ-সেবা-রঙ্গে,
যুগলভজন কর' সার।
এ হেন যুগল-ধন, ছাড়ে যেই মূর্খ জন,
তা'র গতি নাহি দেখি আর ॥ ৪ ॥

[২]

মন, তুমি ভালবাস কামের তরঙ্গ।
জড়কাম পরিহরি', শুদ্ধকাম সেবা করি',
বিস্তারহ অপ্রাকৃত রঙ্গ ॥ ১ ॥
অনিত্য জড়ীয় কাম, শান্তিহীন অবিশ্রাম,
নাহি তাহে পিপাসার ভঙ্গ।
কামের সামগ্রী চাও, তবু তাহা নাহি পাও,
পাইলেও ছাড়ে তব সঙ্গ ॥ ২ ॥
তুমি সেবা কর' যা'রে, সে তোমা' ভজিতে নারে,
দুঃখে জ্বলে বিনোদের অঙ্গ।

ছাড়' তবে মিছা-কাম, হও তুমি সত্যকাম,
ভজ বৃন্দাবনের অনঙ্গ ॥ ৩ ॥
যাঁহার কুসুম-শরে, তব নিত্য-কলেবরে,
ব্যাপ্ত হ'বে প্রেম অন্তরঙ্গ ॥ ৪ ॥

[৩]

মন রে, তুমি বড় সন্দিগ্ধ-অন্তর ।
আসিয়াছ এ সংসারে, বদ্ধ হ'য়ে জড়াধারে,
জড়াসক্ত হ'লে নিরন্তর ॥ ১ ॥
ভুলিয়া স্বকীয় ধাম, সেবি' জড়গত কাম,
জড় বিনা না দেখ অপর ।
তোমার তুমিত্ব যিনি, আচ্ছাদিত হ'য়ে তিনি,
লুপ্তপ্রায় দেহের ভিতর ॥ ২ ॥
তুমি ত' জড়ীয় জ্ঞান, সদা করিতেছ ধ্যান,
তাহে সৃষ্টি কর' চরাচর ।
এ দুঃখ কহিব কা'রে, নিত্যপতি-পরিহারে,
তুচ্ছতত্ত্বে করিলে নির্ভর ॥ ৩ ॥
নাহি দেখ' আত্মতত্ত্ব, ছাড়ি' দিলে শুদ্ধসত্ত্ব,
আত্মা হ'তে নিলে অবসর ।
আত্মা আছে কি না আছে, সন্দেহ তোমার কাছে,
ক্রমে ক্রমে পাইল আদর ॥ ৪ ॥
এইরূপে ক্রমে ক্রমে, পড়িয়া জড়ের ভ্রমে,
আপনা আপনি হ'লে পর ।

এবে কথা রাখ মোর, নাহি হও আত্মচোর,
সাধুসঙ্গ কর' অতঃপর ॥ ৫ ॥
বৈষ্ণবের কৃপা-বলে, সন্দেহ যাইবে চ'লে,
তুমি পুনঃ হইবে তোমার ।
পা'বে বৃন্দাবন-ধাম, সেবিবে শ্রীরাধা-শ্যাম,
পুলকাশ্রুময় কলেবর ॥ ৬ ॥
ভক্তিবিনোদের ধন, রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ,
তাহে রতি রহুঁ নিরন্তর ॥ ৭ ॥

[৪]

মন, তুমি বড়ই পামর ।
তোমার ঈশ্বর হরি, তাঁ'কে কেন পরিহরি',
কামমার্গে ভজ' দেবান্তর? ১ ॥
পরব্রহ্ম এক তত্ত্ব, তাঁহাতে সঁপিয়া সত্ত্ব,
নিষ্ঠাগুণে করহ আদর ।
আর যত দেবগণ, মিশ্রসত্ত্ব অগণন,
নিজ নিজ কার্যের ঈশ্বর ॥ ২ ॥
সে-সবে সম্মান করি', ভজ' একমাত্র হরি,
যিনি সর্ব-ঈশ্বর-ঈশ্বর ।
মায়া যাঁর ছায়াশক্তি, তাঁ'তে ঐকান্তিকী ভক্তি,
সাধি' কাল কাট' নিরন্তর ॥ ৩ ॥
মূলেতে সিঞ্চিলে জল, শাখা-পল্লবের বল,
শিরে বারি নহে কার্যকর ।

হরিভক্তি আছে যাঁর, সর্বদেব বন্ধু তাঁ'র,
ভক্তে সবে করেন আদর ॥ ৪ ॥
বিনোদ কহিছে মন, রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ,
ভজ ভজ ভজ নিরন্তর ॥ ৫ ॥

[৫]

মন, তব কেন এ' সংশয়?
জড়-প্রতি ঘৃণা করি', ভজিতে প্রেমের হরি,
স্বরূপ লক্ষিতে কর ভয় ॥ ১ ॥
স্বরূপ করিতে ধ্যান, পাছে জড় পায় স্থান,
এই ভয়ে ভাব' ব্রহ্মময় ।
নিরাকার নিরঞ্জন, সর্বব্যাপী সনাতন,
অস্বরূপ করিছ নিশ্চয় ॥ ২ ॥
অভাব-ধর্মের বশে, স্বভাব না চিত্তে পশে,
ভাবের অভাব তাহে হয় ।
ত্যজ এই তর্ক পাশ, পরানন্দ-পরকাশ,
কৃষ্ণচন্দ্রে করহ আশ্রয় ॥ ৩ ॥
সচ্চিৎ-আনন্দময়, কৃষ্ণের স্বরূপ হয়,
সর্বানন্দ মাধুর্য নিলয় ।
সর্বত্র সম্পূর্ণ রূপ, এই এক অপরূপ,
সর্বব্যাপী ব্রহ্মে তাহা নয় ॥ ৪ ॥
অতএব ব্রহ্ম তাঁ'র, অঙ্গকান্তি সুবিস্তার,
বৃহৎ বলিয়া তাঁরে কয় ।
ব্রহ্ম পরব্রহ্ম যেই, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ সেই,
বিনোদের যাহাতে প্রণয় ॥ ৫ ॥

[৬]

মন, তুমি পড়িলে কি ছার?
নবদ্বীপে পাঠ করি', ন্যায়রত্ন নাম ধরি',
ভেকের কচ্‌কচি কৈলে সার ॥ ১ ॥
দ্রব্যাদি পদার্থজ্ঞান, ছলাদি নিগ্রহ স্থান,
সমবায় করিলে বিচার ।
তর্কের চরম ফল, ভয়ঙ্কর হলাহল,
নাহি বিচারিলে দুর্নিবার ২ ॥
হৃদয় কঠিন হ'ল, ভক্তি-বীজ না বাড়িল,
কিসে হ'বে ভবসিন্ধু পার?
অনুমিলে যে ঈশ্বর, সে কুলালচক্রধর,
সাধন কেমনে হ'বে তাঁ'র? ৩ ॥
সহজ-সমাধি ত্যজি', অনুমিতি মান ভজি,
তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার ।
সে হৃদয়ে কৃষ্ণধন, নাহি পান সুখাসন,
অহো, ধিক্ সেই তর্ক ছার ॥ ৪ ॥
অন্যায় ন্যায়ের মত, দূর কর অবিরত,
ভজ কৃষ্ণচন্দ্র সারাৎসার ॥ ৫ ॥

[৭]

মন, যোগী হ'তে তোমার বাসনা ।
যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন, নিয়ম-যম-সাধন,
প্রাণায়াম, আসন-রচনা ॥ ১ ॥

প্রত্যাহার, ধ্যান, ধৃতি, সমাধিতে হ'লে ব্রতী,
ফল কিবা হইবে বল না ।
দেহ-মন শুষ্ক করি, রহিবে কুম্ভক ধরি',
ব্রহ্মাত্মতা করিবে ভাবনা ॥ ২ ॥
অষ্টাদশ সিদ্ধি পা'বে, পরমার্থ ভুলে যা'বে,
ঐশ্বর্যাদি করিবে কামনা ।
স্থূল জড় পরিহরি', সূক্ষ্মেতে প্রবেশ করি,
পুনরায় ভুগিবে যাতনা ॥ ৩ ॥
আত্মা নিত্য শুদ্ধধন, হরিদাস অকিঞ্চন,
যোগে তার কি ফল ঘটনা ।
কর ভক্তি-যোগাশ্রয়, না থাকিবে কোন ভয়,
সহজ অমৃত সম্ভাবনা ॥ ৪ ॥
বিনোদের এ মিনতি, ছাড়ি' অন্য যোগগতি,
কর' রাধাকৃষ্ণ আরাধনা ॥ ৫ ॥

[৮]

ওহে ভাই, মন কেন ব্রহ্ম হ'তে চায় ।
কি আশ্চর্য ক'ব কা'কে, সদোপাস্য বল' যাঁকে,
তাঁ'তে কেন আপনে মিশায় ॥ ১ ॥
বিন্দু নাহি হয় সিন্ধু, বামন না স্পর্শে ইন্দু,
রেণু কি ভূধর-রূপ পায়?
লাভ মাত্র অপরাধ, পরমার্থ হয় বাধ,
সাযুজ্যবাদীর হায় হায় ॥ ২ ॥

এ হেন দুরন্ত বুদ্ধি, ত্যজি' কর' সত্ত্বশুদ্ধি,
অন্বেষহ প্রীতির উপায় ।
'সাযুজ্য'-'নির্বাণ'-আদি, শাস্ত্রে শব্দ দেখ যদি,
সে-সব ভক্তির অঙ্গে যায় ॥ ৩ ॥
কৃষ্ণ-প্রীতি ফলময়, 'তত্ত্বমসি' আদি হয়,
সাধক চরমে কৃষ্ণ পায় ।
অখণ্ড আনন্দময়, বৃন্দাবন কৃষ্ণালয়,
পরব্রহ্ম-স্বরূপ জানায় ॥ ৪ ॥
তা' হ'তে কিরণ-জাল, ব্রহ্মরূপে শোভে ভাল,
মায়িক জগৎ চমৎকার ।
মায়াবদ্ধ জীব তাহে, নির্বৃত হইতে চাহে,
সূর্যাভাবে খদ্যোতের প্রায় ॥ ৫ ॥
যদি কভু ভাগ্যোদয়ে, সাধু-গুরু-সমাশ্রয়ে,
বৃন্দাবন সম্মুখেতে ভায় ।
কৃষ্ণাকৃষ্ট হ'য়ে তবে, ক্ষুদ্ররস-অনুভবে,
ব্রহ্ম ছাড়ি' পরব্রহ্মে ধায় ॥ ৬ ॥
শুকাদির সুজীবন, কর' ভাই আলোচন,
এ দাস ধরিছে তব পায় ॥ ৭ ॥

[৯]

মন রে, কেন আর বর্ণ-অভিমান ।
মরিলে পাতকী হ'য়ে, যমদূতে যা'বে ল'য়ে,
না করিবে জাতির সম্মান ॥ ১ ॥

যদি ভাল কর্ম কর, স্বর্গভোগ অতঃপর,
তা'তে বিপ্র চণ্ডাল সমান।
নরকেও দুই জনে, দণ্ড পা'বে এক সনে,
জন্মান্তরে সমান বিধান ॥ ২ ॥
তবে কেন অভিমান, ল'য়ে তুচ্ছ বর্ণ মান,
মরণ অবধি যা'র মান।
উচ্চ বর্ণপদ ধরি', বর্ণান্তরে ঘৃণা করি',
নরকের না কর' সন্ধান ॥ ৩ ॥
সামাজিক মান ল'য়ে, থাক ভাই বিপ্র হ'য়ে,
বৈষ্ণবে না কর' অপমান।
আদার ব্যাপারী হয়ে, বিবাদ জাহাজ ল'য়ে,
কভু নাহি করে' বুদ্ধিমান্ ॥ ৪ ॥
তবে যদি কৃষ্ণভক্তি, সাধ' তুমি যথাশক্তি,
সোনায় সোহাগা পা'বে স্থান।
সার্থক হইবে সূত্র, সর্বলাভ ইহামুত্র,
বিনোদ করিবে স্তুতিগান ॥ ৫ ॥

[১০]

মন রে, কেন কর বিদ্যার গৌরব।
স্মৃতিশাস্ত্র, ব্যাকরণ, নানা ভাষা-আলোচন,
বৃদ্ধি করে' যশের সৌরভ ॥ ১ ॥
কিন্তু দেখ চিন্তা করি', যদি না ভজিলে হরি,
বিদ্যা তব কেবল রৌরব।

কৃষ্ণ প্রতি আনুরক্তি, সেই বীজে জন্মে ভক্তি,
বিদ্যা হ'তে তাহা অসম্ভব ॥ ২ ॥
বিদ্যায় মার্জন তা'র, কভু কভু অপকার,
জগতেতে করি অনুভব।
যে বিদ্যার আলোচনে, কৃষ্ণরতি স্ফুরে মনে,
তাহারি আদর জান' সব ॥ ৩ ॥
ভক্তি বাধা যাহা হ'তে, সে বিদ্যার মস্তকেতে,
পদাঘাত কর' অকৈতব।
সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁ'র হিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈভব ॥ ৪ ॥

[১১]

রূপের গৌরব কেন ভাই।
অনিত্য এ কলেবর, কভু নহে স্থিরতর,
শমন আইলে কিছু নাই।
এ অঙ্গ শীতল হ'বে, আঁখি স্পন্দহীন র'বে,
চিতার আগুনে হ'বে ছাই ॥ ১ ॥
যে মুখসৌন্দর্য হের, দর্পণেতে নিরন্তর,
শ্ব-শিবার হইবে ভোজন।
যে বস্ত্রে আদর কর,' যেবা আভরণ পর,'
কোথা সব রহিবে তখন? ২ ॥
দারা সুত বন্ধু সবে, শ্মশানে তোমারে ল'বে,
দগ্ধ করি' গৃহেতে আসিবে।

তুমি কা'র, কে তোমার, এবে বুঝি' দেখ সার,
দেহ-নাশ অবশ্য ঘটিবে ॥ ৩ ॥
সুনিত্য-সম্বল চাও, হরিগুণ সদা গাও,
হরিনাম জপহ সদাই ।
কুতর্ক ছাড়িয়া মন, কর' কৃষ্ণ-আরাধন,
বিনোদের আশ্রয় তাহাই ॥ ৪ ॥

[১২]

মন রে, ধনমদ নিতান্ত অসার ।
ধন জন বিত্ত যত, এ দেহের অনুগত,
দেহ গেলে সে সকল ছার ॥ ১ ॥
বিদ্যার যতেক চেষ্টা, চিকিৎসক উপদেষ্টা,
কেহ দেহ রাখিবারে নারে ।
অজপা হইলে শেষ, দেহমাত্র অবশেষ,
জীব নাহি থাকেন আধারে ॥ ২ ॥
ধনে যদি প্রাণ দিত, ধনী রাজা না মরিত,
ধরামর হইত রাবণ ।
ধনে নাহি রাখে দেহ, দেহ গেলে নহে কেহ,
অতএব কি করিবে ধন? ৩ ॥
যদি থাকে বহু ধন, নিজে হ'বে অকিঞ্চন,
বৈষ্ণবের কর' উপকার ।
জীবে দয়া অনুক্ষণ, রাধা-কৃষ্ণ-আরাধন,
কর' সদা হ'য়ে সদাচার ॥ ৪ ॥

[১৩]

মন, তুমি সন্ন্যাসী সাজিতে কেন চাও?
বাহিরের সাজ যত, অন্তরেতে ফাঁকি তত,
দম্ভ পুজি' শরীর নাচাও ॥ ১ ॥
আমার বচন ধর, অন্তর বিশুদ্ধ কর,
কৃষ্ণামৃত সদা কর পান ।
জীবন সহজে যায়, ভক্তি বাধা নাহি পায়,
তদুপায় করহ সন্ধান ॥ ২ ॥
অনায়াসে যাহা পাও, তাহে তুষ্ট হ'য়ে যাও,
আড়ম্বরে না কর প্রয়াস ।
পূর্ণবস্ত্র যদি নাই, কৌপীন পর হে ভাই,
শীতবস্ত্র কন্থা বহির্বাস ॥ ৩ ॥
অগুরু চন্দন নাই, মৃত্তিকা-তিলক ভাই,
হারের বদলে ধর মালা ।
এইরূপে আশা-পাশ, সুখাদির কুবিলাস,
খর্বি ছাড় সংসারের জ্বালা ॥ ৪ ॥
সন্ন্যাস-বৈরাগ্য-বিধি, সেহ আশ্রমের নিধি,
তাহে কভু না কর আদর ।
সে-সব আদরে ভাই, সংসারে নিস্তার নাই,
দাম্ভিকের লিঙ্গ নিরন্তর ॥ ৫ ॥
তুমি ত' চৈতন্যদাস, হরিভক্তি তব আশ,
আশ্রমের লিঙ্গে কিবা ফল?

প্রতিষ্ঠা করহ দূর, বাস তব শান্তিপুর,
সাধু-কৃপা তোমার সম্বল ॥ ৬ ॥
বৈষ্ণবের পরিচয়, আবশ্যক নাহি হয়,
আড়ম্বরে কভু নাহি যাও ।
বিনোদের নিবেদন, রাধাকৃষ্ণ-গুণগাণ,
ফুকারি' ফুকারি' সদা গাও ॥ ৭ ॥

[১৪]

মন, তুমি তীর্থে সদা রত ।
অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চি, অবন্তিয়া,
দ্বারাবতী, আর আছে যত ॥ ১ ॥
তুমি চাহ ভ্রমিবারে, এ সকল বারে বারে,
মুক্তিলাভ করিবার তরে ।
সে কেবল তব ভ্রম, নিরর্থক পরিশ্রম,
চিত্ত স্থির তীর্থে নাহি করে ॥ ২ ॥
তীর্থফল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ,
শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর ।
যথা সাধু, যথা তীর্থ, স্থির করি' নিজ চিত্ত,
সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর ॥ ৩ ॥
যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে তীর্থেতে নাহি যাই,
কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ ।
যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণভক্তি যেই স্থানে, মুক্তি দাসী সেই খানে,
সলিল তথায় মন্দাকিনী ।
গিরি তথা গোবর্ধন, ভূমি তথা বৃন্দাবন,
আবির্ভূতা আপনি হ্লাদিনী ॥ ৫ ॥
বিনোদ কহিছে ভাই, ভ্রমিয়া কি ফল পাই,
বৈষ্ণব-সেবন মোর ব্রত ॥ ৬ ॥

[১৫]

দেখ মন, ব্রতে যেন না হও আচ্ছন্ন ।
কৃষ্ণভক্তি আশা করি', আছ নানা ব্রত ধরি',
রাধাকৃষ্ণে করিতে প্রসন্ন ॥ ১ ॥
ভক্তি যে সহজ তত্ত্ব, চিত্তে তার আছে সত্ত্ব,
তাহার সমৃদ্ধি তব আশ ।
দেখিবে বিচার করি', সু-কঠিন ব্রত ধরি',
সহজের না কর বিনাশ ॥ ২ ॥
কৃষ্ণ-অর্থে কায়ক্লেশ, তা'র ফল আছে শেষ,
কিন্তু তাহা সামান্য না হয় ।
ভক্তির বাধক হ'লে, ভক্তি আর নাহি ফলে,
তপঃফল হইবে নিশ্চয় ॥ ৩ ॥
কিন্তু ভেবে দেখ ভাই, তপস্যার কাজ নাই,
যদি হরি আরাধিত হন ।
ভক্তি যদি না ফলিল, তপস্যায় তুচ্ছ ফল,
বৈষ্ণব না লয় কদাচন ॥ ৪ ॥

ইহাতে যে গূঢ় মর্ম, বুঝ বৈষ্ণবের ধর্ম,
পাত্রভেদে অধিকার ভিন্ন ।
বিনোদের নিবেদন, বিধিমুক্ত অনুক্ষণ,
সারগ্রাহী শ্রীকৃষ্ণপ্রপন্ন ॥ ৫ ॥

[১৬]

মন, তুমি বড়ই চঞ্চল ।
একান্ত সরল ভক্ত- জন নহে অনুরক্ত
ধূর্তজনে আসক্তি প্রবল ॥ ১ ॥
বুজরুগী জানে যেই, তব সাধুজন সেই,
তা'র সঙ্গ তোমারে নাচায় ।
ক্রূর-বেশ দেখ যাঁ'র, শ্রদ্ধাস্পদ সে তোমার',
ভক্তি করি' পড় তা'র পায় ॥ ২ ॥
ভক্ত সঙ্গ হয় যাঁ'র, ভক্তিফল ফলে তাঁ'র,
অকৈতবে শান্তভাব ধর ।
চঞ্চলতা ছাড়ি' মন, ভজ কৃষ্ণ-শ্রীচরণ,
ধূর্তসঙ্গ দূরে পরিহর' ॥ ৩ ॥

[১৭]

মন, তোরে বলি এ বারতা ।
অপক্ক বয়সে হায়, বঞ্চিত বঞ্চক পা'য়,
বিকাইলে নিজ-স্বতন্ত্রতা ॥ ১ ॥
সম্প্রদায়ে দোষ-বুদ্ধি, জানি' তুমি আত্মশুদ্ধি,
করিবারে হৈলে সাবধান ।

না নিলে তিলক-মালা, ত্যাজিলে দীক্ষার জ্বালা,
নিজে কৈলে নবীন বিধান ॥ ২ ॥
পূর্ব মতে তালি দিয়া, নিজ-মত প্রচারিয়া,
নিজ অবতার বুদ্ধি ধরি' ।
ব্রতচার না মানিলে, পূর্ব-পথ জলে দিলে,
মহাজনে ভ্রমদৃষ্টি করি' ॥ ৩ ॥
ফোঁটা, দীক্ষা, মালা ধরি', ধূর্ত করে' সুচাতুরী,
তাই তাহে তোমার বিরাগ ।
মহাজন-পথে দোষ, দেখিয়া তোমার রোষ,
পথ-প্রতি ছাড় অনুরাগ ॥ ৪ ॥
এখন দেখহ ভাই, স্বর্ণ ছাড়ি' লৈলে ছাই,
ইহকাল পরকাল যায় ।
কপট বলিল সবে, ভকতি বা পেলে কবে,
দেহান্তে বা কি হ'বে উপায়? ৫ ॥

[১৮]

কি আর বলিব তোরে মন?
মুখে বল' 'প্রেম প্রেম', বস্তুত ত্যাজিয়া হেম,
শূন্যগ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন ॥ ১ ॥
অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত, লম্ফ ঝম্ফ অকস্মাৎ,
মূর্চ্ছা-প্রায় থাকহ পড়িয়া ।
এ লোক বঞ্চিতে রঙ্গ, প্রচারিয়া অসৎসঙ্গ,
কামিনী-কাঞ্চন লভ গিয়া ॥ ২ ॥

প্রেমের সাধন—'ভক্তি', তা'তে নৈল অনুরক্তি,
শুদ্ধপ্রেম কেমনে মিলিবে?
দশ-অপরাধ ত্যাজি' নিরন্তর নাম ভজি',
কৃপা হ'লে সুপ্রেম পাইবে ॥ ৩ ॥
না মানিলে সুভজন, সাধুসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন,
না করিলে নির্জ্জনে স্মরণ ।
না উঠিয়া বৃক্ষোপরি, টানাটানি ফল ধরি',
দুষ্টফল করিলে অর্জন ॥ ৪ ॥
অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেম, যেন সুবিমল হেম,
এই ফল নৃলোকে-দুর্লভ ।
কৈতবে বঞ্চনা-মাত্র, হও আগে যোগ্যপাত্র,
তবে প্রেম হইবে সুলভ ॥ ৫ ॥
কামে-প্রেমে দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই,
তবু কাম 'প্রেম' নাহি হয় ।
তুমি ত' বরিলে কাম, মিথ্যা তাহে 'প্রেম' নাম,
আরোপিলে কিসে শুভ হয়? ৬ ॥

[১৯]

কেন মন, কামেরে নাচাও প্রেম-প্রায়?
চর্মমাংসময়-কাম, জড়সুখ অবিরাম,
জড় বিষয়েতে সদা ধায় ॥ ১ ॥
জীবের স্বরূপ ধর্ম, চিৎস্বরূপে প্রেম-মর্ম,
তাহার বিষয়মাত্র হরি ।

কাম-আবরণে হায়, প্রেম, এবে সুপ্ত-প্রায়,
প্রেমে জাগাও কাম দূর করি' ॥ ২ ॥
শ্রদ্ধা হৈতে সাধুসঙ্গে, ভজনের ক্রিয়া-রঙ্গে,
নিষ্ঠা-রুচি আসক্তি-উদয় ।
আসক্তি হইতে ভাব, তাহে প্রেম প্রাদুর্ভাব,
এই ক্রমে প্রেম উপজয় ॥ ৩ ॥
ইহাতে যতন যা'র, সেই পায় প্রেমসার,
ক্রমত্যাগে প্রেম নাহি জাগে ।
এ-ক্রম-সাধনে ভয়, কেন কর' দুরাশয়,
কামে প্রেম কভু নাহি লাগে ॥ ৪ ॥
নাটকাভিনয় প্রায়, সকপট প্রেম ভায়,
তাহে মাত্র ইন্দ্রিয়-সন্তোষ ।
ইন্দ্রিয়-তোষণ ছার, সদা কর' পরিহার,
ছাড়' ভাই অপরাধ-দোষ ॥ ৫ ॥

অনুতাপ লক্ষণ-উপলব্ধি [১]

আমি অতি পামর দুর্জন ।
কি করিনু হায় হায়, প্রকৃতির দাসতায়,
কাটাইনু অমূল্য জীবন ॥ ১ ॥
কতদিন গর্ভাবাসে, কাটাইনু অনায়াসে,
বাল্য গেল বালধর্মবশে ।
গ্রাম্য ধর্মে এ যৌবন, মিছে দিনু বিসর্জন,
বৃদ্ধকাল এল অবশেষে ॥ ২ ॥

বিষয়ে নাহিক সুখ, ভোগশক্তি সুবৈমুখ,
অস্ত দন্ত, শরীর অশক্ত ।
জীবন যন্ত্রণাময়, মরণেতে সদা ভয়,
বল' কিসে হই অনুরক্ত ॥ ৩ ॥
ভোগ্যবস্তু-ভোগশক্তি, তা'তে ছিল আনুরক্তি,
যে-পর্যন্ত ছিল দেহে বল ।
সমস্ত বিগত হ'ল, কি লইয়া থাকি বল',
এবে চিত্ত সদাই চঞ্চল ॥ ৪ ॥
সামর্থ্য থাকিতে কায়, হরি না ভজিনু হায়,
আসন্ন কালেতে কিবা করি?
ধিক্ মোর এ জীবনে, না সাধিনু নিত্যধনে,
মিত্র ছাড়ি' ভজিলাম অরি ॥ ৫ ॥

[২]

সাধুসঙ্গ না হইল হায়!
গেল দিন অকারণ, করি' অর্থ উপার্জ্জন,
পরমার্থ রহিল কোথায়? ১ ॥
সুবর্ণ করিয়া ত্যাগ, তুচ্ছ লোষ্ট্রে অনুরাগ,
দুর্ভাগার এই ত' লক্ষণ ।
কৃষ্ণেতর সঙ্গ করি', সাধুজনে পরিহরি',
মদগর্বে কাটানু জীবন ॥ ২ ॥
ভক্তিমুদ্রা-দরশনে, হাস্য করিতাম মনে,
বাতুলতা বলিয়া তাহায় ।

যে সভ্যতা শ্রেষ্ঠ গণি', হারাইনু চিন্তামণি,
শেষে তাহা রহিল কোথায়? ৩ ॥
জ্ঞানের গরিমা বলে, ভক্তিরূপ সুসম্বলে,
উপেক্ষিনু স্বার্থ পাশরিয়া ।
দুষ্ট জড়াশ্রিত জ্ঞান, এবে হ'ল অন্তর্ধান,
কর্মভোগে আমাকে রাখিয়া ॥ ৪ ॥
এবে যদি সাধুজনে, কৃপা করি' এ দুর্জনে,
দেন ভক্তি-সমুদ্রের বিন্দু ।
তা' হইলে অনায়াসে, মুক্ত হ'য়ে ভবপাশে,
পার হই এ সংসার সিন্ধু ॥ ৫ ॥

[৩]

ওরে মন, কর্মের কুহরে গেল কাল ।
স্বর্গাদি সুখের আশে, পরিলাম কর্ম ফাঁসে,
ঊর্ণনাভি-সম কর্মজাল ॥ ১ ॥
উপবাস-ব্রত ধরি' নানা কায়ক্লেশ করি'
ভস্মে ঘৃত ঢালিয়া অপার ।
মরিলাম নিজ দোষে, জরা-মরণের ফাঁসে,
হইবারে নারিনু উদ্ধার ॥ ২ ॥
বর্ণাশ্রমধর্ম যজি', নানা দেবদেবী ভজি',
মদগর্বে কাটানু জীবন ।
স্থির না হইল মন, না লভিনু শান্তিধন,
না ভজিনু শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ॥ ৩ ॥

ধিক্ মোর এ জীবনে, ধিক্ মোর ধনজনে,
ধিক্ মোর বর্ণ-অভিমান।
ধিক্ মোর কুলমানে, ধিক্ শাস্ত্র-অধ্যয়নে,
হরিভক্তি না পাইল স্থান ॥ ৪ ॥

[৪]

ওরে মন, কি বিপদ হইল আমার!
মায়ার দৌরাত্ম্য-জ্বরে, বিকার জবরে ধরে,
তাহা হইতে পাইতে নিস্তার ॥ ১ ॥
সাধিনু অদ্বৈত মত, যাহে মায়া হয় হত,
বিষ সেবি' বিকার কাটিল।
কিন্তু এ দুর্ভাগ্য মোর, বিকার কাটিল ঘোর,
বিষের জ্বালায় প্রাণ গেল ॥ ২ ॥
আমি ব্রহ্ম একমাত্র', এ জ্বালায় দহে গাত্র,
ইহার উপায় কিবা ভাই?
বিকার যে ছিল ভাল, ঔষধ জঞ্জাল হ'ল,
ঔষধ-ঔষধ কোথা পাই? ॥ ৩ ॥
মায়াদত্ত কুবিকার, মায়াবাদ বিষভার,
এ দুই আপদ-নিবারণ।
হরিনামামৃত পান, সাধু বৈদ্য-সুবিধান,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শ্রীচরণ ॥ ৪ ॥

[৫]

ওরে মন, ক্লেশ-তাপ দেখি যে অশেষ।
অবিদ্যা, অস্মিতা আর, অভিনিবেশ দুর্বার,
রাগ, দ্বেষ—এই পঞ্চ ক্লেশ ॥ ১ ॥

অবিদ্যাত্মবিস্মরণ, অস্মিতান্যবিভাবন,
অভিনিবেশান্যে গাঢ়মতি।
অন্যে প্রীতি রাগান্ধতা, বিদ্বেষাত্মবিশুদ্ধিতা,
পঞ্চ ক্লেশ সদাই দুর্গতি ॥ ২ ॥
ভুলিয়া বৈকুণ্ঠতত্ত্ব, মায়াভোগে সুপ্রমত্ত,
'আমি' 'আমি' করিয়া বেড়াই।
'এ আমার, সে আমার', এ ভাবনা অনিবার,
ব্যস্ত করে মোর চিত্ত ভাই ॥ ৩ ॥
এ রোগ-শমনোপায়, অন্বেষিয়া হায় হায়,
মিলে বৈদ্য সদ্য যমোপম।
আমি ব্রহ্ম মায়াভ্রম', এই ঔষধের ক্রম,
দেখি' চিন্তা হইল বিষম ॥ ৪ ॥
একে ত' রোগের কষ্ট, যমোপম বৈদ্য ভ্রষ্ট,
এ যন্ত্রণা কিসে যায় মোর?
শ্রীচৈতন্য দয়াময়, কর' যদি সমাশ্রয়,
পার হবে এ বিপদ ঘোর ॥ ৫ ॥

নির্বেদ লক্ষণ-উপলব্ধি [১]

ওরে মন, ভাল নাহি লাগে এ সংসার।
জনম-মরণ-জরা, যে সংসারে আছে ভরা,
তাহে কিবা আছে বল' সার ॥ ১ ॥
ধন-জন-পরিবার, কেহ নহে কভু কা'র,
কালে মিত্র, অকালে অপর।

যাহা রাখিবারে চাই, তাহা নাহি থাকে ভাই,
অনিত্য সমস্ত বিনশ্বর ॥ ২ ॥
আয়ু অতি অল্পদিন, ক্রমে তাহা হয় ক্ষীণ,
শমনের নিকট দর্শন ।
রোগ-শোক অনিবার, চিত্ত করে' ছারখার,
বান্ধব-বিয়োগ দুর্ঘটন ॥ ৩ ॥
ভাল ক'রে দেখ ভাই, অমিশ্র আনন্দ নাই,
যে আছে, সে দুঃখের কারণ ।
সে সুখের তরে তবে, কেন মায়া-দাস হ'বে,
হারাইবে পরমার্থ-ধন ॥ ৪ ॥
ইতিহাস-আলোচনে, ভেবে' দেখ নিজ মনে,
কত আসুরিক দুরাশয় ।
ইন্দ্রিয়তর্পণ সার, করি' কত দুরাচার,
শেষে লভে মরণ নিশ্চয় ॥ ৫ ॥
মরণ-সময় তা'রা, উপায় হইয়া হারা,
অনুতাপ-অনলে জ্বলিল ।
কুক্কুরাদি পশুপ্রায়, জীবন কাটায় হায়,
পরমার্থ কভু না চিন্তিল ॥ ৬ ॥
এমন বিষয়ে মন, কেন থাক অচেতন,
ছাড় ছাড় বিষয়ের আশা ।
শ্রীগুরু-চরণাশ্রয়, কর' সবে ভব জয়,
এ দাসের সেই ত' ভরসা ॥ ৭ ॥

[২]

ওরে মন, বাড়িবার আশা কেন কর'?
পার্থিব উন্নতি যত, শেষে অবনতি তত,
শান্ত হও, মোর বাক্য ধর' ॥ ১ ॥
আশার ইয়ত্তা নাই, আশা-পথ সদা ভাই,
নৈরাশ্য-কণ্টকে রুদ্ধ আছে ।
বাড়' যত আশা তত, আশা নাহি হয় হত,
আশা নাহি নিত্যানিত্য বাছে ॥ ২ ॥
এক রাজ্য আজ পাও, অন্য রাজ্য কা'ল চাও,
সর্বরাজ্য কর' যদি লাভ ।
তবু আশা নহে শেষ, ইন্দ্রপদ অবশেষ,
ছাড়ি' চা'বে ব্রহ্মার প্রভাব ॥ ৩ ॥
ব্রহ্মত্ব ছাড়িয়া ভাই, শিবপদ কিসে পাই,
এই চিন্তা হ'বে অবিরত ।
শিবত্ব লভিয়া নর, ব্রহ্মসাম্য তদন্তর,
আশা করে' শঙ্করানুগত ॥ ৪ ॥
অতএব আশা-পাশ, যাহে হয় সর্বনাশ,
হৃদয় হইতে রাখ দূরে ।
আকিঞ্চন-ভাব ল'য়ে, চৈতন্য-চরণাশ্রয়ে,
বাস কর' সদা শান্তিপুরে ॥ ৫ ॥

[৩]

ওরে মন, ভুক্তি মুক্তি-স্পৃহা কর' দূর ।
ভোগের নাহিক শেষ, তাহে নাহি সুখলেশ,
নিরানন্দ তাহাতে প্রচুর ॥ ১ ॥

ইন্দ্রিয়তর্পণ বই, ভোগে আর সুখ কই,
সেও সুখ অভাব-পূরণ ।
যে সুখেতে আছে ভয়, তা'কে সুখ বলা নয়,
তা'কে দুঃখ বলে' বিজ্ঞ-জন ॥ ২ ॥
শাস্ত্রে ফলশ্রুতি যত, সেই লোভে কতশত,
মূঢ়জন ভোগ প্রতি ধায় ।
সে-সব কৈতব জানি', ছাড়িয়া বৈষ্ণব-জ্ঞানী,
মুখ্যফল কৃষ্ণরতি পায় ॥ ৩ ॥
মুক্তি-বাঞ্ছা দুষ্ট অতি, নষ্ট করে' শিষ্টমতি,
মুক্তি-স্পৃহা কৈতব-প্রধান ।
তাহা যে ছাড়িতে নারে, মায়া নাহি ছাড়ে তা'রে,
তা'র যত্ন নহে ফলবান্ ॥ ৪ ॥
অতএব স্পৃহাদ্বয়, ছাড়ি' শোধ' এ হৃদয়,
নাহি রাখ কামের বাসনা ।
ভোগ-মোক্ষ নাহি চাই, শ্রীকৃষ্ণ-চরণ পাই,
বিনোদের এই ত' সাধনা ॥ ৫ ॥

[৪]

দুর্লভ মানব জন্ম লভিয়া সংসারে ।
কৃষ্ণ না ভজিনু,—দুঃখ কহিব কাহারে? ১ ॥
'সংসার' 'সংসার', ক'রে মিছে গেল কাল ।
লাভ না হইল কিছু, ঘটিল জঞ্জাল ॥ ২ ॥
কিসের সংসার এই ছায়াবাজী প্রায় ।
ইহাতে মমতা করি' বৃথা দিন যায় ॥ ৩ ॥

এ দেহ পতন হ'লে কি র'বে আমার ?
কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র-পরিবার ॥ ৪ ॥
গর্দভের মতো আমি করি পরিশ্রম ।
কা'র লাগি' এত করি, না ঘুচিল ভ্রম ॥ ৫ ॥
দিন যায় মিছা কাজে, নিশা নিদ্রা-বশে ।
নাহি ভাবি—মরণ নিকটে আছে ব'সে ॥ ৬ ॥
ভাল মন্দ খাই, হেরি, পরি, চিন্তাহীন ।
নাহি ভাবি, এ দেহ ছাড়িব কোন্ দিন ॥ ৭ ॥
দেহ-গেহ-কলত্রাদি-চিন্তা অবিরত ।
জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি' হত ॥ ৮ ॥
হায়, হায়! নাহি ভাবি,—অনিত্য এ সব ।
জীবন বিগতে কোথা রহিবে বৈভব? ৯ ॥
শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে ।
বিহঙ্গ-পতঙ্গ তায় বিহার করিবে ॥ ১০ ॥
কুক্কুর শৃগাল সব আনন্দিত হ'য়ে ।
মহোৎসব করিবে আমার দেহ ল'য়ে ॥ ১১ ॥
যে দেহের এই গতি, তা'র অনুগত ।
সংসার-বৈভব আর বন্ধুজন যত ॥ ১২ ॥
অতএব মায়া-মোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান ।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান ॥ ১৩ ॥

[৫]

শরীরের সুখে, মন, দেহ জলাঞ্জলি ।
এ দেহ তোমার নয়, বরঞ্চ এ শত্রু হয়,
সিদ্ধ-দেহ-সাধন-সময়ে ।

সর্বদা ইহার বলে রহিয়াছ বলী ।
কিন্তু নাহি জান, মন, এ শরীর অচেতন,
প'ড়ে রয় জীবন-বিলয়ে ॥ ১ ॥
দেহের সৌন্দর্য-বল—নহে চিরদিন ।
অতএব তাহা ল'য়ে, না থাক গর্বিত হ'য়ে,
তোমা' প্রতি এই অনুনয় ।
শুদ্ধজীব সিদ্ধদেহে সদাই নবীন ।
জড়ীভূত দেহ-যোগ, জীবনের কর্মভোগ,
জীবের পতন যদাশ্রয় ॥ ২ ॥
যে-পর্য্যন্ত এ দেহেতে জীবের সঙ্গতি ।
চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বগাদির জড়স্পৃহা,
জীবে ল'য়ে করে' টানাটানি ।
দেখ, দেখ, ভয়ঙ্কর জীবের দুর্গতি!
জীব চায় কৃষ্ণ ভজি, দেহ জড়ে যায় মজি',
শেষে জীব পাশরে আপনি ॥ ৩ ॥
আর কেন জীব জড়ে করিবে সমর?
জড় দেও বিসর্জন, শুদ্ধজীব-প্রবোধন
সহজসমাধি-যোগে সাধ' ।
ক্রমে ক্রমে জড়সত্তা হ'বে অবসর ।
সিদ্ধদেহ-অনুগত, কর' দেহ জড়াশ্রিত,
পরমার্থ না হইবে বাধ ॥ ৪ ॥

সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন [১]

ওরে মন, বলি, শুন তত্ত্ব-বিবরণ ।
যাঁহার বিস্মৃতি-জন্য জীবের বন্ধন ॥ ১ ॥

তত্ত্ব এক অদ্বিতীয় অতুল্য অপার ।
সেই তত্ত্ব পরব্রহ্ম সর্বসারাৎসার ॥ ২ ॥
সেই তত্ত্ব শক্তিমান্ সম্পূর্ণ সুন্দর ।
শক্তি, শক্তিমান্—এক বস্তু নিরন্তর ॥ ৩ ॥
নিত্যশক্তি নিত্যসর্ব-বিলাস-পোষক ।
বিলাসার্থ বৃন্দাবন, বৈকুণ্ঠ, গোলোক ॥ ৪ ॥
বিলাসার্থ নাম-ধাম-গুণ-পরিকর ।
দেশ-কাল-পাত্র সব শক্তি অনুচর ॥ ৫ ॥
শক্তির প্রভাব আর প্রভুর বিলাস ।
পরব্রহ্ম সহ নিত্য একাত্ম-প্রকাশ ॥ ৬ ॥
অতএব ব্রহ্ম আগে, শক্তি-কার্য পরে ।
যে করে' সিদ্ধান্ত, সেই মূর্খ এ সংসারে ॥ ৭ ॥
পূর্ণচন্দ্র বলিলে কিরণ-সহ জানি ।
অকিরণ চন্দ্রসত্ত্বা কভু নাহি মানি ॥ ৮ ॥
ব্রহ্ম আর ব্রহ্মশক্তি সহ পরিকর ।
সমকাল নিত্য বলি' মানি অতঃপর ॥ ৯ ॥
অখণ্ড বিলাসময় পরব্রহ্ম যেই ।
অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে কৃষ্ণচন্দ্র সেই ॥ ১০ ॥
সেই সে অদ্বয়তত্ত্ব পরানন্দাকার ।
কৃপায় প্রকট হৈল ভারতে আমার ॥ ১১ ॥
কৃষ্ণ সে পরমতত্ত্ব প্রকৃতির পর ।
ব্রজেতে বিলাস কৃষ্ণ করে' নিরন্তর ॥ ১২ ॥
চিদ্ধাম-ভাস্কর কৃষ্ণ, তাঁ'র, জ্যোতির্গত ।
অনন্ত চিৎকণ জীব তিষ্ঠে অবিরত ॥ ১৩ ॥

সেই জীব প্রেমধর্মী, কৃষ্ণগত প্রাণ ।
সদা কৃষ্ণাকৃষ্ট, ভক্তিসুধা করে' পান ॥ ১৪ ॥
নানাভাবমিশ্রিত পিয়া দাস্য-রস ।
কৃষ্ণের অনন্তগুণে সদা থাকে বশ ॥ ১৫ ॥
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ সখা, পতি ।
এই সব ভিন্নভাবে কৃষ্ণে করে' রতি ॥ ১৬ ॥
কৃষ্ণ সে পুরুষ এক নিত্য বৃন্দাবনে ।
জীবগণ নারীবৃন্দ, রমে কৃষ্ণসনে ॥ ১৭ ॥
সেই ত' আনন্দ-লীলা যা'র নাই অন্ত ।
অতএব কৃষ্ণলীলা অখণ্ড অনন্ত ॥ ১৮ ॥
যে-সব জীবের ভোগ-বাঞ্ছা উপজিল ।
পুরুষ ভাবেতে তা'রা জড়ে প্রবেশিল ॥ ১৯ ॥
মায়া-কার্য জড়, মায়া—নিত্যশক্তি-ছায়া ।
কৃষ্ণদাসী সেহ সত্য, কারা-কর্ত্রী মায়া ॥ ২০ ॥
সেই মায়া আদর্শের সমস্ত বিশেষ ।
লইয়া গঠিল বিশ্ব যাহে পূর্ণ ক্লেশ ॥ ২১ ॥
জীব যদি হইলেন কৃষ্ণ-বহির্মুখ ।
মায়াদেবী তবে তা'রে যাচিলেন সুখ ॥ ২২ ॥
মায়া সুখে মত্ত জীব শ্রীকৃষ্ণ ভুলিল ।
সেই সে অবিদ্যা-বশে অস্মিতা জন্মিল ॥ ২৩ ॥
অস্মিতা হইতে হৈল মায়াভিনিবেশ ।
তাহা হইতে জড়গত রাগ আর দ্বেষ ॥ ২৪ ॥
এইরূপে জীব কর্মচক্রে প্রবেশিয়া ।
উচ্চাবচ-গতিক্রমে ফিরেন ভ্রমিয়া ॥ ২৫ ॥

কোথা সে বৈকুণ্ঠানন্দ, শ্রীকৃষ্ণ বিলাস!
কোথা মায়াগত সুখ, দুঃখ সর্বনাশ! ২৬ ॥
চিত্তত্ত্ব হইয়া জীবের মায়াভিরমণ ।
অতি তুচ্ছ জুগুপ্সিত অনন্ত পতন ॥ ২৭ ॥
মায়িক দেহের ভাবাভাবে দাস্য করি' ।
পরতত্ত্ব জীবের কি কষ্ট আহা মরি! ২৮ ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ হয় ।
পুনরায় গুপ্ত নিত্যধর্মের উদয় ॥ ২৯ ॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা হয় আলোচন ।
পূর্বভাব উদি' কাটে মায়ার বন্ধন ॥ ৩০ ॥
কৃষ্ণ-প্রতি জীব যবে করেন ঈক্ষণ ।
বিদ্যা-রূপা মায়া করে' বন্ধন ছেদন ॥ ৩১ ॥
মায়িক জগতে বিদ্যা নিত্য-বৃন্দাবন ।
জীবের সাধন-জন্য করে' বিভাবন ॥ ৩২ ॥
সেই বৃন্দাবনে জীব ভাবাবিষ্ট হ'য়ে ।
নিত্য সেবা লাভ করে' চৈতন্য-আশ্রয়ে ॥ ৩৩ ॥
প্রকটিত লীলা, আর গোলোক-বিলাস ।
এক তত্ত্ব, ভিন্ন নয়, দ্বিবিধ প্রকাশ ॥ ৩৪ ॥
নিত্যলীলা নিত্যদাসগণের নিলয় ।
এ প্রকট-লীলা বদ্ধজীবের আশ্রয় ॥ ৩৫ ॥
অতএব বৃন্দাবন জীবের আবাস ।
অসার সংসারে নিত্য-তত্ত্বের প্রকাশ ॥ ৩৬ ॥
বৃন্দাবন-লীলা জীব করহ আশ্রয় ।
আত্মগত-রতি-তত্ত্ব যাহে নিত্য হয় ॥ ৩৭ ॥

জড়রতি-খদ্যোতের আলোক অধম ।
আত্মরতি-সূর্যোদয়ে হয় উপশম ॥ ৩৮ ॥
জড়রতিগত যত শুভাশুভ কর্ম ।
জীবের সম্বন্ধে সব ঔপাধিক ধর্ম ॥ ৩৯ ॥
জড়রতি হৈতে লোক-ভোগ অবিরত ।
জড়রতি ঐশ্বর্যের সদা অনুগত ॥ ৪০ ॥
জড়রতি, জড়দেহ প্রভুসম ভায় ।
মায়িক বিষয়-সুখে জীবকে নাচায় ॥ ৪১ ॥
কভু তা'রে ল'য়ে যায় ব্রহ্মলোক যথা ।
কভু তা'রে শিক্ষা দেয় যোগৈশ্বর্য-কথা ॥ ৪২ ॥
যোগৈশ্বর্য, ভোগৈশ্বর্য—সকলি সভয় ।
বৃন্দাবনে আত্মরতি জীবের অভয় ॥ ৪৩ ॥
শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখ জন ঐশ্বর্যের আশে ।
মায়িক জড়ীয় সুখে বদ্ধ মায়া-পাশে ॥ ৪৪ ॥
অকিঞ্চন আত্মরত কৃষ্ণরতিসার ।
জানি' ভুক্তি-মুক্তি-আশা করে' পরিহার ॥ ৪৫ ॥
সংসারে জীবন-যাত্রা অনায়াসে করি' ।
নিত্য দেহে নিত্য সেবে আত্মপ্রদ হরি ॥ ৪৬ ॥
বর্ণমদ, বলমদ, রূপমদ, যত ।
বিসর্জন দিয়া ভক্তিপথে হন রত ॥ ৪৭ ॥
আশ্রমাদি বিধানেতে রাগদ্বেষহীন ।
একমাত্র কৃষ্ণভক্তি জানি' সমীচীন ॥ ৪৮ ॥
সাধুগণ-সঙ্গে সদা হরিলীলা-রসে ।
যাপন করেন কাল নিত্যধর্মবশে ॥ ৪৯ ॥

জীবনযাত্রার জন্য বৈদিক-বিধান ।
রাগ-দ্বেষ বিসর্জিয়া করেন সম্মান ॥ ৫০ ॥
সামান্য বৈদিকধর্ম অর্থফলপ্রদ ।
অর্থ হৈতে কাম-লাভ মূঢ়ের সম্পদ ॥ ৫১ ॥
সেই ধর্ম, সেই অর্থ সেই কাম যত ।
স্বীকার করেন দিন-যাপনের মত ॥ ৫২ ॥
তাহাতে জীবনযাত্রা করেন নির্বাহ ।
জীবনের অর্থ—কৃষ্ণভক্তির প্রবাহ ॥ ৫৩ ॥
অতএব লিঙ্গহীন সদা সাধুজন ।
দ্বন্দ্বাতীত হ'য়ে করেন শ্রীকৃষ্ণ-ভজন ॥ ৫৪ ॥
জ্ঞানের প্রয়াসে কাল না করি' যাপন ।
ভক্তিবলে নিত্যজ্ঞান করেন সাধন ॥ ৫৫ ॥
যথা-তথা বাস করি', যে-সে বস্ত্র পরি' ।
সুলব্ধ-ভোজনদ্বারা দেহ রক্ষা করি' ॥ ৫৬ ॥
কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণসেবা-আনন্দে মাতিয়া ।
সদা কৃষ্ণপ্রেমরসে ফিরেন গাহিয়া ॥ ৫৭ ॥
নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য-প্রভু অবতার ।
ভকতিবিনোদ গায় কৃপায় তাঁহার ॥ ৫৮ ॥

[২]

অপূর্ব বৈষ্ণব-তত্ত্ব! আত্মার আনন্দ-
প্রস্রবণ! নাহি যা'র তুলনা সংসারে ।
স্বধর্ম বলিয়া যা'র আছে পরিচয়
এ জগতে! এ তত্ত্বের শুন বিবরণ ।

পরব্রহ্ম সনাতন আনন্দ-স্বরূপ,
নিত্যকাল রস-রূপ, রসের আধার—
পরাৎপর, অদ্বিতীয়, অনন্ত, অপার!
তথাপি স্বরূপতত্ত্ব, শক্তি-শক্তিমান্,
লীলারস-পরাকাষ্ঠা, আশ্রয়-স্বরূপ।
তর্ক কি সে তত্ত্ব কভু স্পর্শিবারে পারে
রসতত্ত্ব সুগম্ভীর! সমাধি-আশ্রয়ে ॥ ১ ॥
উপলব্ধ! আহা মরি, সমাধি-আশ্রয় কি ধন!
সমাধিস্থ হ'য়ে দেখ, সুস্থির অন্তরে,
হে সাধক! রসতত্ত্ব অখণ্ড আনন্দ;
কিন্তু তাহে আস্বাদক-আস্বাদ্য বিধান,
নিত্যধর্ম অনুস্যূত! অদ্বিতীয় প্রভু,
আস্বাদক কৃষ্ণরূপ,—আস্বাদ্য রাধিকা,
দ্বৈতানন্দ! পরানন্দ-পীঠ বৃন্দাবন!
প্রাকৃত জগতে যাঁ'র প্রকাশ-বিশেষ
যোগমায়া-প্রকাশিতা! তাঁহার আশ্রয়ে
লভিছে সাধকবৃন্দ নিত্য প্রেমতত্ত্ব—
আদর্শ, যাহার নাম বিকুণ্ঠ-কল্যাণ!
যদি চাহ নিত্যানন্দ-প্রবাহ সেবিতে
অবিরত, গুরু-পাদাশ্রয়াকর' জীব!
নীরস ভজন সমুদয় পরিহরি'
ব্রহ্মচিন্তা আদি যত, সদা সাধ' রতি,
কুসুমিত বৃন্দাবনে শ্রীরাসমণ্ডলে।

পুরুষত্ব-অহঙ্কার নিতান্ত দুর্বল
তব। তুমি শুদ্ধ জীব! আস্বাদ্য স্বজন,
শ্রীরাধার নিত্যসখী! পরানন্দরস
অনুভবি'। মায়াভোগ তোমার পতন!

[৩]

চিজ্জড়ের দ্বৈত যিনি করেন স্থাপন
জড়ীয় কুতর্কবলে হায়।
ভ্রমজাল তা'র বুদ্ধি করে আচ্ছাদন,
বিজ্ঞান-আলোক নাহি তায় ॥ ১ ॥
চিত্তত্ত্বে আদর্শ বলি' জানে যেই জনে
জড়ে অনুকৃতি, বলি' মানি।
তাহার বিজ্ঞান শুদ্ধ রহস্য সাধনে
সমর্থ বলিয়া আমি জানি ॥ ২ ॥
অতএব এ জগতে যাহা লক্ষ্য হয়
বৈকুণ্ঠের জড় অনুকৃতি।
নির্দোষ বৈকুণ্ঠগত-সত্তা-সমুদয়
সদোষ জড়ীয় পরিমিতি ॥ ৩ ॥
বৈকুণ্ঠ-নিলয়ে যেই অপ্রাকৃত রতি
সুমধুর মহাভাবাবধি।
তা'র তুচ্ছ অনুকৃতি পুরুষ-প্রকৃতি
সঙ্গসুখ-সংক্লেশ জলধি ॥ ৪ ॥
অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহ করিয়া আশ্রয়
সহজ-সমাধি-যোগবলে।
সাধক প্রকৃতিভাবে শ্রীনন্দ-তনয়
ভজেন সর্বদা কৌতূহলে ॥ ৫ ॥

[৪]

'জীবন-সমাপ্তি-কালে করিব ভজন,
এবে করি গৃহসুখ' ।
কখন এ কথা নাহি বলে' বিজ্ঞ-জন,
এ দেহ পতনোন্মুখ ॥ ১ ॥
আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ,
নিশ্চিন্ত না থাক ভাই ।
যত শীঘ্র পার, ভজ শ্রীকৃষ্ণ-চরণ,
জীবনের ঠিক নাই ॥ ২ ॥
সংসার নির্বাহ করি' যা'ব আমি বৃন্দাবন,
ঋণত্রয় শোধিবারে করিতেছি সুযতন ॥ ৩ ॥
এ আশায় নাহি প্রয়োজন ।
এমন দুরাশা-বশে, যা'বে প্রাণ অবশেষে,
না হইবে দীনবন্ধু-চরণ-সেবন ॥ ৪ ॥
যদি সুমঙ্গল চাও, সদা কৃষ্ণনাম গাও,
গৃহে থাক, বনে থাক, ইথে তর্ক অকারণ ॥ ৫ ॥

উচ্ছ্বাস [১]

কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া ।
কবে আমি পাইব বৈষ্ণবপদ-ছায়া ॥ ১ ॥
কবে আমি ছাড়িব এ বিষয়াভিমান ।
কবে বিষ্ণুজনে আমি করিব সম্মান ॥ ২ ॥
গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব-নিকটে ।
দন্তে তৃণ করি' দাঁড়াইব নিষ্কপটে ॥ ৩ ॥

কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম ।
সংসার-অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম ॥ ৪ ॥
শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর ।
আমা লাগি' কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর ॥ ৫ ॥
বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময় ।
এ হেন পামর প্রতি হ'বেন সদয় ॥ ৬ ॥
বিনোদের নিবেদন বৈষ্ণব-চরণে ।
কৃপা করি' সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে ॥ ৭ ॥

[২]

আমি ত' দুর্জন অতি সদা দুরাচার ।
কোটি কোটি জন্মে মোর নাহিক উদ্ধার ॥ ১ ॥
এ হেন দয়ালু কেবা এ জগতে আছে ।
এমত পামরে উদ্ধারিয়া লবে কাছে? ২ ॥
শুনিয়াছি, শ্রীচৈতন্য পতিতপাবন ।
অনন্ত-পাতকী জনে করিলা মোচন ॥ ৩ ॥
এমত দয়ার সিন্ধু কৃপা বিতরিয়া ।
কবে উদ্ধারিবে মোরে শ্রীচরণ দিয়া? ৪ ॥
এইবার বুঝা যা'বে করুণা তোমার ।
যদি এ পামর-জনে করিবে উদ্ধার ॥ ৫ ॥
কর্ম নাই, জ্ঞান নাই, কৃষ্ণভক্তি নাই ।
তবে বল' কিরূপে ও শ্রীচরণ পাই ॥ ৬ ॥
ভরসা আমার মাত্র করুণা তোমার ।
অহৈতুকী সে করুণা বেদের বিচার ॥ ৭ ॥

তুমি ত' পবিত্র-পদ, আমি দুরাশয় ।
কেমনে তোমার পদে পাইব আশ্রয়? ৮ ॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে' এ পতিত ছার ।
পতিতপাবন নাম প্রসিদ্ধ তোমার ॥ ৯ ॥

[৩]

ভবার্ণবে প'ড়ে মোর আকুল পরাণ ।
কিসে কূল পা'ব তা'র না পাই সন্ধান ॥ ১ ॥
না আছে করম-বল, নাহি জ্ঞান-বল ।
যাগ-যোগ-তপোধর্ম—না আছে সম্বল ॥ ২ ॥
নিতান্ত দুর্বল আমি, না জানি সাঁতার ।
এ বিপদে কে আমারে করিবে উদ্ধার? ৩ ॥
বিষয়-কুম্ভীর তাহে ভীষণ-দর্শন ।
কামের তরঙ্গ সদা করে' উত্তেজন ॥ ৪ ॥
প্রাক্তন-বায়ুর বেগ সহিতে না পারি ।
কাঁদিয়া অস্থির মন, না দেখি কাণ্ডারী ॥ ৫ ॥
ওগো শ্রীজাহ্নবা দেবি! এ দাসে করুণা ।
কর' আজি নিজগুণে, ঘুচাও যন্ত্রণা ॥ ৬ ॥
তোমার চরণ-তরী করিয়া আশ্রয় ।
ভবার্ণব পার হ'ব ক'রেছি নিশ্চয় ॥ ৭ ॥
তুমি নিত্যানন্দ-শক্তি কৃষ্ণভক্তি-গুরু ।
এ দাসে করহ দান পদকল্পতরু ॥ ৮ ॥
কত কত পামরেরে ক'রেছ উদ্ধার ।
তোমার চরণে আজ এ কাঙ্গাল ছার ॥ ৯ ॥

[৪]

বিষয়-বাসনারূপ চিত্তের বিকার ।
আমার হৃদয়ে ভোগ করে' অনিবার ॥ ১ ॥
কত যে যতন আমি করিলাম হায় ।
না গেল বিকার, বুঝি শেষে প্রাণ যায় ॥ ২ ॥
এ ঘোর বিকার মোরে করিল অস্থির ।
শান্তি না পাইল স্থান, অন্তর অধীর ॥ ৩ ॥
শ্রীরূপ গোস্বামী মোরে কৃপা বিতরিয়া ।
উদ্ধারিবে কবে যুক্ত-বৈরাগ্য অর্পিয়া ॥ ৪ ॥
কবে সনাতন মোরে ছাড়ায়ে বিষয় ।
নিত্যানন্দে সমর্পিবে হইয়া সদয় ॥ ৫ ॥
শ্রীজীব গোস্বামী কবে সিদ্ধান্ত-সলিলে ।
নিবাইবে তর্কানল, চিত্ত যাহে জ্বলে ॥ ৬ ॥
শ্রীচৈতন্য-নাম শু'নে উদিবে পুলক ।
রাধাকৃষ্ণামৃত-পানে হইব অশোক ॥ ৭ ॥
কাঙ্গালের সুকাঙ্গাল দুর্জন এ জন ।
বৈষ্ণব-চরণাশ্রয় যাচে অকিঞ্চন ॥ ৮ ॥

[৫]

আমার সমান হীন নাহি এ সংসারে ।
অস্থির হ'য়েছি পড়ি' ভব পারাবারে ॥ ১ ॥
কুলদেবী যোগমায়া মোরে কৃপা করি' ।
আবরণ সম্বরিবে কবে বিশ্বোদরী ॥ ২ ॥

শুনেছি আগমে-বেদে মহিমা তোমার ।
শ্রীকৃষ্ণ বিমুখে বাধি' করাও সংসার ॥ ৩ ॥
শ্রীকৃষ্ণ-সাম্মুখ্য যা'র ভাগ্যক্রমে হয় ।
তা'রে মুক্তি দিয়া কর' অশোক অভয় ॥ ৪ ॥
এ দাসে জননী! করি' অকৈতব দয়া ।
বৃন্দাবনে দেহ' স্থান তুমি যোগমায়া ॥ ৫ ॥
তোমাকে লঙ্ঘিয়া কোথা জীবে কৃষ্ণ পায় ।
কৃষ্ণ রাস প্রকটিল তোমার কৃপায় ॥ ৬ ॥
তুমি কৃষ্ণ-সহচরী জগত-জননী ।
তুমি দেখাইলে মোরে কৃষ্ণচিন্তামণি ॥ ৭ ॥
নিষ্কপট হ'য়ে মাতা চাও মোর পানে ।
বৈষ্ণবে বিশ্বাস বৃদ্ধি হ'ক প্রতিক্ষণে ॥ ৮ ॥
বৈষ্ণব-চরণ বিনা ভব-পারাবার ।
ভকতিবিনোদ নারে হইবারে পার ॥ ৯ ॥

প্রার্থনা

[১]

কবে মোর শুভদিন হইবে উদয় ।
বৃন্দাবনধাম মম হইবে আশ্রয় ॥ ১ ॥
ঘুচিবে সংসার-জ্বালা, বিষয়-বাসনা ।
বৈষ্ণব-সংসর্গে মোর পূরিবে কামনা ॥ ২ ॥
ধূলায় ধূসর হ'য়ে হরিসংকীর্তনে ।
মত্ত হ'য়ে প'ড়ে র'ব বৈষ্ণব-চরণে ॥ ৩ ॥

কবে শ্রীযমুনাতীরে কদম্ব-কাননে ।
হেরিব যুগল-রূপ হৃদয়-নয়নে ॥ ৪ ॥
কবে সখী কৃপা করি' যুগল-সেবায় ।
নিযুক্ত করিবে মোরে রাখি' নিজ পা'য় ॥ ৫ ॥
কবে বা যুগল-লীলা করি' দরশন ।
প্রেমানন্দভরে আমি হ'ব অচেতন ॥ ৬ ॥
কতক্ষণ অচেতন পড়িয়া রহিব ।
আপন শরীর আমি কবে পাশরিব? ৭ ॥
উঠিয়া স্মরিব পুনঃ অচেতন-কালে ।
যা' দেখিনু কৃষ্ণলীলা ভাসি' আঁখি-জলে ॥ ৮ ॥
কাকুতি মিনতি করি' বৈষ্ণব-সদনে ।
বলিব ভকতি-বিন্দু দেহ' এ দুর্জনে ॥ ৯ ॥
শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীর চরণ শরণ ।
এ ভক্তিবিনোদ আশা করে' অনুক্ষণ ॥ ১০ ॥

[২]

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-কৃপা কত দিনে হ'বে ।
উপাধি-রহিত-রতি চিত্তে উপজিবে ॥ ১ ॥
কবে সিদ্ধদেহ মোর হইবে প্রকাশ ।
সখী দেখাইবে মোরে যুগল-বিলাস ॥ ২ ॥
দেখিতে দেখিতে রূপ হইব বাতুল ।
কদম্ব-কাননে যা'ব ত্যজি' জাতি-কুল ॥ ৩ ॥
স্বেদ কম্প পুলকাশ্রু বৈবর্ণ্য প্রলয় ।
স্তম্ভ স্বরভেদ কবে হইবে উদয় ॥ ৪ ॥

ভাবময় বৃন্দাবন হেরিব নয়নে ।
সখীর কিঙ্করী হ'য়ে সেবিব দু'জনে ॥ ৫ ॥
কবে নরোত্তম-সহ সাক্ষাৎ হইবে ।
কবে বা প্রার্থনা-রস চিত্তে প্রবেশিবে ॥ ৬ ॥
চৈতন্যদাসের দাস ছাড়ি' অন্য রতি ।
করযুড়ি' মাগে আজ শ্রীচৈতন্যে মতি ॥ ৭ ॥

[৩]

আমার এমন ভাগ্য কত দিনে হ'বে ।
আমারে আপন বলি' জানিবে বৈষ্ণবে ॥ ১ ॥
শ্রীগুরুচরণামৃত-মাধ্বিক-সেবনে ।
মত্ত হ'য়ে কৃষ্ণগুণ গা'ব বৃন্দাবনে ॥ ২ ॥
কর্মী, জ্ঞানী, কৃষ্ণদ্বেষী বহির্মুখ-জন ।
ঘৃণা করি' অকিঞ্চনে করিবে বর্জন ॥ ৩ ॥
কর্ম-জড়-স্মার্তগণ করিবে সিদ্ধান্ত ।
আচার-রহিত এই নিতান্ত অশান্ত ॥ ৪ ॥
বাতুল বলিয়া মোরে পণ্ডিতাভিমানী ।
ত্যজিবে আমার সঙ্গ মায়াবাদী জ্ঞানী ॥ ৫ ॥
কুসঙ্গ-রহিত দেখি' বৈষ্ণব সুজন ।
কৃপা করি' আমারে দিবেন আলিঙ্গন ॥ ৬ ॥
স্পর্শিয়া বৈষ্ণব-দেহ এ দুর্জন ছার ।
আনন্দে লভিবে কবে সাত্ত্বিক বিকার ॥ ৭ ॥

[৪]

চৈতন্যচন্দ্রের লীলা-সমুদ্র অপার ।
বুঝিতে শকতি নাহি, এই কথা সার ॥ ১ ॥
শাস্ত্রের অগম্য তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ আমার ।
তাঁ'র লীলা-অন্ত বুঝে শকতি কাহার ॥ ২ ॥
তবে মূর্খ জন কেন শাস্ত্র বিচারিয়া ।
গৌর-লীলা নাহি মানে অন্ত না পাইয়া? ৩ ॥
অনন্তের অন্ত আছে, কোন্ শাস্ত্রে গায়?
শাস্ত্রাধীন কৃষ্ণ, ইহা শুনি' হাসি পায় ॥ ৪ ॥
কৃষ্ণ হইবেন গোরা ইচ্ছা হ'ল তাঁ'র ।
সবৈকুণ্ঠ নবদ্বীপে হৈলা অবতার ॥ ৫ ॥
যখন আসেন কৃষ্ণ জীব উদ্ধারিতে ।
সঙ্গে সব সহচর আসে পৃথিবীতে ॥ ৬ ॥
গোরা-অবতারে তাঁ'র শ্রীজয়-বিজয় ।
নবদ্বীপে শত্রুভাবে হইল উদয় ॥ ৭ ॥
পূর্ব পূর্ব অবতারে অসুর আছিল ।
শাস্ত্রে বলে পণ্ডিত হইয়া জনমিল ॥ ৮ ॥
স্মৃতি-তর্ক-শাস্ত্রবলে বৈর প্রকাশিয়া ।
গোরাচাঁদ-সহ রণ করিল মাতিয়া ॥ ৯ ॥
অতএব নবদ্বীপবাসী যত জন ।
শ্রীচৈতন্য-লীলা-পুষ্টি করে' অনুক্ষণ ॥ ১০ ॥
এখন যে ব্রহ্মকুলে চৈতন্যের অরি ।
তাঁ'কে জানি চৈতন্যের লীলা-পুষ্টিকারী ॥ ১১ ॥

শ্রীচৈতন্য-অনুচর শত্রু-মিত্র যত ।
সকলের শ্রীচরণে হইলাম নত ॥ ১২ ॥
তোমরা করহ কৃপা এ দাসের প্রতি ।
চৈতন্যে সুদৃঢ় কর' বিনোদের মতি ॥ ১৩ ॥

[৫]

কবে মোর মূঢ় মন ছাড়ি' অন্য ধ্যান ।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে পা'বে বিশ্রামের স্থান ॥ ১ ॥
কবে আমি জানিব আপনে অকিঞ্চন ।
আমার অপেক্ষা ক্ষুদ্র নাহি অন্য জন ॥ ২ ॥
কবে আমি আচণ্ডালে করিব প্রণতি ।
কৃষ্ণভক্তি মাগি' ল'ব করিয়া মিনতি ॥ ৩ ॥
সর্বজীবে দয়া মোর কতদিনে হ'বে ।
জীবের দুর্গতি দেখি' লোতক পড়িবে ॥ ৪ ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে আমি যা'ব বৃন্দাবন ।
ব্রজধামে বৈষ্ণবের লইব শরণ ॥ ৫ ॥
ব্রজবাসি-সন্নিধানে যুড়ি' দুই কর ।
জিজ্ঞাসিব লীলা-স্থান হইয়া কাতর ॥ ৬ ॥
ওহে ব্রজবাসি! মোরে অনুগ্রহ করি' ।
দেখাও কোথায় লীলা করিলেন হরি ॥ ৭ ॥
তবে কোন ব্রজজন-সকৃপ-অন্তরে ।
আমারে যা'বেন ল'য়ে বিপিন-ভিতরে ॥ ৮ ॥
বলিবেন, দেখ এই কদম্ব-কানন ।
যথা রাসলীলা কৈলা ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৯ ॥

ঐ দেখ নন্দগ্রাম নন্দের আবাস ।
ঐ দেখ বলদেব যথা কৈলা রাস ॥ ১০ ॥
ঐ দেখ যথা হৈল দুকুল-হরণ ।
ঐ স্থানে বকাসুর হইল নিধন ॥ ১১ ॥
এইরূপ ব্রজ জনসহ বৃন্দাবনে ।
দেখিব লীলার স্থান সতৃষ্ণ নয়নে ॥ ১২ ॥
কভু বা যমুনাতীরে শুনি' বংশীধ্বনি ।
অবশ হইয়া লাভ করিব ধরণী ॥ ১৩ ॥
কৃপাময় ব্রজ-জন 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি' ।
পান করাইবে জল পুরিয়া অঞ্জলি ॥ ১৪ ॥
হরিনাম শুনে পুনঃ পাইয়া চেতন ।
ব্রজজন-সহ আমি করিব ভ্রমণ ॥ ১৫ ॥
কবে হেন শুভদিন হইবে আমার ।
মাধুকরী করি' বেড়াইব দ্বার দ্বার ॥ ১৬ ॥
যমুনা-সলিল পিব অঞ্জলি ভরিয়া ।
দেবদ্বারে রাত্রিকালে রহিব শুইয়া ॥ ১৭ ॥
যখন আসিবে কাল এ ভৌতিক পুর ।
জলজন্তু-মহোৎসব হইবে প্রচুর ॥ ১৮ ॥
সিদ্ধ দেহে নিজ-কুঞ্জে সখীর চরণে ।
নিত্যকাল থাকিয়া সেবিব কৃষ্ণধনে ॥ ১৯ ॥
এই সে প্রার্থনা করে' এ পামর ছার ।
শ্রীজাহ্নবা মোরে দয়া কর' এইবার ॥ ২০ ॥

[৬]

হরি হরি কবে মোর হ'বে হেন দিন ।
বিমল বৈষ্ণবে, রতি উপজিবে'
বাসনা হইবে ক্ষীণ ॥ ১ ॥
অন্তর-বাহিরে, সম ব্যবহার,
অমানী মানদ হ'ব ।
কৃষ্ণ-সংকীর্তনে, শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে,
সতত মজিয়া র'ব ॥ ২ ॥
এ দেহের ক্রিয়া, অভ্যাসে করিব,
জীবন যাপন লাগি' ।
শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে, অনুকূল যাহা,
তাহে হ'ব অনুরাগী ॥ ৩ ॥
ভজনের যাহা, প্রতিকূল তাহা,
দৃঢ়ভাবে তেয়াগিব ।
ভজিতে ভজিতে, সময় আসিলে,
এ দেহ ছাড়িয়া দিব ॥ ৪ ॥
ভকতিবিনোদ, এই আশা করি,'
বসিয়া গোদ্রুমবনে ।
প্রভু-কৃপা লাগি, ব্যাকুল অন্তরে,
সদা কাঁদে সঙ্গোপনে ॥ ৫ ॥

[৭]

কবে মুই বৈষ্ণব চিনিব হরি হরি ।
বৈষ্ণব চরণ, কল্যাণের খনি,
মাতিব হৃদয়ে ধরি' ॥ ১ ॥

বৈষ্ণব-ঠাকুর, অপ্রাকৃত সদা,
নির্দোষ, আনন্দময় ।
কৃষ্ণনামে প্রীতি, জড়ে উদাসীন,
জীবেতে দয়ার্দ্র হয় ॥ ২ ॥
অভিমানহীন, ভজনে প্রবীণ,
বিষয়েতে অনাসক্ত ।
অন্তর-বাহিরে, নিষ্কপট সদা,
নিত্য-লীলা-অনুরক্ত ॥ ৩ ॥
কনিষ্ঠ, মধ্যম, উত্তম প্রভেদে,
বৈষ্ণব ত্রিবিধ গণি ।
কনিষ্ঠে আদর, মধ্যমে প্রণতি,
উত্তমে শুশ্রূষা শুনি ॥ ৪ ॥
যে যেন বৈষ্ণব, চিনিয়া লইয়া,
আদর করিব যবে ।
বৈষ্ণবের কৃপা, যাবে সর্বসিদ্ধি,
অবশ্য পাইব তবে ॥ ৫ ॥
বৈষ্ণব চরিত্র, সর্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি' ।
ভকতিবিনোদ, না সম্ভাষে তারে,
থাকে সদা মৌন ধরি' ॥ ৬ ॥

[৮]

কৃপা কর' বৈষ্ণব-ঠাকুর ।
সম্বন্ধ জানিয়া, ভজিতে ভজিতে,
অভিমান হউ দূর ॥ ১ ॥

'আমি ত' বৈষ্ণব', এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হ'ব আমি ।
প্রতিষ্ঠাশা আসি', হৃদয় দুষিবে,
হইব নিরয়গামী ॥ ২ ॥
তোমার কিঙ্কর, আপনে জানিব,
'গুরু'-অভিমান ত্যজি' ।
তোমার উচ্ছিষ্ট, পদজল-রেণু,
সদা নিষ্কপটে ভজি ॥ ৩ ॥
'নিজে শ্রেষ্ঠ' জানি', উচ্ছিষ্টাদি দানে,
হ'বে অভিমান ভার ।
তাই শিষ্য তব, থাকিয়া সর্বদা,
না লইব পূজা কা'র ॥ ৪ ॥
অমানী মানদ, হইলে কীর্তনে,
অধিকার দিবে তুমি ।
তোমার চরণে, নিষ্কপটে আমি,
কাঁদিয়া লুটিব ভূমি ॥ ৫ ॥

[৯]

কবে হ'বে হেন দশা মোর ।
ত্যজি' জড় আশা, বিবিধ বন্ধন,
ছাড়িব সংসার ঘোর ॥ ১ ॥
বৃন্দাবনাভেদে, নবদ্বীপ-ধামে,
বাঁধিব কুটিরখানি ।

শচীর নন্দন, চরণ-আশ্রয়,
করিব সম্বন্ধ মানি' ॥ ২ ॥
জাহ্নবী-পুলিনে, চিন্ময়-কাননে,
বসিয়া বিজন-স্থলে ।
কৃষ্ণনামামৃত, নিরন্তর পিব,
ডাকিব 'গৌরাঙ্গ' ব'লে ॥ ৩ ॥
হা গৌর-নিতাই, তোরা দু'টি ভাই,
পতিতজনের বন্ধু!
অধম পতিত, আমি হে দুর্জন,
হও মোরে কৃপাসিন্ধু ॥ ৪ ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে, ষোলক্রোশ-ধাম,
জাহ্নবী উভয় কূলে ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, কভু ভাগ্যফলে,
দেখি কিছু তরুমূলে ॥ ৫ ॥
হা হা মনোহর, কি দেখিনু আমি,
বলিয়া মূর্ছিত হ'ব ।
সম্বিৎ পাইয়া, কাঁদিব গোপনে,
স্মরি' দুঁহু কৃপা-লব ॥ ৬ ॥

[১০]

হা হা মোর গৌরকিশোর ।
কবে দয়া করি', শ্রীগোদ্রুমবনে,
দেখা দিবে মনচোর ॥ ১ ॥

আনন্দ-সুখদ- কুঞ্জের ভিতরে,
গদাধরে বামে করি'।
কাঞ্চণ-বরণ, চাঁচর চিকুর,
নটন সুবেশ ধরি' ॥ ২ ॥
দেখিতে দেখিতে, শ্রীরাধা-মাধব,
রূপেতে করিবে আলা।
সখীগণ-সঙ্গে, করিবে নটন,
গলেতে মোহনমালা ॥ ৩ ॥
অনঙ্গ মঞ্জরী, সদয় হইয়া,
এ দাসী-করেতে ধরি'।
দুহে নিবেদিবে, দুঁহার মাধুরী,
হেরিব নয়ন ভরি' ॥ ৪ ॥

[১১]

হা হা কবে গৌর-নিতাই।
এ পতিত জনে, উরু কৃপা করি',
দেখা দিবে দু'টি ভাই ॥ ১ ॥
দুঁহু কৃপা-বলে, নবদ্বীপ ধামে,
দেখিব ব্রজের শোভা।
আনন্দ সুখদ- কুঞ্জ মনোহর,
হেরিব নয়ন-লোভা ॥ ২ ॥
তাহার নিকটে, শ্রীললিতা-কুণ্ড,
রত্নবেদি কত শত।

যথা রাধাকৃষ্ণ, লীলা বিস্তারিয়া,
বিহরেন অবিরত ॥ ৩ ॥
সখীগণ যথা, লীলার সহায়,
নানা সেবা-সুখ পায়।
এ দাসী তথায়, সখীর আজ্ঞাতে
কার্যে ইতি-উতি ধায় ॥ ৪ ॥
মালতীর মালা, গাঁথিয়া আনিব,
দিব তবে সখী-করে।
রাধাকৃষ্ণ-গলে, সখী পরাইবে,
নাচিব আনন্দভরে ॥ ৫ ॥

[১২]

কবে আহা গৌরাঙ্গ বলিয়া।
ভোজন-শয়নে, দেহের যতন,
ছাড়িব বিরক্ত হঞা ॥ ১ ॥
নবদ্বীপ ধামে, নগরে নগরে,
অভিমান পরিহরি'।
ধামবাসী-ঘরে, মাধুকরী ল'ব,
খাইব উদর ভরি' ॥ ২ ॥
নদীতটে গিয়া, অঞ্জলি অঞ্জলি,
পিব প্রভু-পদজল।
তরুতলে পড়ি', আলস্য ত্যজিব,
পাইব শরীরে বল ॥ ৩ ॥

কাকুতি করিয়া, 'গৌর-গদাধর',
'শ্রীরাধা-মাধব' নাম ।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, ডাকি' উচ্চরবে,
ভ্রমিব সকল ধাম ॥ ৪ ॥
বৈষ্ণব দেখিয়া, পড়িব চরণে,
হৃদয়ের বন্ধু জানি' ।
বৈষ্ণব ঠাকুর, 'প্রভুর কীর্তন',
দেখাইবে দাস মানি' ॥ ৫ ॥

বিজ্ঞপ্তি [১]

গোপীনাথ, মম নিবেদন শুন ।
বিষয়ী দুর্জন, সদা কামরত,
কিছু নাহি মোর গুণ ॥ ১ ॥
গোপীনাথ, আমার ভরসা তুমি ।
তোমার চরণে, লইনু শরণ,
তোমার কিঙ্কর আমি ॥ ২ ॥
গোপীনাথ, কেমনে শোধিবে মোরে ।
না জানি ভকতি, কর্মে জড়মতি,
পড়েছি সংসার-ঘোরে ॥ ৩ ॥
গোপীনাথ, সকলি তোমার মায়া ।
নাহি মম বল, জ্ঞান সুনির্মল,
স্বাধীন নহে এ কায়া ॥ ৪ ॥
গোপীনাথ, নিয়ত চরণে স্থান ।

মাগে এ পামর, কাঁদিয়া কাঁদিয়া
করহে করুণা দান ॥ ৫ ॥
গোপীনাথ, তুমি ত' সকলি পার ।
দুর্জনে তারিতে, তোমার শকতি
কে আছে পাপীর আর ॥ ৬ ॥
গোপীনাথ, তুমি কৃপা-পারাবার ।
জীবের কারণে, আসিয়া প্রপঞ্চে,
লীলা কৈলে সুবিস্তার ॥ ৭ ॥
গোপীনাথ, আমি কি দোষে দোষী ।
অসুর সকল, পাইল চরণ,
বিনোদ থাকিল বসি' ॥ ৮ ॥

[২]

গোপীনাথ, ঘুচাও সংসার জ্বালা ।
অবিদ্যা-যাতনা, আর নাহি সহে,
জনম-মরণ-মালা ॥ ১ ॥
গোপীনাথ, আমি ত' কামের দাস ।
বিষয়-বাসনা, জাগিছে হৃদয়ে,
ফাঁদিছে করম ফাঁস ॥ ২ ॥
গোপীনাথ, কবে বা জাগিব আমি ।
কামরূপ অরি, দূরে তেয়াগিব,
হৃদয়ে স্ফুরিবে তুমি ॥ ৩ ॥
গোপীনাথ, আমি ত' তোমার জন ।

তোমারে ছাড়িয়া, সংসার ভজিনু,
ভুলিয়া আপন-ধন ॥ ৪ ॥
গোপীনাথ, তুমি ত' সকলি জান ।
আপনার জনে, দণ্ডিয়া এখন,
শ্রীচরণে দেহ স্থান ॥ ৫ ॥
গোপীনাথ, এই কি বিচার তব ।
বিমুখ দেখিয়া, ছাড় নিজ-জনে,
না কর' করুণা-লব ॥ ৬ ॥
গোপীনাথ, আমি ত' মূরখ অতি ।
কিসে ভাল হয়, কভু না বুঝিনু,
তাই হেন মম গতি ॥ ৭ ॥
গোপীনাথ, তুমি ত' পণ্ডিতবর ।
মূঢ়ের মঙ্গল, তুমি অন্বেষিবে,
এ দাসে না ভাব' পর ॥ ৮ ॥

[৩]

গোপীনাথ, আমার উপায় নাই ।
তুমি কৃপা করি', আমারে লইলে,
সংসারে উদ্ধার পাই ॥ ১ ॥
গোপীনাথ, পড়েছি মায়ার ফেরে ।
ধন, দারা, সুত, ঘিরেছে আমারে,
কামেতে রেখেছে জেরে ॥ ২ ॥
গোপীনাথ, মন যে পাগল মোর ।

না মানে শাসন, সদা অচেতন,
বিষয়ে র'য়েছে ঘোর ॥ ৩ ॥
গোপীনাথ, হার যে মেনেছি আমি ।
অনেক যতন, হইল বিফল,
এখন ভরসা তুমি ॥ ৪ ॥
গোপীনাথ, কেমনে হইবে গতি ।
প্রবল ইন্দ্রিয়, বশীভূত মন,
না ছাড়ে বিষয়-রতি ॥ ৫ ॥
গোপীনাথ, হৃদয়ে বসিয়া মোর ।
মনকে শমিয়া, লহ নিজ পানে,
ঘুচিবে বিপদ ঘোর ॥ ৬ ॥
গোপীনাথ, অনাথ দেখিয়া মোরে ।
তুমি হৃষীকেশ, হৃষীক দমিয়া,
তার' হে সংসৃতি-ঘোরে ॥ ৭ ॥
গোপীনাথ, গলায় লেগেছে ফাঁস ।
কৃপা-অসি ধরি' বন্ধন ছেদিয়া,
বিনোদে করহ দাস ॥ ৮ ॥

[৪]

শ্রীরাধাকৃষ্ণপদকমলে মন ।
কেমনে লভিবে চরম শরণ ॥ ১ ॥
চিরদিন করিয়া ও-চরণ-আশ ।
আছে হে বসিয়া এ অধম দাস ॥ ২ ॥
হে রাধে, হে কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তপ্রাণ ।
পামরে যুগল-ভক্তি কর' দান ॥ ৩ ॥

ভক্তিহীন বলি' না কর' উপেক্ষা ।
মূর্খজনে দেহ' জ্ঞান-সুশিক্ষা ॥ ৪ ॥
বিষয় পিপাসা-প্রপীড়িত দাসে ।
দেহ' অধিকার যুগল-বিলাসে ॥ ৫ ॥
চঞ্চল-জীবন- স্রোত প্রবাহিয়া,
কালের সাগরে ধায় ।
গেল যে দিবস, না আসিবে আর,
এবে কৃষ্ণ কি উপায় ॥ ৬ ॥
তুমি পতিতজনের বন্ধু ।
জানি হে তোমারে নাথ,
তুমি ত' করুণা-জলসিন্ধু ॥ ৭ ॥
আমি ভাগ্যহীন, অতি অর্বাচীন,
না জানি ভকতি লেশ ।
নিজ-গুণে নাথ কর' আত্মসাৎ,
ঘুচাইয়া ভব-ক্লেশ ॥ ৮ ॥
সিদ্ধ-দেহ দিয়া, বৃন্দাবন-মাঝে,
সেবামৃত কর' দান ।
পিয়াইয়া প্রেম, মত্ত করি' মোরে,
শুন নিজ গুণগান ॥ ৯ ॥
যুগল-সেবায়, শ্রীরাসমণ্ডলে,
নিযুক্ত কর' আমায় ।
ললিতা সখীর, অযোগ্যা কিঙ্করী,
বিনোদ ধরিছে পায় ॥ ১০ ॥

উচ্ছ্বাস-কীর্তন

নামকীর্তন [১]

কলিকুক্কুর-কদন যদি চাও (হে) ।
কলিযুগ-পাবন, কলিভয়-নাশন,
শ্রীশচীনন্দন গাও (হে) ॥ ১ ॥
গদাধর-মাদন, নিতাইয়ের প্রাণধন,
অদ্বৈতের প্রপূজিত গোরা ।
নিমাঞি বিশ্বম্ভর, শ্রীনিবাস-ঈশ্বর,
ভক্তসমূহ-চিত চোরা ॥ ২ ॥
নদীয়া-শশধর, মায়াপুর-ঈশ্বর,
নাম প্রবর্তন সুর ।
গৃহি-জন-শিক্ষক, ন্যাসিকুল-নায়ক,
মাধব রাধাভাবপূর ॥ ৩ ॥
সার্বভৌম-শোধন, গজপতি-তারণ,
রামানন্দ-পোষণ বীর ।
রূপানন্দ-বর্ধন, সনাতন-পালন,
হরিদাস-মোদন ধীর ॥ ৪ ॥
ব্রজরস-ভাবন, দুষ্টমত-শাতন,
কপটি-বিঘাতন কাম ।
শুদ্ধভক্ত-পালন, শুষ্কজ্ঞান-তাড়ন,
ছলভক্তি-দূষণ রাম ॥ ৫ ॥

[২]

বিভাবরী শেষ, আলোক-প্রবেশ,
নিদ্রা ছাড়ি' উঠ জীব ।

বল হরি হরি, মুকুন্দ মুরারি,
রাম কৃষ্ণ হয়গ্রীব ॥ ১ ॥
নৃসিংহ বামন, শ্রীমধুসূদন,
ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যাম ।
পূতনা-ঘাতন, কৈটভ-শাতন,
জয় দাশরথি-রাম ॥ ২ ॥
যশোদা দুলাল, গোবিন্দ-গোপাল,
বৃন্দাবন পুরন্দর ।
গোপীপ্রিয়-জন, রাধিকা-রমণ,
ভুবন-সুন্দরবর ॥ ৩ ॥
রাবণান্তকর, মাখন তস্কর,
গোপীজন-বস্ত্রহারী ।
ব্রজের রাখাল, গোপবৃন্দপাল,
চিত্তহারী বংশীধারী ॥ ৪ ॥
যোগীন্দ্র-বন্দন, শ্রীনন্দ-নন্দন,
ব্রজজন-ভয়হারী ।
নবীন নীরদ, রূপ মনোহর,
মোহনবংশীবিহারী ॥ ৫ ॥
যশোদা-নন্দন, কংস-নিসূদন,
নিকুঞ্জরাস-বিলাসী ।
কদম্ব-কানন, রাসপরায়ণ,
বৃন্দাবিপিন-নিবাসী ॥ ৬ ॥
আনন্দ-বর্ধন, প্রেম-নিকেতন,
ফুলশরযোজক কাম ।

গোপাঙ্গনাগণ, চিত্ত-বিনোদন,
সমস্ত-গুণগণ-ধাম ॥ ৭ ॥
যামুন-জীবন, কেলিপরায়ণ,
মানসচন্দ্র-চকোর ।
নাম-সুধারস, গাও কৃষ্ণ-যশ,
রাখ বচন মন মোর ॥ ৮ ॥

রূপ-কীর্তন (১) কামোদ

জনম সফল তা'র, কৃষ্ণ দরশন যা'র,
ভাগ্যে হইয়াছে একবার ।
বিকশিয়া হৃন্নয়ন, করি' কৃষ্ণ-দরশন,
ছাড়ে জীব চিত্তের বিকার ॥ ১ ॥
বৃন্দাবন-কেলিচতুর বনমালী ।
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম রূপ, বংশীধারী অপরূপ,
রসময়নিধি, গুণশালী ॥ ২ ॥
বর্ণ নবজলধর, শিরে শিখিপিচ্ছবর,
অলকা তিলক শোভা পায় ।
পরিধান পীতবাস, বদনে মধুর হাস,
হেন রূপ জগত মাতায় ॥ ৩ ॥
ইন্দ্রনীল জিনি', কৃষ্ণরূপখানি,
হেরিয়া কদম্বমূলে ।
মন উচাটন, না চলে চরণ,
সংসার গেলাম ভুলে ॥ ৪ ॥

(সখি হে) সুধাময়, সে রূপমাধুরী।
দেখিলে নয়ন, হয় অচেতন,
ঝরে প্রেমময় বারি ॥ ৫ ॥
কিবা চূড়া শিরে, কিবা বংশী করে,
কিবা সে ত্রিভঙ্গ-ঠাম।
চরণকমলে, অমিয়া উছলে,
তাহাতে নূপুরদাম ॥ ৬ ॥
সদা আশা করি, ভৃঙ্গরূপ ধরি',
চরণকমলে স্থান।
অনায়াসে পাই, কৃষ্ণগুণ গাই,
আর না ভজিব আন ॥ ৭ ॥

গুণ-কীর্তন (১) ধানশী

বহির্মুখ হ'য়ে, মায়ারে ভজিয়ে,
সংসারে হইনু রাগী।
কৃষ্ণ দয়াময়, প্রপঞ্চে উদয়,
হইলা আমার লাগি ॥ ১ ॥
(সখি হে) কৃষ্ণচন্দ্র গুণের সাগর।
অপরাধী জনে, কৃপা বিতরণে,
শোধিতে নহে কাতর ॥ ২ ॥
সংসারে আসিয়া, প্রকৃতি ভজিয়া,
পুরুষাভিমানে মরি।
কৃষ্ণ দয়া করি', নিজে অবতরি',
বংশীরবে নিলা হরি' ॥ ৩ ॥

এমন রতনে, বিশেষ যতনে,
ভজ সখি অবিরত।
বিনোদ এখনে, শ্রীকৃষ্ণচরণে,
গুণে বাঁধা, সদা নত ॥ ৪ ॥

(২) ভাটীয়ারী

শুন, হে রসিক জন, কৃষ্ণগুণ অগণন,
অনন্ত কহিতে নাহি পারে।
কৃষ্ণ জগতের গুরু, কৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু,
নাবিক সে ভব-পারাবারে ॥ ১ ॥
হৃদয় পীড়িত যা'র, কৃষ্ণ চিকিৎসক তার
ভব-রোগ নাশিতে চতুর।
কৃষ্ণ-বহির্মুখ-জনে, প্রেমামৃত-বিতরণে,
ক্রমে লয় নিজ অন্তঃপুর ॥ ২ ॥
কর্মবন্ধ, জ্ঞানবন্ধ, আবেশে মানব অন্ধ,
তা'রে কৃষ্ণ করুণা-সাগর।
পাদপদ্ম-মধু দিয়া, অন্ধভাব ঘুচাইয়া,
চরণে করেন অনুচর ॥ ৩ ॥
বিধিমার্গরত-জনে, স্বাধীনতা-রত্নদানে,
রাগমার্গে করান প্রবেশ।
রাগ-বশবর্তী হ'য়ে, পারকীয়-ভাবাশ্রয়ে,
লভে জীব কৃষ্ণপ্রেমাবেশ ॥ ৪ ॥
প্রেমামৃত বারিধারা, সদাপানরত তাঁরা,
কৃষ্ণ তাঁহাদের বন্ধু, পতি।

সেই সব ব্রজ জন, সুকল্যাণ নিকেতন,
দীনহীন বিনোদের গতি ॥ ৫ ॥

লীলা-কীর্তন (১) ধানশী

জীবে কৃপা করি', গোলোকের হরি,
ব্রজভাব প্রকাশিল ।
সে ভাবরসজ্ঞ, বৃন্দাবনযোগ্য,
জড়বুদ্ধি না হইল ॥ ১ ॥
কৃষ্ণলীলা-সমুদ্র অপার ।
বৈকুণ্ঠ-বিহার, সমান ইহার,
কভু নহে জান' সার ॥ ২ ॥
কৃষ্ণ নরাকারী, সর্ব-রসাধার,
শৃঙ্গারের বিশেষতঃ ।
বৈকুণ্ঠসাধক, সখ্যে অপারক,
মধুরে না হয় রত ॥ ৩ ॥
ব্রজে কৃষ্ণধন, নবীন মদন,
অপ্রাকৃত রসময় ।
জীবের সহিত, নিত্যলীলোচিত,
কৃষ্ণ-গুণগণ হয় ॥ ৪ ॥

(২) ধানশী

যমুনা পুলিনে, কদম্ব-কাননে,
কি হেরিনু সখি! আজ ।
শ্যাম বংশীধারী, মণিমঞ্চোপরি,
করে' লীলা রসরাজ ॥ ১ ॥

কৃষ্ণকেলি সুধা-প্রস্রবণ ।
অষ্টদলোপরি, শ্রীরাধা-শ্রীহরি,
অষ্টসখী পরিজন ॥ ২ ॥
সুগীত নর্তনে, সব সখীগণে,
তুষিছে যুগলধনে ।
কৃষ্ণলীলা হেরি, প্রকৃতি সুন্দরী,
বিস্তারিছে শোভা বনে ॥ ৩ ॥
ঘরে না যাইব, বনে প্রবেশিব,
ও লীলা-রসের তরে ।
ত্যজি' কুললাজ, ভজ ব্রজরাজ,
বিনোদ মিনতি করে ॥ ৪ ॥

রস-কীর্তন (অভিসার—কামোদ)

কৃষ্ণ-বংশীগীত শুনি', দেখি' চিত্রপটখানি,
লোকমুখে গুণ শ্রবণিয়া ।
পূর্বরাগাক্রান্ত চিত, উন্মাদ-লক্ষণান্বিত,
সখীসঙ্গে চলিলা ধাইয়া ॥ ১ ॥
নিকুঞ্জকাননে করিল অভিসার ।
না মানিল নিবারণ, গৃহকার্য অগণন,
ধর্মাধর্ম না করিল বিচার ॥ ২ ॥
যমুনাপুলিনে গিয়া, সখীগণে সম্বোধিয়া,
জিজ্ঞাসিল প্রিয়ের উদ্দেশ ।
ছাড়িল প্রাণের ভয়, বনেতে প্রবেশ হয়,
বংশীধ্বনি করিয়া নির্দেশ ॥ ৩ ॥

নদী যথা সিন্ধুপ্রতি, ধায় অতি বেগবতী,
সেইরূপ রসবতী সতী ।
অতি বেগে কুঞ্জবনে, গিয়া কৃষ্ণ-সন্নিধানে,
আত্ম নিবেদনে কৈল মতি ॥ ৪ ॥
কেন মোর দুর্বলা লেখনী নাহি সরে?
অভিসার আরম্ভিয়া সকম্প অন্তরে ॥ ৫ ॥
মিলন, সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভাদি-বর্ণন ।
প্রকাশ করিতে নাহি সরে মম মন ॥ ৬ ॥
দুর্ভাগা না বুঝে রাসলীলা তত্ত্বসার ।
শূকর যেমন নাহি চিনে মুক্তাহার ॥ ৭ ॥
অধিকারহীন-জন মঙ্গল চিন্তিয়া ।
কীর্তন করিনু শেষ কাল বিচারিয়া ॥ ৮ ॥

শরণাগতি

[১]

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি' ।
স্বপার্ষদ স্বীয় ধাম সহ অবতরি' ॥ ১ ॥
অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবারে দান ।
শিখায় শরণাগতি ভকতের প্রাণ ॥ ২ ॥
দৈন্য, আত্মনিবেদন, গোপ্তৃত্বে বরণ ।
অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ—বিশ্বাস, পালন ॥ ৩ ॥
ভক্তি-অনুকূলমাত্র কার্যের স্বীকার ।
ভক্তি-প্রতিকূল-ভাব বর্জনাঙ্গীকার ॥ ৪ ॥

ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার ।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার ॥ ৫ ॥
রূপ সনাতন-পদে দন্তে তৃণ করি' ।
ভকতিবিনোদ পড়ে দুহুঁ পদ ধরি' ॥ ৬ ॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ব'লে 'আমি ত' অধম ।
শিখায়ে শরণাগতি কর হে উত্তম ॥ ৭ ॥

তত্রাদৌ দৈন্যাত্মকনিবেদন [২]

ভুলিয়া তোমারে, সংসারে আসিয়া,
পেয়ে নানাবিধ ব্যথা ।
তোমার চরণে, আসিয়াছি আমি,
বলিব দুঃখের কথা ॥ ১ ॥
জননী-জঠরে, ছিলাম যখন,
বিষম বন্ধনপাশে ।
একবার প্রভু! দেখা দিয়া মোরে,
বঞ্চিলে এ দীন দাসে ॥ ২ ॥
তখন ভাবিনু, জনম পাইয়া
করিব ভজন তব ।
জনম হইল, পড়ি' মায়া-জালে,
না হইল জ্ঞান লব ॥ ৩ ॥
আদরের ছেলে, স্বজনের কোলে,
হাসিয়া কাটানু কাল ।
জনক-জননী- স্নেহেতে ভুলিয়া,
সংসার লাগিল ভাল ॥ ৪ ॥

ক্রমে দিন দিন, বালক হইয়া,
খেলিনু বালক-সহ ।
আর কিছু দিনে, জ্ঞান উপজিল,
পাঠ পড়ি অহরহঃ ॥ ৫ ॥
বিদ্যার গৌরবে, ভ্রমি' দেশে দেশে,
ধন উপার্জন করি ।
স্বজন পালন, করি একমনে,
ভুলিনু তোমারে, হরি! ৬ ॥
বার্ধক্যে এখন, ভকতিবিনোদ,
কাঁদিয়া কাতর অতি ।
না ভজিয়া তোরে, দিন বৃথা গেল,
এখন কি হবে গতি ॥ ৭ ॥

[৩]

বিদ্যার বিলাসে, কাটাইনু কাল,
পরম সাহসে আমি ।
তোমার চরণ, না ভজিনু কভু,
এখন শরণ তুমি ॥ ১ ॥
পড়িতে পড়িতে, ভরসা বাড়িল,
জ্ঞানে গতি হবে মানি' ।
সে আশা বিফল, সে জ্ঞান দুর্বল,
সে জ্ঞান অজ্ঞান জানি ॥ ২ ॥
জড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব,
তোমার ভজনে বাধা ।

মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে,
জীবকে করয়ে গাধা ॥ ৩ ॥
সেই গাধা হ'য়ে, সংসারের বোঝা,
বহিনু অনেক কাল ।
বার্ধক্যে এখন শক্তির অভাবে,
কিছু নাহি লাগে ভাল ॥ ৪ ॥
জীবন যাতনা, হইল এখন,
সে বিদ্যা অবিদ্যা ভেল ।
অবিদ্যার জ্বালা, ঘটিল বিষম,
সে বিদ্যা হইল শেল ॥ ৫ ॥
তোমার চরণ, বিনা কিছু ধন,
সংসারে না আছে আর ।
ভকতিবিনোদ জড়বিদ্যা ছাড়ি'
তুয়া পদ করে সার ॥ ৬ ॥

[৪]

যৌবনে যখন ধন-উপার্জনে
হইনু বিপুল কামী ।
ধরম স্মরিয়া, গৃহিণীর কর,
ধরিনু তখন আমি ॥ ১ ॥
সংসার পাতা'য়ে তাহার সহিত,
কালক্ষয় কৈনু কত ।
বহু সুত-সুতা, জনম লভিল,
মরমে হইনু হত ॥ ২ ॥

সংসারের ভার, বাড়ে দিনে দিনে,
অচল হইল গতি ।
বার্ধক্য আসিয়া, ঘেরিল আমারে,
অস্থির হইল মতি ॥ ৩ ॥
পীড়ায় অস্থির, চিন্তায় জ্বরিত,
অভাবে জ্বলিত চিত ।
উপায় না দেখি, অন্ধকারময়,
এখন হ'য়েছি ভীত ॥ ৪ ॥
সংসার-তটিনী- স্রোত নহে শেষ,
মরণ নিকটে ঘোর ।
সব সমাপিয়া ভজিব তোমায়,
এ আশা বিফল মোর ॥ ৫ ॥
এবে শুন প্রভু! আমি গতিহীন,
ভকতিবিনোদ কয় ।
তব কৃপা বিনা, সকলি নিরাশা,
দেহ' মোরে পদাশ্রয় ॥ ৬ ॥

[৫]

আমার জীবন, সদা পাপে রত,
নাহিক পুণ্যের লেশ ।
পরেরে উদ্বেগ, দিয়াছি যে কত,
দিয়াছি জীবেরে ক্লেশ ॥ ১ ॥
নিজ সুখ লাগি', পাপে নাহি ডরি,
দয়াহীন স্বার্থপর ।

পর-সুখে দুঃখী, সদা মিথ্যাভাষী,
পর-দুঃখ সুখকর ॥ ২ ॥
অশেষ কামনা, হৃদি মাঝে মোর,
ক্রোধী দম্ভপরায়ণ ।
মদমত্ত সদা, বিষয়ে মোহিত,
হিংসাগর্ব বিভূষণ ॥ ৩ ॥
নিদ্রালস্য হত, সুকার্যে বিরত,
অকার্যে উদ্যোগী আমি ।
প্রতিষ্ঠা লাগিয়া, শাঠ্য আচরণ,
লোভহত সদা কামী ॥ ৪ ॥
এ হেন দুর্জন, সজ্জন-বর্জিত,
অপরাধী নিরন্তর ।
শুভকার্যশূন্য, সদানর্থমনাঃ,
নানা দুঃখে জর জর ॥ ৫ ॥
বার্ধক্যে এখন, উপায়বিহীন,
তা'তে দীন অকিঞ্চন ।
ভকতিবিনোদ, প্রভুর চরণে,
করে দুঃখ নিবেদন ॥ ৬ ॥

[৬]

(প্রভু হে!) শুন মোর দুঃখের কাহিনী ।
বিষয়-হলাহল, সুধাভানে পিয়লুঁ,
আব্ অবসান দিনমণি ॥ ১ ॥

খেলারসে শৈশব, পঢ়ইতে কৈশোর,
গোঁয়াওলুঁ, না ভেল বিবেক ।
ভোগবশে যৌবনে, ঘর পাতি' বসিলুঁ,
সুত-মিত বাঢ়ল অনেক ॥ ২ ॥
বৃদ্ধকাল আওল, সব সুখ ভাগল,
পীড়া-বশে হইনু কাতর ।
সর্বেন্দ্রিয় দুর্বল, ক্ষীণ কলেবর,
ভোগাভাবে দুঃখিত অন্তর ॥ ৩ ॥
জ্ঞান-লব-হীন, ভক্তিরসে বঞ্চিত,
আর মোর কি হবে উপায় ।
পতিতবন্ধু তুহুঁ, পতিতাধম হাম,
কৃপায় উঠাও তব পা-য় ॥ ৪ ॥
বিচারিতে আবহি, গুণ নাহি পাওবি,
কৃপা কর, ছোড়ত বিচার ।
তব পদ-পঙ্কজ- সীধু পিবাওত
ভকতিবিনোদে কর' পার ॥ ৫ ॥

[৭]

(প্রভু হে!) তুয়া পদে এ মিনতি মোর ।
তুয়া পদপল্লব, ত্যজত মরু-মন,
বিষম বিষয়ে ভেল ভোর ॥ ১ ॥
উঠয়িতে তাকত, পুন নাহি মিলই,
অনুদিন করহুঁ হুতাশ ।

দীনজন-নাথ, তুহুঁ কহায়সি,
তুমারি চরণ মম আশা ॥ ২ ॥
ঐছন দীনজন, কঁহি নাহি মিলই,
তুহুঁ মোরে কর পরসাদ ।
তুয়া জন-সঙ্গে, তুয়া কথারঙ্গে,
ছাড়হুঁ সকল পরমাদ ॥ ৩ ॥
তুয়া ধাম-মাহে, তুয়া নাম গাওত,
গোঁয়ায়বুঁ দিবানিশি আশ ।
তুয়া পদছায়া, পরম সুশীতল,
মাগে ভকতিবিনোদ দাস ॥ ৪ ॥

[৮]

(প্রভু হে!)
এমন দুর্মতি, সংসার ভিতরে,
পড়িয়া আছিনু আমি ।
তব নিজ-জন, কোন মহাজনে,
পাঠাইয়া দিলে তুমি ॥ ১ ॥
দয়া করি' মোরে, পতিত দেখিয়া,
কহিল আমারে গিয়া ।
ওহে দীনজন, শুন ভাল কথা,
উল্লসিত হ'বে হিয়া ॥ ২ ॥
তোমারে তারিতে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য,
নবদ্বীপে অবতার ।

তোমা হেন কত, দীন হীন জনে,
করিলেন ভবপার ॥ ৩ ॥
বেদের প্রতিজ্ঞা, রাখিবার তরে,
রুক্মবর্ণ বিপ্রসুত ।
মহাপ্রভু নামে, নদীয়া মাতায়,
সঙ্গে ভাই অবধূত ॥ ৪ ॥
নন্দসুত যিনি, চৈতন্য গোঁসাই (শ্রী),
নিজ-নাম করি' দান ।
তারিল জগৎ, তুমিও যাইয়া,
লহ নিজ-পরিত্রাণ ॥ ৫ ॥
সে কথা শুনিয়া, আসিয়াছি, নাথ!
তোমার চরণতলে ।
ভকতিবিনোদ, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
আপন-কাহিনী বলে ॥ ৬ ॥

দ্বিতীয়তঃ আত্মনিবেদন [৯]

না করলুঁ করম, গেয়ান নাহি ভেল,
না সেবিলুঁ চরণ তোহার ।
জড়সুখে মাতিয়া, আপন কুবঞ্চই,
পেখহুঁ চৌদিশ আন্ধিয়ার ॥ ১ ॥
তুহুঁ নাথ! করুণা-নিদান ।
তুয়া পদপঙ্কজে আত্ম সমর্পিলুঁ,
মোরে কৃপা করবি বিধান ॥ ২ ॥

প্রতিজ্ঞা তোহার ঐ, যো হি শরণাগত,
নাহি সো জানব পরমাদ ।
সো হাম দুষ্কৃতি, গতি না হেরই আন,
আব্ মাগোঁ তুয়া পরসাদ ॥ ৩ ॥
আন মনোরথ, নিঃশেষ ছোড়ত,
কব্ হাম হউবুঁ তোহারা ।
নিত্য সেব্য তুঁহু, নিত্য-সেবক মুঞি,
ভকতিবিনোদ ভাব সারা ॥ ৪ ॥

[১০]

(প্রাণেশ্বর) কহবুঁ কি সরম কি বাত্ ।
ঐছন পাপ নাহি, যো হাম না করলুঁ,
সহস্র সহস্র বেরি নাথ ॥ ১ ॥
সোহি করম-ফল, ভবে মোকে পেশই,
দোখ দেওব আব্ কাহি ।
তখনক পরিণাম, কছু না বিচারলুঁ,
আব্ পছু তরইতে চাহি ॥ ২ ॥
দোখ বিচারই, তুঁহু দণ্ড দেওবি,
হাম ভোগ করবুঁ সংসার ।
করত গতাগতি, ভকতজন-সঙ্গে,
মতি রহু চরণে তোহার ॥ ৩ ॥
আপন চতুরপণ, তুয়া পদে সোঁপলুঁ,
হৃদয়-গরব দূরে গেল ।
দীন দয়াময়, তুয়া কৃপা, নিরমল,
ভকতিবিনোদ আশা ভেল ॥ ৪ ॥

[১১]

মানস, দেহ, গেহ, যো কিছু মোর ।
অর্পিলুঁ তুয়া পদে, নন্দকিশোর! ১ ॥
সম্পদে-বিপদে, জীবনে-মরণে ।
দায় মম গেলা, তুয়া ও-পদ বরণে ॥ ২ ॥
মারবি রাখবি—যো ইচ্ছা তোহারা ।
নিত্যদাস-প্রতি তুয়া অধিকারা ॥ ৩ ॥
জন্মাওবি মোএ ইচ্ছা যদি তোর ।
ভক্তগৃহে জনি জন্ম হউ মোর ॥ ৪ ॥
কীটজন্ম হউ যথা তুয়া দাস ।
বহির্মুখ ব্রহ্মজন্মে নাহি আশ ॥ ৫ ॥
ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা বিহীন যে ভক্ত ।
লভইতে তাঁক সঙ্গ অনুরক্ত ॥ ৬ ॥
জনক, জননী, দয়িত, তনয় ।
প্রভু, গুরু, পতি—তুহুঁ সর্বময় ॥ ৭ ॥
ভকতিবিনোদ কহে, শুন কান!
রাধানাথ! তুহুঁ হামার পরাণ ॥ ৮ ॥

[১২]

'অহং'-'মম'-শব্দ-অর্থে যাহা কিছু হয় ।
অর্পিলুঁ তোমার পদে, ওহে দয়াময়! ১ ॥
'আমার' আমি ত' নাথ! না রহিনু আর ।
এখন হইনু আমি কেবল তোমার ॥ ২ ॥

'আমি'-শব্দে দেহী জীব অহংতা ছাড়িল ।
ত্বদীয়াভিমান আজি হৃদয়ে পশিল ॥ ৩ ॥
আমার সর্বস্ব—দেহ, গেহ, অনুচর ।
ভাই, বন্ধু, দারা, সুত, দ্রব্য, দ্বার, ঘর ॥ ৪ ॥
সে সব হইল তব, আমি হৈনু দাস ।
তোমার গৃহেতে এবে আমি করি বাস ॥ ৫ ॥
তুমি গৃহস্বামী, আমি সেবক তোমার ।
তোমার সুখেতে চেষ্টা এখন আমার ॥ ৬ ॥
স্থূল-লিঙ্গ-দেহে মোর সুকৃত দুষ্কৃত ।
আর মোর নহে, প্রভু! আমি ত' নিষ্কৃত ॥ ৭ ॥
তোমার ইচ্ছায় মোর ইচ্ছা মিশাইল ।
ভকতিবিনোদ আজ আপনে ভুলিল ॥ ৮ ॥

[১৩]

আমার' বলিতে প্রভু! আর কিছু নাই ।
তুমিই আমার মাত্র পিতা-বন্ধু-ভাই ॥ ১ ॥
বন্ধু, দারা, সুত-সুতা—তব দাসী দাস ।
সেই ত' সম্বন্ধে সবে আমার প্রয়াস ॥ ২ ॥
ধন, জন, গৃহ, দার 'তোমার' বলিয়া ।
রক্ষা করি আমি মাত্র সেবক হইয়া ॥ ৩ ॥
তোমার কার্যের তরে উপার্জিব ধন ।
তোমার সংসারব্যয় করিব বহন ॥ ৪ ॥
ভালমন্দ নাহি জানি সেবামাত্র করি ।
তোমার সংসারে আমি বিষয়-প্রহরী ॥ ৫ ॥

তোমার ইচ্ছায় মোর ইন্দ্রিয়-চালনা।
শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন-বাসনা ॥ ৬ ॥
নিজসুখ লাগি' কিছু নাহি করি আর।
ভকতিবিনোদ বলে, তব সুখ-সার ॥ ৭ ॥

[১৪]

বস্তুতঃ সকলি তব, জীব কেহ নয়।
'অহং'-'মম'-ভ্রমে ভ্রমি' ভোগে শোক-ভয় ॥ ১ ॥
অহং-মম-অভিমান এইমাত্র ধন।
বদ্ধজীব নিজ বলি' জানে মনে মন ॥ ২ ॥
সেই অভিমানে আমি সংসারে পড়িয়া।
হাবুডুবু খাই ভবসিন্ধু সাঁতারিয়া ॥ ৩ ॥
তোমার অভয় পদে লইয়া শরণ।
আজি আমি করিলাম আত্মনিবেদন ॥ ৪ ॥
'অহং'-'মম'-অভিমান ছাড়িল আমায়।
আর যেন মম হৃদে স্থান নাহি পায় ॥ ৫ ॥
এইমাত্র বল প্রভু! দিবে হে আমারে।
অহংতা-মমতা দুরে পারি রাখিবারে ॥ ৬ ॥
আত্মনিবেদন-ভাব হৃদে দৃঢ় রয়।
হস্তিস্নান সম যেন ক্ষণিক না হয় ॥ ৭ ॥
ভকতিবিনোদ প্রভু নিত্যানন্দ-পায়।
মাগে পরসাদ, যাহে অভিমান যায় ॥ ৮ ॥

[১৫]

নিবেদন করি প্রভু! তোমার চরণে।
পতিত অধম আমি, জানে ত্রিভুবনে ॥ ১ ॥
আমা-সম পাপী নাহি জগৎ-ভিতরে।
মম সম অপরাধী নাহিক সংসারে ॥ ২ ॥
সেই সব পাপ আর অপরাধ, আমি।
পরিহারে পাই লজ্জা, সব জান' তুমি ॥ ৩ ॥
তুমি বিনা কা'র আমি লইব শরণ?
তুমি সর্বেশ্বরেশ্বর, ব্রজেন্দ্রনন্দন! ৪ ॥
জগৎ তোমার নাথ! তুমি সর্বময়।
তোমা প্রতি অপরাধ তুমি কর' ক্ষয় ॥ ৫ ॥
তুমি ত' স্খলিত-পদ জনের আশ্রয়।
তুমি বিনা আর কিবা আছে, দয়াময়! ৬ ॥
সেইরূপ তব অপরাধী জন যত।
তোমার শরণাগত হইবে সতত ॥ ৭ ॥
ভকতিবিনোদ এবে লইয়া শরণ।
তুয়া পদে করে আজ আত্মসমর্পণ ॥ ৮ ॥

[১৬]

আত্মনিবেদন, তুয়া পদে করি,'
হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল,
চৌদিকে আনন্দ দেখি ॥ ১ ॥

অশোক অভয়, অমৃত-আধার,
তোমার চরণদ্বয় ।
তাহাতে এখন, বিশ্রাম লভিয়া,
ছাড়িনু ভবের ভয় ॥ ২ ॥
তোমার সংসারে, করিব সেবন,
নহিব ফলের ভাগী ।
তব সুখ যাহে, করিব যতন,
হ'য়ে পদে অনুরাগী ॥ ৩ ॥
তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ ।
সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ্
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ ॥ ৪ ॥
পূর্ব ইতিহাস, ভুলিনু সকল,
সেবা-সুখ পে'য়ে মনে ।
আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার
কি কাজ অপর ধনে ॥ ৫ ॥
ভকতিবিনোদ, আনন্দে ডুবিয়া,
তোমার সেবার তরে ।
সব চেষ্টা করে, তব ইচ্ছা-মত,
থাকিয়া তোমার ঘরে ॥ ৬ ॥

তৃতীয়তঃ গোপ্তৃত্বে-বরণ [১৭]

কি জানি কি বলে, তোমার ধামেতে,
হইনু শরণাগত ।

তুমি দয়াময়, পতিতপাবন,
পতিত-তারণে রত ॥ ১ ॥
ভরসা আমার, এইমাত্র নাথ!
তুমি ত' করুণাময় ।
তব দয়াপাত্র, নাহি মোর সম,
অবশ্য ঘুচাবে ভয় ॥ ২ ॥
আমারে তারিতে, কাহারো শকতি,
অবনী-ভিতরে নাহি ।
দয়াল ঠাকুর! ঘোষণা তোমার,
অধম পামরে ত্রাহি ॥ ৩ ॥
সকল ছাড়িয়া, আসিয়াছি আমি,
তোমার চরণে, নাথ!
আমি নিত্যদাস, তুমি পালয়িতা,
তুমি গোপ্তা, জগন্নাথ! ৪ ॥
তোমার সকল, আমি মাত্র দাস,
আমারে তারিবে তুমি ।
তোমার চরণ, করিনু বরণ,
আমার নহি ত' আমি ॥ ৫ ॥
ভকতিবিনোদ, কাঁদিয়া শরণ,
ল'য়েছে তোমার পা-য় ।
ক্ষমি' অপরাধ, নামে রুচি দিয়া,
পালন করহে তায় ॥ ৬ ॥

[১৮]

দারা-পুত্র-নিজ-দেহ-কুটুম্ব-পালনে ।
সর্বদা ব্যাকুল আমি ছিনু মনে মনে ॥ ১ ॥
কেমনে অর্জিব অর্থ, যশ কিসে পাব ।
কন্যা-পুত্র-বিবাহ কেমনে সম্পাদিব ॥ ২ ॥
এবে আত্মসমর্পণে চিন্তা নাহি আর ।
তুমি নির্বাহিবে প্রভু! সংসার তোমার ॥ ৩ ॥
তুমি ত' পালিবে মোরে নিজদাস জানি' ।
তোমার সেবায় প্রভু! বড় সুখ মানি ॥ ৪ ॥
তোমার ইচ্ছায় প্রভু ! সর্ব কার্য-হয় ।
জীব বলে,—'করি আমি', সে ত' সত্য নয় ॥ ৫ ॥
জীব কি করিতে পারে, তুমি না করিলে?
আশামাত্র জীব করে, তব ইচ্ছা-ফলে ॥ ৬ ॥
নিশ্চিন্ত হইয়া আমি সেবিব তোমায় ।
গৃহে ভাল-মন্দ হ'লে নাহি মোর দায় ॥ ৭ ॥
ভকতিবিনোদ নিজ-স্বাতন্ত্র্য ত্যজিয়া ।
তোমার চরণ সেবে' অকিঞ্চন হইয়া ॥ ৮ ॥

[১৯]

সর্বস্ব তোমার, চরণে সঁপিয়া,
পড়েছি তোমার ঘরে ।
তুমি ত' ঠাকুর তোমার কুকুর,
বলিয়া জানহ মোরে ॥ ১ ॥

বাঁধিয়া নিকটে, আমারে পালিবে,
রহিব তোমার দ্বারে ।
প্রতীপ-জনেরে, আসিতে না দিব,
রাখিব গড়ের পাড়ে ॥ ২ ॥
তব নিজজন, প্রসাদ সেবিয়া,
উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা ।
আমার ভোজন, পরম-আনন্দে
প্রতিদিন হ'বে তাহা ॥ ৩ ॥
বসিয়া শুইয়া, তোমার চরণ,
চিন্তিব সতত আমি ।
নাচিতে নাচিতে, নিকটে যাইব,
যখন ডাকিবে তুমি ॥ ৪ ॥
নিজের পোষণ, কভু না ভাবিব,
রহিব ভাবের ভরে ।
ভকতিবিনোদ, তোমারে পালক,
বলিয়া বরণ করে ॥ ৫ ॥

[২০]

তুমি সর্বেশ্বরেশ্বর, ব্রজেন্দ্রকুমার!
তোমার ইচ্ছায় বিশ্বে সৃজন সংহার ॥ ১ ॥
তব ইচ্ছামত ব্রহ্মা করেন সৃজন ।
তব ইচ্ছামত বিষ্ণু করেন পালন ॥ ২ ॥
তব ইচ্ছামতে শিব করেন সংহার ।
তব ইচ্ছামতে মায়া সৃজে কারাগার ॥ ৩ ॥

তব ইচ্ছামতে জীবের জনম-মরণ ।
সমৃদ্ধি-নিপাত দুঃখ সুখ-সংঘটন ॥ ৪ ॥
মিছে মায়াবদ্ধ জীব আশাপাশে ফিরে' ।
তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে ॥ ৫ ॥
তুমি ত' রক্ষক আর পালক আমার ।
তোমার চরণ বিনা আশা নাহি আর ॥ ৬ ॥
নিজ-বল-চেষ্টা-প্রতি ভরসা ছাড়িয়া ।
তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া ॥ ৭ ॥
ভকতিবিনোদ অতি দীন অকিঞ্চন ।
তোমার ইচ্ছায় তা'র জীবন মরণ ॥ ৮ ॥

চতুর্থতঃ 'তুমি আমাকে অবশ্য রক্ষা করিবে' বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস [২১]

এখন বুঝিনু প্রভু! তোমার চরণ ।
অশোকাভয়ামৃত-পূর্ণ সর্বক্ষণ ॥ ১ ॥
সকল ছাড়িয়া তুয়া চরণকমলে ।
পড়িয়াছি আমি, নাথ! তব পদতলে ॥ ২ ॥
তব পাদপদ্ম, নাথ! রক্ষিবে আমারে ।
আর রক্ষাকর্তা নাহি এ ভবসংসারে ॥ ৩ ॥
আমি তব নিত্যদাস—জানিনু এবার ।
আমার পালন-ভার এখন তোমার ॥ ৪ ॥
বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে ।
সব দুঃখ দূরে গেল ও পদ-বরণে ॥ ৫ ॥

যে-পদ লাগিয়া রমা তপস্যা করিলা ।
যে-পদ পাইয়া শিব শিবত্ব লভিলা ॥ ৬ ॥
যে-পদ লভিয়া ব্রহ্মা কৃতার্থ হইলা ।
যে পদ নারদ-মুনি হৃদয়ে ধরিলা ॥ ৭ ॥
সেই সে অভয় পদ শিরেতে ধরিয়া ।
পরম-আনন্দে নাচি পদগুণ গাইয়া ॥ ৮ ॥
সংসার-বিপদ্ হ'তে অবশ্য উদ্ধার ।
ভকতিবিনোদে, ও পদ করিবে তোমার ॥ ৯ ॥

[২২]

তুমি ত' মারিবে যারে, কে তারে রাখিতে পারে,
তব ইচ্ছা-বশ ত্রিভুবন ।
ব্রহ্মা-আদি দেবগণ তব দাস অগণন,
করে তব আজ্ঞার পালন ॥ ১ ॥
তব ইচ্ছামতে যত, গ্রহগণ অবিরত,
শুভাশুভ ফল করে দান ।
রোগ-শোক-মৃতি-ভয়, তব ইচ্ছামতে হয়,
তব আজ্ঞা সদা বলবান্ ॥ ২ ॥
তব ভয়ে বায়ু বয়, চন্দ্র-সূর্য সমুদয়,
স্ব-স্ব নিয়মিত কার্য করে ।
তুমি ত' পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম পরাৎপর,
তব বাস ভকত অন্তরে ॥ ৩ ॥
সদা-শুদ্ধ সিদ্ধকাম, 'ভকতবৎসল' নাম,
ভকত জনের নিত্যস্বামী ।

তুমি ত' রাখিবে যারে, কে তারে মারিতে পারে,
সকল বিধির বিধি তুমি ॥ ৪ ॥
তোমার চরণে নাথ! করিয়াছে প্রণিপাত,
ভকতিবিনোদ তব দাস।
বিপদ্ হইতে স্বামি! অবশ্য তাহারে তুমি
রক্ষিবে,—তাহার এ বিশ্বাস ॥ ৫ ॥

[২৩]

আত্মসমর্পণে গেলা অভিমান।
নাহি করবুঁ নিজ রক্ষা-বিধান ॥ ১ ॥
তুয়া ধন জানি' তুহুঁ রাখবি, নাথ!
পাল্য গোধন জ্ঞান করি' তুয়া সাথ ॥ ২ ॥
চরাওবি মাধব! যামুনতীরে।
বংশী বাজাওত ডাকবি ধীরে ॥ ৩ ॥
অঘ-বক মারত রক্ষা-বিধান।
করবি সদা তুহুঁ গোকুল-কান! ৪ ॥
রক্ষা করবি তুহুঁ নিশ্চয় জানি।
পান করবুঁ হাম যামুনপানি ॥ ৫ ॥
কালিয়-দোখ করবি বিনাশা।
শোধবি নদীজল, বাড়াওবি আশা ॥ ৬ ॥
পিয়ত দাবানল রাখবি মো'য়।
'গোপাল', 'গোবিন্দ' নাম তব হোয় ॥ ৭ ॥
সুরপতি-দুর্মতি-নাশ বিচারি'।
রাখবি বর্ষণে, গিরিবরধারি! ৮ ॥

চতুরানন করব যব্ চোরি।
রক্ষা করবি মুঝে, গোকুল-হরি! ৯ ॥
ভকতিবিনোদ—তুয়া গোকুল-ধন।
রাখবি কেশব! করত যতন ॥ ১০ ॥

[২৪]

ছোড়ত পুরুষ-অভিমান।
কিঙ্করী হইলুঁ আজি, কান! ১ ॥
বরজ-বিপিনে সখীসাথ।
সেবন করবুঁ, রাধানাথ! ২ ॥
কুসুমে গাঁথবুঁ হার।
তুলসী মণিমঞ্জরী তার ॥ ৩ ॥
যতনে দেওবুঁ সখীকরে।
হাতে লওব সখী আদরে ॥ ৪ ॥
সখী দিব তুয়া দুঁহুক গলে।
দূরত হেরবুঁ কুতূহলে ॥ ৫ ॥
সখী কহব,—"শুন সুন্দরি!
রহবি কুঞ্জে মম কিঙ্করী ॥ ৬ ॥
গাঁথবি মালা মনোহারিণী।
নিতি রাধাকৃষ্ণ-বিমোহিনী ॥ ৭ ॥
তুয়া রক্ষণ ভার হামারা।
মম কুঞ্জকুটীর তোহারা ॥ ৮ ॥
রাধামাধব সেবনকালে।
রহবি হামার অন্তরালে ॥ ৯ ॥

তাম্বুল সাজি' কর্পূর আনি' ।
দেওবি মোএ আপন জানি' ॥ ১০ ॥
ভকতিবিনোদ শুনি' বাত ।
সখীপদে করে প্রণিপাত ॥ ১১ ॥

পঞ্চমতঃ প্রাতিকূল্য-বর্জন-সঙ্কল্প [২৫]

কেশব! তুয়া জগত বিচিত্র ।
করমবিপাকে, ভববন ভ্রমই,
পেখলুঁ রঙ্গ বহু চিত্র ॥ ১ ॥
তুয়া পদবিস্মৃতি, আ-মর যন্ত্রণা,
ক্লেশ-দহনে দহি' যাই ।
কপিল, পতঞ্জলি, গৌতম, কণভোজী,
জৈমিনি, বৌদ্ধ আওয়ে ধাই' ॥ ২ ॥
তব্ কোই নিজ-মতে, ভুক্তি মুক্তি যাচত,
পাতই নানাবিধ ফাঁদ ।
সো-সবু—বঞ্চক, তুয়া ভক্তি বহির্মুখ
ঘটাওয়ে বিষম পরমাদ ॥ ৩ ॥
বৈমুখ-বঞ্চনে, ভট সো-সবু,
নিরমিল বিবিধ পসার ।
দণ্ডবৎ দূরত, ভকতিবিনোদ ভেল,
ভকতচরণ করি, সার ॥ ৪ ॥

[২৬]

তুয়া-ভক্তি-প্রতিকূল ধর্ম যা'তে রয় ।
পরম যতনে তাহা ত্যজিব নিশ্চয় ॥ ১ ॥

তুয়া-ভক্তি-বহির্মুখ সঙ্গ না করিব ।
গৌরাঙ্গবিরোধি-জন-মুখ না হেরিব ॥ ২ ॥
ভক্তি-প্রতিকূল স্থানে না করি বসতি ।
ভক্তির অপ্রিয় কার্যে নাহি করি রতি ॥ ৩ ॥
ভক্তির বিরোধী গ্রন্থ পাঠ না করিব ।
ভক্তির বিরোধী ব্যাখ্যা কভু না শুনিব ॥ ৪ ॥
গৌরাঙ্গবর্জিত স্থান তীর্থ নাহি মানি ।
ভক্তির বাধক জ্ঞান-কর্ম তুচ্ছ জানি ॥ ৫ ॥
ভক্তির বাধক কালে না করি আদর ।
ভক্তি-বহির্মুখ নিজ-জনে জানি পর ॥ ৬ ॥
ভক্তির বাধিকা স্পৃহা করিব বর্জন ।
অভক্ত-প্রদত্ত অন্ন না করি গ্রহণ ॥ ৭ ॥
যাহা কিছু ভক্তি-প্রতিকূল বলি' জানি ।
ত্যজিব যতনে তাহা, এ নিশ্চয় বাণী ॥ ৮ ॥
ভকতিবিনোদ পড়ি' প্রভুর চরণে ।
মাগয়ে শকতি প্রাতিকুল্যের বর্জনে ॥ ৯ ॥

[২৭]

বিষয়বিমূঢ় আর মায়াবাদী জন ।
ভক্তিশূন্য দুঁহে প্রাণ ধরে অকারণ ॥ ১ ॥
এই দুই-সঙ্গ নাথ! না হয় আমার ।
প্রার্থনা করিয়ে আমি চরণে তোমার ॥ ২ ॥
সে দুয়ের মধ্যে বিষয়ী তবু ভাল ।
মায়াবাদি-সঙ্গ নাহি মাগি কোন কাল ॥ ৩ ॥

বিষয়ি-হৃদয় যবে সাধুসঙ্গ পায় ।
অনায়াসে লভে ভক্তি ভক্তের কৃপায় ॥ ৪ ॥
মায়াবাদ-দোষ যা'র হৃদয়ে পশিল ।
কুতর্কে হৃদয় তা'র বজ্রসম ভেল ॥ ৫ ॥
ভক্তির স্বরূপ, আর "বিষয়", "আশ্রয়" ।
মায়াবাদী 'অনিত্য' বলিয়া সব কয় ॥ ৬ ॥
ধিক্ তা'র কৃষ্ণ-সেবা-শ্রবণ-কীর্তন ।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন ॥ ৭ ॥
মায়াবাদ সম ভক্তি-প্রতিকূল নাই ।
অতএব মায়াবাদি-সঙ্গ নাহি চাই ॥ ৮ ॥
ভকতিবিনোদ মায়াবাদ দূর করি' ।
বৈষ্ণব সঙ্গেতে বৈসে নামাশ্রয় ধরি' ॥ ৯ ॥

[২৮]

আমি ত' স্বানন্দ-সুখদবাসী ।
রাধিকামাধব-চরণদাসী ॥ ১ ॥
দুহাঁর মিলনে আনন্দ করি ।
দুহাঁর বিয়োগে দুঃখেতে মরি ॥ ২ ॥
সখীস্থলী নাহি হেরি নয়নে ।
দেখিলে শৈব্যাকে পড়য়ে মনে ॥ ৩ ॥
যে-যে প্রতিকূল চন্দ্রার সখী ।
প্রাণে দুঃখ পাই তাহারে দেখি' ॥ ৪ ॥
রাধিকা-কুঞ্জ আঁধার করি' ।
লইতে চাহে সে রাধার হরি ॥ ৫ ॥

শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলন-সুখ ।
প্রতিকূলজন না হেরি মুখ ॥ ৬ ॥
রাধা-প্রতিকূল যতেক জন ।
সম্ভাষণে কভু না হয় মন ॥ ৭ ॥
ভকতিবিনোদ শ্রীরাধাচরণে ।
সঁপেছে পরাণ অতীব যতনে ॥ ৮ ॥

ষষ্ঠতঃ আনুকূল্য-সংকল্প [২৯]

তুয়া-ভক্তি-অনুকূল যে-যে কার্য হয় ।
পরম-যতনে তাহা করিব নিশ্চয় ॥ ১ ॥
ভক্তি-অনুকূল যত বিষয় সংসারে ।
করিব তাহাতে রতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে ॥ ২ ॥
শুনিব তোমার কথা যতন করিয়া ।
দেখিব তোমার ধাম নয়ন ভরিয়া ॥ ৩ ॥
তোমার প্রসাদে দেহ করিব পোষণ ।
নৈবেদ্য তুলসী-ঘ্রাণ করিব গ্রহণ ॥ ৪ ॥
কর-দ্বারে করিব তোমার সেবা সদা ।
তোমার বসতি-স্থলে বসিব সর্বদা ॥ ৫ ॥
তোমার সেবায় কাম নিয়োগ করিব ।
তোমার বিদ্বেষী-জনে ক্রোধ দেখাইব ॥ ৬ ॥
এইরূপে সর্ববৃত্তি আর সর্বভাব ।
তুয়া অনুকূল হয়ে লভুক প্রভাব ॥ ৭ ॥
তুয়া ভক্ত-অনুকূল যাহা যাহা করি ।
তুয়া ভক্তি অনুকূল বলি' তাহা ধরি ॥ ৮ ॥

ভকতিবিনোদ নাহি জানে ধর্মাধর্ম ।
ভক্তি-অনুকূল তার হউ সব কর্ম ॥ ৯ ॥

[৩০]

গোদ্রুমধামে ভজন-অনুকূলে ।
মাথুর-শ্রীনন্দীশ্বর-সমতুলে ॥ ১ ॥
তঁহি মাহ সুরভি-কুঞ্জ কুটীরে ।
বৈঠবুঁ হাম সুরতটিনী তীরে ॥ ২ ॥
গৌরভকত-প্রিয়বেশ-দধানা ।
তিলক-তুলসীমালা-শোভমানা ॥ ৩ ॥
চম্পক, বকুল, কদম্ব, তমাল ।
রোপত নিরমিব কুঞ্জ বিশাল ॥ ৪ ॥
মাধবী মালতী উঠাবুঁ তাহে ।
ছায়া-মণ্ডব করবুঁ তঁহি মাহে ॥ ৫ ॥
রোপবুঁ তত্র কুসুমবনরাজি ।
যূথি, জাতি, মল্লী বিরাজব সাজি' ॥ ৬ ॥
মঞ্চে বসাওবুঁ তুলসী-মহারাণী ।
কীর্তন-সজ্জ তঁহি রাখব আনি' ॥ ৭ ॥
বৈষ্ণবজন-সহ গাওবুঁ নাম ।
জয় গোদ্রুম জয় গৌর কি ধাম ॥ ৮ ॥
ভকতিবিনোদ ভক্তি-অনুকূল ।
জয় কুঞ্জ, মুঞ্জ, সুরনদীকূল ॥ ৯ ॥

[৩১]

শুদ্ধভকত- চরণ-রেণু,
ভজন-অনুকূল ।
ভকত-সেবা, পরম-সিদ্ধি,
প্রেমলতিকার মূল ॥ ১ ॥
মাধব-তিথি ভক্তি-জননী,
যতনে পালন করি ।
কৃষ্ণবসতি, বসতি বলি'
পরম আদরে বরি ॥ ২ ॥
গৌর আমার যে সব স্থানে,
করিল ভ্রমণ রঙ্গে ।
সে-সব স্থান, হেরিব আমি,
প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে ॥ ৩ ॥
মৃদঙ্গবাদ্য শুনিতে মন,
অবসর সদা যাচে ।
গৌর-বিহিত, কীর্তন শুনি',
আনন্দে হৃদয় নাচে ॥ ৪ ॥
যুগলমূর্তি দেখিয়া মোর,
পরম-আনন্দ হয় ।
প্রসাদ সেবা করিতে হয়,
সকল প্রপঞ্চ জয় ॥ ৫ ॥
যে দিন গৃহে, ভজন দেখি,
গৃহেতে গোলোক ভায় ।

চরণ-সীধু দেখিয়া গঙ্গা,
সুখ না সীমা পায় ॥ ৬ ॥
তুলসী দেখি', জুড়ায় প্রাণ,
মাধবতোষণী জানি' ।
গৌর প্রিয় শাক-সেবনে,
জীবন সার্থক মানি ॥ ৭ ॥
ভকতিবিনোদ, কৃষ্ণভজনে,
অনুকূল পায় যাহা ।
প্রতিদিবসে, পরম-সুখে,
স্বীকার করয়ে তাহা ॥ ৮ ॥

[৩২]

রাধাকুণ্ডতট-কুঞ্জকুটীর ।
গোবর্ধন-পর্বত, যামুনতীর ॥ ১ ॥
কুসুমসরোবর, মানসগঙ্গা ।
কলিন্দনন্দিনী বিপুলতরঙ্গা ॥ ২ ॥
বংশীবট, গোকুল, ধীরসমীর ।
বৃন্দাবন-তরুলতিকা-বানীর ॥ ৩ ॥
খগমৃগকুল, মলয়-বাতাস ।
ময়ূর, ভ্রমর, মুরলী, বিলাস ॥ ৪ ॥
বেণু, শৃঙ্গ, পদচিহ্ন, মেঘমাল ।
বসন্ত, শশাঙ্ক, শঙ্খ, করতালা ॥ ৫ ॥
যুগলবিলাসে অনুকূল জানি ।
লীলা-বিলাস-উদ্দীপক মানি ॥ ৬ ॥

এ সব ছোড়ত কঁহি নাহি যাঁউ ।
এ সব ছোড়ত পরাণ হারাঁউ ॥ ৭ ॥
ভকতিবিনোদ কহে, শুন কান!
তুয়া উদ্দীপক হামারা পরাণ ॥ ৮ ॥

ভজনলালসা [১]

হরি হে!
প্রপঞ্চে পড়িয়া, অগতি হইয়া,
না দেখি উপায় আর ।
অগতির গতি, চরণে শরণ,
তোমায় করিনু সার ॥ ১ ॥
করম গেয়ান, কিছু নাহি মোর,
সাধন ভজন নাই ।
তুমি কৃপাময়, আমি ত' কাঙ্গাল,
অহৈতুকী কৃপা চাই ॥ ২ ॥
বাক্য-মনো-বেগ, ক্রোধ-জিহ্বা-বেগ,
উদর-উপস্থ-বেগ ।
মিলিয়া এ সব, সংসারে ভাসা'য়ে,
দিতেছে পরমোদ্বেগ ॥ ৩ ॥
অনেক যতনে, সে সব দমনে,
ছাড়িয়াছি আশা আমি ।
অনাথের নাথ! ডাকি তব নাম,
এখন ভরসা তুমি ॥ ৪ ॥

[২]

হরি হে!

অর্থের সঞ্চয়ে, বিষয় প্রয়াসে,
আন কথা প্রজল্পনে।
আন অধিকার, নিয়ম আগ্রহে,
অসৎসঙ্গ সংঘটনে ॥ ১ ॥
অস্থির সিদ্ধান্তে, রহিনু মজিয়া,
হরিভক্তি রৈল দূরে।
এ হৃদয়ে মাত্র, পরহিংসা মদ,
প্রতিষ্ঠা শঠতা স্ফুরে ॥ ২ ॥
এ সব আগ্রহ, ছাড়িতে নারিনু,
আপন-দোষতে মরি।
জনম বিফল, হইল আমার,
এখন কি করি, হরি! ৩ ॥
আমি ত' পতিত, পতিতপাবন,
তোমার পবিত্র নাম।
সে সম্বন্ধ ধরি,' তোমার চরণে,
শরণ লইনু হাম ॥ ৪ ॥

[৩]

হরি হে!

ভজনে উৎসাহ, ভক্তিতে বিশ্বাস,
প্রেমলাভে ধৈর্য-ধন।

ভক্তি-অনুকূল কর্ম-প্রবর্তন,
অসৎসঙ্গ-বিসর্জন ॥ ১ ॥
ভক্তি-সদাচার, এই ছয় গুণ,
নহিল আমার নাথ!
কেমনে ভজিব, তোমার চরণ,
ছাড়িয়া মায়ার সাথ ॥ ২ ॥
গর্হিত আচারে, রহিলাম মজি',
না করিনু সাধুসঙ্গ।
ল'য়ে সাধু-বেশ, আনে উপদেশি,
এ বড় মায়ার রঙ্গ ॥ ৩ ॥
এ হেন দশায়, অহৈতুকী কৃপা,
তোমার পাইব, হরি!
শ্রীগুরু আশ্রয়ে, ডাকিব তোমায়,
কবে বা মিনতি করি' ॥ ৪ ॥

[৪]

হরি হে!

দান, প্রতিগ্রহ, মিথো গুপ্তকথা,
ভক্ষণ, ভোজন দান।
সঙ্গের লক্ষণ, এই ছয় হয়,
ইহাতে ভক্তির প্রাণ ॥ ১ ॥
তত্ত্ব না বুঝিয়ে, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে,
অসতে এ সব করি'।

ভক্তি হারাইনু, সংসারী হইনু,
সুদূরে রহিলে হরি ॥ ২ ॥
কৃষ্ণভক্ত-জনে, এ সঙ্গ-লক্ষণে,
আদর করিব যবে।
ভক্তি-মহাদেবী, আমার হৃদয়-
আসনে বসিবে তবে ॥ ৩ ॥
যোষিৎসঙ্গী জন, কৃষ্ণাভক্ত আর,
দুঁহু-সঙ্গ পরিহরি'।
তব ভক্তজন, সঙ্গ অনুক্ষণ,
কবে বা হইবে হরি? ৪ ॥

[৫]

হরি হে!
সঙ্গদোষশূন্য, দীক্ষিতাদীক্ষিত,
যদি তব নাম গা'য়।
মানসে আদর, করিব তাঁহারে,
জানি' নিজজন তায় ॥ ১ ॥
দীক্ষিত হইয়া, ভজে তুয়া পদ,
তাঁহারে প্রণতি করি।
অনন্যভজনে, বিজ্ঞ যেই জন,
তাঁহারে সেবিব, হরি ॥ ২ ॥
সর্বভূতে সম, যে ভক্তের মতি,
তাঁহার দর্শনে মানি।

আপনাকে ধন্য, সে সঙ্গ পাইয়া,
চরিতার্থ হইলুঁ জানি ॥ ৩ ॥
নিষ্কপট-মতি বৈষ্ণবের প্রতি,
এ ধর্ম কবে পা'ব।
কবে এ সংসার- সিন্ধুপার হ'য়ে,
তব ব্রজপুরে যা'ব ॥ ৪ ॥

[৬]

হরি হে!
নীরধর্মগত, জাহ্নবী-সলিলে,
পঙ্ক-ফেন দৃষ্ট হয়।
তথাপি কখন, ব্রহ্মদ্রব-ধর্ম,
সে সলিল না ছাড়য় ॥ ১ ॥
বৈষ্ণব-শরীর, অপ্রাকৃত সদা,
স্বভাব-বপুর ধর্মে।
কভু নহে জড়, তথাপি যে নিন্দে,
পড়ে সে বিষমাধর্মে ॥ ২ ॥
সেই অপরাধে, যমের যাতনা,
পায় জীব অবিরত।
হে নন্দনন্দন! সেই অপরাধে,
যেন নাহি হত ॥ ৩ ॥
তোমার বৈষ্ণব, বৈভব তোমার,
আমারে করুন দয়া।
তবে মোর গতি হ'বে তব প্রতি,
পা'ব তব পদছায়া ॥ ৪ ॥

[৭]

ওহে!

বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর,
এ দাসে করুণা করি'।
দিয়া পদছায়া, শোধ হে আমায়,
তোমার চরণ ধরি ॥ ১ ॥
ছয় বেগ দমি', ছয় দোষ শোধি',
ছয় গুণ দেহ' দাসে।
ছয় সৎসঙ্গ, দেহ' হে আমারে,
বসেছি সঙ্গের আশে ॥ ২ ॥
একাকী আমার, নাহি পায় বল,
হরিনাম সংকীর্তনে।
তুমি কৃপা করি', শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া,
দেহ' কৃষ্ণ-নাম-ধনে ॥ ৩ ॥
কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল, 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি',
ধাই তব পাছে পাছে ॥ ৪ ॥

[৮]

হরি হে!

তোমারে ভুলিয়া, অবিদ্যা-পীড়ায়,
পীড়িত রসনা মোর।

কৃষ্ণনাম-সুধা, ভাল নাহি লাগে,
বিষয়-সুখেতে ভোর ॥ ১ ॥
প্রতিদিন যদি, আদর করিয়া,
সে নাম কীর্তন করি।
সিতপল যেন, নাশি' রোগ-মূল,
ক্রমে স্বাদু হয়, হরি! ২ ॥
দুর্দৈব আমার, সে নামে আদর,
না হইল, দয়াময়!
দশ অপরাধ, আমার দুর্দৈব,
কেমনে হইবে ক্ষয় ॥ ৩ ॥
অনুদিন যেন, তব নাম গাই,
ক্রমেতে কৃপায় তব।
অপরাধ যা'বে, নামে রুচি হ'বে,
আস্বাদিব নামাসব ॥ ৪ ॥

[৯]

হরি হে!

শ্রীরূপ-গোসাঞি, শ্রীগুরু-রূপেতে,
শিক্ষা দিলা মোর কানে।
"জান মোর কথা, নামের কাঙ্গাল!
রতি পা'বে নাম-গানে ॥ ১ ॥
কৃষ্ণ-নাম-রূপ- গুণ-সুচরিত
পরম যতনে করি'।

রসনা-মানসে করহ নিয়োগ,
ক্রম-বিধি অনুসরি' ॥ ২ ॥
ব্রজে করি' বাস, রাগানুগা হঞা,
স্মরণ কীর্তন কর ।
এ নিখিল কাল করহ যাপন,
উপদেশ-সার ধর' ॥" ৩ ॥
হা! রূপ-গোসাঞি, দয়া করি' কবে,
দিবে দীনে ব্রজবাসা ।
রাগাত্মিক তুমি, তব পদানুগ,
হইতে দাসের আশা ॥ ৪ ॥

[১০]

গুরুদেব!
বড় কৃপা করি', গৌড়বন মাঝে,
গোদ্রুমে দিয়াছ স্থান ।
আজ্ঞা দিলা মোরে, এই ব্রজে বসি',
হরিনাম কর গান ॥ ১ ॥
কিন্তু কবে প্রভো, যোগ্যতা অর্পিবে,
এ দাসেরে দয়া করি' ।
চিত্ত স্থির হবে, সকল সহিব,
একান্তে ভজিব হরি ॥ ২ ॥
শৈশব-যৌবনে, জড়সুখ-সঙ্গে,
অভ্যাস হৈল মন্দ ।

নিজকর্ম-দোষে, এ দেহ হইল
ভজনের প্রতিবন্ধ ॥ ৩ ॥
বার্ধক্যে এখন, পঞ্চরোগে হত,
কেমনে ভজিব বল' ।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, তোমার চরণে,
পড়িয়াছি সুবিহ্বল ॥ ৪ ॥

[১১]

গুরুদেব!
কৃপাবিন্দু দিয়া, কর' এই দাসে,
তৃণাপেক্ষা অতি হীন ।
সকল সহনে, বল দিয়া কর',
নিজ মানে স্পৃহাহীন ॥ ১ ॥
সকলে সম্মান, করিতে শকতি,
দেহ' নাথ! যথাযথ ।
তবে ত' গাইব, হরিনাম-সুখে,
অপরাধ হ'বে হত ॥ ২ ॥
কবে হেন কৃপা, লভিয়া এ জন,
কৃতার্থ হইবে, নাথ!
শক্তিবুদ্ধিহীন, আমি অতি দীন,
কর' মোরে আত্মসাথ ॥ ৩ ॥
যোগ্যতা-বিচারে, কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার ।
করুণা না হৈলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
প্রাণ না রাখিব আর ॥ ৪ ॥

[১২]

গুরুদেব!

কবে মোর সেই দিন হ'বে।

মন স্থির করি', নির্জনে বসিয়া,

কৃষ্ণনাম গা'ব যবে।

সংসার-ফুকার, কানে না পশিবে,

দেহ-রোগ দূরে র'বে ॥ ১ ॥

'হরেকৃষ্ণ' বলি', গাহিতে গাহিতে,

নয়নে বহিবে লোর।

দেহেতে পুলক, উদিত হইবে,

প্রেমেতে করিবে ভোর ॥ ২ ॥

গদ-গদ বাণী, মুখে বাহিরিবে,

কাঁপিবে শরীর মম।

ঘর্ম মুহুর্মুহুঃ, বিবর্ণ হইবে,

স্তম্ভিত প্রলয়-সম ॥ ৩ ॥

নিষ্কপটে হেন, দশা কবে হ'বে,

নিরন্তর নাম গা'ব।

আবেশে রহিয়া, দেহযাত্রা করি',

তোমার করুণা পা'ব ॥ ৪ ॥

[১৩]

গুরুদেব!

কবে তব করুণা প্রকাশে।

শ্রীগৌরাঙ্গলীলা, হয় নিত্যতত্ত্ব,

এই দৃঢ় বিশ্বাসে।

'হরি হরি' বলি', গোদ্রুম-কাননে,

ভ্রমিব দর্শন আশে ॥ ১ ॥

নিতাই, গৌরাঙ্গ, অদ্বৈত, শ্রীবাস,

গদাধর,—পঞ্চজন।

কৃষ্ণনাম-রসে, ভাসা'বে জগৎ,

করি, মহাসংকীর্তন ॥ ২ ॥

নর্তন-বিলাস, মৃদঙ্গ-বাদন,

শুনিব আপন-কানে।

দেখিয়া দেখিয়া, সে লীলা-মাধুরী,

ভাসিব প্রেমের বানে ॥ ৩ ॥

না দেখি' আবার, সে লীলা-রতন,

কাঁদি 'হা গৌরাঙ্গ!' বলি'।

আমারে বিষয়ী, পাগল বলিয়া,

অঙ্গেতে দিবেক ধূলি ॥ ৪ ॥

সিদ্ধি-লালসা [১৪]

কবে গৌরবনে, সুরধুনী তটে,

'হা রাধে, হা কৃষ্ণ' ব'লে।

কাঁদিয়া বেড়া'ব, দেহ-সুখ ছাড়ি',

নানা লতা-তরুতলে ॥ ১ ॥

(কবে) শ্বপচ-গৃহেতে মাগিয়া খাইব,

পিব সরস্বতী-জল।

পুলিনে-পুলিনে, গড়াগড়ি দিব,

করি' কৃষ্ণ-কোলাহল ॥ ২ ॥

(কবে) ধামবাসী-জনে, প্রণতি করিয়া,
মাগিব কৃপার লেশ ।
বৈষ্ণবচরণ- রেণু গায় মাখি'
ধরি' অবধূত-বেশ ॥ ৩ ॥
(কবে) গৌড়-ব্রজ-জনে, ভেদ না দেখিব,
হইব বরজবাসী ।
(তখন) ধামের স্বরূপ, স্ফুরিবে নয়নে,
হইব রাধার দাসী ॥ ৪ ॥

[১৫]

দেখিতে দেখিতে, ভুলিব বা কবে,
নিজ স্থূল-পরিচয় ।
নয়নে হেরিব, ব্রজপুরশোভা,
নিত্য চিদানন্দময় ॥ ১ ॥
বৃষভানুপুরে, জনম লইব,
যাবটে বিবাহ হ'বে ।
ব্রজগোপী-ভাব, হইবে স্বভাব,
আন-ভাব না রহিবে ॥ ২ ॥
নিজ-সিদ্ধদেহ, নিজ-সিদ্ধনাম,
নিজ-রূপ-স্ববসন ।
রাধা-কৃপা-বলে, লভিব বা কবে,
কৃষ্ণ-প্রেম-প্রকরণ ॥ ৩ ॥
যামুন-সলিল- আহরণে গিয়া
বুঝিব যুগল-রস ।
প্রেমমুগ্ধ হ'য়ে, পাগলিনী-প্রায়,
গাইব রাধার যশ ॥ ৪ ॥

[১৬]

বৃষভানুসুতা- চরণ-সেবনে,
হইব যে পাল্যদাসী ।
শ্রীরাধার সুখ সতত সাধনে,
রহিব আমি প্রয়াসী ॥ ১ ॥
শ্রীরাধার সুখে, কৃষ্ণের যে সুখ,
জানিব মনেতে আমি ।
রাধাপদ ছাড়ি', শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গমে,
কভু না হইব কামী ॥ ২ ॥
সখীগণ মম, পরম-সুহৃৎ,
যুগল-প্রেমের গুরু ।
তদনুগা হ'য়ে, সেবিব রাধার
চরণ-কলপ-তরু ॥ ৩ ॥
রাধাপক্ষ ছাড়ি', যে-জন সে-জন,
যে-ভাবে সে-ভাবে থাকে ।
আমি' ত রাধিকা- পক্ষপাতী সদা,
কভু নাহি হেরি তা'কে ॥ ৪ ॥

বিজ্ঞপ্তি [১]

(রাগিনী—সুরট-খাম্বাজ, একতাল)

কবে হ'বে বল সে-দিন আমার ।
(আমার) অপরাধ ঘুচি', শুদ্ধ নামে রুচি,
কৃপা-বলে হ'বে হৃদয়ে সঞ্চার ॥ ১ ॥

তৃণাধিক হীন, কবে নিজে মানি',
সহিষ্ণুতা-গুণ হৃদয়েতে আনি' ।
সকলে মানদ, আপনি অমানী,
হ'য়ে আস্বাদিব নাম-রস-সার ॥ ২ ॥
ধন জন আর, কবিতা সুন্দরী,
বলিব না চাহি দেহ সুখকরী ।
জন্মে-জন্মে দাও, ওহে গৌরহরি!
অহৈতুকী ভক্তি চরণে তোমার ॥ ৩ ॥
(কবে) করিতে শ্রীকৃষ্ণ- নাম উচ্চারণ,
পুলকিত দেহ গদ্গদ বচন ।
বৈবর্ণ্য-বেপথু হ'বে সংঘটন,
নিরন্তর নেত্রে ব'বে অশ্রুধার ॥ ৪ ॥
কবে নবদ্বীপে সুরধুনী-তটে,
গৌর-নিত্যানন্দ বলি' নিষ্কপটে ।
নাচিয়া গাইয়া বেড়াইব ছুটে,
বাতুলের প্রায় ছাড়িয়া বিচার ॥ ৫ ॥
কবে নিত্যানন্দ, মোরে করি' দয়া,
ছাড়াইবে মোর বিষয়ের মায়া ।
দিয়া মোরে নিজ- চরণের ছায়া,
নামের হাটেতে দিবে অধিকার ॥ ৬ ॥
কিনিব, লুটিব হরি-নাম-রস,
নাম-রসে মাতি' হইব বিবশ ।
রসের রসিক- চরণ পরশ,
করিয়া মজিব রসে অনিবার ॥ ৭ ॥

কবে জীবে দয়া, হইবে উদয়,
নিজ-সুখ ভুলি' সুদীন-হৃদয় ।
ভকতিবিনোদ, করিয়া বিনয়,
শ্রীআজ্ঞা-টহল করিবে প্রচার ॥ ৮ ॥

[২]

এমন দুর্মতি সংসার ভিতরে
পড়িয়া আছিনু আমি ।
তব নিজ জন কোন মহাজনে
পাঠাইয়া দিলে তুমি ॥
দয়া করি' মোরে পতিত দেখিয়া
কহিল আমারে গিয়া ।
ওহে দীনজন শুন ভাল কথা
উল্লসিত হবে হিয়া ॥
তোমারে তারিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
নবদ্বীপে অবতার ।
তোমা হেন কত দীন হীন জনে
করিলেন ভবপার ॥
বেদের প্রতিজ্ঞা রাখিবার তরে
রুক্মবর্ণ বিপ্রসুত ।
মহাপ্রভু নামে নদীয়া মাতায়
সঙ্গে ভাই অবধূত ॥
নন্দসুত যিনি চৈতন্য গোসাঞি
নিজ নাম করি' দান ।

তারিল জগৎ তুমিও যাইয়া
লহ নিজ পরিত্রাণ ॥
সে কথা শুনিয়া আসিয়াছি নাথ
তোমার চরণতলে ।
ভকতিবিনোদ কাঁদিয়া কাঁদিয়া
আপন কাহিনী বলে ॥

শ্রীনাম-মাহাত্ম্য

কৃষ্ণনাম ধরে কত বল ।
বিষয় বাসনানলে, মোর চিত্ত সদা জ্বলে,
রবিতপ্ত মরুভূমি-সম ।
কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া, হৃদি মাঝে প্রবেশিয়া,
বরিষয় সুধা অনুপম ॥ ১ ॥
হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে,
শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ ।
কণ্ঠে মোর ভঙ্গে স্বর, অঙ্গ কাঁপে থর থর,
স্থির হইতে না পারে চরণ ॥ ২ ॥
চক্ষে ধারা, দেহে ঘর্ম, পুলকিত সব চর্ম,
বিবর্ণ হইল কলেবর ।
মূর্ছিত হইল মন, প্রলয়ের আগমন,
ভাবে সর্ব-দেহ জর জর ॥ ৩ ॥
করি' এত উপদ্রব, চিত্তে বর্ষে সুধাদ্রব,
মোরে ডারে প্রেমের সাগরে ।

কিছু না বুঝিতে দিল, মোরে ত' বাতুল কৈল,
মোর চিত্ত-বিত্ত সব হরে' ॥ ৪ ॥
লইনু আশ্রয় যাঁ'র, হেন ব্যবহার তাঁ'র,
বর্ণিতে না পারি এ সকল ।
কৃষ্ণনাম ইচ্ছাময়, যাহে যাহে সুখী হয়,
সেই মোর সুখের সম্বল ॥ ৫ ॥
প্রেমের কলিকা নাম, অদ্ভুত রসের ধাম,
হেন বল করয়ে প্রকাশ ।
ঈষৎ বিকশিত পুনঃ, দেখায় নিজ-রূপ-গুণ,
চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণপাশ ॥ ৬ ॥
পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা,
দেখায় মোরে স্বরূপ-বিলাস ।
মোরে সিদ্ধ-দেহ দিয়া, কৃষ্ণপাশে রাখে গিয়া,
এ দেহের করে সর্বনাশ ॥ ৭ ॥
কৃষ্ণনাম-চিন্তামণি, অখিল রসের খনি,
নিত্য-মুক্ত শুদ্ধরসময় ।
নামের বালাই যত, সব ল'য়ে হই হত,
তবে মোর সুখের উদয় ॥ ৮ ॥

শ্রীশ্রীগৌদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

গীতাবলী

অরুণোদয়-কীর্তন [১]

উদিল অরুণ পূরব ভাগে,
দ্বিজমণি গোরা অমনি জাগে,
ভকতসমূহ লইয়া সাথে
গেলা নগর ব্রাজে ।
'তাথই তাথই' বাজল খোল,
ঘন ঘন তাহে ঝাঁজের রোল,
প্রেমে ঢল ঢল সোনার অঙ্গ,
চরণে নূপুর বাজে ॥ ১ ॥
মুকুন্দ মাধব যাদব হরি,
বলেন বলরে বদন ভরি'
মিছে নিদ-বশে গেলরে রাতি,
দিবস শরীর-সাজে ।
এমন দুর্লভ মানব-দেহ,
পাইয়া কি কর ভাবনা কেহ,
এবে না ভজিলে যশোদা-সুত,
চরমে পড়িবে লাজে ॥ ২ ॥
উদিত তপন হইলে অস্ত,
দিন গেল বলি' হইবে ব্যস্ত,
তবে কেন এবে অলস হই'
না ভজ হৃদয়রাজে ।

জীবন অনিত্য জানহ সার,
তাহে নানাবিধ বিপদভার,
নামাশ্রয় করি' যতনে তুমি,
থাকহ আপন কাজে ॥ ৩ ॥
জীবের কল্যাণ-সাধন-কাম,
জগতে আসি' এ মধুর নাম,
অবিদ্যা-তিমির তপন-রূপে
হৃদ্‌গগনে বিরাজে ।
কৃষ্ণনাম-সুধা করিয়া পান,
জুড়াও ভকতিবিনোদ-প্রাণ,
নাম বিনা কিছু নাহিক আর,
চৌদ্দ ভুবন-মাঝে ॥ ৪ ॥

[২] বিভাষ

জীব জাগ, জীব জাগ, গোরাচাঁদ বলে ।
কত নিদ্রা যাও মায়া-পিশাচীর কোলে ॥ ১ ॥
ভজিব বলিয়া এসে সংসার-ভিতরে ।
ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে ॥ ২ ॥
তোমারে লইতে আমি হৈনু অবতার ।
আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার ॥ ৩ ॥
এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি' ।
হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি' ॥ ৪ ॥
ভকতিবিনোদ প্রভু-চরণে পড়িয়া ।
সেই হরিনাম-মন্ত্র লইল মাগিয়া ॥ ৫ ॥

আরতি-কীর্তন

শ্রীগৌরগোবিন্দ-আরতি [১]

ভালে গোরা গদাধরের আরতি নেহারি ।
নদীয়া পুরব ভাবে যাঁউ বলিহারী ॥ ১ ॥
কল্পতরুতলে রত্নসিংহাসনোপরি ।
সবু সখী-বেষ্টিত কিশোর-কিশোরী ॥ ২ ॥
পুরট-জড়িত কত মণি-গজমতি ।
ঝমকি' ঝমকি' লভে প্রতি-অঙ্গ-জ্যোতিঃ ॥ ৩ ॥
নীল নীরদ লাগি' বিদ্যুৎ-মালা ।
দুঁহু অঙ্গ মিলি' শোভা ভুবন-উজালা ॥ ৪ ॥
শঙ্খ বাজে, ঘণ্টা বাজে, বাজে করতাল ।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল ॥ ৫ ॥
বিশাখাদি সখীবৃন্দ দুঁহু গুণ গাওয়ে ।
প্রিয়নর্মসখীগণ চামর ঢুলাওয়ে ॥ ৬ ॥
অনঙ্গমঞ্জরী চুয়া-চন্দন দেওয়ে ।
মালতীর মালা রূপমঞ্জরী লাগাওয়ে ॥ ৭ ॥
পঞ্চপ্রদীপে ধরি' কর্পূর-বাতি ।
ললিতাসুন্দরী করে যুগল-আরতি ॥ ৮ ॥
দেবী লক্ষ্মী, শ্রুতিগণ ধরণী লোটাওয়ে ।
গোপীজন অধিকার রওয়ত গাওয়ে ॥ ৯ ॥
ভকতিবিনোদ রহি' সুরভীকি কুঞ্জে ।
আরতি-দরশনে প্রেমসুখ ভুঞ্জে ॥ ১০ ॥

শ্রীগৌর-আরতি [২]

জয় জয় গোরাচাঁদের আরতিকো শোভা ।
জাহ্নবী-তটবনে জগমনোলোভা ॥ ১ ॥
দক্ষিণে নিতাইচাঁদ, বামে গদাধর ।
নিকটে অদ্বৈত, শ্রীনিবাস ছত্রধর ॥ ২ ॥
বসি' আছে গোরাচাঁদ রত্নসিংহাসনে ।
আরতি করেন ব্রহ্মা-আদি দেবগণে ॥ ৩ ॥
নরহরি-আদি করি' চামর ঢুলায় ।
সঞ্জয়-মুকুন্দ-বাসুঘোষ-আদি গায় ॥ ৪ ॥
শঙ্খ বাজে, ঘণ্টা বাজে, বাজে করতাল ।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল ॥ ৫ ॥
বহুকোটি চন্দ্র জিনি' বদন উজ্জ্বল ।
গলদেশে বনমালা করে ঝলমল ॥ ৬ ॥
শিব-শুক-নারদ প্রেমে গদগদ ।
ভকতিবিনোদ দেখে গোরার সম্পদ ॥ ৭ ॥

শ্রীশ্রীযুগল-আরতি [৩]

জয় জয় রাধাকৃষ্ণ যুগল-মিলন ।
আরতি করয়ে ললিতাদি সখীগণ ॥ ১ ॥
মদনমোহন রূপ ত্রিভঙ্গসুন্দর ।
পীতাম্বর শিখিপুচ্ছ-চূড়া-মনোহর ॥ ২ ॥
ললিতমাধব-বামে বৃষভানু-কন্যা ।
সুনীলবসনা গৌরী রূপে গুণে ধন্যা ॥ ৩ ॥

নানাবিধ অলঙ্কার করে ঝলমল ।
হরিমনোবিমোহন বদন উজ্জ্বল ॥ ৪ ॥
বিশাখাদি সখীগণ নানা রাগে গায় ।
প্রিয়নর্মসখী যত চামর ঢুলায় ॥ ৫ ॥
শ্রীরাধামাধব-পদ-সরসিজ-আশে ।
ভকতিবিনোদ সখীপদে সুখে ভাসে ॥ ৬ ॥

শ্রীভোগ-আরতি [৪]

ভজ ভকতবৎসল শ্রীগৌরহরি ।
শ্রীগৌরহরি সোহি গোষ্ঠবিহারী,
নন্দ-যশোমতী-চিত্তহারী ॥ ১ ॥
বেলা হ'লো, দামোদর, আইস এখন ।
ভোগ-মন্দিরে বসি' করহ ভোজন ॥ ২ ॥
নন্দের নির্দেশে বৈসে গিরিবরধারী ।
বলদেব-সহ সখা বৈসে সারি সারি ॥ ৩ ॥
শুকতা-শাকাদি ভাজি নালিতা কুষ্মাণ্ড ।
ডালি ডাল্না দুগ্ধতুম্বী দধি মোচাঘণ্ট ॥ ৪ ॥
মুদ্গবড়া মাষবড়া রোটিকা ঘৃতান্ন ।
শষ্কুলী পিষ্টক ক্ষীর পুলী পায়সান্ন ॥ ৫ ॥
কর্পূর অমৃতকেলী রম্ভা ক্ষীরসার ।
অমৃত রসালা, অম্ল দ্বাদশ প্রকার ॥ ৬ ॥
লুচি চিনি সরপুরী লাড্ডু রসাবলী ।
ভোজন করেন কৃষ্ণ হ'য়ে কুতুহলী ॥ ৭ ॥

রাধিকার পক্ক অন্ন বিবিধ ব্যঞ্জন ।
পরম আনন্দে কৃষ্ণ করেন ভোজন ॥ ৮ ॥
ছলে-বলে লাড্ডু খায় শ্রীমধুমঙ্গল ।
বগল বাজায়, আর দেয় হরিবোল ॥ ৯ ॥
রাধিকাদি গণে হেরি' নয়নের কোণে ।
তৃপ্ত হ'য়ে খায় কৃষ্ণ যশোদা-ভবনে ॥ ১০ ॥
ভোজনান্তে পিয়ে কৃষ্ণ সুবাসিত বারি ।
সবে মুখ প্রক্ষালয় হ'য়ে সারি সারি ॥ ১১ ॥
হস্ত-মুখ প্রক্ষালিয়া যত সখাগণে ।
আনন্দে বিশ্রাম করে বলদেব সনে ॥ ১২ ॥
জম্বুল রসাল আনে তাম্বুল মসালা ।
তাহা খেয়ে কৃষ্ণচন্দ্র সুখে নিদ্রা গেলা ॥ ১৩ ॥
বিশালাক্ষ, শিখি-পুচ্ছ চামর ঢুলায় ।
অপূর্ব শয্যায় কৃষ্ণ সুখে নিদ্রা যায় ॥ ১৪ ॥
যশোমতী-আজ্ঞা পেয়ে ধনিষ্ঠা-আনীত ।
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ রাধা ভুঞ্জে হ'য়ে প্রীত ॥ ১৫ ॥
ললিতাদি সখীগণ অবশেষ পায় ।
মনে মনে সুখে রাধা-কৃষ্ণগুণ গায় ॥ ১৬ ॥
হরি-লীলা একমাত্র যাঁহার প্রমোদ ।
ভোগারতি গায় সেই ভকতিবিনোদ ॥ ১৭ ॥

প্রসাদ-সেবায়

(প্রসাদ-সেবনকালে পাঠ্য—দোঁহা; মধ্যে মধ্যে 'সাধু সাবধান')

[১]

(প্রসাদ-সেবনারম্ভে)

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে ॥

ভাইরে!

শরীর অবিদ্যা-জাল, জড়েন্দ্রিয় তাহে কাল,
জীবে ফেলে বিষয়-সাগরে।
তা'র মধ্যে জিহ্বা অতি, লোভময় সুদুর্মতি,
তা'কে জেতা কঠিন সংসারে ॥
কৃষ্ণ বড় দয়াময়, করিবারে জিহ্বা জয়,
স্বপ্রসাদ-অন্ন দিলা ভাই।
সেই অন্নামৃত পাও, রাধাকৃষ্ণ গুণ গাও,
প্রেমে ডাক চৈতন্য-নিতাই ॥

[২]

(ভোজনের সময়) সেবা করতে করতে—

ভাইরে!

একদিন শান্তিপুরে, প্রভু অদ্বৈতের ঘরে,
দুই প্রভু ভোজনে বসিল।
শাক করি' আস্বাদন, প্রভু বলে ভক্তগণ,
এই শাক কৃষ্ণ আস্বাদিল ॥ ১ ॥

হেন শাক আস্বাদনে, কৃষ্ণপ্রেম আইসে মনে,
সেই প্রেমে কর আস্বাদন।
জড়বুদ্ধি পরিহরি', প্রসাদ ভোজন করি',
হরি হরি বল সর্বজন ॥ ২ ॥

[৩]

ভাইরে!

শচীর অঙ্গনে কভু, মাধবেন্দ্রপুরী প্রভু,
প্রসাদান্ন করেন ভোজন।
খাইতে খাইতে তাঁ'র, আইল প্রেম সুদুর্বার,
বলে শুন সন্ন্যাসীর গণ ॥ ১ ॥
মোচা-ঘণ্ট ফুলবড়ি, ডালি-ডাল্না-চচ্চড়ি,
শচীমাতা করিল রন্ধন।
তাঁর শুদ্ধা ভক্তি হেরি, ভোজন করিল হরি,
সুধা সম এ অন্ন-ব্যঞ্জন ॥ ২ ॥
যোগে-যোগী পায় যাহা, ভোগে আজ হ'বে তাহা,
'হরি' বলি' খাও সবে ভাই।
কৃষ্ণের প্রসাদ অন্ন, ত্রিজগৎ করে ধন্য
ত্রিপুরারি নাচে যাহা পাই ॥ ৩ ॥

[৪] প্রসাদী লুচির ফলার

ভাইরে!

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ, শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ,
গৌরীদাস পণ্ডিতের ঘরে।

লুচি, চিনি, ক্ষীর, সর, মিঠাই পায়স আর,
পিঠাপানা আস্বাদন করে ॥ ১ ॥
মহাপ্রভু ভক্তগণে পরম আনন্দমনে,
আজ্ঞা দিল করিতে ভোজন ।
কৃষ্ণের প্রসাদ-অন্ন, ভোজনে হইয়া ধন্য,
'কৃষ্ণ' বলি' ডাকে সর্বজন ॥ ২ ॥

[৫] খিচুরীভোজন-সময়ে

ভাইরে!
একদিন নীলাচলে, প্রসাদ-সেবন-কালে,
মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
বলিলেন ভক্তগণে, খেচরান্ন শুদ্ধমনে,
সেবা করি' হও আজ ধন্য ॥ ১ ॥
খেচরান্ন পিঠাপানা, অপূর্ব প্রসাদ নানা,
জগন্নাথ দিল তোমা সবে ।
আকণ্ঠ ভোজন করি, বল মুখে হরি হরি,
অবিদ্যা দুরিত নাহি রবে ॥ ২ ॥
জগন্নাথ-প্রসাদান্ন, বিরিঞ্চি-শম্ভুর মান্য,
খাইলে প্রেম হইবে উদয় ।
এমন দুর্লভ ধন, পাইয়াছ সর্বজন,
জয় জয় জগন্নাথ জয় ॥ ৩ ॥

[৬] বালভোগ-সেবনে

ভাইরে!
রামকৃষ্ণ গোচারণে, যাইবেন দূর বনে,
এত চিন্তি' যশোদা-রোহিণী ।

ক্ষীর, সর, ছানা, ননী, দু'জনে খাওয়ান আনি,
বাৎসল্যে আনন্দ মনে গণি' ॥ ১ ॥
বয়স্য রাখালগণে, খায় রামকৃষ্ণ-সনে,
নাচে গায় আনন্দ-অন্তরে ।
কৃষ্ণের প্রসাদ খায়, উদর ভরিয়া যায়,
'আর দেও' 'আর দেও' করে ॥ ২ ॥

শ্রীনগর-কীর্তন (আজ্ঞাটহল)

নদীয়া-গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন ।
পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ ॥ ১ ॥
(শ্রদ্ধাবান্ জন হে, শ্রদ্ধাবান্ জন)
প্রভুর আজ্ঞায়, ভাই, মাগি এই ভিক্ষা ।
বল 'কৃষ্ণ', ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা ॥ ২ ॥
অপরাধশূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণনাম ।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ ॥ ৩ ॥
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার ।
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম—সর্বধর্মসার ॥ ৪ ॥

[শ্রীনাম—১]

গায় গোরা মধুর স্বরে ।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ ১ ॥
গৃহে থাক, বনে থাক, সদা 'হরি' বলে ডাক,
সুখে-দুঃখে ভুল না'ক,
বদনে হরিনাম কর রে ॥ ২ ॥

মায়াজালে বদ্ধ হ'য়ে, আছ মিছে কাজ ল'য়ে
এখনও চেতন পেয়ে,
'রাধা-মাধব' নাম বল রে ॥ ৩ ॥
জীবন হইল শেষ, না ভজিলে হৃষীকেশ,
ভক্তিবিনোদোপদেশ,
একবার নামরসে মাত রে ॥ ৪ ॥

[শ্রীনাম—২]

একবার ভাব মনে,
আশা-বশে ভ্রমি' হেথা পা'বে কি সুখ জীবনে।
কে তুমি, কোথায় ছিলে, কি করিতে হেথা এলে,
কিবা কাজ ক'রে গেলে, যাবে কোথা শরীর-পতনে ॥ ১ ॥
কেন সুখ, দুঃখ, ভয়, অহংতা-মমতাময়,
তুচ্ছ জয়-পরাজয়, ক্রোধ-হিংসা, দ্বেষ অন্যজনে।
ভকতিবিনোদ কয়, করি' গোরা-পদাশ্রয়,
চিদানন্দ-রসময়, হও রাধাকৃষ্ণনাম-গানে ॥ ২ ॥

[শ্রীনাম—৩]

'রাধাকৃষ্ণ' বল্ বল্ বল্ রে সবাই।
(এই) শিক্ষা দিয়া, সব নদীয়া,
ফিরছে নেচে গৌর-নিতাই।
(মিছে) মায়ার বশে, যাচ্ছ ভেসে,'
খাচ্ছ হাবুডুবু, ভাই ॥ ১ ॥

(জীব) কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস
করলে ত' আর দুঃখ নাই।
('কৃষ্ণ') বলবে যবে, পুলক হ'বে,
ঝরবে আঁখি, বলি তাই ॥ ২ ॥
('রাধা) কৃষ্ণ' বল, সঙ্গে চল,
এইমাত্র ভিক্ষা চাই।
(যায়) সকল বিপদ, ভক্তিবিনোদ,
বলেন, যখন ও-নাম গাই ॥ ৩ ॥

[শ্রীনাম—৪]

গায় গোরাচাঁদ জীবের তরে
হরে কৃষ্ণ হরে ॥ ধ্রু ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
হরে কৃষ্ণ হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে,
হরে কৃষ্ণ হরে ॥ ১ ॥
একবার বল্ রসনা উচ্চৈঃস্বরে।
(বল) নন্দের নন্দন, যশোদা জীবন,
শ্রীরাধারমণ, প্রেমভরে ॥ ২ ॥
(বল) শ্রীমধুসূদন, গোপী-প্রাণধন,
মুরলীবদন, নৃত্য করে'।
(বল) অঘ-নিসূদন, পূতনা-ঘাতন,
ব্রহ্ম-বিমোহন, ঊর্দ্ধকরে
হরে কৃষ্ণ হরে ॥ ৩ ॥

[শ্রীনাম—৫]

অঙ্গ-উপাঙ্গ-অস্ত্র-পার্ষদ সঙ্গে ।
নাচই ভাব-মুরতি গোরা রঙ্গে ॥ ১ ॥
গাওত কলিযুগ-পাবন নাম ।
ভ্রমই শচীসুত নদীয়া ধাম ॥ ২ ॥
(হরে) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥ ৩ ॥

[শ্রীনাম—৬]

হরে কৃষ্ণ হরে ॥ ধ্রু ॥
নিতাই কি নাম এনেছে রে ।
(নিতাই) নাম এনেছে, নামের হাটে,
শ্রদ্ধা মূল্যে নাম দিতেছে রে ॥ ১ ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে রে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে রে ॥ ২ ॥
(নিতাই) জীবের দশা, মলিন দেখে',
নাম এনেছে ব্রজ থেকে রে ।
এ নাম শিব জপে পঞ্চমুখে রে
(মধুর এই হরিনাম)—
এ নাম ব্রহ্মা জপে চতুর্মুখে রে
(মধুর এই হরিনাম)—
এ নাম নারদ জপে বীণাযন্ত্রে রে
(মধুর এই হরিনাম)—

এ নামাভাসে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল রে ।
এ নাম বল্‌তে বল্‌তে ব্রজে চল রে ॥ ৩ ॥
(ভক্তিবিনোদ বলে)

[শ্রীনাম—৭]

(শ্রীধাম-পরিক্রমায় বৈষ্ণবসকল আসিলে তদুদ্দেশে গীত)

'হরি' বলে' মোদের গৌর এলো ॥ ধ্রু ॥
এল রে গৌরাঙ্গচাঁদ প্রেমে এলোথেলো ।
নিতাই-অদ্বৈত-সঙ্গে গোদ্রুমে পশিল ॥ ১ ॥
সঙ্কীর্তন-রসে মেতে নাম বিলাইল ।
নামের হাটে এসে প্রেমে জগৎ ভাসাইল ॥ ২ ॥
গোদ্রুমবাসীর আজ দুঃখ দূরে গেল ।
ভক্তবৃন্দ-সঙ্গে আসি' হাট জাগাইল ॥ ৩ ॥
নদীয়া ভ্রমিতে গোরা এল নামের হাটে ।
গৌর এল হাটে, সঙ্গে নিতাই এল হাটে ॥ ৪ ॥
নাচে মাতোয়ারা নিতাই গোদ্রুমের মাঠে ।
জগৎ মাতায় নিতাই প্রেমের মালসাটে ॥ ৫ ॥
অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ নাচে ঘাটে ঘাটে ।
পলায় দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে ॥ ৬ ॥
কি সুখে ভাসিল জীব গোরাচাঁদের নাটে ।
দেখিয়া শুনিয়া পাষণ্ডীর বুক ফাটে ॥ ৭ ॥

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শতনাম

প্রথম গীত (যথা রাগ)

নদীয়া-নগরে নিতাই নেচে' নেচে' গায় রে ॥ ধ্রু ॥

[১]

জগন্নাথসুত মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর ।
মায়াপুর-শশী নবদ্বীপ-সুধাকর ॥ ১ ॥
শচীসুত গৌরহরি নিমাইসুন্দর ।
রাধাভাব-কান্তি-আচ্ছাদিত নটবর ॥ ২ ॥
নামানন্দ চপল বালক মাতৃভক্ত ।
ব্রহ্মাণ্ডবদন তর্কী কৌতুকানুরক্ত ॥ ৩ ॥

[২]

বিদ্যার্থি-উড়ুপ চৌরদ্বয়ের মোহন ।
তৈর্থিক-সর্বস্ব গ্রাম্যবালিকা ক্রীড়ন ॥ ৪ ॥
লক্ষ্মী-প্রতি বরদাতা উদ্ধত বালক ।
শ্রীশচীর পতি-পুত্র শোক নিবারক ॥ ৫ ॥
লক্ষ্মীপতি পূর্বদেশ-সর্বক্লেশহর ।
দ্বিগজয়ি দর্পহারী বিষ্ণুপ্রিয়েশ্বর ॥ ৬ ॥

[৩]

আর্য্যধর্মপাল পিতৃগয়া পিণ্ডদাতা ।
পুরীশিষ্য মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়-পাতা ॥ ৭ ॥
কৃষ্ণনামোন্মত্ত কৃষ্ণতত্ত্ব অধ্যাপক ।
নামসংকীর্তন-যুগধর্ম প্রবর্তক ॥ ৮ ॥

অদ্বৈত-বান্ধব শ্রীনিবাস-গৃহধন ।
নিত্যানন্দ-প্রাণ গদাধরের জীবন ॥ ৯ ॥

[৪]

অন্তর্দ্বীপ-শশধর সীমন্ত-বিজয় ।
গোদ্রুম-বিহারী মধ্যদ্বীপ-লীলাশ্রয় ॥ ১০ ॥
কোলদ্বীপ-পতি ঋতুদ্বীপ-মহেশ্বর ।
জহ্নু-মোদদ্রুম-রুদ্রদ্বীপের ঈশ্বর ॥ ১১ ॥
নবখণ্ড-রঙ্গনাথ জাহ্নবী-জীবন ।
জগাই-মাধাই-আদি দুর্বৃত্ত-তারণ ॥ ১২ ॥

[৫]

নগরকীর্তনসিংহ কাজী-উদ্ধারণ ।
শুদ্ধনাম-প্রচারক ভক্তার্ত্তিহরণ ॥ ১৩ ॥
নারায়ণী-কৃপাসিন্ধু জীবের নিয়ন্তা ।
অধম-পড়ুয়া-দণ্ডী ভক্তদোষ-হন্তা ॥ ১৪ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ভারতী-তারণ ।
পরিব্রাজশিরোমণি-উৎকল-পাবন ॥ ১৫ ॥

[৬]

অম্বুলিঙ্গ-ভুবনেশ-কপোতেশ-পতি ।
ক্ষীরচোর-গোপাল-দর্শনসুখী যতি ॥ ১৬ ॥
নির্দণ্ডি-সন্ন্যাসী সার্বভৌম-কৃপাময় ।
স্বানন্দ আস্বাদানন্দী সর্বসুখাশ্রয় ॥ ১৭ ॥
পুরটসুন্দর বাসুদেব-ত্রাণকর্তা ।
রামানন্দ-সখা ভট্টকুল-ক্লেশহর্তা ॥ ১৮ ॥

[৭]

বৌদ্ধ-জৈন-মায়াবাদি-কুতর্ক-খণ্ডন ।
দক্ষিণ-পাবন ভক্তিগ্রন্থ-উদ্ধারণ ॥ ১৯ ॥
আলাল-দর্শনানন্দী রথাগ্র-নর্তক ।
গজপতিত্রাণ দেবানন্দ-উদ্ধারক ॥ ২০ ॥
কুলিয়াপ্রকাশে দুষ্ট পড়ুয়ার ত্রাণ ।
রূপ-সনাতন-বন্ধু সর্বজীবপ্রাণ ॥ ২১ ॥

[৮]

বৃন্দাবনানন্দমূর্তি বলভদ্র-সঙ্গী ।
যবন-উদ্ধারী ভট্ট-বল্লভের রঙ্গী ॥ ২২ ॥
কাশীবাসী-সন্ন্যাসী-উদ্ধারী প্রেমদাতা ।
মর্কটবৈরাগী-দণ্ডী আচণ্ডাল-ত্রাতা ॥ ২৩ ॥
ভক্তের গৌরবকারী ভক্তপ্রাণধন ।
হরিদাস-রঘুনাথ-স্বরূপ-জীবন ॥ ২৪ ॥
নদীয়া নগরে নিতাই নেচে' নেচে' গায় রে ।
ভকতিবিনোদ তাঁ'র পড়ে রাঙ্গা পায় রে ॥ ২৫ ॥

(দ্বিতীয় গীত)

জয় গোদ্রুমপতি গোরা ।
নিতাই-জীবন, অদ্বৈতের ধন,
বৃন্দাবন-ভাব-বিভোরা ।
গদাধর-প্রাণ, শ্রীবাস-শরণ,
কৃষ্ণভক্তমানস-চোরা ॥ ১ ॥

(তৃতীয় গীত)

কলিযুগপাবন বিশ্বম্ভর ।
গৌড়চিত্তগগন-শশধর ।
কীর্তন-বিধাতা, পরপ্রেমদাতা,
শচীসুত পুরটসুন্দর ॥ ১ ॥

(চতুর্থ গীত)

কৃষ্ণচৈতন্য অদ্বৈত প্রভু নিত্যানন্দ ।
গদাধর শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ ।
স্বরূপ-রূপ-সনাতন-পুরী-রামানন্দ ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বিংশোত্তরশতনাম

(জনসাধারণের অষ্টপ্রহর নাম-কীর্তনের জন্য)

(প্রথম গীত)

নগরে নগরে গোরা গায় ॥ ধ্রু ॥

[১]

যশোমতী স্তন্যপায়ী শ্রীনন্দনন্দন ।
ইন্দ্রনীলমণি ব্রজ-জনের জীবন ॥ ১ ॥
শ্রীগোকুল-নিশাচরী পূতনা-ঘাতন ।
দুষ্ট-তৃণাবর্তহন্তা শকট-ভঞ্জন ॥ ২ ॥
নবনীত-চোর দধিহরণ-কুশল ।
যমল-অর্জুন-ভঞ্জী গোবিন্দ গোপাল ॥ ৩ ॥

[২]

দামোদর বৃন্দাবন-গোবৎস-রাখাল ।
বৎসাসুরান্তক হরি নিজজনপাল ॥ ৪ ॥
বকশত্রু অঘহন্তা ব্রহ্ম-বিমোহন ।
ধেনুকনাশন কৃষ্ণ কালিয়দমন ॥ ৫ ॥
পীতাম্বর শিখিপুচ্ছধারী বেণুধর ।
ভাণ্ডীরকাননলীল দাবানল-হর ॥ ৬ ॥

[৩]

নটবর গুহাচর শরতবিহারী ।
বল্লবীবল্লভ দেব গোপীবস্ত্রহারী ॥ ৭ ॥
যজ্ঞপত্নীগণ-প্রতি করুণার সিন্ধু ।
গোবর্দ্ধনধৃক্ মাধব ব্রজবাসীবন্ধু ॥ ৮ ॥
ইন্দ্রদর্পহারী নন্দরক্ষিতা মুকুন্দ ।
শ্রীগোপীবল্লভ রাসক্রীড় পূর্ণানন্দ ॥ ৯ ॥

[৪]

শ্রীরাধাবল্লভ রাধামাধব সুন্দর ।
ললিতা-বিশাখা-আদি সখী প্রাণেশ্বর ॥ ১০ ॥
নবজলধরকান্তি মদনমোহন ।
বনমালী স্মেরমুখ গোপীপ্রাণধন ॥ ১১ ॥
ত্রিভঙ্গী মুরলীধর যামুন-নাগর ।
রাধাকুণ্ড-রঙ্গনেতা রসের সাগর ॥ ১২ ॥

[৫]

চন্দ্রাবলী-প্রাণনাথ কৌতুকাভিলাষী ।
রাধামান সুলম্পট মিলন-প্রয়াসী ॥ ১৩ ॥
মানসগঙ্গার দানী প্রসূনতস্কর ।
গোপীসহ হঠকারী ব্রজবনেশ্বর ॥ ১৪ ॥
গোকুলসম্পদ্ গোপদুঃখ-নিবারণ ।
দুর্মদ-দমন ভক্তসন্তাপ-হরণ ॥ ১৫ ॥

[৬]

সুদর্শন-মোচন শ্রীশঙ্খচূরান্তক ।
রামানুজ শ্যামচাঁদ মুরলীবাদক ॥ ১৬ ॥
গোপীগীতশ্রোতা মধুসূদন মুরারি ।
অরিষ্টঘাতক রাধাকুণ্ডাদি-বিহারী ॥ ১৭ ॥
ব্যোমান্তক পদ্মনেত্র কেশিনিসূদন ।
রঙ্গক্রীড় কংসহন্তা মল্লপ্রহরণ ॥ ১৮ ॥

[৭]

বসুদেব-সুত বৃষ্ণিবংশ-কীর্তিধ্বজ ।
দীননাথ মথুরেশ দেবকীগর্ভজ ॥ ১৯ ॥
কুব্জাকৃপাময় বিষ্ণু শৌরি নারায়ণ ।
দ্বারকেশ নরকঘ্ন শ্রীযদুনন্দন ॥ ২০ ॥
শ্রীরুক্মিণীকান্ত সত্যাপতি সুরপাল ।
পাণ্ডব-বান্ধব শিশুপালাদির কাল ॥ ২১ ॥

[৮]

জগদীশ জনার্দন কেশবার্তত্রাণ ।
সর্ব-অবতার-বীজ বিশ্বের নিদান ॥ ২২ ॥
মায়েশ্বর যোগেশ্বর ব্রহ্মতেজাধার ।
সর্বাত্মার আত্মা প্রভু প্রকৃতির পার ॥ ২৩ ॥
পতিতপাবন জগন্নাথ সর্বেশ্বর ।
বৃন্দাবনচন্দ্র সর্বরসের আকর ॥ ২৪ ॥
নগরে নগরে গোরা গায় ।
ভকতিবিনোদ তছু পায় ॥ ২৫ ॥

(দ্বিতীয় গীত)

কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে ।
গোপীবল্লভ শৌরে ॥ ১ ॥
শ্রীনিবাস, দামোদর, শ্রীরাম মুরারে ।
নন্দনন্দন, মাধব, নৃসিংহ, কংসারে ॥ ২ ॥

(তৃতীয় গীত)

রাধাবল্লভ, মাধব, শ্রীপতি, মুকুন্দ ।
গোপীনাথ, মদনমোহন, রাস-রসানন্দ ।
অনঙ্গ-সুখদ-কুঞ্জ-বিহারী গোবিন্দ ॥ ১ ॥

(চতুর্থ গীত)

রাধামাধব কুঞ্জবিহারী ।
গোপীজনবল্লভ গিরিবরধারী ।
যশোদানন্দন, ব্রজজনরঞ্জন,
যামুনতীর-বনচারী ॥ ১ ॥

(পঞ্চম গীত)

রাধাবল্লভ, রাধাবিনোদ ।
রাধামাধব, রাধাপ্রমোদ ॥ ১ ॥
রাধারমণ, রাধানাথ,
রাধাবরণামোদ ।
রাধারসিক, রাধাকান্ত,
রাধামিলনমোদ ॥ ২ ॥

(ষষ্ঠ গীত)

জয় যশোদানন্দন কৃষ্ণ, গোপাল গোবিন্দ ।
জয় মদনমোহন হরে অনন্ত মুকুন্দ ॥ ১ ॥
জয় অচ্যুত, মাধব রাম বৃন্দাবনচন্দ্র ।
জয় মুরলীবদন শ্যাম গোপীজনানন্দ ॥ ২ ॥

শ্রীনাম-কীর্তন [১] বিভাষ

যশোমতী-নন্দন, ব্রজবর-নাগর,
গোকুলরঞ্জন কান ।
গোপী-পরাণ-ধন, মদন-মনোহর,
কালিয়দমন বিধান ॥ ১ ॥
অমল হরিনাম
অমিয়-বিলাসা ।
বিপিন-পুরন্দর, নবীন নাগরবর,
বংশীবদন সুবাসা ॥ ২ ॥

ব্রজজন-পালন, অসুরকুল-নাশন,
নন্দ-গোধন-রাখওয়ালা ।
গোবিন্দ মাধব, নবনীত-তস্কর,
সুন্দর নন্দগোপালা ॥ ৩ ॥
যামুনতটচর, গোপী-বসনহর,
রাস-রসিক, কৃপাময় ।
শ্রীরাধাবল্লভ, বৃন্দাবন-নটবর,
ভকতিবিনোদ-আশ্রয় ॥ ৪ ॥

[২]

'দয়াল নিতাই চৈতন্য' বলে' নাচ্ রে আমার মন ।
নাচ্ রে আমার মন, নাচ্ রে আমার মন ॥ ১ ॥
(এমন দয়াল তো নাই হে, মার খেয়ে প্রেম দেয়)
(ওরে) অপরাধ দূরে যাবে, পাবে প্রেমধন ।
(ও নামে অপরাধ বিচার তো নাই হে)
(তখন) কৃষ্ণনামে রুচি হ'বে, ঘুচিবে বন্ধন ॥ ২ ॥
(কৃষ্ণনামে অনুরাগ তো হ'বে হে)
(তখন) অনায়াসে সফল হ'বে জীবের জীবন ।
(কৃষ্ণরতি বিনা জীবন তো মিছে হে)
(শেষে) বৃন্দাবনে রাধাশ্যামের পা'বে দরশন ॥ ৩ ॥
(গৌর-কৃপা হ'লে হে)

[৩]

'হরি' বল, 'হরি' বল, 'হরি' বল ভাই রে ।
হরিনাম আনিয়াছে গৌরাঙ্গ-নিতাই রে ॥ ১ ॥
(মোদের দুঃখ দেখে রে)

হরিনাম বিনা জীবের অন্য ধন নাই রে ।
হরিনামে শুদ্ধ হ'লো জগাই-মাধাই রে ॥ ২ ॥
(বড় পাপী ছিল রে)
মিছে মায়াবদ্ধ হ'য়ে জীবন কাটাই রে ।
(আমি আমার ব'লে রে)
আশাবশে ঘুরে ঘুরে আর কোথা যাই রে ॥ ৩ ॥
(আশার শেষ নাই রে)
হরি ব'লে দেও ভাই আশার মুখে ছাই রে ।
(নিরাশ তো সুখ রে)
ভোগ মোক্ষবাঞ্ছা ছাড়ি' হরিনাম গাই রে ॥ ৪ ॥
(শুদ্ধসত্ত্ব হ'য়ে রে)
না চেয়েও নামের গুণে ও সব ফল পাই রে ।
(তুচ্ছ ফলে প্রয়াস ছেড়ে রে)
বিনোদ বলে যাই ল'য়ে নামের বালাই রে ॥ ৫ ॥
(নামের বালাই ছেড়ে রে)

[৪]

বোল হরি বোল (৩ বার)
মনের আনন্দে ভাই বোল হরি বোল ।
বোল হরি বোল (৩ বার)
জনমে জনমে সুখে বোল হরি বোল ॥ ১ ॥
বোল হরি বোল (৩ বার)
মানব-জন্ম পেয়ে ভাই বোল হরি বোল ।

বোল হরি বোল (৩ বার)
সুখে থাক, দুঃখে থাক, বোল হরি বোল ॥ ২ ॥
বোল হরি বোল (৩ বার)
সম্পদে-বিপদে ভাই বোল হরি বোল ।
বোল হরি বোল (৩ বার)
গৃহে থাক, বনে থাক, বোল হরি বোল ।
কৃষ্ণের সংসারে থাকি' বোল হরি বোল ॥ ৩ ॥
বোল হরি বোল (৩ বার)
অসৎসঙ্গ ছাড়ি ভাই বোল হরি বোল ।
বোল হরি বোল (৩ বার)
বৈষ্ণবচরণে পড়ি' বোল হরি বোল ॥ ৪ ॥
বোল হরি বোল (৩ বার)
গৌর-নিত্যানন্দ বোল (৩ বার)
গৌর-গদাধর বোল (৩ বার)
গৌর-অদ্বৈত বোল (৩ বার)

[৫]

(কীর্তন-সমাপ্তিকালে দণ্ডায়মান হইয়া নৃত্য)

(হরে) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥ ১ ॥
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)
গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ বল ।

রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)
গুরুকৃপা জলে নাশি' বিষয়-অনল ॥ ২ ॥
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)
কৃষ্ণেতে অর্পিয়া দেহ-গেহাদি সকল ।
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)
অনন্য ভাবেতে চিত্ত করিয়া সরল ॥ ৩ ॥
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)
রূপানুগ বৈষ্ণবের পিয়া পদজল ।
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)
দশ অপরাধ ত্যজি' ভুক্তি-মুক্তি-ফল ॥ ৪ ॥
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)
সখীর চরণরেণু করিয়া সম্বল ।
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)
স্বরূপেতে ব্রজবাসে হইয়া শীতল ॥ ৫ ॥
রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)

শ্রেয়োনির্ণয় [১]

কৃষ্ণভক্তি বিনা কভু নাহি ফলোদয় ।
মিছে সব ধর্মাধর্ম জীবের উপাধিময় ॥ ১ ॥
যোগ-যাগ-তপোধ্যান, সন্ন্যাসাদি ব্রহ্মজ্ঞান ।
নানা-কাণ্ডরূপে জীবের বন্ধন-কারণ হয় ॥ ২ ॥
বিনোদের বাক্য ধর, নানা কাণ্ড ত্যাগ কর ।
নিরুপাধি কৃষ্ণপ্রেমে হৃদয়ে দেহ আশ্রয় ॥ ৩ ॥

[২]

আর কেন মায়াজালে পড়িতেছ, জীব-মীন ।
নাহি জান বদ্ধ হ'য়ে র'বে তুমি চিরদিন ॥ ১ ॥
অতি তুচ্ছ ভোগ-আশে, বন্দী হ'য়ে মায়া-পাশে ।
রহিলে বিকৃতভাবে দণ্ড্য যথা পরাধীন ॥ ২ ॥
এখন ভকতিবলে, কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধু জলে ।
ক্রীড়া করি' অনায়াসে থাক তুমি কৃষ্ণাধীন ॥ ৩ ॥

[৩]

পীরিতি সচ্চিদানন্দে রূপবতী নারী ।
দয়াধর্ম আদি গুণ অলঙ্কার সব তাহারি ॥ ১ ॥
জ্ঞান তা'র পট্টশাটী, যোগ-গন্ধ-পরিপাটী ।
এ সবে শোভিতা সতী করে কৃষ্ণমন চুরি ॥ ২ ॥
রূপ বিনা অলঙ্কারে, কিবা শোভা এ-সংসারে ।
পীরিতি-বিহীন গুণে কৃষ্ণ না তুষিতে পারি ॥ ৩ ॥
বানরীর-অলঙ্কার, শোভা নাহি হয় তা'র ।
কৃষ্ণপ্রেম বিনা তথা গুণে না আদর করি ॥ ৪ ॥

[৪]

নিরাকার নিরাকার, করিয়া চীৎকার ।
কেন সাধকের শান্তি ভাঙ্গ, ভাই, বার বার ॥ ১ ॥
তুমি যা' বুঝেছ ভাল, তাই ল'য়ে কাট কাল,
ভক্তি বিনা ফলোদয় তর্কে নাহি, জান সার ॥ ২ ॥
সামান্য তর্কের বলে, ভক্তি নাহি আস্বাদিলে ।
জনম হইল বৃথা, না করিলে সুবিচার ॥ ৩ ॥

রূপাশ্রয়ে কৃষ্ণ ভজি', যদি হরি-প্রেমে মজি ।
তা' হ'লে অলভ্য, ভাই, কি করিবে বল আর ॥ ৪ ॥

[৫]

কেন আর কর দ্বেষ, বিদেশীজন-ভজনে ।
ভজনের লিঙ্গ নানা, নানা দেশে নানা জনে ॥ ১ ॥
কেহ মুক্তকচ্ছে ভজে, কেহ হাঁটু গাড়ি' পূজে ।
কেহ বা নয়ন মুদি' থাকে ব্রহ্ম আরাধনে ॥ ২ ॥
কেহ যোগাসনে পূজে, কেহ সংকীর্তনে মজে ।
সকলে ভজিছে সেই একমাত্র কৃষ্ণধনে ॥ ৩ ॥
অতএব ভ্রাতৃভাবে, থাক সবে সুসদ্ভাবে ।
হরিভক্তি সাধ সদা, এ জীবনে বা মরণে ॥ ৪ ॥

ভজন-গীত [১]

ভজ রে ভজ রে আমার মন অতি মন্দ ।
(ভজন বিনা গতি নাই রে)
(ভজ) ব্রজবনে রাধাকৃষ্ণচরণারবিন্দ ॥ ১ ॥
(জ্ঞান-কর্ম পরিহরি রে)
(ভজ) (ব্রজবনে রাধাকৃষ্ণ)
(ভজ) গৌর-গদাধরাদ্বৈত গুরু-নিত্যানন্দ ।
(গৌরকৃষ্ণে অভেদ জেনে রে)
(গুরু কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ জেনে রে)
(স্মর) শ্রীনিবাস, হরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ ॥ ২ ॥
(গৌরপ্রেমে স্মর, স্মর রে)
(স্মর) (শ্রীনিবাস হরিদাসে)

(স্মর) রূপ-সনাতন-জীব-রঘুনাথদ্বন্দ্ব ।
(কৃষ্ণভজন যদি করবে রে)
(রূপ-সনাতনে স্মর)
(স্মর) রাঘব-গোপালভট্ট স্বরূপ-রামানন্দ ॥ ৩ ॥
(কৃষ্ণপ্রেম যদি চাও রে)
(স্বরূপ-রামানন্দে স্মর)
(স্মর) গোষ্ঠীসহ কর্ণপূর, সেন শিবানন্দ ।
(অজস্র স্মর, স্মর রে)
(গোষ্ঠীসহ কর্ণপূরে)
(স্মর) রূপানুগ সাধুজন ভজন-আনন্দ ॥ ৪ ॥
(ব্রজে বাস যদি চাও রে)
(রূপানুগ সাধু স্মর)

[২]

ভাব না ভাব না, মন, তুমি অতি দুষ্ট ।
(বিষয়-বিষে আছ হে)
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ মদাদি-আবিষ্ট ॥ ১ ॥
(রিপুর বশে আছ হে)
অসদ্বার্তা-ভুক্তি-মুক্তি-পিপাসা-আকৃষ্ট ।
(অসৎকথা ভাল লাগে হে)
প্রতিষ্ঠাশা-কুটিনাটি-শঠতাদি-পিষ্ট ।
(সরল ত' হ'লে না হে)
ঘিরেছে তোমারে, ভাই, এ সব অরিষ্ট ॥ ২ ॥
(এ সব ত' শত্রু হে)

এ সব না ছেড়ে' কিসে পা'বে রাধাকৃষ্ণ ।
(যতনে ছাড়, ছাড় হে)
সাধুসঙ্গ বিনা আর কোথা তব ইষ্ট ।
(সাধুসঙ্গ কর, কর হে)
বৈষ্ণব-চরণে মজ, ঘুচিবে অনিষ্ট ॥ ৩ ॥
(একবার ভেবে' দেখ হে)

শ্রীনামাষ্টক

[১] ললিত—একতালা

শ্রীরূপ-বদনে শ্রীশচীকুমার ।
স্বনাম-মহিমা করল প্রচার ॥ ১ ॥
যো নাম, সো হরি—কিছু নাহি ভেদ ।
সো নাম সত্যমিতি গায়তি বেদ ॥ ২ ॥

দশকুশী

সবু উপনিষদ, রত্নমালাদ্যুতি,
ঝকমকি' চরণ সমীপে ।
মঙ্গল-আরতি, করই অনুক্ষণ,
দ্বিগুণিত-পঞ্চ-প্রদীপে ॥ ৩ ॥
চৌদ্দ ভুবন মাহ, দেব-নর-দানব,
ভাগ যাঁকর বলবান্ ।
নামরস-পীযুষ, পিবই অনুক্ষণ,
ছোড়ত করম-গেয়ান ॥ ৪ ॥

নিত্যমুক্ত পুনঃ, নাম-উপাসনা,
সতত করই সামগানে ।
গোলোকে বৈঠত, গাওয়ে নিরন্তর,
নাম-বিরহ নাহি জানে ॥ ৫ ॥
সবুরস আকর, 'হরি' ইতি দ্ব্যক্ষর,
সবুভাবে করলুঁ আশ্রয় ।
নাম-চরণে প'ড়ি ভকতিবিনোদ কহে,
তুঁয়া পদে মাগহুঁ নিলয় ॥ ৬ ॥

[২]

জয় জয় হরিনাম, চিদানন্দামৃতধাম,
পরতত্ত্ব অক্ষর-আকার ।
নিজজনে কৃপা করি', নামরূপে অবতরি',
জীবে দয়া করিলে অপার ॥ ১ ॥
জয় 'হরি', 'কৃষ্ণ', 'রাম', জগজন-সুবিশ্রাম,
সর্বজন-মানস-রঞ্জন ।
মুনিবৃন্দ নিরন্তর, যে নামের সমাদর,
করি' গায় ভরিয়া বদন ॥ ২ ॥
ওহে কৃষ্ণনামাক্ষর, তুমি সর্বশক্তিধর,
জীবের কল্যাণ বিতরণে ।
তোমা বিনা ভবসিন্ধু, উদ্ধারিতে নাহি বন্ধু
আসিয়াছ জীব-উদ্ধারণে ॥ ৩ ॥
আছে তাপ জীবে যত, তুমি সব কর হত,
হেলায় তোমারে একবার ।

ডাকে যদি কোনজন, হ'য়ে দীন অকিঞ্চন,
নাহি দেখি' অন্য প্রতিকার ॥ ৪ ॥
তব স্বল্পস্ফূর্তি পায়, উগ্রতাপ দূরে যায়,
লিঙ্গভঙ্গ হয় অনায়াসে ।
ভকতিবিনোদ কয়, জয় হরিনাম জয়,
পড়ে' থাকি তুয়া পদ-আশে ॥ ৫ ॥

[৩] বিভাষ—একতালা

বিশ্বে উদিত, নাম-তপন,
অবিদ্যা-বিনাশ লাগি' ।
ছোড়ত সব, মায়া-বিভব,
সাধু তাহে অনুরাগী ॥ ১ ॥
হরিনাম প্রভাকর, অবিদ্যা-তিমিরহর,
তোমার মহিমা কেবা জানে ।
কে হেন পণ্ডিতজন, তোমার মাহাত্ম্যগণ,
উচ্চৈঃস্বরে সকল বাখানে ॥ ২ ॥
তোমার আভাস পহিলহি ভায় ।
এ ভব-তিমির কবলিতপ্রায় ॥ ৩ ॥
অচিরে তিমির নাশিয়া প্রজ্ঞান ।
তত্ত্বান্ধনয়নে করেন বিধান ॥ ৪ ॥
সেই ত' প্রজ্ঞান বিশুদ্ধা ভকতি ।
উপজায় হরিবিষয়িণী মতি ॥ ৫ ॥
এ অদ্ভুত-লীলা সতত তোমার ।
ভকতিবিনোদ জানিয়াছে সার ॥ ৬ ॥

[৪]

জ্ঞানী জ্ঞান-যোগে, করিয়া যতনে,
ব্রহ্মের সাক্ষাৎ করে ।
ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার, অপ্রারব্ধ কর্ম,
সম্পূর্ণ জ্ঞানেতে হরে ॥ ১ ॥
তবু ত' প্রারব্ধ, নাহি হয় ক্ষয়,
ফলভোগ বিনা কভু ।
ব্রহ্মভূত জীব, ফলভোগ লাগি',
জনম-মরণ লভু ॥ ২ ॥
কিন্তু ওহে নাম, তব স্ফূর্তি হ'লে,
একান্তী জনের আর ।
প্রারব্ধাপ্রারব্ধ, কিছু নাহি থাকে,
বেদে গায় বার বার ॥ ৩ ॥
তোমার উদয়ে, জীবের হৃদয়,
সম্পূর্ণ শোধিত হয় ।
কর্মজ্ঞান-বন্ধ, সব দূরে যায়,
অনায়াসে ভব-ক্ষয় ॥ ৪ ॥
ভকতিবিনোদ, বাহু তুলে কয়,
নামের নিশান ধর ।
নামডঙ্কা-ধ্বনি, করিয়া যাইবে,
ভেটিবে মুরলীধর ॥ ৫ ॥

[৫] ললিত বিভাষ—একতালা

হরিনাম, তুয়া অনেক স্বরূপ ।
যশোদানন্দন, আনন্দবর্ধন,
নন্দতনয় রসকূপ ॥ ১ ॥
পূতনা-ঘাতন, তৃণাবর্তহন,
শকট-ভঞ্জন গোপাল ।
মুরলী-বদন, অঘ-বক-মর্দন,
গোবর্ধনধারী রাখাল ॥ ২ ॥
কেশী-মর্দন, ব্রহ্ম-বিমোহন,
সুরপতি-দর্প-বিনাশী ।
অরিষ্ট-পাতন, গোপী-বিমোহন,
যামুনপুলিন-বিলাসী ॥ ৩ ॥
রাধিকা-রঞ্জন, রাস-রসায়ন,
রাধাকুণ্ড-কুঞ্জবিহারী ।
রাম, কৃষ্ণ, হরি, মাধব, নরহরি,
মৎস্যাদিগণ-অবতারী ॥ ৪ ॥
গোবিন্দ, বামন, শ্রীমধুসূদন,
যাদবচন্দ্র, বনমালী ।
কালিয়-শাতন, গোকুলরঞ্জন,
রাধাভজন-সুখশালী ॥ ৫ ॥
ইত্যাদিক নাম, স্বরূপে প্রকাম,
বাড়ুক মোর রতি রাগে ।
রূপ-স্বরূপ-পদ, জানি' নিজ সম্পদ
ভক্তিবিনোদ ধরি' মাগে ॥ ৬ ॥

[৬] বিভাষ—ঝাঁপি লোফা

বাচ্য ও বাচক—দুই স্বরূপ তোমার ।
বাচ্য—তব শ্রীবিগ্রহ চিদানন্দাকার ॥ ১ ॥
বাচক-স্বরূপ তব শ্রীকৃষ্ণা'দি নাম ।
বর্ণরূপী সর্বজীব-আনন্দ-বিশ্রাম ॥ ২ ॥
এই দুই স্বরূপে তব অনন্ত প্রকাশ ।
দয়া করি' দেয় জীবে তোমার বিলাস ॥ ৩ ॥
কিন্তু জানিয়াছি' নাথ বাচক-স্বরূপ ।
বাচ্যাপেক্ষা দয়াময়, এই অপরূপ ॥ ৪ ॥
নাম নামী ভেদ নাই, বেদের বচন ।
তবু নাম—নামী হ'তে অধিক করুণ ॥ ৫ ॥
কৃষ্ণে-অপরাধী যদি নামে শ্রদ্ধা করি' ।
প্রাণ ভরি' ডাকে নাম—'রাম, কৃষ্ণ, হরি' ॥ ৬ ॥
অপরাধ দূরে যায়, আনন্দ-সাগরে ।
ভাসে সেই অনায়াসে রসের পাথারে ॥ ৭ ॥
বিগ্রহস্বরূপ বাচ্যে অপরাধ করি' ।
শুদ্ধনামাশ্রয়ে সেই অপরাধ তরি ॥ ৮ ॥
ভকতিবিনোদ মাগে শ্রীরূপ-চরণে ।
বাচক-স্বরূপ নামে রতি অনুক্ষণে ॥ ৯ ॥

[৭] ললিত ঝিঁঝিট—একতালা

ওহে হরিনাম, তব মহিমা অপার ।
তব পদে নতি আমি করি বার বার ॥ ১ ॥

গোকুলের মহোৎসব আনন্দ-সাগর ।
তোমার চরণে পড়ি হইয়া-কাতর ॥ ২ ॥
তুমি কৃষ্ণ, পূর্ণ বপু, রসের নিদান ।
তব পদে পড়ি তব গুণ করি গান ॥ ৩ ॥
যে করে তোমার পদে একান্ত আশ্রয় ।
তা'র আর্তিরাশি নাশ করহ নিশ্চয় ॥ ৪ ॥
সর্ব অপরাধ তুমি নাশ কর তা'র ।
নাম-অপরাধাবধি নাশহ তাহার ॥ ৫ ॥
সর্বদোষ ধৌত করি' তাহার হৃদয় ।
সিংহাসনে বৈস তুমি পরম আশ্রয় ॥ ৬ ॥
অতিরম্য চিদ্‌ঘন-আনন্দ-মূর্তিমান্ ।
'রসো বৈ সঃ' বলি' বেদ করে তুয়া গান ॥ ৭ ॥
ভক্তিবিনোদ রূপগোস্বামী-চরণে ।
মাগয়ে সর্বদা নামা-স্ফূর্তি সর্বক্ষণে ॥ ৮ ॥

[৮] মঙ্গল বিভাষ—একতালা

নারদমুনি, বাজায় বীণা,
'রাধিকারমণ'-নামে ।
নাম অমনি, উদিত হয়,
ভকত-গীতসামে ॥ ১ ॥
অমিয়-ধারা, বরিষে ঘন,
শ্রবণ যুগলে-গিয়া ।
ভকতজন, সঘনে নাচে,
ভরিয়া আপন হিয়া ॥ ২ ॥

মাধুরীপুর, আসব পশি',
মাতায় জগত-জনে ।
কেহ বা কাঁদে, কেহ বা নাচে,
কেহ মাতে মনে মনে ॥ ৩ ॥
পঞ্চবদন, নারদে ধরি',
প্রেমের সঘন রোল ।
কমলাসন, নাচিয়া বলে,
'বোল বোল হরি বোল' ॥ ৪ ॥
সহস্রানন, পরমসুখে,
'হরি হরি' বলি' গায় ।
নাম-প্রভাবে, মাতিল বিশ্ব,
নাম রস সবে পায় ॥ ৫ ॥
শ্রীকৃষ্ণনাম, রসনে স্ফুরি',
পুরা'ল আমার আশ ।
শ্রীরূপ-পদে, যাচয়ে ইহা,
ভকতিবিনোদ দাস ॥ ৬ ॥

শ্রীরাধাষ্টক [১]

রাধিকাচরণ পদ্ম, সকল শ্রেয়ের সদ্ম,
যতনে যে নাহি আরাধিল ।
রাধাপদ্মাঙ্কিত ধাম, বৃন্দাবন যার নাম,
তাহা যে না আশ্রয় করিল ॥ ১ ॥
রাধিকাভাব-গম্ভীর, চিত্ত যেবা মহাধীর,
গণ-সঙ্গ না কৈল জীবনে ।

কেমনে সে শ্যামানন্দ, রসসিন্ধু-স্নানানন্দ,
লভিবে বুঝহ একমনে ॥ ২ ॥
রাধিকা উজ্জ্বল রসের আচার্য ।
রাধামাধব-শুদ্ধপ্রেম বিচার্য ॥ ৩ ॥
যে ধরিল রাধাপদ পরম যতনে ।
সে পাইল কৃষ্ণপদ অমূল্য-রতনে ॥ ৪ ॥
রাধাপদ বিনা কভু কৃষ্ণ নাহি মিলে ।
রাধার দাসীর কৃষ্ণ সর্ববেদে বলে ॥ ৫ ॥
ছোড়ত ধনজন, কলত্র-সুত-মিত,
ছোড়ত করম গেয়ান ।
রাধা-পদপঙ্কজ, মধুরত সেবন,
ভকতিবিনোদ পরমাণ ॥ ৬ ॥

[২]

বিরজার পারে শুদ্ধপরব্যোম ধাম ।
তদুপরি শ্রীগোকুল বৃন্দারণ্য নাম ॥ ১ ॥
বৃন্দাবন চিন্তামণি, চিদানন্দ-রত্নখনি,
চিন্ময় অপূর্ব-দরশন ।
তহি মাঝে চমৎকার, কৃষ্ণ বনস্পতি সার,
নীলমণি তমাল যেমন ॥ ২ ॥
তাহে এক স্বর্ণময়ী, লতা সর্বধাম-জয়ী,
উঠিয়াছে পরমপাবনী ।
হ্লাদিনীশক্তির সার, 'মহাভাব' নাম যার,
ত্রিভুবনমোহন-মোহিনী ॥ ৩ ॥

রাধানামে পরিচিত, তুষিয়া গোবিন্দ-চিত,
বিরাজয়ে পরম আনন্দে ।
সেই লতা-পত্রফুল, ললিতাদি সখীকুল,
সবে মিলি' বৃক্ষে দৃঢ় বান্ধে ॥ ৪ ॥
লতার পরশে প্রফুল্ল তমাল ।
লতা ছাড়ি' নাহি রহে কোন কাল ॥ ৫ ॥
তমাল ছাড়িয়া লতা নাহি বাঁচে ।
সে লতা মিলন সদাকাল যাচে ॥ ৬ ॥
ভকতিবিনোদ মিলন দোঁহার ।
না চাহে কখন বিনা কিছু আর ॥ ৭ ॥

[৩]

রমণী-শিরোমণি, বৃষভানু-নন্দিনী,
নীলবসন-পরিধানা ।
ছিন্ন-পুরট জিনি, বর্ণ-বিকাশিনী,
বদ্ধকবরী হরিপ্রাণা ॥ ১ ॥
আভরণ-মণ্ডিতা, হরিরস-পণ্ডিতা,
তিলক-সুশোভিত-ভালা ।
কঞ্চুলিকাচ্ছাদিতা, স্তনমণি মণ্ডিতা,
কজ্জলনয়নী রসালা ॥ ২ ॥
সকল ত্যজিয়া সে রাধা-চরণে ।
দাসী হ'য়ে ভজ পরম যতনে ॥ ৩ ॥
সৌন্দর্য-কিরণ দেখিয়া যাঁহার ।
রতি-গৌরী-লীলা গর্ব পরিহার ॥ ৪ ॥

শচী-লক্ষ্মী-সত্যা সৌভাগ্য বলনে ।
পরাজিত হয় যাঁহার চরণে ॥ ৫ ॥
কৃষ্ণবশীকারে চন্দ্রাবলী-আদি ।
পরাজয় মানে হইয়া বিবাদী ॥ ৬ ॥
হরিদয়িত রাধা চরণপ্রয়াসী ।
ভকতিবিনোদ শ্রীগোদ্রুমবাসী ॥ ৭ ॥

[৪]

রসিক নাগরী- গণ-শিরোমণি,
কৃষ্ণপ্রেমে সরহংসী ।
বৃষভানুরাজ, শুদ্ধ কল্পবল্লী,
সর্বলক্ষ্মীগণ-অংশী ॥ ১ ॥
রক্ত পট্টবস্ত্র, নিতম্ব-উপরি,
ক্ষুদ্র ঘণ্টি দুলে তা'য় ।
কুচযুগোপরি, দুলি' মুক্তা-মালা,
চিত্তহারী শোভা পায় ॥ ২ ॥
সরসিজবর- কর্ণিকা-সমান,
অতিশয় কান্তিমতী ।
কৈশোর অমৃত, তারুণ্য-কর্পূর,
মিশ্রস্মিতাধরা সতী ॥ ৩ ॥
বনান্তে আগত, ব্রজপতি-সুত,
পরমচঞ্চলবরে ।
হেরি' শঙ্কাকুল, নয়ন-ভঙ্গিতে,
আদরেতে স্তব করে ॥ ৪ ॥

ব্রজের মহিলা- গণের পরাণ,
যশোমতী-প্রিয়পাত্রী ।
ললিত ললিতা- স্নেহেতে প্রফুল্ল,
শরীরা ললিতগাত্রী ॥ ৫ ॥
বিশাখার সনে, বনফুল তুলি',
গাঁথে বৈজয়ন্তী মালা ।
সকল-শ্রেয়সী, কৃষ্ণবক্ষঃস্থিতা,
পরমপ্রেয়সী বালা ॥ ৬ ॥
স্নিগ্ধ বেণুরবে, দ্রুতগতি যাই',
কুঞ্জে পেয়ে নটবরে ।
হসিত নয়নী, নম্রমুখী সতী,
কর্ণ কণ্ডূয়ন করে ॥ ৭ ॥
স্পর্শিয়া কমল, বায়ু সুশীতল,
করে যবে কুণ্ডনীর ।
নিদাঘে তথায়, নিজগণ সহ,
তুষয় গোকুল-বীর ॥ ৮ ॥
ভকতিবিনোদ, রূপ-রঘুনাথে,
কহয়ে চরণ ধরি' ।
হেন রাধা-দাস্যে, সুধীর-সম্পদ,
কবে দিবে কৃপা করি' ॥ ৯ ॥

[৫]

মহাভাব-চিন্তামণি, উদ্ভাবিত তনুখানি,
সখীপতি-সজ্জ প্রভাবতী ।

কারুণ্য-তারুণ্য আর, লাবণ্য অমৃতধার,
তাহে স্নাতা লক্ষ্মীজয়ী সতী ॥ ১ ॥
লজ্জা পট্টবস্ত্র যার, সৌন্দর্য কুঙ্কুম-সার,
কস্তুরী-চিত্রিত কলেবর ।
কম্প্রাশ্রু-পুলক-রঙ্গ, স্তম্ভ-স্বেদ-স্বরভঙ্গ,
জাড্যোন্মাদ নবরত্নধর ॥ ২ ॥
পঞ্চবিংশতি গুণ, ফুলমালা সুশোভন,
ধীরাধীরা ভাব-পট্টবাসা ।
পিহিত-মানধর্ম্মিল্লা, সৌভাগ্য-তিলকোজ্জ্বলা,
কৃষ্ণনামযশঃ কর্ণোল্লাসা ॥ ৩ ॥
রাগতাম্বূলিত ওষ্ঠ, কৌটিল্য-কজ্জল স্পষ্ট,
স্মিতকর্পূরিত নর্মশীলা ।
কীর্তিযশ-অন্তঃপুরে, গর্ব-খট্টোপরি স্ফুরে,
দুলিত প্রেমবৈচিত্ত্যমালা ॥ ৪ ॥
প্রণয়রোষ-কঞ্চুলী পিহিত স্তনযুগ্মকা,
চন্দ্রাজয়ী কচ্ছপী রবিণী ।
সখীদ্বয়স্কন্ধে লীলা- করাম্বুজার্পণশীলা,
শ্যামা শ্যামামৃত বিতরণী ॥ ৫ ॥
এ হেন রাধিকা-পদ' তোমাদের সুসম্পদ,
দন্তে তৃণ যাচে তব পায় ।
এ ভক্তিবিনোদ দীন, রাধাদাস্যামৃতকণ,
রূপ রঘুনাথ! দেহ তায় ॥ ৬ ॥

[৬]

বরজ-বিপিনে যমুনা কূলে ।
মঞ্চ মনোহর শোভিত ফুলে ॥ ১ ॥
বনস্পতি লতা তুষয়ে আঁখি ।
তদুপরি কত ডাকয়ে পাখী ॥ ২ ॥
মলয় অনিল বহয়ে ধীরে ।
অলিকুল মধু- লোভেতে ফিরে ॥ ৩ ॥
বাসন্তীর রাকা উডুপ তদা ।
কৌমুদী বিতরে আদরে সদা ॥ ৪ ॥
এমত সময়ে রসিকবর ।
আরম্ভিল রাস মুরলীধর ॥ ৫ ॥
শতকোটী গোপী মাঝেতে হরি ।
রাধা-সহ নাচে আনন্দ করি' ॥ ৬ ॥
মাধব-মোহিনী গাইয়া গীত ।
হরিল সকল জগত-চিত ॥ ৭ ॥
স্থাবর-জঙ্গম মোহিলা সতী ।
হারাওল চন্দ্রা- বলীর মতি ॥ ৮ ॥
মথিয়া বরজ- কিশোর-মন ।
অন্তর্হিত হয় রাধা তখন ॥ ৯ ॥
ভকতিবিনোদ পরমাদ গণে ।
রাস ভাঙ্গল (আজি) রাধা বিহনে ॥ ১০ ॥

[৭]

শতকোটী গোপী মাধব-মন ।
রাখিতে নারিল করি' যতন ॥ ১ ॥
বেণুগীতে ডাকে রাধিকা-নাম ।
'এস এস রাধে' ডাকয়ে শ্যাম ॥ ২ ॥
ভাঙ্গিয়া শ্রীরাস- মণ্ডল তবে ।
রাধা-অন্বেষণে চলয়ে যবে ॥ ৩ ॥
'দেখা দিয়া রাধে রাখহ প্রাণ' ।
বলিয়া কাঁদয়ে কাননে কান ॥ ৪ ॥
নির্জন কাননে রাধারে ধরি' ।
মিলিয়া পরাণ জুড়ায় হরি ॥ ৫ ॥
বলে তুঁহু বিনা কাহার রাস?
তুঁহু লাগি' মোর বরজ-বাস ॥ ৬ ॥
এ হেন রাধিকা- চরণ তলে ।
ভকতিবিনোদ কাঁদিয়া বলে ॥ ৭ ॥
'তুয়া গণ-মাঝে আমারে গণি' ।
কিঙ্করী করিয়া রাখ আপনি' ॥ ৮ ॥

[৮]

রাধা-ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা ।
কৃষ্ণভজন তব অকারণ গেলা ॥ ১ ॥
আতপ-রহিত সূরয নাহি জানি ।
রাধা-বিরহিত মাধব নাহি মানি ॥ ২ ॥

কেবল মাধব পূজয়ে সো অজ্ঞানী ।
রাধা অনাদর করই অভিমানী ॥ ৩ ॥
কবঁহি নাহি করবি তাঁকর সঙ্গ ।
চিত্তে ইচ্ছসি যদি ব্রজরস-রঙ্গ ॥ ৪ ॥
রাধিকা দাসী যদি হোয় অভিমান ।
শীঘ্রই মিলই তব গোকুল-কান ॥ ৫ ॥
ব্রহ্মা, শিব, নারদ, শ্রুতি, নারায়ণী ।
রাধিকা-পদরজ পূজয়ে মানি ॥ ৬ ॥
উমা, রমা, সত্যা, শচী, চন্দ্রা, রুক্মিণী ।
রাধা-অবতার সবে,—আম্নায় বাণী ॥ ৭ ॥
হেন রাধা-পরিচর্যা যাঁকর ধন ।
ভক্তিবিনোদ তাঁর মাগয়ে চরণ ॥ ৮ ॥

পরিশিষ্ট

ভোজন-লালসে, রসনে আমার,
শুনহ বিধান মোর ।
শ্রীনাম-যুগল, রাগ সুধারস,
খাইয়া থাকহ ভোর ॥ ১ ॥
নবসুন্দর পীযুষ রাধিকা-নাম ।
অতিমিষ্ট মনোহর তর্পণ ধাম ॥ ২ ॥
কৃষ্ণনাম মধুরাদ্ভুত গাঢ় দুগ্ধে ।
অতীব যতনে কর মিশ্রিত লুব্ধে ॥ ৩ ॥
সুরভি রাগ হিম রম্য তঁহি আনি' ।
অহরহ পান করহ সুখ জানি' ॥ ৪ ॥

নাহি রবে রসনে প্রাকৃত পিপাসা ।
অদ্ভুত রস তুয়া পুরাওব আশা ॥ ৫ ॥
দাস-রঘুনাথ-পদে ভক্তিবিনোদ ।
যাচই রাধাকৃষ্ণ নাম প্রমোদ ॥ ৬ ॥

শ্রীশিক্ষাষ্টক

[১] ঝাঁপি—লোফা

পীতবরণ কলিপাবন গোরা ।
গাওয়ই ঐছন ভাববিভোরা ॥ ১ ॥
চিত্তদর্পণ-পরিমার্জনকারী ।
কৃষ্ণকীর্তন জয় চিত্তবিহারী ॥ ২ ॥
হেলা-ভবদাব নির্বাপণবৃত্তি ।
কৃষ্ণকীর্তন জয় ক্লেশনিবৃত্তি ॥ ৩ ॥
শ্রেয়ঃ কুমুদবিধু জ্যোৎস্নাপ্রকাশ ।
কৃষ্ণকীর্তন জয় ভক্তিবিলাস ॥ ৪ ॥
বিশুদ্ধ বিদ্যাবধু জীবনরূপ ।
কৃষ্ণকীর্তন জয় সিদ্ধস্বরূপ ॥ ৫ ॥
আনন্দপয়োনিধি বর্ধনকীর্তি ।
কৃষ্ণকীর্তন জয় প্লাবনমূর্তি ॥ ৬ ॥
পদে পদে পীযুষ-স্বাদ প্রদাতা ।
কৃষ্ণকীর্তন জয় প্রেম-বিধাতা ॥ ৭ ॥
ভক্তিবিনোদ স্বাত্মস্নপনবিধান ।
কৃষ্ণকীর্তন জয় প্রেম নিদান ॥ ৮ ॥

[২]

তুঁহু দয়া সাগর তারয়িতে প্রাণী।
নাম অনেক তুয়া শিখাওলি আনি' ॥ ১ ॥
সকল শকতি দেই নামে তোহারা।
গ্রহণে রাখলি নাহি কাল-বিচারা ॥ ২ ॥
শ্রীনাম চিন্তামণি তোহারি সমানা।
বিশ্বে বিলাওলি করুণা-নিদানা ॥ ৩ ॥
তুয়া দয়া ঐছন পরম উদারা।
অতিশয় মন্দ নাথ, ভাগ হামারা ॥ ৪ ॥
নাহি জনমল নামে অনুরাগ মোর।
ভকতিবিনোদ-চিত্ত দুঃখে বিভোর ॥ ৫ ॥

[৩]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যদি মানস তোহার।
পরম যতনে তঁহি লভ অধিকার ॥ ১ ॥
তৃণাধিক হীন, দীন, অকিঞ্চন ছার।
আপনে মানবি সদা ছাড়ি' অহঙ্কার ॥ ২ ॥
বৃক্ষসম ক্ষমা-গুণ করবি সাধন।
প্রতিহিংসা ত্যজি' অন্যে করবি পালন ॥ ৩ ॥
জীবন নির্বাহে আনে উদ্বেগ না দিবে।
পর-উপকারে নিজ সুখ পাসরিবে ॥ ৪ ॥
হইলেও সর্বগুণে গুণী মহাশয়।
প্রতিষ্ঠাশা ছাড়ি' কর অমানী হৃদয় ॥ ৫ ॥

কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান সর্বজীবে জানি' সদা।
করবি সম্মান সবে আদরে সর্বদা ॥ ৬ ॥
দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা-বর্জন।
চারি গুণে গুণী হই' করহ কীর্তন ॥ ৭ ॥
ভকতিবিনোদ কাঁদি' বলে প্রভু-পায়।
হেন অধিকার কবে দিবে হে আমায় ॥ ৮ ॥

[৪] ঝাঁপি—লোফা

প্রভু তব পদযুগে মোর নিবেদন।
নাহি মাগি দেহ সুখ, বিদ্যা, ধন, জন ॥ ১ ॥
নাহি মাগি স্বর্গ আর মোক্ষ নাহি মাগি।
না করি প্রার্থনা কোন বিভূতির লাগি' ॥ ২ ॥
নিজকর্ম-গুণ দোষে যে যে জন্ম পাই।
জন্মে জন্মে যেন তব নাম-গুণ গাই ॥ ৩ ॥
এইমাত্র আশা মম তোমার চরণে।
অহৈতুকী ভক্তি হৃদে জাগে অনুক্ষণে ॥ ৪ ॥
বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার।
সেইমতো প্রীতি হউক চরণে তোমার ॥ ৫ ॥
বিপদে সম্পদে তাহা থাকুক সমভাবে।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হউক নামের প্রভাবে ॥ ৬ ॥
পশু-পক্ষী হ'য়ে থাকি স্বর্গে বা নিরয়ে।
তব ভক্তি রহু ভক্তিবিনোদ হৃদয়ে ॥ ৭ ॥

[৫]

অনাদি করম-ফলে, পড়ি' ভবার্ণব-জলে,
তরিবারে না দেখি উপায় ।
এ বিষয়-হলাহলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
মন কভু সুখ নাহি পায় ॥ ১ ॥
আশা-পাশ-শত-শত, ক্লেশ দেয় অবিরত,
প্রবৃত্তি ঊর্মির তাহে খেলা ।
কাম ক্রোধ আদি ছয়, বাটপাড়ে দেয় ভয়,
অবসান হৈল আসি' বেলা ॥ ২ ॥
জ্ঞান-কর্ম—ঠগ দুই, মোরে প্রতারিয়া লই,
অবশেষে ফেলে সিন্ধুজলে ।
এ হেন সময়ে বন্ধু, তুমি কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু,
কৃপা করি তোল মোরে বলে ॥ ৩ ॥
পতিত কিঙ্করে ধরি', পাদপদ্ম ধূলি করি',
দেহ ভক্তিবিনোদ আশ্রয় ।
আমি তব নিত্যদাস, ভুলিয়া মায়ার পাশ,
বদ্ধ হ'য়ে আছি দয়াময় ॥ ৪ ॥

[৬] ছোট দশকুশী—লোফা

অপরাধ ফলে মম, চিত্ত ভেল বজ্রসম,
তুয়া নামে না লভে বিকার ।
হতাশ হইয়ে হরি, তব নাম উচ্চ করি',
বড় দুঃখে ডাকি বার বার ॥ ১ ॥

দীন দয়াময় করুণা-নিদান ।
ভাববিন্দু দেই' রাখহ পরাণ ॥ ২ ॥
কব তুয়া নাম উচ্চারণে মোর ।
নয়নে ঝরব দর দর লোর ॥ ৩ ॥
গদ্‌গদ্-স্বর কণ্ঠে উপজব ।
মুখে বোল আধ আধ বাহিরাব ॥ ৪ ॥
পুলকে ভরব শরীর হামার ।
স্বেদ-কম্প-স্তম্ভ হবে বার বার ॥ ৫ ॥
বিবর্ণ-শরীরে হারাওবুঁ জ্ঞান ।
নাম-সমাশ্রয়ে ধরবুঁ পরাণ ॥ ৬ ॥
মিলব হামার কিয়ে ঐছে দিন ।
রোওয়ে ভক্তিবিনোদ মতিহীন ॥ ৭ ॥

[৭] ঝাঁপি—লোফা

গাইতে গাইতে নাম কি দশা হইল ।
'কৃষ্ণ-নিত্যদাস মুঞি' হৃদয়ে স্ফুরিল ॥ ১ ॥
জানিলাম মায়াপাশে এ জড়-জগতে ।
গোবিন্দ-বিরহে দুঃখ পাই নানামতে ॥ ২ ॥
আর যে সংসার মোর নাহি লাগে ভাল ।
কাঁহা যাই' কৃষ্ণ হেরি—এ চিন্তা বিশাল ॥ ৩ ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে মোর আঁখি বরিষয় ।
বর্ষাধারা হেন চক্ষে হইল উদয় ॥ ৪ ॥
নিমেষে হইল মোর শতযুগ-সম ।
গোবিন্দ-বিরহ আর সহিতে অক্ষম ॥ ৫ ॥

(দশকুশী)

শূন্য ধরাতল, চৌদিকে দেখিয়ে,
পরাণ উদাস হয় ।
কি করি, কি করি, স্থির নাহি হয়,
জীবন নাহিক রয় ॥ ১ ॥
ব্রজবাসিগণ, মোর প্রাণ রাখ,
দেখাও শ্রীরাধানাথে ।
ভকতিবিনোদ, মিনতি মানিয়া,
লওহে তাহারে সাথে ॥ ২ ॥

(অধিকারিভেদে সপ্তম গীত—একতালা)

শ্রীকৃষ্ণ বিরহ আর সহিতে না পারি ।
পরাণ ছাড়িতে আর দিন দুই চারি ॥ ৩ ॥

(দশকুশী)

গাইতে গোবিন্দ নাম, উপজিল ভাবগ্রাম,
দেখিলাম যমুনার কূলে ।
বৃষভানুসুতা-সঙ্গে, শ্যাম নটবর রঙ্গে,
বাঁশরী বাজায় নীপমূলে ॥ ১ ॥
দেখিয়া যুগলধন, অস্থির হইল মন,
জ্ঞানহারা হইনু তখন ।
কতক্ষণে নাহি জানি, জ্ঞানলাভ হৈল মানি,
আর নাহি ভেল দরশন ॥ ২ ॥

(ঝাঁপি—লোফা)

সখি গো, কেমতে ধরিব পরাণ ।
নিমেষ হইল যুগের সমান ॥ ১ ॥

(দশকুশী)

শ্রাবণের ধারা, আঁখি বরিষয়,
শূন্য ভেল ধরাতল ।
গোবিন্দ-বিরহে, প্রাণ নাহি রহে,
কেমনে বাঁচিব বল ॥ ২ ॥
ভকতিবিনোদ অস্থির হইয়া,
পুনঃ নামাশ্রয় করি' ।
ডাকে রাধানাথ, দিয়া দরশন,
প্রাণ রাখ, নহে মরি ॥ ৩ ॥

[৮] দশকুশী

বন্ধুগণ! শুনহ বচন মোর ।
ভাবেতে বিভোর, থাকিয়ে যখন,
দেখা দেয় চিত্ত-চোর ॥ ১ ॥
বিচক্ষণ করি', দেখিতে চাহিলে,
হয় আঁখি-অগোচর ।
পুনঃ নাহি দেখি', কাঁদয়ে পরাণ,
দুঃখের নাহি থাকে ওর ॥ ২ ॥
জগতের বন্ধু সেই, কভু মোরে লয় সাথ ।
যথা তথা রাখু মোরে, আমার সেই প্রাণনাথ ॥ ৩ ॥

দর্শন-আনন্দ দানে, সুখ দেয় মোর প্রাণে,
বলে মোরে প্রণয়-বচন।
পুনঃ অদর্শন দিয়া, দগ্ধ করে মোর হিয়া,
প্রাণে মোরে মারে প্রাণধন ॥ ৪ ॥
যাহে তা'র সুখ হয় সেই সুখ মম।
নিজ সুখে-দুঃখে মোর সর্বদাই সম ॥ ৫ ॥
ভকতিবিনোদ, সংযোগে, বিয়োগে,
তাহে জানে প্রাণেশ্বর।
তা'র সুখে সুখী, সেই প্রাণনাথ,
সে কভু না হয় পর ॥ ৬ ॥

(অধিকারিভেদে অষ্টম গীত)

(দশকুশী)

যোগপীঠোপরিস্থিত, অষ্টসখী-সুবেষ্টিত,
বৃন্দারণ্যে কদম্বকাননে।
রাধাসহ বংশীধারী, বিশ্বজন-চিত্তহারী,
প্রাণ মোর তাঁহার চরণে ॥ ১ ॥
সখী-আজ্ঞামত করি দোঁহার সেবন।
পাল্যদাসী সদা ভাবি দোঁহার চরণ ॥ ২ ॥
কভু কৃপা করি', মম হস্ত ধরি',
মধুর বচন বলে।
তাম্বূল লইয়া, খায় দুই জনে,
মালা লয় কুতূহলে ॥ ৩ ॥

অদর্শন হয় কখন কি ছলে।
না দেখিয়া দোঁহে হিয়া জ্বলে ॥ ৪ ॥
যেখানে সেখানে থাকুক দু'জনে,
আমি ত' চরণ-দাসী।
মিলনে আনন্দ, বিরহে যাতনা,
সকল সমান বাসি ॥ ৫ ॥
রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর জীবনে-মরণে।
মোরে রাখি' মারি' সুখে থাকুক দু'জনে ॥ ৬ ॥
ভকতিবিনোদ, আন নাহি জানে,
পড়ি' নিজসখী-পায়।
রাধিকার গণে, থাকিয়া সতত,
যুগল-চরণ চায় ॥ ৭ ॥

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্র-ভজনোপদেশঃ

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠক্কুর কৃতঃ)

যদি তে হরি-পাদসরোজ-সুধা
রসপানপরং হৃদয়ং সততম্।
পরিহৃত্য গৃহং কলিভাবময়ং
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥ ১ ॥
ধন-যৌবন-জীবন-রাজ্যসুখং
ন হি নিত্যমনুক্ষণ-নাশপরম্।
ত্যজ গ্রাম্যকথা-সকলং বিফলং
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥ ২ ॥

রমণীজন-সঙ্গসুখঞ্চ সখে
চরমে ভয়দং পুরুষার্থহরম্ ।
হরিনাম-সুধারস-মত্তমতি-
র্ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥ ৩ ॥
জড়কাব্যরসো ন হি কাব্যরসঃ
কলিপাবন-গৌররসো হি রসঃ ।
অলমন্যকথাদ্যনুশীলনয়া
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥ ৪ ॥
বৃষভানু-সুতান্বিত-বামতনুং
যমুনাতট-নাগর-নন্দসুতম্ ।
মুরলীকল-গীতবিনোদপরং
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥ ৫ ॥
হরিকীর্তন-মধ্যগতং স্বজনৈঃ
পরিবেষ্টিত-জাম্বুনদাভ-হরিম্ ।
নিজগৌড়-জনৈক-কৃপাজলধিং
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥ ৬ ॥
গিরিরাজসুতা-পরিবীতগৃহং
নবখণ্ডপতিং যতিচিত্তহরম্ ।
সুরসঙ্ঘনুতং প্রিয়য়া সহিতং
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥ ৭ ॥
কলিকুক্কুর-মুদগর-ভাবধরং
হরিনাম-মহৌষধ-দানপরম্ ।
পতিতার্ত-দয়ার্দ্র-সুমূর্তিধরং
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥ ৮ ॥

রিপু-বান্ধব-ভেদবিহীন-দয়া
যদভীক্ষ্ণমুদেতি মুখাব্জ-ততৌ ।
তমকৃষ্ণমিহ ব্রজরাজসুতং
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥ ৯ ॥
ইহ চোপনিষৎ-পরিগীতবিভু-
র্দ্বিজরাজসুতঃ পুরটাভ-হরিঃ ।
নিজধামনি খেলতি বন্ধুযুতো ।
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥ ১০ ॥
অবতারবরং পরিপূর্ণকলং
পরতত্ত্বমিহাত্মবিলাসময়ম্ ।
ব্রজধাম-রসাম্বুধি-গুপ্তরসং
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥ ১১ ॥
শ্রুতি-বর্ণ-ধনাদি ন যস্য কৃপা-
জননে বলবদ্ভজনেন বিনা ।
তমহৈতুক ভাবপথা হি সখে
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥ ১২ ॥
অপি নক্রগতৌ হ্রদমধ্যগতং
কমমোচয়দার্তজনং তমজম্ ।
অবিচিন্ত্যবলং শিব কল্পতরুং
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥ ১৩ ॥
সুরভীন্দ্রতপঃপরিতুষ্টমনা
বরবর্ণধরো হরিরাবিরভূৎ ।
তমজস্রসুখং মুনিধৈর্যহরং
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥ ১৪ ॥

অভিলাষচয়ং তদভেদধিয়-
মশুভঞ্চ শুভং ত্যজ সর্বমিদম্ ।
অনুকূলতয়া প্রিয়সেবনয়া
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥ ১৫ ॥
হরিসেবকসেবন-ধর্মপরো
হরিনাম-রসামৃত-পানরতঃ ।
নতি-দৈন্য-দয়াপর-মানযুতো
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥ ১৬ ॥
বদ যাদব মাধব কৃষ্ণ হরে
বদ রাম জনার্দন কেশব হে ।
বৃষভানুসুতা-প্রিয়নাথ সদা
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥ ১৭ ॥
বদ যামুনতীর-বনাদ্রিপতে
বদ গোকুলকানন-পুঞ্জরবে ।
বদ রাসরসায়ন গৌরহরে
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥ ১৮ ॥
চল গৌরবনং নবখণ্ডময়ং
পঠ গৌরহরেশ্চরিতানি মুদা ।
লুঠ গৌরপদাঙ্কিত-গাঙ্গতটং
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥ ১৯ ॥
স্মর গৌর-গদাধর-কেলিকলাং
ভব গৌর-গদাধরপক্ষচরঃ ।
শৃণু গৌর-গদাধর চারুকথাং
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥ ২০ ॥

ইতি গীতাবলী সমাপ্তম্।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমনঃশিক্ষা

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীশ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিচরণেভ্যো নমঃ

ব্রজধাম নিত্যধন, রাধাকৃষ্ণ দুইজন,
লীলাবেশে একতনু হঞা ।
ধামসহ গৌড়দেশে, প্রকট হইলা এসে,
নিজ নিত্যপারিষদ লঞা ॥ ১ ॥
মন, তুমি সত্য বলি' জান ।
নবদ্বীপে গৌরহরি, নাম-সংকীর্তন করি',
প্রেমামৃত গৌড়ে কৈল দান ॥ ২ ॥
সন্ন্যাসের ছল করি, নীলাচলে সেই হরি,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যতীশ্বর ।
দামোদর, রামানন্দ, ল'য়ে করি' পরানন্দ,
গূঢ়তত্ত্ব জানায় বিস্তর ॥ ৩ ॥
রঘুনাথে সেই তত্ত্ব, শিখাইয়া পরমার্থ,
পাঠাইলা শ্রীরূপের কাছে ।
শ্রীদাস-গোস্বামী ব্রজে, রূপ-সহ কৃষ্ণ ভজে,
মনঃশিক্ষা-শ্লোক লিখিয়াছে ॥ ৪ ॥
তাঁহার দাসের দাস, হৈতে যা'র বড় আশ,
এ ভক্তিবিনোদ অকিঞ্চন ।
মনঃশিক্ষা-ভাষা গায়, যথা শুদ্ধভক্ত পায়,
দয়া করি' করেন শ্রবণ ॥ ৫ ॥

[১]

গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বশরণে ।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্বামতিতরা-
ময়ে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ ॥ ১ ॥

গুরুদেবে, ব্রজবনে, ব্রজভূমিবাসিজনে,
শুদ্ধভক্তে আর বিপ্রগণে ।
ইষ্টমন্ত্রে, হরিনামে, যুগলভজন-কামে,
কর রতি অপূর্ব-যতনে ॥ ১ ॥
ধরি মন, চরণে তোমার ।
জানিয়াছি এবে সার, কৃষ্ণভক্তি বিনা আর,
নাহি ঘুচে জীবের সংসার ॥ ২ ॥
কর্ম-জ্ঞান-তপোযোগ, সকলই ত' কর্মভোগ,
কর্ম ছাড়াইতে কেহ নারে ।
সকল ছাড়িয়া ভাই, শ্রদ্ধাদেবীর গুণ গাই,
যাঁ'র কৃপা ভক্তি দিতে পারে ॥ ৩ ॥
ছাড়ি' দম্ভ অনুক্ষণ, স্মর অষ্টতত্ত্ব মন,
কর তাহে নিষ্কপট রতি ।
সেই রতি-প্রার্থনায়, শ্রীদাসগোস্বামি-পায়,
এ ভক্তিবিনোদ করে নতি ॥ ৪ ॥

[২]

ন ধর্মং নাধর্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিলকুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্যামিহ তনু ।

শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ ॥ ২ ॥

'ধর্ম বলি' বেদে যা'রে, এতেক প্রশংসা করে,
'অধর্ম' বলিয়া নিন্দে যা'রে ।
তাহা কিছু নাহি কর, ধর্মাধর্ম পরিহর,
হও রত নিগূঢ়-ব্যাপারে ॥ ১ ॥
যাচি মন, ধরি তব পায় ।
শ্রীশচীনন্দন-ধনে, শ্রীনন্দনন্দন-সনে,
এক করি' করহ ভজন ।
শ্রীমুকুন্দপ্রিয়জন, গুরুদেবে জান' মন,
তোমা লাগি' পতিতপাবন ॥ ২ ॥
জগতে প্রকট ভাই, তাঁহা বিনা গতি নাই,
যদি চাও আপন কুশল ।
তাঁহার চরণ ধরি', তদাদেশ সদা স্মরি',
এ ভক্তিবিনোদে দেহ বল ॥ ৭ ॥

[৩]

যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভুবি সরাগং প্রতিজনু-
র্যুবদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলষেঃ ।
স্বরূপং শ্রীরূপং সহগণমিহ তস্যাগ্রজমপি
স্ফুটং প্রেমর্ণা নিত্যংস্মর নম তদা ত্বং শৃণু মনঃ ॥ ৩ ॥

রাগাবেশে ব্রজধাম, বাসে যদি তীব্রকাম,
থাকে তব হৃদয়-ভিতরে ।

রাধাকৃষ্ণলীলারস, পরিচর্যা-সুলালস,
হও যদি নিতান্ত অন্তরে ॥ ১ ॥
বলি তবে, শুন মম মন ।
ভজনচতুরবর, শ্রীস্বরূপদামোদর,
প্রভুসেবা যাঁহার জীবন ॥ ২ ॥
সগণ-শ্রীরূপ যিনি, রসতত্ত্বজ্ঞানমণি,
লীলাতত্ত্ব যে কৈল প্রকাশ ।
তাঁহার অগ্রজ ভাই, যাঁহার সমান নাই,
বর্ণিল যে যুগল-বিলাস ॥ ৩ ॥
সেই সব মহাজনে, স্পষ্টপ্রেম-বিজ্ঞাপনে,
স্মর, মন তুমি নিরন্তর ।
ভক্তিবিনোদের নতি, মহাজনগণ প্রতি,
বিজ্ঞাপিত করহ সত্বর ॥ ৪ ॥

[৪]

অসদ্বার্তা বেশ্যা বিসৃজ মতিসর্বস্বহরণীঃ
কথা মুক্তিব্যাঘ্র্যা ন শৃণু কিল সর্বাত্মগিলনীঃ ।
অপি ত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতিরতিমিতো ব্যোমনয়নীং
ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ স্বরতিমণিদৌ ত্বং ভজ মনঃ ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণবার্তা বিনা আন, 'অসদ্বার্তা' বলি' জান,
সেই বেশ্যা অতি ভয়ঙ্করী ।
শ্রীকৃষ্ণবিষয়া মতি, জীবের দুর্লভ অতি,
সেই বেশ্যা মতি লয় হরি' ॥ ১ ॥
শুন মন, বলি হে তোমায় ।

'মুক্তি' নামে শার্দুলিনী, তা'র কথা যদি শুনি,
সর্বাত্মসম্পত্তি গিলি' খায় ॥ ২ ॥
তদুভয় ত্যাগ কর, মুক্তিকথা পরিহর,
লক্ষ্মীপতিরতি রাখ দূরে ।
সে রতি প্রবল হ'লে, পরব্যোমে দেয় ফেলে,
নাহি দেয় বাস ব্রজপুরে ॥ ৩ ॥
ব্রজে রাধাকৃষ্ণরতি, অমূল্যধনদ অতি,
তাই তুমি ভজ চিরদিন ।
রূপ রঘুনাথ-পায়, সেই রতি প্রার্থনায়,
এ ভক্তিবিনোদ দীনহীন ॥ ৪ ॥

[৫]

অসচ্চেষ্টা-কষ্টপ্রদ-বিকটপাশালিভিরিহ
প্রকামং কামাদি-প্রকটপথপাতিব্যতিকরৈঃ ।
গলে বদ্ধ্বা হন্যেঽহমিতি বকভিদ্বর্ত্মপগণে
কুরু ত্বং ফুৎকারানবতি স যথা ত্বাং মন ইতঃ ॥ ৫ ॥

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ, মদ-মৎসরতা সহ,
জীবের জীবন-পথে বসি' ।
অসচ্চেষ্টা-রজ্জু-ফাঁসে, পথিকের ধর্ম নাশে,
প্রাণ লয়ে করে কষাকষি ॥ ১ ॥
মন, তুমি ধর বাক্য মোর ।
এই সব বাটপাড়, অতিশয় দুর্নিবার,
যখন ঘিরিয়া করে জোর ॥ ২ ॥

আর কিছু না করিয়া, বৈষ্ণবের নাম লঞা,
ফুকারিয়া ডাক উচ্চরায় ।
বকশত্রু-সেনাগণে, কৃপা করি' নিজজনে,
যাতে করে উদ্ধার তোমায় ॥ ৩ ॥
বাটপাড় ছয়জন, অসচ্চেষ্টা-রজ্জুগণ,
দিয়া গলে করিল বন্ধন ।
প্রাণবায়ু গতপ্রায়, রূপ-রঘুনাথ হায়,
কর ভক্তিবিনোদে রক্ষণ ॥ ৪ ॥

[৬]

অরে চেতঃ প্রোদ্যৎকপটকুটিনাটিভরখর-
ক্ষরন্মূত্রে স্নাত্বা দহসি কথমাত্মানমপি মাম্ ।
সদা ত্বং গান্ধর্বা-গিরিধরপদপ্রেমবিলসৎ-
সুধাম্ভোধৌ স্নাত্বা স্বমপি নিতরাং মাঞ্চ সুখয় ॥ ৬ ॥

কাম-ক্রোধ আদি করি, বাহিরে সে সব অরি,
আছে এক গূঢ় শত্রু তব ।
'কপটতা' নাম তা'র, তারে কুটিনাটি ভার,
খরমূর্তি পরম কিতব ॥ ১ ॥
ওরে মন, গূঢ় কথা ধর ।
সেই খরমূত্রে ভুলে, স্নান করি কুতূহলে,
পবিত্র বলিয়া মনে কর ॥ ২ ॥
বনে বা গৃহেতে থাক, সেই খরে দূরে রাখ,
যা'র মূত্রে তুমি আমি জ্বলি ।

ছাড়িয়া কাপট্য-বশ, যুগলবিলাস-রস,
সাগরে করহ স্নান-কেলি ॥ ৩ ॥
রূপ-রঘুনাথ-পায়, এ ভক্তিবিনোদ চায়,
দেখিতে যুগলরসসিন্ধু ।
জীবন সার্থক করে, সর্বজীবচিত্ত হরে,
সেই সাগরের এক বিন্দু ॥ ৪ ॥

[৭]

প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধু প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্ননু মনঃ ।
সদা ত্বং সেবস্ব প্রভুদয়িতসামন্তমতুলং
যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ ত্বং বেশয়তি সঃ ॥ ৭ ॥

কপটতা হৈলে দূর, প্রবেশে প্রেমের পূর,
জীবের হৃদয় ধন্য করে ।
অতএব বহুযত্নে, আনিবারে প্রেমরত্নে,
কাপট্য রাখহ অতি দূরে ॥ ১ ॥
শুন মন, নিগূঢ় বচন ।
প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টাধম, চণ্ডালিনী হৃদে মম,
যতকাল করিবে নর্তন ॥ ২ ॥
কাপট্য তদুপপতি, না ছাড়িবে মম মতি,
শ্বপচিনী যাহে হয় দূর ।
তদর্থে যতন করি', প্রভুপ্রেষ্ঠপদ ধরি',
সেবা তুমি করহ প্রচুর ॥ ৩ ॥

তেঁহ প্রভু-সেনাপতি, বিক্রম করিয়া অতি,
শ্বপচিনী-সঙ্গ ছাড়াইয়া ।
রাধাকৃষ্ণপ্রেমধনে, দিবে কবে অকিঞ্চনে,
বলে ভক্তিবিনোদ কাঁদিয়া ॥ ৪ ॥

[৮]

যথা দুষ্টত্বং মে দবয়তি শঠস্যাপি কৃপয়া
যথা মহ্যং প্রেমামৃতমপি দদাত্যুজ্জ্বলমসৌ ।
যথা শ্রীগান্ধর্বা-ভজন-বিধয়ে প্রেরয়তি মাং
তথা গোষ্ঠে কাক্বা গিরিধরমিহ ত্বং ভজ মনঃ ॥ ৮ ॥

ব্রজভূমি চিন্তামণি, চিদানন্দ-রত্নখনি,
যথা নিত্যরসের বিলাস ।
জীবে দিবে গূঢ়ধন, চিন্তি' কৃষ্ণ বৃন্দাবন,
জড়ে আনি' করিল প্রকাশ ॥ ১ ॥
কৃষ্ণ মোর দয়ার সাগর ।
তুমি মন, ব্রজধাম, ভ্রমি' ভ্রমি' অবিরাম,
ডাক কৃষ্ণে হইয়া কাতর ॥ ২ ॥
অবিদ্যাবিলাসবশে, ছিলে তুমি জড়রসে,
দুষ্টতা হৃদয়ে পাইল স্থান ।
হ'লে তুমি শঠরাজ, ভুলিলে আপন কাজ,
হৃদয়ে বরিলে অভিমান ॥ ৩ ॥
এবে উপদেশ শুন, গাইয়া যুগলগুণ,
গোষ্ঠে গোষ্ঠে করহ রোদন ।

দয়া করি গিরিধর, শুনিয়া কাকুতিস্বর,
তবে দোষ করিবে শোধন ॥ ৪ ॥
উজ্জ্বলরসের প্রীতি, শ্রীরাধাভজন-নীতি,
অনায়াসে দিবেন আমায় ।
রূপ-রঘুনাথ মোরে, কৃপা করি অতঃপরে,
এই তত্ত্ব গোপনে শিখায় ॥ ৫ ॥

[৯]

মদীশানাথত্বে ব্রজবিপিনচন্দ্রং ব্রজবনে-
শ্বরীং তন্নাথত্বে তদতুলসখীত্বে তু ললিতাম্ ।
বিশাখাং শিক্ষালীবিতরণ-গুরুত্বে প্রিয়সরো-
গিরীন্দ্রৌ তৎপ্রেক্ষা-ললিতরতিদত্বে স্মর মনঃ ॥ ৯ ॥

ব্রজবন-সুধাকর, ব্রজবনের ঈশ্বর,
ব্রজেশ্বরী আমার ঈশ্বরী ।
ললিতা তাঁহার সখী, তুল্য তা'র নাহি লিখি,
বিশাখা শিক্ষিকা-পদ ধরি ॥ ১ ॥
এই ভাবে ভাব ওরে মন ।
রাধাকুণ্ড সরোবর, গোবর্ধন গিরীশ্বর,
রতিপ্রদ তত্ত্ব তদীক্ষণ ॥ ২ ॥
ব্রজে গোপীদেহ ধরি', মঞ্জরী আশ্রয় করি',
প্রাপ্তসেবা কর সম্পাদন ।
মঞ্জরীর কৃপা হবে, সখীর চরণ পাবে,
সখী দেখাইবে নিত্যধন ॥ ৩ ॥

প্রহরে প্রহরে আর, দণ্ডে দণ্ডে সেবা সার,
করিয়া যুগলধনে ডাক ।
সকল অনর্থ যাবে, চিদ্বিলাস-রস পাবে,
ভক্তিবিনোদের কথা রাখ ॥ ৪ ॥

[১০]

রতিং গৌরীলীলে অপি তপতি সৌন্দর্যকিরণৈঃ
শচী-লক্ষ্মী-সত্যাঃ পরিভবতি সৌভাগ্যবলনৈঃ ।
বশীকারৈশ্চন্দ্রাবলীমুখ-নবীন-ব্রজসতীঃ
ক্ষিপত্যারাদ্ যা তাং হরিদয়িতরাধাং ভজ মনঃ ॥ ১০ ॥

সৌন্দর্যকিরণমালা, জিনে রতি-গৌরী-লীলা,
অনায়াসে স্বরূপবৈভবে ।
শচী-লক্ষ্মী-সত্যভামা, যত ভাগ্যবতী বামা,
সৌভাগ্যবলনে পরাভবে ॥ ১ ॥
ভজ মন চরণ তাঁহার ।
চন্দ্রাবলীমুখ যত নবীনা নাগরীশত,
বশীকারে করে তিরস্কার ॥ ২ ॥
সে যে কৃষ্ণপ্রাণেশ্বরী কৃষ্ণপ্রাণহ্লাদকারী,
হ্লাদিনী স্বরূপশক্তি সতী ।
তাঁহার চরণ ত্যজি', যদি কৃষ্ণচন্দ্র ভজি,
কোটীযুগে কৃষ্ণগেহে গতি ॥ ৩ ॥
সখীকৃপা ভেলা ধরি, প্রেমসিন্ধুমাঝে চরি,
বৃষভানুনন্দিনী-চরণে ।
কবে বা পড়িয়া রব, ঈশ্বরীর কৃপা পাব,
গণিত হইব নিজজনে ॥ ৪ ॥

[১১]

সমং শ্রীরূপেণ স্মর বিবশ-রাধাগিরিভৃতো-
র্ব্রজে সাক্ষাৎসেবালভনবিধয়ে তদ্‌গণযুজোঃ ।
তদিজ্যাখ্যা ধ্যান-শ্রবণ-নতি-পঞ্চামৃতমিদং
ধয়ন্নীত্যা গোবর্ধনমনুদিনং ত্বং ভজ মনঃ ॥ ১১ ॥

ব্রজের নিকুঞ্জবনে, রাধাকৃষ্ণ সখীসনে,
লীলারসে নিত্য থাকে ভোর ।
সেই দৈনন্দিন-লীলা, বহু ভাগ্যে যে সেবিলা,
তাহার ভাগ্যের বড় জোর ॥ ১ ॥
মন, যদি চাও সেই ধন ।
শ্রীরূপের সঙ্গ ল'য়ে, তাঁর অনুচরী হ'য়ে,
কর তাঁ'র নির্দিষ্ট ভজন ॥ ২ ॥
হৃদয়ে রাগের ভাবে, কালোচিত সেবা পাবে,
সেবারসে রহিবে মজিয়া ।
বাহিরে সাধনদেহ, করিবে ভজনগেহ,
নিঃসঙ্গে বা সাধুসঙ্গ লঞা ॥ ৩ ॥
যুগল-পূজন-ধ্যান, নতি-শ্রুতি-সংকীর্তন,
পঞ্চামৃতে সেব গোবর্ধনে ।
রূপ-রঘুনাথ-পায়, এ ভক্তিবিনোদ চায়,
দৃঢ়মতি এরূপ ভজনে ॥ ৪ ॥

মনঃশিক্ষাদৈকাদশকবরমেতন্মধুরয়া
গিরা গায়ত্যুচ্চৈঃ সমধিগত সর্বার্থতি যঃ ।
সযূথঃ শ্রীরূপানুগ ইহ ভবন্ গোকুলবনে
জনো রাধাকৃষ্ণাতুলভজনরত্নং স লভতে ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীমনঃশিক্ষাখ্যমেকাদশকং সমাপ্তম্।

শ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

গীতমালা

যামুন-ভাবাবলী বা

শান্ত-দাস্য-ভক্তিসাধন-লালসা [১]

হরি হে!

ওহে প্রভু দয়াময়, তোমার চরণদ্বয়,
শ্রুতিশিরোপরি শোভা পায়।
গুরুজন-শিরে পুনঃ শোভা পায় শত গুণ,
দেখি আমার পরাণ জুড়ায় ॥ ১ ॥
জীবমনোরথ-পথ, তঁহি সব অনুগত,
জীব-বাঞ্ছাকল্পতরু যথা।
জীবের সে কুলধন, অতি পূজ্য সনাতন,
জীবের চরম গতি তথা ॥ ২ ॥
কমলাক্ষ-পদদ্বয়, পরম আনন্দময়,
নিষ্কপটে সেবিয়া সতত।
এ ভক্তিবিনোদ চায়, সতত তুষিতে তায়,
ভক্তজনের হ'য়ে অনুগত ॥ ৩ ॥

[২]

হরি হে!

তোমার ঈক্ষণে হয়, সকল উৎপত্তি লয়,
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে যত।
জড় জীব আদি করি' তোমার কৃপায় হরি,
লভে জন্ম, আর ক'ব কত ॥ ১ ॥

তাহাদের বৃত্তি যত, তোমার ঈক্ষণে স্বতঃ,
জন্মে, প্রভু তুমি সর্ব্বেশ্বর।
সকল জন্তুর তুমি, স্বাভাবিক নিত্যস্বামী,
সুহৃন্মিত্র প্রাণের ঈশ্বর ॥ ২ ॥
এ ভক্তিবিনোদ কয়, শুন, প্রভু দয়াময়,
ভক্তপ্রতি বাৎসল্য তোমার।
নৈসর্গিক ধর্ম্ম হয়, ঔপাধিক কভু নয়,
দাসে দয়া হইয়া উদার ॥ ৩ ॥

[৩]

হরি হে!

পরতত্ত্ব বিচক্ষণ, ব্যাস আদি মুনিগণ,
শাস্ত্র বিচারিয়া বার বার।
প্রভু তব নিত্যরূপ, গুণশীল অনুরূপ,
তোমার চরিত্র সুধাসার ॥ ১ ॥
শুদ্ধসত্ত্বময়ী লীলা, মুখ্যশাস্ত্রে প্রকাশিলা,
জীবের কুশল সুবিধানে।
রজস্তমোগুণ অন্ধ অসুর-প্রকৃতি মন্দ-
জনে তাহা বুঝিতে না জানে ॥ ২ ॥
নাহি মানে নিত্যরূপ, ভজিয়া মণ্ডূককূপ,
রহে তাহে উদাসীন প্রায়।
এ ভক্তিবিনোদ গায়, কি দুর্দ্দৈব হায় হায়,
হরিদাস হরি নাহি পায় ॥ ৩ ॥

[৪]

হরি হে!

জগতের বস্তু যত, বদ্ধ সব স্বভাবতঃ
দেশ-কাল-বস্তু সীমাশ্রয়ে ।
তুমি প্রভু সর্বেশ্বর, নহ সীমা-বিধিপর,
বিধি সব কাঁপে তব ভয়ে ॥ ১ ॥
সম বা অধিক তব, স্বভাবতঃ অসম্ভব,
বিধি লঙ্ঘি' তব অবস্থান ।
স্বতন্ত্র স্বভাব ধর, আপনে গোপন কর,
মায়াবলে করি' অধিষ্ঠান ॥ ২ ॥
তথাপি অনন্য-ভক্ত, তোমারে দেখিতে শক্ত,
সদা দেখে স্বরূপ তোমার ।
এ ভক্তিবিনোদ দীন, অনন্যভজন হীন,
ভক্তপদরেণুমাত্র সার ॥ ৩ ॥

[৫]

হরি হে!

তুমি সর্বগুণযুত, শক্তি তব বশীভূত,
বদান্য, সরল, শুচি, ধীর ।
দয়ালু, মধুর, সম, কৃতী, স্থির, সর্বোত্তম,
কৃতজ্ঞ-লক্ষণে পুনঃ বীর ॥ ১ ॥
সমস্ত কল্যাণ-গুণ- গুণামৃত-সম্ভাবন,
সমুদ্রস্বরূপ ভগবান ।

বিন্দু বিন্দু গুণ তব, সর্বজীব-সুবৈভব,
তুমি পূর্ণ সর্বশক্তিমান্ ॥ ২ ॥
এ ভক্তিবিনোদ ছার, কৃতাঞ্জলি বার বার,
করে চিত্তকথা বিজ্ঞাপন ।
তব দাসগণ-সঙ্গে, তব লীলাকথা-রঙ্গে,
যায় যেন আমার জীবন ॥ ৩ ॥

[৬]

হরি হে!

তোমার গম্ভীর মন নাহি বুঝে অন্য জন,
সেই মন অনুসারি' সব ।
জগৎ-উদ্ভব-স্থিতি- প্রলয় সংসারগতি,
মুক্তি আদি শক্তির বৈভব ॥ ১ ॥
এ সব বৈদিক লীলা, ইচ্ছামাত্র প্রকাশিলা,
জীবের বাসনা অনুসারে ।
তোমাতে বিমুখ হ'য়ে মজিল অবিদ্যা ল'য়ে,
সেই জীব কর্ম-পারাবারে ॥ ২ ॥
পুনঃ যদি ভক্তি করি' ভজে ভক্তসঙ্গ ধরি',
তবে পায় তোমার চরণ ।
অন্তরঙ্গ-লীলারসে ভাসে, মায়া না পরশে,
ভক্তিবিনোদের ফিরে মন ॥ ৩ ॥

[৭]

হরি হে!

মায়াবদ্ধ যতক্ষণ থাকে ত' জীবের মন,
জড়মাঝে করে বিচরণ ।

পরব্যোম জ্ঞানময়, তাহে তব স্থিতি হয়,
মন নাহি পায় দরশন ॥ ১ ॥
ভক্তিকৃপা-খড়গাঘাতে, জড়বন্ধ ছেদ তা'তে,
যায় মন প্রকৃতির পার ।
তোমার সুন্দর রূপ, হেরে' তব অপরূপ,
জড়বস্তু করয়ে ধিক্কার ॥ ২ ॥
অনন্ত বিভূতি যাঁর, যিনি দয়া-পারাবার,
সেই প্রভু জীবের ঈশ্বর ।
এ ভক্তিবিনোদ দীন, সদা-শুদ্ধভক্তিহীন,
শুদ্ধভক্তি মাগে নিরন্তর ॥ ৩ ॥

[৮]

হরি হে!
ধর্মনিষ্ঠা নাহি মোর আত্মবোধ বা সুন্দর
ভক্তি নাহি তোমার চরণে ।
অতএব অকিঞ্চন, গতিহীন দুষ্টজন,
রত সদা আপন বঞ্চনে ॥ ১ ॥
পতিত পাবন তুমি, পতিত অধম আমি,
তুমি মোর একমাত্র গতি ।
তব পাদমুলে পৈনু, তোমার শরণ লৈনু,
আমি দাস, তুমি মোর পতি ॥ ২ ॥
এ ভক্তিবিনোদ কাঁদে, হৃদে ধৈর্য্য নাহি বাঁধে,
ভূমে পড়ি বলে অতঃপর ।
অহৈতুকী কৃপা করি' এই দুষ্টজনে, হরি,
দেহ পদ-ছায়া নিরন্তর ॥ ৩ ॥

[৯]

হরি হে!
হেন দুষ্ট কর্ম নাই, যাহা আমি করি নাই,
সহস্র সহস্রবার, হরি!
সেই সব কর্মফল, পেয়ে অবসর বল,
আমায় পিশিছে যন্ত্রোপরি ॥ ১ ॥
গতি নাহি দেখি আর, কাঁদি, হরি, অনিবার,
তোমার অগ্রেতে এবে আমি ।
যা' তোমার হয় মনে দণ্ড দেও অকিঞ্চনে,
তুমি মোর দণ্ডধর স্বামী ॥ ২ ॥
ক্লেশভোগ ভাগ্যে যত, ভোগ মোর হউ তত,
কিন্তু এক মম নিবেদন ।
যে যে দশা ভোগি আমি, আমাকে না ছাড় স্বামি!
ভক্তিবিনোদের প্রাণধন ॥ ৩ ॥

[১০]

হরি হে!
নিজ-কর্ম-দোষ-ফলে, পড়ি' ভবার্ণবজলে,
হাবুডুবু খাই কতকাল ।
সাঁতারি' সাঁতারি' যাই, সিন্ধু-অন্ত নাহি পাই,
ভবসিন্ধু অনন্ত বিশাল ॥ ১ ॥
নিমগ্ন হইনু যবে, ডাকিনু কাতর রবে,
কেহ মোরে করহ উদ্ধার ।

সেইকালে আইলে তুমি, তোমা জানি' কূলভূমি,
আশাবীজ হইল আমার ॥ ২ ॥
তুমি হরি দয়াময়, পাইলে মোরে সুনিশ্চয়,
সর্বোত্তম দয়ার বিষয় ।
তোমাকে না ছাড়ি আর, এ ভক্তিবিনোদ ছার,
দয়াপাত্র পাইলে দয়াময় ॥ ৩ ॥

[১১]

হরি হে!
অন্য আশা নাহি যার, তব পাদপদ্ম তার,
ছাড়িবার যোগ্য নাহি হয় ।
তব পদাশ্রয়ে নাথ, করে সেই দিনপাত,
তব পদে তাহার অভয় ॥ ১ ॥
স্তন্যপায়ী শিশুজনে, মাতা ছাড়ে ক্রোধমনে,
শিশু তবু নাহি ছাড়ে মায় ।
যেহেতু তাহার আর, এ জীবন ধরিবার,
মাতা বিনা নাহিক উপায় ॥ ২ ॥
এ ভক্তিবিনোদ কয়, তুমি ছাড় দয়াময়,
দেখিয়া আমার দোষগণ ।
আমি ত' ছাড়িতে নারি, তোমা বিনা নাহি পারি,
কখন ধরিতে এ জীবন ॥ ৩ ॥

[১২]

হরি হে!
তব পদ পঙ্কজিনী, জীবামৃত-সঞ্চারিণী,
অতিভাগ্যে জীব তাহা পায় ।

সে-অমৃত পান করি', মুগ্ধ হয় তাহে, হরি,
আর তাহা ছাড়িতে না চায় ॥ ১ ॥
নিবিষ্ট হইয়া তায়, অন্য স্থানে নাহি যায়,
অন্য রস তুচ্ছ করি' মানে ।
মধুপূর্ণ পদ্মস্থিত, মধুব্রত কদাচিত,
নাহি চায় ইক্ষুদণ্ড-পানে ॥ ২ ॥
এ ভক্তিবিনোদ কবে, সে পঙ্কজস্থিত হ'বে,
নাহি যা'বে সংসারাভিমুখে ।
ভক্তকৃপা, ভক্তিবল, এ দুইটি সুসম্বল,
পাইলে সে-স্থিতি ঘটে সুখে ॥ ৩ ॥

[১৩]

হরি হে!
ভ্রমিতে সংসার-বনে, কভু দৈব-সংঘটনে,
কোনমতে কোন ভাগ্যবান্ ।
তব পদ উদ্দেশিয়া, থাকে কৃতাঞ্জলি হঞা,
একবার ওহে ভগবান্ ॥ ১ ॥
সেইক্ষণে তা'র যত, অমঙ্গল হয় হত,
সুমঙ্গল হয় পুষ্ট অতি ।
আর নাহি ক্ষয় হয়, ক্রমে তা'র শুভোদয়,
তা'রে দেয় সর্বোত্তম গতি ॥ ২ ॥
এমন দয়ালু তুমি, এমন দুর্ভাগা আমি,
কভু না করিনু পরণাম ।
তব পাদপদ্ম প্রতি, না জানে এ দুষ্টমতি,
ভক্তিবিনোদের পরিণাম ॥ ৩ ॥

[১৪]

হরি হে!

তোমার চরণপদ্ম, অনুরাগ-সুধাসদ্ম'
সাগরশীকর যদি পায়।
কোন ভাগ্যবান্ জনে, কোন কার্য-সংঘটনে,
তা'র সব দুঃখ দূরে যায় ॥ ১ ॥
সে সুধা-সমুদ্রকণ, সংসারাগ্নি-নির্বাপণ,
ক্ষণেকে করিয়া ফেলে তা'র।
পরম-নির্বৃতি দিয়া, তোমার চরণে লঞা,
দেয় তবে আনন্দ অপার ॥ ২ ॥
ভক্তিবিনোদ কাঁদে, পড়িয়া সংসার-ফাঁদে,
বলে, নাহি কোন ভাগ্য মোর।
এ ঘটনা না ঘটিল, আমার জনম গেল,
বৃথা রৈনু হ'য়ে আত্মভোর ॥ ৩ ॥

[১৫]

হরি হে!

তবাঙ্ঘ্রি কমলদ্বয়, বিলাস-বিক্রমময়,
পরাবর জগৎ ব্যাপিয়া।
সর্বক্ষণ বর্তমান, ভক্তক্লেশ-অবসান,
লাগি' সদা প্রস্তুত হইয়া ॥ ১ ॥
জগতের সেই ধন, আমি জগমধ্য জন,
অতএব সম অধিকার।

আমি কিবা ভাগ্যহীন, সাধনে বঞ্চিত, দীন,
কি কাজ জীবনে আর ছার ॥ ২ ॥
কৃপা বিনা নাহি গতি, এ ভক্তিবিনোদ অতি,
দৈন্য করি' বলে প্রভু-পায়।
কবে তব কৃপা পে'য়ে, উঠিব সবলে ধে'য়ে,
হেরিব সে পদযুগ হায় ॥ ৩ ॥

[১৬]

হরি হে!

আমি সেই দুষ্টমতি, না দেখিয়া অন্য গতি,
তব পদে ল'য়েছি শরণ।
জানিলাম আমি, নাথ, তুমি প্রভু জগন্নাথ,
আমি তব নিত্য পরিজন ॥ ১ ॥
সেইদিন কবে হবে, ঐকান্তিকভাবে যবে,
নিত্যদাস-ভাব ল'য়ে আমি।
মনোরথান্তর যত, নিঃশেষ করিয়া স্বতঃ,
সেবিব আমার নিত্যস্বামী ॥ ২ ॥
নিরন্তর সেবা-মতি, বহিবে চিত্তেতে সতী,
প্রশান্ত হইবে আত্মা মোর।
এ ভক্তিবিনোদ বলে, কৃষ্ণসেবা-কুতূহলে,
চিরদিন থাকি যেন ভোর ॥ ৩ ॥

[১৭]

হরি হে!

আমি অপরাধী জন, সদা দণ্ড্য, দুর্ল্লক্ষণ,
সহস্র সহস্র দোষে দোষী।

ভীম ভবার্ণবোদরে, পতিত বিষম ঘোরে,
গতিহীন গতি-অভিলাষী ॥ ১ ॥
হরি! তব পাদদ্বয়ে, শরণ লইনু ভয়ে,
কৃপা করি' কর আত্মসাথ ।
তোমার প্রতিজ্ঞা এই, শরণ লইবে যেই,
তুমি তা'র রক্ষাকর্তা নাথ ॥ ২ ॥
প্রতিজ্ঞাতে করি' ভর, ও মাধব প্রাণেশ্বর,
শরণ লইল এই দাস ।
এ ভক্তিবিনোদ গায়, তোমার সে রাঙ্গা পায়,
দেহ দাসে সেবায় বিলাস ॥ ৩ ॥

[১৮]

হরি হে!
অবিবেকরূপ ঘন, তাহে দিক্ আচ্ছাদন,
হৈল তা'তে অন্ধকার ঘোর ।
তাহে দুঃখ-বৃষ্টি হয়, দেখি' চারিদিকে ভয়,
পথভ্রম হইয়াছে মোর ॥ ১ ॥
নিজ অবিবেক-দোষে, পড়ি দুর্দিনের রোষে,
প্রাণ যায় সংসার-কান্তারে ।
পথপ্রদর্শক নাই, এ দুর্দৈবে মারা যাই,
ডাকি তাই, অচ্যুত, তোমারে ॥ ২ ॥
একবার কৃপাদৃষ্টি, কর আমা-প্রতি বৃষ্টি,
তবে মোর ঘুচিবে দুর্দিন ।
বিবেক সবল হ'বে এ ভক্তিবিনোদ তবে,
দেখাইবে পথ সমীচীন ॥ ৩ ॥

[১৯]

হরি হে!
অগ্রে এক নিবেদন করি মধু-নিসূদন,
শুন কৃপা করিয়া আমায় ।
নিরর্থক কথা নয়, নিগূঢ়ার্থময় হয়,
হৃদয় হইতে বাহিরায় ॥ ১ ॥
অতি অপকৃষ্ট আমি, পরম দয়ালু তুমি,
তব দয়া মোর অধিকার ।
যে যত পতিত হয়, তব দয়া তত তায়,
তা'তে আমি সুপাত্র দয়ার ॥ ২ ॥
মোরে যদি উপেক্ষিবে, দয়া-পাত্র কোথা পাবে,
'দয়াময়' নামটি ঘুচা'বে ।
এ ভক্তিবিনোদ কয়, দয়া কর দয়াময়,
যশঃকীর্তি চিরদিন পা'বে ॥ ৩ ॥

[২০]

হরি হে!
তোমা ছাড়ি' আমি কভু, অনাথ না হই, প্রভু,
প্রভুহীন দাস নিরাশ্রয় ।
আমাকে না নিলে সাথ, কৈছে তুমি হ'বে নাথ,
দমনীয় কে তোমার হয় ॥ ১ ॥
আমাদের এ সম্বন্ধ, বিধিকৃত সুনির্বন্ধ,
সবিধি তোমার গুণধাম ।

অতএব নিবেদন, শুন হে মধুমথন,
ছাড়া-ছাড়ি নহে কোন কাম ॥ ২ ॥
এ ভক্তিবিনোদ গায়, রাখ মোরে তব পায়,
পাল মোরে না ছাড় কখন ।
যবে মম পাও দোষ, করিয়া উচিত রোষ,
দণ্ড দিয়া দেও শ্রীচরণ ॥ ৩ ॥

[২১]

হরি হে!
স্ত্রী-পুরুষ-দেহগত, বর্ণ-আদি ধর্ম যত,
তাহে পুনঃ দেহগত ভেদ ।
সত্ত্বরজস্তমোগুণ, আশ্রয়েতে ভেদ পুনঃ,
এইরূপ সহস্র প্রভেদ ॥ ১ ॥
যে-কোন শরীরে থাকি, যে-কোন অবস্থা রাখি,
সে-সব এখন তব পায় ।
সঁপিলাম, প্রাণেশ্বর, মম বলি' অতঃপর,
আর কিছু না রহিল দায় ॥ ২ ॥
তুমি, প্রভু, রাখ মার, সব তব অধিকার,
আছি আমি তোমার কিঙ্কর ।
এ ভক্তিবিনোদ বলে, তব দাস্য-কৌতূহলে,
থাকি যেন সদা সেবাপর ॥ ৩ ॥

[২২]

হরি হে!
বেদবিধি-অনুসারে, কর্ম করি' এ সংসারে,
পুনঃ পুনঃ জীব জন্ম পায় ।

পূর্বকৃত-কর্মফলে, তোমার বা ইচ্ছাবলে,
জন্ম যদি লভি পুনরায় ॥ ১ ॥
তবে এক কথা মম, শুন হে পুরুষোত্তম!
তব দাস-সঙ্গিজন-ঘরে ।
কীট-জন্ম যদি হয়, তাহাতেও দয়াময়,
রহিব হে সন্তুষ্ট অন্তরে ॥ ২ ॥
তব দাস-সঙ্গহীন, যে গৃহস্থ অর্বাচীন,
তা'র গৃহে চতুর্মুখ ভূতি ।
না হউ কখন, হরি, করদ্বয় যোড় করি',
করে ভক্তিবিনোদ মিনতি ॥ ৩ ॥

[২৩]

হরি হে!
তোমার যে শুদ্ধভক্ত, তোমার সে অনুরক্ত,
ভুক্তি-মুক্তি তুচ্ছ করি' জানে ।
বারেক দেখিতে তব, চিদাকার-শ্রীবৈভব
তৃণ বলি' অন্য সুখ মানে ॥ ১ ॥
সে-সব ভক্তের সঙ্গে, লীলা কর নানারঙ্গে,
বিরহ সহিতে নাহি পার ।
কৃপা ক'রি অকিঞ্চনে, দেখাও মহাত্মাগণে,
সাধু বিনা গতি নাহি আর ॥ ২ ॥
সে-ভক্তচরণ-ধন, কবে পা'ব দরশন,
শোধিব আমার দুষ্ট মন ।
এ ভক্তিবিনোদ ভণে, কৃপা হ'বে যতক্ষণে
মহাত্মার হ'বে দরশন ॥ ৩ ॥

[২৪]

হরি হে!

শুনহে মধুমথন! মম এক বিজ্ঞাপন,
বিশেষ করিয়া বলি আমি ।
তোমার শেষত্ব মম, স্বকীয় বৈভবোত্তম,
আমি দাস, তুমি মোর স্বামী ॥ ১ ॥
সে-বিভব বহির্ভূত হৈতে হৈলে, হে অচ্যুত,
ক্ষণমাত্র সহিতে না পারি ।
দেহ, প্রাণ, সুখ, আশা আত্মপ্রতি ভালবাসা,
সর্বত্যাগ করিতে বিচারি ॥ ২ ॥
এ সব যাউক নাশ, শতবার শ্রীনিবাস,
তবু থাকু দাসত্ব তোমার ।
এ ভক্তিবিনোদ কয়, কৃষ্ণদাস জীব হয়,
দাস্য বিনা কিবা আছে আর ॥ ৩ ॥

[২৫]

হরি হে!

আমি নরপশুপ্রায়, আচারবিহীন তায়,
অনাদি অনন্ত সুবিস্তার ।
অতিকষ্টে পরিহার্য, সহজেতে অনিবার্য,
অশুভের আস্পদ আবার ॥ ১ ॥
তুমি ত' দয়ার সিন্ধু, তুমি ত' জগদ্বন্ধু,
অসীম বাৎসল্য-পয়োনিধি ।

তব গুণগণ স্মরি', ভববন্ধ ছেদ করি,
নির্ভীক হইব নিরবধি ॥ ২ ॥
এই ইচ্ছা করি মনে, শ্রীযামুন-চরণে,
গায় ভক্তিবিনোদ এখন ।
যামুন-বিপিন-বিধু, শ্রীচরণাম্বুজ-সীধু,
তা'র শিরে, করুন অর্পণ ॥ ৩ ॥

[২৬]

হরি হে!

তুমি জগতের পিতা, তুমি জগতের মাতা,
দয়িত, তনয়, হরি তুমি ।
তুমি সুহৃন্মিত্র, গুরু, তুমি গতি, কল্পতরু,
ত্বদীয় সম্বন্ধমাত্র আমি ॥ ১ ॥
তব ভৃত্য, পরিজন, গতিপ্রার্থী, অকিঞ্চন,
প্রপন্ন তোমার শ্রীচরণে ।
তব সত্ত্ব, তব ধন, তোমার পালিত জন,
আমার মমতা তব জনে ॥ ২ ॥
এ ভক্তিবিনোদ কয়, অহংতা-মমতা নয়,
শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ-অভিমানে ।
সেবার সম্বন্ধ ধরি', অহংতা-মমতা করি,
তদিতর প্রাকৃত বিধানে ॥ ৩ ॥

[২৭]

হরি হে!

আমি ত' চঞ্চলমতি, অমর্য্যাদ, ক্ষুদ্র অতি,
অসূয়া-প্রসব সদা মোর ।

পাপিষ্ঠ, কৃতঘ্ন, মানী, নৃশংস, বঞ্চনে জ্ঞানী,
কামবশে থাকি সদা ঘোর ॥ ১ ॥
এ হেন দুর্জন হ'য়ে, এ দুঃখ-জলধি ব'য়ে,
চরিতেছি সংসার-সাগরে ।
কেমনে এ ভবাম্বুধি, পার হ'য়ে নিরবধি,
তব পাদসেবা মিলে মোরে ॥ ২ ॥
তোমার করুণা পাই, তবে ত' ত্বরিয়া যাই
আমি এই দুরন্ত সাগর ।
তুমি, প্রভু, শ্রীচরণে, রাখ দাসে ধূলিসনে,
নহে ভক্তিবিনোদ কাতর ॥ ৩ ॥

কার্পণ্য পঞ্জিকা বা বিজ্ঞপ্তি নিবেদন

আমি অতি দীনমতি, ব্রজকুঞ্জে নিবসতি,
রাধাকৃষ্ণ যুগল-চরণে ।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া আজ, ছাড়ি সব লোকলাজ,
নিবেদিব যত আছে মনে ॥ ১ ॥
তুমি কৃষ্ণ নীলমণি, নব মেঘপ্রভা জিনি,
ব্রজানন্দ কর বিতরণ ।
তুমি রাধে নবগৌরী, গোরোচনা-গর্ব হরি'
ব্রজে হর কৃষ্ণচন্দ্র মন ॥ ২ ॥
তুমি কৃষ্ণ পীতাম্বরে, পরাজিয়া আর্তস্বরে,
ব্রজবনে নিত্য কেলিরত ।
তুমি রাধে নীলাম্বরী, পলাশের গর্ব হরি'
কৃষ্ণকেলি-সহায় সতত ॥ ৩ ॥

তুমি কৃষ্ণ হরিন্মণি, যুবাবৃন্দ-শিরোমণি,
রাধিকা তোমার প্রাণেশ্বরী ।
ব্রজাঙ্গনা শিরঃশোভা, ধম্মিল-মল্লিকা-প্রভা,
তুমি রাধে কৃষ্ণপ্রিয়ঙ্করী ॥ ৪ ॥
রমাপতি-শোভা জিনি, কৃষ্ণ তব রূপখানি,
জগৎ মাতায় ব্রজবনে ।
রমা-জিনি ব্রজাঙ্গনা- গণমধ্যে সুশোভনা,
তুমি রাধে কৃষ্ণচিত্তাঙ্গনে ॥ ৫ ॥
তবাঙ্গ সৌরভকণ, বংশীগীত অনুক্ষণ,
ওহে কৃষ্ণ! রাধামন হরে ।
রাধে! অঙ্গগন্ধ তব, তোমার সুবীণারব,
কৃষ্ণচিত্ত উন্মাদিত করে ॥ ৬ ॥
তোমার চপলেক্ষণ, হরে রাধা-ধৈর্য্যধন,
তুমি কৃষ্ণ চৌরশিরোমণি ।
বাঁকা দৃষ্টি-ভঙ্গী তব, শ্রীকৃষ্ণ-হৃদয়াসব,
তুমি রাধে কলাবতী ধনী ॥ ৭ ॥
পরিহাসে রাধিকার, কথা নাহি সরে যার,
তুমি কৃষ্ণ নটকুলগুরু ।
কৃষ্ণ-নর্ম-উক্তি শুনি' রোমাঞ্চিত তনুখানি,
তব রাধে রসকল্পতরু ॥ ৮ ॥
অপ্রাকৃত গুণমণি, বিনির্মিত-গিরিশ্রেণী,
তুমি কৃষ্ণ সর্বগুণময় ।
উমাদি রমণীজন, বাঞ্ছনীয় গুণগণ,
রাধে তব স্বাভাবিক হয় ॥ ৯ ॥

আমি অতি মন্দমতি, করিহে কাকুতি নতি,
নিষ্কপটে এ প্রার্থনা করি।
বৃন্দাবন-অধীশ্বর, তুমি কৃষ্ণ প্রাণেশ্বর,
তুমি রাধে ব্রজবনেশ্বরী ॥ ১০ ॥
তোমাদের কৃপা পাই, এরূপ যোগ্যতা নাই,
যদিও আমার ব্রজবনে।
দুঁহে মহাকৃপাময়, জানি' কৈনু পদাশ্রয়,
কৃপা কর, এ অধম জনে ॥ ১১ ॥
কেবল অযোগ্য নহি, অপরাধী আমি হই,
তথাপি করহ কৃপা দান।
লোকে কৃপাবিষ্ট জন, ক্ষমে অপরাধগণ,
তুমি দুঁহে মহা কৃপাবান্ ॥ ১২ ॥
কৃপাহেতু ভক্তিসার, লেশাভাস নাহি তার,
কৃপা-অধিকারী নহি আমি।
দুঁহে মহালীলেশ্বর, হঞা সেই লীলাপর,
কৃপা কর ব্রজজন-স্বামি ॥ ১৩ ॥
সুদুষ্ট অভক্ত জনে, শিবাদি দেবতাগণে,
প্রসন্ন হইল কৃপা করি'।
মহালীল সবেশ্বর, দুঁহ মম প্রাণেশ্বর,
দয়া কর দোষ পরিহরি' ॥ ১৪ ॥
অধমে উত্তম মানি, মূঢ়, বিজ্ঞ, অভিমানী,
দুষ্ট হঞা শিষ্ট-অভিমান।
এই দোষে দোষী হঞা, গেল চিরদিন বঞা,
না করিনু ভজন বিধান ॥ ১৫ ॥

তথাপি এ দীন জনে, যদি নাম-উচ্চারণে,
নামাভাস করিল জীবনে।
সর্বেদোষ নিবারণ, দুঁহ নাম-সংজল্পন,
প্রসাদে প্রসীদ দুই জনে ॥ ১৬ ॥
ভক্তি-লবমাত্রে ক্ষয়, সর্ব অপরাধ হয়,
ক্ষমাশীল দুঁহের কৃপায়।
এই আশা মনে ধরি, চরণে প্রার্থনা করি,
শোধ দোষ ক্ষমিয়া আমায় ॥ ১৭ ॥
সাধন-সম্পত্তিহীন, ওহে এই জীব দীন,
অতিকষ্টে ধৃষ্টতার ছার।
দুঁহ পাদ-নিপতিত, প্রার্থনা করয়ে হিত,
প্রসন্নতা হউক দোঁহার ॥ ১৮ ॥
দন্তে তৃণ ধরি' হায়, কাঁদিতেছে উভরায়,
এই পাপী কম্পিত-শরীর।
হা নাথ হা নাথ বলি', হ'য়ে আজ কৃতাঞ্জলি,
প্রসাদ অর্পিয়া কর স্থির ॥ ১৯ ॥
এ দুর্ভাগা হা হা স্বরে, প্রসাদ প্রার্থনা করে,
অনুতাপে গড়াগড়ি যায়।
হে রাধে! হে কৃষ্ণচন্দ্র! শুন মম কাকুবাদ,
তুঁহু কৃপা বিনা প্রাণ যায় ॥ ২০ ॥
ফুৎকার করিয়া কাঁদে, আহা আহা কাকুনাদে,
বলে, হও প্রসন্ন আমায়।
এই ত' অযোগ্য জনে, কৃপা কর নিজ-গুণে,
করুণাসাগর রাখ পায় ॥ ২১ ॥

মুখেতে অঙ্গুষ্ঠ দিয়া, উচ্চৈঃস্বরে আর্ত হঞা,
কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, নাথ।
করুণা-কণিকা দানে, রক্ষা কর মোর প্রাণে,
কর এই দীনে আত্মসাথ ॥ ২২ ॥
এই তব মূঢ় জন দীনবাক্যে সক্রন্দন,
প্রার্থনা করয়ে দৃঢ় মনে।
হে করুণা-সুনিধান, অনুগতি কর দান,
করুণোর্মিচ্ছটা ব্রজবনে ॥ ২৩ ॥
ভাব চিত্তসুখকর, যত আছে সুমধুর,
প্রকটাপ্রকট-লীলাস্থলে।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমসার, সকলের সারাৎসার,
সেই ভাব যেই কৃপাবলে ॥ ২৪ ॥
যদি এ দাসীর প্রতি, প্রসন্ন করুণামতি,
দুঁহু পদসেবা কর দান।
আর কিছু নাহি চাই, যুগল-চরণ-পাই,
শীতল হউক মোর প্রাণ ॥ ২৫ ॥
অনাথ-বৎসল তুমি, অধম অনাথ আমি,
তদীয় সাক্ষাৎ দাস্য মাগি।
এ প্রসাদ কর দান, রাখ অনাথের প্রাণ,
ছাড়ি' সব তব দাস্য মাগি ॥ ২৬ ॥
শিরেতে অঞ্জলি ধরি', ও পদে বিজ্ঞপ্তি করি,
আমার অভীষ্ট নিবেদন।
একবার দাস্য দিয়া, শীতল কর হে হিয়া,
তবে মানি সার্থক জীবন ॥ ২৭ ॥

কবে দুঁহে এই বনে, বিলোকিব সম্মিলনে,
অমূল্যাঙ্গ-পরিমল-ঘ্রাণ।
আমার নাসিকা-দ্বারে, প্রবেশিয়া চিত্তপুরে,
অচৈতন্য করিবে বিধান ॥ ২৮ ॥
দুঁহার নূপুর-ধ্বনি, হংস-কণ্ঠস্বর জিনি,
মধুর মধুর মম কাণে।
প্রবেশিয়া কোন ক্ষণে, মম চিত্ত-সুরঞ্জনে,
মাতাইবে সেবারস পানে ॥ ২৯ ॥
চক্রাদি সৌভাগ্যাস্পদ, বিলক্ষিত দুঁহু পদ,
চিহ্ন এই বৃন্দাবন বনে।
দেখিয়া এ দাসী কবে, ভাবিবে আনন্দোৎসবে,
দুঁহু কৃপা পেয়ে সংগোপনে ॥ ৩০ ॥
সকল সৌন্দর্যাস্পদ, নীরাজিত দুঁহু পদ,
হে রাধে! হে নন্দের নন্দন!
মমাক্ষি-গোচরে কবে, সর্বাদ্ভুত মহোৎসবে,
করিবে আনন্দ বিতরণ ॥ ৩১ ॥
প্রাচীনাশা, ফলপূর্তি, তুঁহু পদাম্বুজ-স্ফূর্তি,
সেই দুঁহুজন-দরশন।
এ জন্মে কি হবে মম, এ উৎকণ্ঠা সুবিষম,
বিচলিত করে মম মন ॥ ৩২ ॥
কবে আমি বৃন্দাবন- কুঞ্জান্তরে দরশন,
করিব সুন্দর দুঁহু জনে।
সুরত-লীলায় রত, আমা হইতে অদূরত,
প্রেমে মগ্ন হ'ব দরশনে ॥ ৩৩ ॥

ঘটনাবশতঃ কবে, দুঁহু যোগ অসম্ভবে,
পরস্পর সন্দেশ আনিয়া ।
বাড়াইব দুঁহু সুখ, যাবে তবে মনোদুঃখ,
বেড়াইব আনন্দে মাতিয়া ॥ ৩৪ ॥
কবে এই বৃন্দাবনে, দুঁহু দুঁহা অদর্শনে,
ফিরে যা'ব দুঁহে অন্বেষিয়া ।
সম্মিলন করাইব, হার-পদকাদি পা'ব,
পরিতুষ্ট দুঁহারে করিয়া ॥ ৩৫ ॥
দুঁহে হার ধরি' পণে, দ্যূতক্রীড়া-সমাপনে,
আমি জয়ী আমি জয়ী বলি' ।
করিবে কলহ তবে, হার-সংগ্রহেতে কবে,
আমি তাহা দেখিব সকলি ॥ ৩৬ ॥
আহা কবে দুই জনে, কুঞ্জমাঝে সুশয়নে,
কুসুম-শয্যায় বিরামিবে ।
সে সময়ে দুঁহুপদ- সম্বাহন সুসম্পদ,
এ দাসীর সৌভাগ্য মিলিবে ॥ ৩৭ ॥
কন্দর্প-কলহোদ্‌গারে, ছিঁড়িবে কণ্ঠের হারে,
লতা গৃহে পড়িবে খসিয়া ।
সে হার গাঁথিতে কবে, এ দাসী নিযুক্ত হ'বে,
দুঁহুকৃপা-আজ্ঞা শিরে পাঞা ॥ ৩৮ ॥
কেলিকল্লোলের জবে, দুঁহু-কেশ স্রস্ত হ'বে,
দুজনার ইঙ্গিত পাইয়া ।
শিখিপিঞ্ছ করে ধরি', কুন্তল মণ্ডিত করি',
আমি র'ব আনন্দে ডুবিয়া ॥ ৩৯ ॥

কন্দর্প-ক্রীড়ায় যবে, দুঁহ স্রক্ স্রস্ত হ'বে,
তবে আমি দুঁহু আজ্ঞা পাঞা ।
উভয় ললাট মাঝে, করিব তিলক-সাজে,
মত্ত হ'ব সে শোভা দেখিয়া ॥ ৪০ ॥
কৃষ্ণ! তব বক্ষে আমি, বনমালা দিয়া স্বামি!
রাধে, তব নয়নে কজ্জল ।
কুঞ্জমাঝে কোন দিন, পাব সুখ সমীচীন,
প্রেমে চিত্ত হ'বে টলমল ॥ ৪১ ॥
কবে জাম্বুনদ-বর্ণ, লইয়া তাম্বূলীপর্ণ,
শিরাশূন্য কর্পূরাদি-চুত ।
বীটিকা নির্মাণ করি, দুঁহু মুখে দিব ধরি,
প্রেমে চিত্ত হ'বে পরিপ্লুত ॥ ৪২ ॥
কোথা এ দুরাশা মোর, কোথা এ দুষ্কর্ম ঘোর,
এ প্রার্থনা যদি বল কেন ।
হে রাধে! হে ঘনশ্যাম! দুঁহুজন-গুণগ্রাম
মাধুরী বলায় মোরে হেন ॥ ৪৩ ॥
দুঁহার যে কৃপাগুণে পাইনু ধাম বৃন্দাবনে,
সেই কৃপা অভীষ্ট-পূরণ ।
করুন আমায় নাথ! পাঞা তুঁহু সখী-সাথ
কুঞ্জসেবা পাই অনুক্ষণ ॥ ৪৪ ॥
ওহে রাধে! ওহে কৃষ্ণ! সেই ব্রজরসতৃষ্ণ,
কার্পণ্য-পঞ্জিকা-কথা-ছলে ।
জল্পনা করয়ে সদা, তার বাঞ্ছা পূর্তি তদা,
করুন দুঁহু কৃপা বলে ॥ ৪৫ ॥

শ্রীরূপ-মঞ্জরীপদ, শিরে ধরি' সুসম্পদ,
কমল মঞ্জরী করে আশা ।
শ্রীগোদ্রুম-ব্রজবনে, দুঁহুলীলা-সন্দর্শনে,
পূর্ণ হউ রসের পিপাসা ॥ ৪৬ ॥

ইতি কার্পণ্য পঞ্জিকা সমাপ্ত।

শোকশাতন—শ্রীগৌরাঙ্গলীলা চরিত্র

প্রদোষ-সময়ে, শ্রীবাস-অঙ্গনে,
সঙ্গোপনে গোরামণি ।
শ্রীহরিকীর্তনে, নাচে নানা রঙ্গে,
উঠিল মঙ্গলধ্বনি ॥ ১ ॥
মৃদঙ্গ মাদল, বাজে করতাল,
মাঝে মাঝে জয়তুর ।
প্রভুর নটন, দেখি' সকলের,
হইল সন্তাপ দূর ॥ ২ ॥
অখণ্ড প্রেমেতে, মাতল তখন,
সকল ভকতগণ ।
আপনা পাসরি', গোরাচাঁদে ঘেরি'
নাচে গায় অনুক্ষণ ॥ ৩ ॥
এমত সময়ে, দৈব ব্যাধিযোগে,
শ্রীবাসের অন্তঃপুরে ।
তনয়-বিয়োগে, নারীগণ শোকে,
প্রকাশল উচ্চৈঃস্বরে ॥ ৪ ॥

ক্রন্দন উঠিলে, হ'বে রসভঙ্গ,
ভকতিবিনোদ ডরে ।
শ্রীবাস অমনি, বুঝিল কারণ,
পশিল আপন ঘরে ॥ ৫ ॥

[২]

প্রবেশিয়া অন্তঃপুরে, নারীগণ শান্ত করে,
শ্রীবাস অমিয় উপদেশে ।
শুন পাগলিনীগণ, শোক কর অকারণ,
কিবা দুঃখ থাকে কৃষ্ণাবেশে ॥ ১ ॥
কৃষ্ণ নিত্য সুত যার, শোক কভু নাহি তার,
অনিত্য আসক্তি সর্বনাশ ।
আসিয়াছ এ সংসারে, কৃষ্ণ ভজিবার তরে,
নিত্য তত্ত্বে করহ বিলাস ॥ ২ ॥
এ দেহে যাবৎ স্থিতি, কর কৃষ্ণচন্দ্রে রতি,
কৃষ্ণে জান ধন, জন, প্রাণ ।
এ দেহে অনুগ যত, ভাই-বন্ধু-পতি-সুত,
অনিত্য সম্বন্ধ বলি' মান ॥ ৩ ॥
কেবা কার পতি-সুত, অনিত্য-সম্বন্ধ-কৃত,
চাহিলে রাখিতে নারে তারে ।
করম-বিপাক-ফলে, সুত হ'য়ে বসে কোলে,
কর্মক্ষয়ে আর রৈতে নারে ॥ ৪ ॥
ইথে সুখ-দুঃখ মানি', অধোগতি লভে প্রাণী,
কৃষ্ণপদ হৈতে পড়ে দূরে ।
শোক সম্বরিয়া এবে, নামানন্দে মজ সবে,
ভকতিবিনোদ বাঞ্ছা পূরে ॥ ৫ ॥

[৩]

ধন, জন, দেহ, গেহ কৃষ্ণে সমর্পণ—
করিয়াছ শুদ্ধ চিত্তে করহ স্মরণ ॥ ১ ॥
তবে কেন মম সুত বলি' কর দুঃখ ।
কৃষ্ণ নিল নিজ-জন তাহে তার সুখ ॥ ২ ॥
কৃষ্ণ-ইচ্ছা-মতে সব ঘটয় ঘটনা ।
তাহে সুখ-দুঃখ জ্ঞান অবিদ্যা-কল্পনা ॥ ৩ ॥
যাহা ইচ্ছা করে কৃষ্ণ তাই জান ভাল ।
ত্যজিয়া আপন ইচ্ছা ঘুচাও জঞ্জাল ॥ ৪ ॥
দেয় কৃষ্ণ, নেয় কৃষ্ণ, পালে কৃষ্ণ সবে ।
রাখে কৃষ্ণ, মারে কৃষ্ণ, ইচ্ছা করে যবে ॥ ৫ ॥
কৃষ্ণ-ইচ্ছা বিপরীত যে করে বাসনা ।
তার ইচ্ছা নাহি ফলে সে পায় যাতনা ॥ ৬ ॥
ত্যজিয়া সকল শোক শুন কৃষ্ণনাম ।
পরম আনন্দ পা'বে পূর্ণ হ'বে কাম ॥ ৭ ॥
ভকতিবিনোদ মাগে শ্রীবাস-চরণে ।
আত্মনিবেদন-শক্তি জীবনে-মরণে ॥ ৮ ॥

[৪]

সবু মেলি' বালক-ভাগ বিচারি' ।
ছোড়বি মোহ শোক চিত্তবিকারী ॥ ১ ॥
চৌদ্দ-ভুবন পতি—নন্দকুমারা ।
শচীনন্দন ভেল নদীয়া-অবতারা ॥ ২ ॥

সোহি গোকুলচাঁদ অঙ্গনে মোর ।
নাচই ভক্ত-সহ আনন্দ বিভোর ॥ ৩ ॥
শুনত নামগান বালক মোর ।
ছোড়ল দেহ হরি প্রীতি-বিভোর ॥ ৪ ॥
ঐছন ভাগ যব ভই হামারা ।
তবহুঁ হউ ভব-সাগর-পারা ॥ ৫ ॥
তুহুঁ সবু বিছরি এহি বিচারা ।
কাঁহে করবি শোক চিত্তবিকারা ॥ ৬ ॥
স্থির নহি হওবি যদি উপদেশে ।
বঞ্চিত হওবি রসে অবশেষে ॥ ৭ ॥
পশিবুঁ হাম সুর-তটিনী মাহে ।
ভক্তিবিনোদ প্রমাদ দেখে তাহে ॥ ৮ ॥

[৫]

শ্রীবাস বচন, শ্রবণ করিয়া,
সাধ্বী পতিব্রতাগণ ।
শোক পরিহরি', মৃত শিশু রাখি',
হরি-রসে দিল মন ॥ ১ ॥
শ্রীবাস তখন, আনন্দে মাতিয়া,
অঙ্গনে আইল পুনঃ ।
নাচে গোরা-সনে, সকল পাসরি',
গায় নন্দসুত-গুণ ॥ ২ ॥
চারি দণ্ড রাত্রে, মরিল কুমার,
অঙ্গনে কেহ না জানে ।

শ্রীনাম-মঙ্গলে, তৃতীয় প্রহর,
রজনী অতীত গানে ॥ ৩ ॥
কীর্তন ভাঙ্গিলে, কহে গৌরহরি,
আজি কেন পাই দুঃখ ।
বুঝি, এই গৃহে, কিছু অমঙ্গল,
ঘটিয়া হরিল সুখ ॥ ৪ ॥
তবে ভক্তজন, নিবেদন করে,
শ্রীবাস-শিশুর কথা ।
শুনি গোরা রায়, বলে, হায় হায়,
মরমে পাইনু ব্যথা ॥ ৫ ॥
কেন না কহিলে, আমারে তখন,
বিপদ্-সংবাদ সবে ।
ভকতিবিনোদ, ভকত-বৎসল
স্নেহেতে মজিল তবে ॥ ৬ ॥

[৬]

প্রভুর বচন, তখন শুনিয়া,
শ্রীবাস লোটাএগ ভূমি ।
বলে, শুন নাথ! তব রসভঙ্গ,
সহিতে না পারি আমি ॥ ১ ॥
একটি তনয়, মরিয়াছে নাথ,
তাহে মোর কিবা দুঃখ ।
যদি সব মরে, তোমারে হেরিয়া,
তবু ত' পাইব সুখ ॥ ২ ॥

তব নৃত্যভঙ্গ, হইলে আমার,
মরণ হইত হরি ।
তাই কুসংবাদ, না দিল তোমারে,
বিপদ্ আশঙ্কা করি' ॥ ৩ ॥
এবে আজ্ঞা দেহ, মৃত সুত ল'য়ে,
সৎকার করুন সবে ।
এতেক শুনিয়া, গোরা দ্বিজমণি,
কাঁদিতে লাগিল তবে ॥ ৪ ॥
কেমনে এ সবে, ছাড়িয়া যাইব,
পরাণ বিকল হয় ।
সে কথা শুনিয়া ভকতিবিনোদ,
মনেতে পাইল ভয় ॥ ৫ ॥

[৭]

গোরাচাঁদের আজ্ঞা পেয়ে গৃহবাসিগণ ।
মৃত সুতে অঙ্গনেতে আনে ততক্ষণ ॥ ১ ॥
কলিমলহারী গোরা জিজ্ঞাসে তখন ।
শ্রীবাসে ছাড়িয়া, শিশু, যাও কি কারণ? ২ ॥
মৃত শিশুমুখে জীব করে নিবেদন ।
"লোক-শিক্ষা লাগি" প্রভু তব আচরণ ॥ ৩ ॥
তুমি ত' পরম তত্ত্ব অনন্ত অদ্বয় ।
পরা শক্তি তোমার অভিন্ন তত্ত্ব হয় ॥ ৪ ॥
সেই পরা শক্তি ত্রিধা হইয়া প্রকাশ ।
তব ইচ্ছামত করায় তোমার বিলাস ॥ ৫ ॥

চিচ্ছক্তি-স্বরূপে নিত্যলীলা প্রকাশিয়া ।
তোমারে আনন্দ দেন হ্লাদিনী হইয়া ॥ ৬ ॥
জীবশক্তি হঞা তব চিৎকিরণচয়ে ।
তটস্থ-স্বভাবে জীবগণে প্রকটয়ে ॥ ৭ ॥
মায়াশক্তি হঞা করে প্রপঞ্চ-সৃজন ।
বহির্মুখ জীবে তাহে করয় বন্ধন ॥ ৮ ॥
ভকতিবিনোদ বলে অপরাধফলে ।
বহির্মুখ হ'য়ে আছি প্রপঞ্চ-কবলে ॥ ৯ ॥

[৮]

"পূর্ণচিদানন্দ তুমি, তোমার চিৎকণ আমি,
স্বভাবতঃ আমি তুঁয়া দাস ।
পরম স্বতন্ত্র তুমি, তুয়া পরতন্ত্র আমি,
তুয়া পদ ছাড়ি' সর্বনাশ ॥ ১ ॥
স্বতন্ত্র হ'য়ে যখন, মায়া প্রতি কৈনু মন,
স্ব-স্বভাব ছাড়িল আমায় ।
প্রপঞ্চে মায়ার বন্ধে, পড়িনু কর্মের ধন্ধে,
কর্মচক্রে আমারে ফেলায় ॥ ২ ॥
মায়া তব ইচ্ছামতে, বাঁধে মোরে এ জগতে,
অদৃষ্ট নির্বন্ধ লৌহ-করে ।
সেই ত' নির্বন্ধ মোরে, আনে শ্রীবাসের ঘরে,
পুত্ররূপে মালিনী-জঠরে ॥ ৩ ॥
সে নির্বন্ধ পুনরায়, মোরে এবে ল'য়ে যায়,
আমি ত' থাকিতে নারি আর ।

তব ইচ্ছা সুপ্রবল, মোর ইচ্ছা সুদুর্বল,
আমি জীব অকিঞ্চন ছার ॥ ৪ ॥
যথায় পাঠাও তুমি, অবশ্য যাইব আমি,
কার কেবা পুত্র-পতি-পিতা ।
জড়ের সম্বন্ধ সব, তাহা নাহি সত্য লব,
তুমি জীবের নিত্য পালয়িতা ॥ ৫ ॥
সংযোগ-বিয়োগে যিনি, সুখ-দুঃখ মনে গণি,
তব পদে ছাড়েন আশ্রয় ।
মায়ার গর্দভ হ'য়ে, মজেন সংসার ল'য়ে,
ভক্তিবিনোদের সেই ভয়" ॥ ৬ ॥

[৯]

"বাঁধিল মায়া, যেদিন হ'তে,
অবিদ্যা-মোহ-ডোরে ।
অনেক জন্ম, লভিনু আমি,
ফিরিনু মায়া-ঘোরে ॥ ১ ॥
দেব-দানব, মানব-পশু,
পতঙ্গ-কীট হয়ে ।
স্বর্গে নরকে, ভূতলে ফিরি,
অনিত্য আশা ল'য়ে ॥ ২ ॥
না জানি কিবা, সুকৃতি-বলে,
শ্রীবাস-সুত হৈনু ।
নদীয়া ধামে, চরণ তব,
দরশ পরশ কৈনু ॥ ৩ ॥

সকল বারে, মরণ কালে,
অনেক দুঃখ পাই ।
তুয়া প্রসঙ্গে, পরম সুখে,
এবার চ'লে যাই ॥ ৪ ॥
ইচ্ছায় তোর, জনম যদি,
আবার হয়, হরি!
চরণে তব, প্রেম ভকতি,
থাকে, মিনতি করি' ॥" ৫ ॥
যখন শিশু, নীরব ভেল,
দেখিয়া প্রভুর লীলা ।
শ্রীবাস-গোষ্ঠী, ত্যজিয়া শোক,
আনন্দ-মগন ভেল ॥ ৬ ॥
গৌর-চরিত, অমৃতধারা,
করিতে করিতে পান ।
ভক্তিবিনোদ, শ্রীবাসে মাগে,
যায় যেন মোর প্রাণ ॥ ৭ ॥

[১০]

শ্রীবাসে কহেন প্রভু, তুঁহু মোর দাস ।
তুয়াপ্রীতে বাঁধা আমি জগতে প্রকাশ ॥ ১ ॥
ভক্তগণ-সেনাপতি শ্রীবাস পণ্ডিত ।
জগতে ঘুষুক আজি তোমার চরিত ॥ ২ ॥
প্রপঞ্চ-কারা-রক্ষিণী মায়ার বন্ধন ।
তোমার নাহিক কভু, দেখুক জগজ্জন ॥ ৩ ॥

ধন, জন, দেহ, গেহ আমারে অর্পিয়া ।
আমার সেবার সুখে আছ সুখী হঞা ॥ ৪ ॥
মম লীলাপুষ্টি লাগি' তোমার সংসার ।
শিখুক গৃহস্থ জন তোমার আচার ॥ ৫ ॥
তব প্রেমে বদ্ধ আছি আমি, নিত্যানন্দ ।
আমা দুঁহে সুত জানি' ভুঞ্জহ আনন্দ ॥ ৬ ॥
নিত্যতত্ত্ব সুত যার অনিত্য তনয়ে ।
আসক্তি না করে সেই সৃজনে প্রলয়ে ॥ ৭ ॥
ভক্তিতে তোমার ঋণী আমি চিরদিন ।
তব সাধুভাবে তুমি ক্ষম মোর ঋণ ॥ ৮ ॥
শ্রীবাসের পায় ভক্তিবিনোদ কুজন ।
কাকুতি করিয়া মাগে গৌরাঙ্গ-চরণ ॥ ৯ ॥

[১১]

শ্রীবাসের প্রতি, চৈতন্য-প্রসাদ,
দেখিয়া সকল জন ।
জয় শ্রীচৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ,
বলি' নাচে ঘন ঘন ॥ ১ ॥
শ্রীবাস-মন্দিরে, কি ভাব উঠিল,
তাহা কি বর্ণন হয় ।
ভাবযুদ্ধ সনে, আনন্দ-ক্রন্দন,
উঠে কৃষ্ণ প্রেমময় ॥ ২ ॥
চারি ভাই পড়ি' প্রভুর চরণে,
প্রেম-গদগদ স্বরে ।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া, কাকুতি করিয়া,
গড়ি' যায় প্রেমভরে ॥ ৩ ॥
ওহে প্রাণেশ্বর, এ হেন বিপদ,
প্রতিদিন যেন হয় ।
যাহাতে তোমার, চরণ-যুগলে,
আসক্তি বাড়িতে রয় ॥ ৪ ॥
বিপদ-সম্পদে, সেই দিন ভাল,
যে দিন তোমারে স্মরি ।
তোমার স্মরণ, রহিত যে দিন,
সে দিন বিপদ হরি ॥ ৫ ॥
শ্রীবাস-গোষ্ঠীর, চরণে পড়িয়া,
ভকতিবিনোদ ভণে ।
তোমাদের গোরা, কৃপা বিতরিয়া,
দেখাও দুর্গত জনে ॥ ৬ ॥

[১২]

মৃত শিশু ল'য়ে তবে ভকতবৎসল ।
ভকত-সঙ্গেতে গায় শ্রীনাম-মঙ্গল ॥ ১ ॥
গাইতে গাইতে গেলা জাহ্নবীর তীরে ।
বালকে সৎকার কৈল জাহ্নবীর নীরে ॥ ২ ॥
জাহ্নবী বলেন, মম সৌভাগ্য অপার ।
সফল হইল ব্রত ছিল যে আমার ॥ ৩ ॥
মৃত শিশু দেন গোরা জাহ্নবীর জলে ।
উথলি জাহ্নবী দেবী শিশু লয় কোলে ॥ ৪ ॥

উথলিয়া স্পর্শে গোরা-চরণকমল ।
শিশু-কোলে প্রেমে দেবী হয় টলমল ॥ ৫ ॥
জাহ্নবীর ভাব দেখি' যত ভক্তগণ ।
শ্রীনাম-মঙ্গলধ্বনি করে অনুক্ষণ ॥ ৬ ॥
স্বর্গ হৈতে দেবে করে পুষ্প বরিষণ ।
বিমান সঙ্কুল তবে ছাইল গগন ॥ ৭ ॥
এইরূপে নানা ভাবে হইয়া মগন ।
সৎকার করিয়া স্নান কৈল সর্বজন ॥ ৮ ॥
পরম আনন্দে সবে গেল নিজ-ঘরে ।
ভকতিবিনোদ মজে গোরা ভাবভরে ॥ ৯ ॥

(শ্রোতৃগণের প্রতি নিবেদন)

নদীয়া নগরে গোরা চরিত অমৃত ।
পিয়া শোক ভয় ছাড়, স্থির কর চিত ॥ ১ ॥
অনিত্য সংসার ভাই কৃষ্ণমাত্র সার ।
গোরা-শিক্ষা মতে কৃষ্ণ ভজ অনিবার ॥ ২ ॥
গোরার চরণ ধরি সেই ভাগ্যবান ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ ভজে সেই মোর প্রাণ ॥ ৩ ॥
রাধাকৃষ্ণ গোরাচাঁদ ন'দে বৃন্দাবন ।
এইমাত্র কর সার পা'বে নিত্য ধন ॥ ৪ ॥
বিদ্যাবুদ্ধিহীন দীন অকিঞ্চন ছার ।
কর্মজ্ঞানশূন্য আমি শূন্য-সদাচার ॥ ৫ ॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণব মোরে দিলেন উপাধি ।
ভক্তিহীনে উপাধি হইল এবে ব্যাধি ॥ ৬ ॥

যতন করিয়া সেই ব্যাধি নিবারণে ।
শরণ লইনু আমি বৈষ্ণব চরণে ॥ ৭ ॥
বৈষ্ণবের পদরজ মস্তকে ধরিয়া ।
এ শোকশাতন গায় ভক্তিবিনোদিয়া ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীগৌরাঙ্গচরিতে শোকশাতন-পালা সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীরূপানুগ-ভজন-দর্পণ [১]

শ্রীগুরু-শ্রীগৌরচন্দ্র, বৃন্দাবনে যুবদ্বন্দ্ব,
ব্রজবাসী জন-শ্রীচরণ ।
বন্দিয়া প্রফুল্ল মনে, এ ভক্তিবিনোদ ভণে,
রূপানুগ-ভজন-দর্পণ ॥ ১ ॥
বহুজন্ম-ভাগ্যবশে, চিন্ময় মধুর রসে,
স্পৃহা জন্মে জীবের হিয়ায় ।
সেই স্পৃহা লোভ হঞা, ব্রজধামে জীব লঞা,
রূপানুগ-ভজনে মাতায় ॥ ২ ॥
ভজন-প্রকার যত, সকলের সার মত,
শিখাইল শ্রীরূপ গোসাঞি ।
সে ভজন না জানিয়া, কৃষ্ণ ভজিবারে গিয়া,
তুচ্ছ কাজে জীবন কাটাই ॥ ৩ ॥
বুঝিবারে সে ভজন, বহু যত্নে অকিঞ্চন,
বিরচিল ভজন-দর্পণ ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা, করিতে উৎসুক যেবা,
সুখে তেঁহ করুন শ্রবণ ॥ ৪ ॥

লোভেতে জনম পাই, অতি শীঘ্র বাড়ি' যাই,
শ্রদ্ধা রতি, তবে হয় প্রীতি ।
সহজ ভজন রতি, নাহি চায় শিক্ষা-মতি,
তবু শিক্ষা প্রাথমিক-রীতি ॥ ৫ ॥
পুত্রস্নেহ জননীর, সহজ হৃদয়ে স্থির,
দূষিত হৃদয়ে শিক্ষা চাই ।
কৃষ্ণপ্রেম সেইরূপ, নিত্যসিদ্ধ অপরূপ,
বদ্ধজীবে অপ্রকট ভাই ॥ ৬ ॥
সেই ত' সহজ রতি, পাইয়াছে অপগতি,
শিক্ষানুশীলন যদি পায় ।
সে রতি জাগিয়া উঠে, জীবের বন্ধন ছুটে,
ব্রজানন্দ তাহারে নাচায় ॥ ৭ ॥

[২]

যোগ-যাগ ছার, শ্রদ্ধা সকলের সার,
সেই শ্রদ্ধা হৃদয়ে যাহার ।
উদিয়াছে এক বিন্দু, ক্রমে ভক্তিরস-সিন্ধু
লাভে তার হয় অধিকার ॥ ১ ॥
জ্ঞান-কর্ম, দেব-দেবী, বহু যতনেতে সেবি',
প্রাপ্তফলে হেলে তুচ্ছ জ্ঞান ।
সাধুজন-সঙ্গাবেশে, কৃষ্ণকথার শেষে,
বিশ্বাস ত' হয় বলবান্ ॥
সেইত' বিশ্বাসে ভাই, শ্রদ্ধা বলি' সদা গাই,
ভক্তিলতা বীজ বলি তারে ।

কর্মী, জ্ঞানী জনে যারে, শ্রদ্ধা বলে বারে বারে,
সেই বৃত্তি শ্রদ্ধা হইতে নারে ॥ ২ ॥
নামের বিবাদ মাত্র, শুনিয়া ত' জ্বলে গাত্র'
লৌহে যদি বলহ কাঞ্চন ।
তবু লৌহ লৌহ রয়, কাঞ্চন ত' কভু নয়,
মণি স্পর্শে নহে যতক্ষণ ॥
কৃষ্ণভক্তি চিন্তামণি, তাঁর স্পর্শে লৌহখনি,
কর্মজ্ঞানগত শ্রদ্ধা-ভাব ।
হঞা যায় হেমভার, ছাড়িয়া ত' কুবিকার,
সে কেবল মণির প্রভাব ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণভক্তি ঃ—

ছাড়ি' অন্য অভিলাষ, জ্ঞান-কর্ম-সহবাস,
আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন ।
শুদ্ধভক্তি বলি তারে, ভক্তি-শাস্ত্র সুবিচারে,
শ্রীরূপের সিদ্ধান্ত-বচন ॥
শ্রবণ, কীর্তন, স্মৃতি, সেবার্চন, দাস্য, নতি,
সখ্য, আত্ম-নিবেদন হয় ।
সাধন-ভক্তির-অঙ্গ, সাধকের যাহে রঙ্গ,
সদা সাধুজন-সঙ্গময় ॥
সাধন-ভক্তির বলে, ভাবরূপা ভক্তি ফলে,
তাহা পুনঃ প্রেমরূপ পায় ।
প্রেমে জীব কৃষ্ণ ভজে, কৃষ্ণভক্তিরসে মজে,
সেই রস শ্রীরূপ শিখায় ॥ ৪ ॥

শ্রদ্ধা দ্বিবিধ, অতএব সাধন-ভক্তিও দ্বিবিধ ঃ—

শ্রদ্ধাদেবী নাম যার, দুইটি স্বভাব তার,
বিধিমূল-রুচিমূল ভেদে ।
শাস্ত্রের শাসনে যবে, শ্রদ্ধার উদয় হ'বে,
বৈধী শ্রদ্ধা তারে বলে বেদে ॥
ব্রজবাসী সেবে কৃষ্ণে, সেই শুদ্ধসেবা দৃষ্টে,
যবে হয় শ্রদ্ধার উদয় ।
লোভময়ী শ্রদ্ধা সতী, রাগানুগা শুদ্ধা মতি,
বহু ভাগ্যে সাধক লভয় ॥
শ্রদ্ধাভেদে ভক্তিভেদ, গাইতেছে চতুর্বেদ,
বৈধী রাগানুগা ভক্তিদ্বয় ।
সাধন-সময়ে যৈছে, সিদ্ধিকালে প্রাপ্তি তৈছে,
এইরূপ ভক্তিশাস্ত্রে কয় ॥
বৈধী ভক্তি ধীর গতি, রাগানুগা তীব্র অতি,
অতি শীঘ্র রসাবস্থা পায় ।
রাগবর্ত্ম-সুসাধনে, রুচি হয় যার মনে,
রূপানুগ হৈতে সেই ধায় ॥ ৫ ॥

প্রাকৃতাপ্রাকৃত রসতত্ত্ব-জ্ঞানের আবশ্যকতা ঃ—

রূপানুগ তত্ত্বসার, বুঝিতে আকাঙ্ক্ষা যাঁর,
রসজ্ঞান তাঁর প্রয়োজন ।
চিন্ময় আনন্দ রস, সর্বতত্ত্ব যাঁর বশ,
অখণ্ড পরম তত্ত্বধন ॥

যাঁর ভাণে জ্ঞানী জন, ব্রহ্মলয়-অন্বেষণ,
করে নাহি বুঝি' বেদ-মর্ম্ম ।
যাঁর ছায়ামাত্র বরে, যোগী জন যোগ করে,
যার ছলে কর্ম্মী করে কর্ম্ম ॥
বিভাবানুভাব আর, সাত্ত্বিক সঞ্চারী চার,
স্থায়ী ভাবে মিলন সুন্দর ।
স্থায়ী ভাবে রস হয়, নিত্য চিদানন্দময়,
পরম আস্বাদ্য নিরন্তর ॥
যে রস প্রপঞ্চগত, জড় কাব্যে প্রকাশিত,
পরম রসের অসম্মূর্তি ।
অসম্মূর্তি নিত্য নয়, আদর্শের ছায়া হয়,
যেন মরীচিকা জল-স্ফূর্তি ॥ ৬ ॥

স্থায়ী-ভাবই রসের মূল ঃ—

রসের আধার যিনি, তাঁর চিত্ত রস-খনি,
সেই চিত্তের অবস্থা বিশেষে ।
শ্রদ্ধা-নিষ্ঠা-রুচ্যাসক্তি, ক্রমে হয় ভাব-ব্যক্তি,
রতি নামে তাঁহার নির্দ্দেশে ॥
বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ ভাব, সর্বোপরি স্ব-প্রভাব,
প্রকাশিয়া লয় নিজবশে ।
সকলের অধিপতি, হঞা শোভা পায় অতি,
স্থায়ী ভাব নাম পায় রসে ॥
মুখ্য-গৌণ-ভেদে তার, পরিচয় দ্বিপ্রকার,
মুখ্য পঞ্চ, গৌণ সপ্তবিধ ।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, আর বাৎসল্য, মধুর সার,
এই পঞ্চ রতি মুখ্যাভিধ ॥
হাস্যাদ্ভুত, বীর আর করুণ ও রৌদ্রাকর,
ভয়ানক-বীভৎস-বিভেদে ।
রতি সপ্ত গৌণী হয়, সব কৃষ্ণভক্তিময়,
শোভা পায় রসের প্রভেদে ॥ ৭ ॥

মধুর রসই সর্বশ্রেষ্ঠ রস ঃ—

যেই রতি জন্মে যার, সেই মত রস তার,
রস মুখ্য পঞ্চবিধ হয় ।
গৌণ সপ্তরস পুনঃ হয় রতির অনুগুণ,
রতির সম্বন্ধ ভাবাশ্রয় ॥
পঞ্চ মুখ্য মধ্যে ভাই, মধুরের গুণ গাই,
সর্বশ্রেষ্ঠ রসরাজ বলি ।
গুণ অন্য রসে যত, মধুরেতে আছে তত,
আর বহু বলে হয় বলী ॥
গৌণ রস আছে যত, সব সঞ্চারীর মত,
হঞা শৃঙ্গারের পুষ্টি করে ।
শ্রীরূপের অনুগত, ভজনে যে হয় রত,
স্থিতি তার কেবল মধুরে ॥
মধুর উজ্জ্বল রস, সদা শৃঙ্গারের বশ,
ব্রজরাজ-নন্দন-বিষয় ।
ঐশ্বর্য্য সুগুপ্ত তা'তে, মাধুর্য-প্রভাবে মাতে,
তাহার আশ্রয় ভক্তচয় ॥ ৮ ॥

মধুর রতির আবির্ভাব-হেতু ঃ—

মধুরের স্থায়ী ভাব, লভে যাতে আবির্ভাব,
বলি তাহা শুন একমনে ।
অভিযোগ ও বিষয়, সম্বন্ধাভিমানদ্বয়,
তদীয় বিশেষ উপমানে ॥
স্বভাব আশ্রয় করি', চিত্তে রতি অবতরি,
শৃঙ্গার রসের করে পুষ্টি ।
অভিযোগ আদি ছয়, অন্যে রতিহেতু হয়,
ব্রজদেবীর তাহে নাহি দৃষ্টি ॥
স্বতঃসিদ্ধ রতি তাঁরে, সম্বন্ধাদি-সহকারে,
সমর্থা করিয়া রাখে সদা ।
কৃষ্ণসেবা বিনা তাঁর, উদ্যম নাহিক আর,
স্বীয় সুখ-চেষ্টা নাহি কদা ॥
এই রতি প্রৌঢ়া হয়, মহাভাব দশা পায়,
যার তুল্য প্রাপ্তি আর নাই ।
সর্বাদ্ভুত চমৎকার, সম্ভোগেচ্ছা এ প্রকার,
বর্ণিবারে বাক্য নাহি পাই ॥ ৯ ॥

মধুর-রতিরূপ স্থায়ী-ভাবের উন্নতিক্রম ঃ—

রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয় ও রাগাখ্যান,
অনুরাগ, ভাব এই সাত ।
রতি যত গাঢ় হয়, ক্রমে সপ্ত নাম লয়,
স্থায়ী ভাব সদা অবদাত ॥

স্নেহাদি যে ভাব ছয়, প্রেম নামে পরিচয়,
সাধারণ জনের নিকটে ।
যে ভাব কৃষ্ণেতে যাঁর, সেই ভাবে কৃষ্ণ তাঁর,
এ রহস্য রসে নিত্য বটে ॥
ভক্তচিত্ত-সিংহাসন, তা'তে উপবিষ্ট হন,
স্থায়ী ভাব সর্বভাব-রাজ ।
হ্লাদিনী যে পরা শক্তি, তাঁ'র সার শুদ্ধভক্তি,
ভাবরূপে তাঁহার বিরাজ ॥
বিভাবাদি ভাবগণে, নিজায়ত্তে আনয়নে,
করেন যে রসের প্রকাশ ।
রস নিত্যানন্দ-তত্ত্ব, নিত্যসিদ্ধ সারতত্ত্ব,
জীবচিত্তে তাহার বিকাশ ॥ ১০ ॥

বিভাব ঃ—

রত্যাস্বাদ হেতু যত, বিভাব নামেতে খ্যাত,
আলম্বন উদ্দীপন হয় ।
বিষয়-আশ্রয়-গত, আলম্বন দুই মত,
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত সে উভয় ॥
নায়কের শিরোমণি, স্বয়ং কৃষ্ণ গুণমণি,
নিত্য গুণধাম পরাৎপর ।
তাঁ'র ভাবে অনুরক্ত, গুণাঢ্য যতেক ভক্ত,
সিদ্ধ এক, সাধক অপর ॥
ভাব উদ্দীপন করে, উদ্দীপন নাম ধরে,
কৃষ্ণের সম্বন্ধ বস্তু সব ।

স্মিতাস্য সৌরভ-শৃঙ্গ, বংশী কম্বুক্ষেত্রভৃঙ্গ,
পদাঙ্ক নূপুর কলরব ॥
তুলসী ভজন চিন, ভক্ত জনদরশন,
এইরূপ নানা উদ্দীপন ।
ভক্তিরস-আস্বাদনে, এই সব হেতুগণে,
নির্দেশিলা রূপ-সনাতন ॥ ১১ ॥

মধুর-রসে আলম্বনরূপ বিভাব ঃ—

শ্রীনন্দনন্দন ধন, তদীয় বল্লভাগণ,
মধুর রসের আলম্বন ।
গোপাগত রতি যাহাঁ, গোপীচিত্তাশ্রয় তাহাঁ,
কৃষ্ণমাত্র বিষয় তখন ॥
যাহাঁ রতি কৃষ্ণগত, রত্যাশ্রয় কৃষ্ণচিত,
গোপী তাহাঁ রতির বিষয় ।
বিষয় আশ্রয় ধরে', স্থায়ী-ভাব-রতি চরে,
নৈলে রতি উদ্‌গত না হয় ॥
বিভাবেতে আলম্বন, রসে নিত্য প্রয়োজন,
ব্রজে তাই কৃষ্ণ গোপীনাথ ।
মদনমোহন ধন, ব্রজাঙ্গনা গোপীজন,
বল্লভ রসিক রাধানাথ ॥
স্বীয়া পরকীয়া-ভেদে, রস-রসান্তরাস্বাদে,
নিত্যানন্দে বিরাজে মাধব ।
বড় ভাগ্যবান্ যেই, নিজে আলম্বন হই,
আস্বাদয়ে সে রস-আসব ॥ ১২ ॥

নায়ক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের গুণ ঃ—

সুরম্য মধুর-স্মিত, সর্বসল্লক্ষণান্বিত,
বলীয়ান্ তরুণ গম্ভীর ।
বাবদূক, প্রিয়ভাষী, সুধী, সপ্রতিভাশ্বাসী,
বিদগ্ধ, চতুর, সুখী, ধীর ॥
কৃতজ্ঞ, দক্ষিণ প্রেষ্ঠ, বরীয়ান্ কীর্তিমচ্ছেষ্ঠ,
ললনা-মোহন, কেলিপর ।
সুনিত্য নূতন-মূর্তি, কেবল সৌন্দর্য-স্ফূর্তি,
বংশী-গানে সুদক্ষ, তৎপর ॥
ধীরোদাত্ত, ধীরশান্ত, সুধীর, ললিত, কান্ত,
ধীরোদ্ধত ললনানায়ক ।
চেটক-বিট-বেষ্টিত, বিদূষক-সুসেবিত,
পীঠমর্দ, প্রিয় নর্মসখ ॥
এ পঞ্চ সহায়যুত, নন্দীশ্বরপতিসুত,
পতি-উপপতি-ভাবাচারী ।
অনুকূল, শঠ, ধৃষ্ট, সদক্ষিণ, রসতৃষ্ণ,
রসমূর্তি, নিকুঞ্জবিহারী ॥ ১৩ ॥

তদীয় বল্লভাগণ ঃ—

সুরম্যাদি গুণগণ, হইয়াছে বিভূষণ,
ললনা-উচিত যতদূর ।
পৃথুপ্রেমা, সুমাধুর্য, সম্পদের সুপ্রাচুর্য,
শ্রীকৃষ্ণবল্লভা রসপূর ॥

বল্লভা ত' দ্বিপ্রকার, স্বীয়া পরকীয়া আর,
মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্ভেতি ত্রয় ।
কেহ বা নায়িকা তাহে, কেহ সখী হইতে চাহে,
নিজে ত' নায়িকা নাহি হয় ॥
নায়িকাগণ-প্রধান, রাধা, চন্দ্রা, দুই জন,
সৌন্দর্য-বৈদগ্ধ্য-গুণাশ্রয়া ।
সেই দুই মধ্যে শ্রেষ্ঠ, রাধিকা কৃষ্ণের প্রেষ্ঠ,
মহাভাবস্বরূপ-নিলয়া ॥
আর যত নিত্যপ্রিয়া, নিজ নিজ যূথ লঞা,
সে দু'য়ের করেন সেবন ।
শ্রীরূপ-অনুগ জন, শ্রীরাধিকা-শ্রীচরণ,
বিনা নাহি জানে অন্য ধন ॥ ১৪ ॥

নায়িকাগণের অষ্ট অবস্থা-সেবা ঃ—

শ্রীকৃষ্ণ সেবিব বলি', গৃহ ছাড়ি কুঞ্জে চলি',
যাইতে হয় 'অভিসারী' সখী ।
কুঞ্জ সজ্জা করে যবে, 'বাসক-সজ্জা' হ'ন তবে,
'উৎকণ্ঠিতা' কৃষ্ণপথ লখি' ॥
কাল উল্লঙ্ঘিয়া হরি, ভোগচিহ্ন দেহে ধরি',
আইলে হন 'খণ্ডিতা' তখন ।
সঙ্কেতে পাইয়া বৈসে, তবু কান্ত না আইসে,
'বিপ্রলব্ধা' নায়িকা ত' হন ॥
মনের কলহে হরি, যা'ন চলি দুঃখ করি',
'কলহান্তরিতা' সন্তাপিনী ।

মথুরাতে কান্ত গেল, বহুদিন না আইল,
'প্রোষিত-ভর্তৃকা' কাঙ্গালিনী ॥
নিজায়ত্তে কান্তে পেয়ে', ক্রীড়া করে কান্ত ল'য়ে,
'স্বাধীন-ভর্তৃকা' সে রমণী ।
নায়িকামাত্রের হয়, এই অষ্টদশোদয়,
বিপ্রলম্ভ-সম্ভোগ-বোধিনী ॥ ১৫ ॥

প্রধান-নায়িকা শ্রীমতী রাধিকার সখী বর্ণন ঃ—

নায়িকার শিরোমণি, ব্রজে রাধা ঠাকুরাণী,
পঞ্চবিধ সখীগণ তাঁ'র ।
সখী, নিত্যসখী আর, প্রাণসখী অতঃপর,
প্রিয় সখী—এই হৈল চার ॥
পঞ্চম পরমপ্রেষ্ঠ, সখীগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ,
বলি সব, শুন বিবরণ ।
কুসুমিকা বিন্ধ্যাবতী, ধনিষ্ঠাদি ব্রজসতী,
সখীগণ-মধ্যেতে গণন ॥
শ্রীরূপ, রতি, কস্তুরী, শ্রীগুণ, মণিমঞ্জরী,
প্রভৃতি রাধিকা-নিত্যসখী ।
প্রাণসখী বহু তাঁ'র, বাসন্তী নায়িকা আর,
প্রধানা তাহার শশীমুখী ॥
কুরঙ্গাক্ষী, মঞ্জুকেশী, সুমধ্যা, মদনালসী,
কমলা, মাধুরী কামলতা ।
কন্দর্পসুন্দরী আর, মাধবী, মালতী আর,
শশীকলা, রাধাসেবা রতা ॥

ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, তুঙ্গবিদ্যা, চম্পলতা,
ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী সতী।
সুদেবীতি অষ্ট জন, পরমপ্রেষ্ঠ সখীগণ,
রাধাকৃষ্ণে সেবে একমতি ॥ ১৬ ॥

সখীর সাধারণ সেবা ঃ—

রাধাকৃষ্ণ গুণগান, মিথাসক্তি সম্বর্দ্ধন,
উভয়াভিসার সম্পাদন।
কৃষ্ণে সখী-সমর্পণ, নর্মবাক্য-আস্বাদন,
উভয়ের সুবেশ-রচন ॥
চিত্তভাব-উদ্‌ঘাটন, মিথশ্ছিদ্র সংগোপন,
প্রতীপ জনের সুবঞ্চন।
কুশল শিক্ষণ আর, সম্মিলন দু'জনার,
ব্যজনাদি বিবিধ সেবন ॥
উভয় কুশল ধ্যান, দোষে তিরস্কার দান,
পরস্পর সন্দেশ-বহন।
রাধিকার দশাকালে, প্রাণরক্ষা সুকৌশলে,
সখী-সাধারণ কার্য জান ॥
যেবা যে সখীর কার্য, বিশেষ বলিয়া ধার্য,
প্রদর্শিত হ'বে যথাস্থানে।
রূপানুগ ভজে যেবা, যে সখীর যেই সেবা,
তদনুগ সেই সেবা মানে ॥ ১৭ ॥
পঞ্চসখী মধ্যে চার, নিত্যসিদ্ধ রাধিকার,
সে সকলে সাধন না কৈল।

সখী বলি' উক্ত যেঁহ, সাধন-প্রভাবে তেঁহ,
ব্রজরাজ পুরে বাস পাইল ॥
সেই সখী দ্বিপ্রকার, সাধনেতে সিদ্ধ আর,
সাধনপরা বলিয়া গণন।
সিদ্ধা বলি' আখ্যা তাঁর, গোপী দেহ হইল যাঁ'র,
করি' রাগে যুগল ভজন ॥
কৃষ্ণাকৃষ্ট মুনিজন, তথা উপনিষদ্‌গণ,
যে না লৈল গোপীর স্বরূপ।
সাধন আবেশে ভজে, সিদ্ধি তবু না উপজে,
ব্রজভাব প্রাপ্তি অপরূপ ॥
যে যে শ্রুতি মুনিগণ, গোপী হঞা সুভজন,
করিল সখীর পদ ধরি'।
নিত্যসখী কৃপাবলে, তৎসালোক্য লাভ-ফলে,
সেবা করে শ্রীরাধা শ্রীহরি ॥
দেবীগণ সেই ভাবে, সখীর সালোক্য-লাভে,
কৃষ্ণ-সেবা করে সখী হ'য়ে।
ব্রজের-বিধান এহ, গোপী বিনা আর কেহ,
না পাইবে ব্রজযুবদ্বয়ে ॥ ১৮ ॥

সর্ব সখীর পরস্পর ভাব ঃ—

পরম চৈতন্য-হরি, তাঁ'র শক্তি বনেশ্বরী,
পরাশক্তি বলি' বেদে গায়।
শক্তিমানে সেবিবারে, শক্তি কায়ব্যূহ করে,
নানা শক্তি তাহে বাহিরায় ॥

আধার-শক্তিতে ধাম, আহ্বয়-শক্তিতে নাম,
সন্ধিনী-শক্তিতে বস্তু জাত ।
সম্বিৎ-শক্তিতে জ্ঞান, তটস্থ জীববিধান,
হ্লাদিনীতে কৈল সখী-ব্রাত ॥
নিত্যসিদ্ধ সখী সব, হ্লাদিনীর সুবৈভব,
হ্লাদিনী-স্বরূপ মূল রাধা ।
চন্দ্রাবলী আদি যত, শ্রীরাধার অনুগত,
কেহ নহে রাধা-প্রেমের বাধা ॥
প্রেমের বিচিত্র গতি, প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে' সতী,
চন্দ্রা করে রাধা-প্রেম পুষ্ট ।
সব সখীর একমন, নানাকারে নানা জন,
ব্রজযুবদ্বন্দ্বে করে তুষ্ট ॥ ১৯ ॥

ব্রজগত মধুর-রতি উদ্দীপন ঃ—

কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তগত, গুণনাম সুচরিত,
মণ্ডল সম্বন্ধি তটস্থাদি ।
ভাব যত অগণন, ঐ রসের উদ্দীপন,
হেতু বলি' বলে রসবেদী ॥
মানস বাচিক পুনঃ, কায়িকাতে তিনগুণ,
নামকৃষ্ণ শ্রীরাধামাধব ।
নৃত্য বংশীগান গতি, গোদোহন গো-আহুতি,
অঘোদ্ধার গোষ্ঠেতে তাণ্ডব ॥
মাল্যানুলেপন আর, বাস-ভূষা-এই চা'র,
প্রকার মণ্ডল শোভাকর ।

বংশীশৃঙ্গ বীণা-রব, গীতশিল্প সুসৌরভ,
পদাঙ্কভূষণ বাদ্যস্বর ॥
শিখিপুচ্ছ গাভী যষ্টি, বেণু শৃঙ্গ প্রেষ্ঠ-দৃষ্টি,
অদ্রিধাতু নির্মাল্য গোধূলি ।
বৃন্দাবন তদাশ্রিতা, গোবর্ধন রবিসুতা,
রাস আদি যত লীলাস্থলী ॥
খগ ভৃঙ্গ মৃগ কুঞ্জ, তুলসিকা লতাপুঞ্জ,
কর্ণিকার কদম্বাদি তরু ।
শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি সব, বৃন্দারণ্য সুবৈভব,
উদ্দীপন করে রস চারু ॥
জ্যোৎস্না ঘন সৌদামিনী, শরৎপূর্ণ নিশামণি,
গন্ধবহ আর খগচয় ।
তটস্থাখ্য উদ্দীপন, রসাস্বাদ-বিভাবন,
করে সব হইয়া সদয় ॥ ২০ ॥

অনুভাব ঃ—

বিভাবিত রতি যবে, ক্রিয়াপর হ'য়ে তবে,
অনুভাব হয় ত' উদিত ।
চিত্তভাব উদ্‌ঘাটিয়া, করে বাহ্য সুবিক্রিয়া,
যখন যে হয় ত' উচিত ॥
নৃত্যগীত বিলুণ্ঠন, ক্রোশন তনুমোটন,
হুঙ্কার জৃম্ভন ঘন শ্বাস ।
লোকানপেক্ষিতা মতি, লালাস্রাব ঘূর্ণা অতি,
হিক্কাদয় অট্ট অট্ট হাস ॥

গাত্রচিত্ত যত সব, অলঙ্কার সুবৈভব,
নিগদিত বিংশতি প্রকার।
উদ্ভাস্বর নাম তা'র, ধম্মিল্য সংস্রণ আর,
ফুল্ল ঘ্রাণ নীব্যাদি বিকার ॥
বিলাপালাপ সংলাপ, প্রলাপ ও অনুলাপ,
অপলাপ সন্দেশাতিদেশ।
অপদেশ উপদেশ, নির্দেশ ও ব্যপদেশ,
বাচিকানুভাবের বিশেষ ॥ ২১ ॥

সাত্ত্বিক ভাব ঃ—

স্থায়ী ভাবাবিষ্টচিত্ত, পাইয়া বিভাববিত্ত,
উদ্ভট ভাবেতে আপনার।
প্রাণ-বৃত্তে ন্যাস করে, প্রাণ সেই ন্যাসভরে,
দেহ প্রতি বিকৃতি চালায় ॥
বৈবর্ণ্য রোমাঞ্চ স্বেদ, স্তম্ভ-কম্প-স্বরভেদ,
প্রলয়াশ্রু—এ অষ্ট বিকার।
সঞ্চারী যে ভাবচয়, হর্যামর্য আর ভয়,
বিষাদ বিস্ময়াদি তা'র ॥
প্রবৃত্তিকারণ হয়, লীলাকালে রসে লয়,
আপনে করায় অনুক্ষণ।
ধূমায়িতা উজ্জ্বলিতা, দীপ্তা আর সু-উদ্দীপ্তা,
এই চারি অবস্থা লক্ষণ ॥
যার যেই অধিকার, সাত্ত্বিক বিকার তা'র,
সে লক্ষণে হয় ত' উদয়।
মহাভাব দশা যথা, সু-উদ্দীপ্তা ভাব তথা,
অনায়াসে সুলক্ষিতা হয় ॥ ২২ ॥

ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব ঃ—

নির্বেদ বিষাদ মদ, দৈন্য গ্লানি শ্রমোন্মাদ,
গর্বত্রাস শঙ্কা অপস্মৃতি।
আবেগ আলস্য ব্যাধি, মোহ মৃত্যু জড়তাদি,
ব্রীড়া অবহিত্থা আর স্মৃতি ॥
বিতর্ক চাপল্য মতি, চিন্তৌৎসুক্য হর্ষ ধৃতি,
উগ্রালস্য নিদ্রামর্ষ সুপ্তি।
বোধ হয় এই ভাবচয়, ত্রয়স্ত্রিংশৎ সবে হয়,
ব্যভিচারী নামে লভে জ্ঞপ্তি ॥
অতুল্য মধুর রসে, উগ্রালস্য না পরশে,
আর সব ভাব যথাযথ।
উদি' ভাবাবেশ সুখে, স্থায়ীভাবের অভিমুখে,
বিশেষ আগ্রহে হয় রত ॥
রাগাঙ্গ সত্ত্ব আশ্রয়ে, রসযোগ সঞ্চারয়ে,
যেন স্থায়ী সাগরের ঢেউ।
নিজ কার্য সাধি' তূর্ণ, সাগর করিয়া পূর্ণ,
নিবে আর নাহি দেখে কেউ ॥ ২৩ ॥

ভাবাবস্থাপ্রাপ্ত স্থায়ী-ভাবের উত্তর দশা ঃ—

সাধারণী সমঞ্জসা, স্থায়ী লভে ভাব দশা,
কুব্জা আর মহিষী প্রমাণ।
একা ব্রজদেবীগণে, মহাভাব সংঘটনে,
রূঢ় অধিরূঢ় সুবিধান ॥

নিমেষাসহ্যতা তায়, হৃন্মন্থনে খিন্ন প্রায়,
কল্পক্ষণ সৌখ্যে শঙ্কাকূল ।
আত্মাবধি বিস্মরণ, ক্ষণকল্প বিবেচন,
যোগে বা বিয়োগে সমতুল ॥
অধিরূঢ় ভাবে পুনঃ, দ্বিপ্রকার ভেদ শুন,
মোদন মাদন নামে খ্যাত ।
বিশ্লেষ দশাতে পুনঃ, মোদন হয় মোহন,
দিব্যোন্মাদ তাহে হয় জাত ॥
দিব্যোন্মাদ দ্বিপ্রকার, চিত্রজল্পোদঘূর্ণ আর,
চিত্রজল্প বহুবিধ তায় ।
মোহনেতে শ্রীরাধার, মাদনাখ্য দশা সার,
নিত্যলীলাময়ী ভাব পায় ॥
সাধারণী ধুমায়িতা, সমঞ্জসা সদা দীপ্তা,
রূঢ়ে তথোদ্দীপ্তা সমর্থায় ।
সুদ্দীপ্তা শ্রীরাধাপ্রেম, যেন উজ্জ্বলিত হেম,
মোদনাদি ভাবে সদা তায় ॥ ২৪ ॥

সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভভেদে দ্বিবিধ উজ্জ্বল রসের বিপ্রলম্ভ ঃ—

শ্রীউজ্জ্বল রসসার, স্বভাবতঃ দ্বিপ্রকার,
বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ আখ্যান ।
বিনা বিপ্রলম্ভাশ্রয়, সম্ভোগের পুষ্টি নয়,
তাই বিপ্রলম্ভের বিধান ॥
পূর্বারাগ তথা মান, প্রবাস-বৈচিত্ত্যজ্ঞান,
বিপ্রলম্ভ চারি ত' প্রকার ।

সঙ্গমের পূর্বরীতি, লভে পূর্বরাগ খ্যাতি,
দর্শনে শ্রবণে জন্ম তা'র ॥
অনুরক্ত দম্পতির, অভীষ্ট বিশ্লেষ স্থির,
দর্শন বিরোধী ভাব মান ।
সহেতু নির্হেতু মান, প্রণয়ের পরিণাম,
প্রণয়ের বিলাস প্রমাণ ॥
সামভেদ ক্রিয়াদানে, নত্যুপেক্ষা-সুবিধানে,
সহেতু মানের উপশম ।
দেশকাল বেণুরবে, নির্হেতুক মানোৎসবে,
করে অতি শীঘ্র উপরম ॥
বিচ্ছেদ আশঙ্কা হৈতে, প্রেমের বৈচিত্ত্য চিত্তে,
প্রেমের স্বভাবে উপজয় ।
দেশ গ্রাম বনান্তরে, প্রিয় যে প্রবাস করে,
প্রবাসাখ্য বিপ্রলম্ভ হয় ॥ ২৫ ॥

সম্ভোগ ঃ—

দর্শন অশ্লেষান্বিত, আনুকূল্যে সেবাশ্রিত,
উল্লাসে আরূঢ় যেই ভাব ।
যুবদ্বন্দ্ব হৃদি মাঝে, রসাকারে সুবিরাজ্যে,
সম্ভোগাখ্যা তা'র হয় লাভ ॥
মুখ্য গৌণ দ্বিপ্রকার, সম্ভোগের সুবিস্তার,
তদুভয় চারিটী প্রকার ।
সংক্ষিপ্ত সংকীর্ণ জান, সম্পন্ন সমৃদ্ধি মান,
পূর্ব ভাবাবস্থা অনুসার ॥

পূর্ব রাগান্তরে যাঁহা, সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ তাঁহা,
মানান্তরে সঙ্কীর্ণ প্রমাণে ।
ক্ষুদ্র প্রবাসাবসানে, সম্পন্ন সমৃদ্ধি মানে,
সুদূর প্রবাস অবসানে ॥
সম্পন্ন দ্বিবিধ ভাব, আগতি ও প্রাদুর্ভাব,
মনোহর সম্ভোগ তাহায় ।
স্বপ্নে ঐ সব ভাব, যহে হয় আবির্ভাব,
তবে গৌণ সম্ভোগ জানায় ॥ ২৬ ॥

সম্ভোগের প্রকার ঃ—

সন্দর্শন সংস্পর্শন, জল্প বর্ত্ম নিরোধন,
রাস বৃন্দাবন-লীলা ভূরি ।
জলকেলি যমুনায়, নৌকাখেলা চৌর্যতায়,
ঘট্ট লীলা কুঞ্জে লুকোচুরি ॥
মধুপান বধূবেশ, কপট নিদ্রা-আবেশ,
দ্যূতক্রীড়া বস্ত্র টানাটানি ।
চুম্বাশ্লেষ নখার্পণ, বিম্বাধর সুধাপান,
সম্প্রয়োগ আদি লীলা মানি ॥
সম্ভোগ প্রকার সব, সম্ভোগের মহোৎসব,
লীলা হয় সদা সুপেশল ।
সেই লীলা অপরূপ, উজ্জ্বল রসের কূপ,
তাহে যা'র হয় কৌতূহল ॥
চিদ্বিলাস রসভরে, রতি ভাব দশা ধরে,
মহাভাব পর্যন্ত বাড়য় ।
যে জীব সৌভাগ্যবান্, লীলাযোগে সুসন্ধান,
ব্রজে বসি' সতত করয় ॥ ২৭ ॥

উজ্জ্বল রসাশ্রিত-লীলা ঃ—

রসতত্ত্ব নিত্য যৈছে, ব্রজতত্ত্ব নিত্য তৈছে,
লীলারস এক করি' জান ।
কৃষ্ণ যে সাক্ষাৎ রস, সকলই কৃষ্ণের বশ,
বেদ ভাগবতে করে গান ॥
শ্রীকৃষ্ণ পরম তত্ত্ব, তাঁর লীলা শুদ্ধ সত্ত্ব,
মায়া যাঁর দূরস্থিতা দাসী ।
জীব প্রতি কৃপা করি', লীলা প্রকাশিল হরি,
জীবের মঙ্গল অভিলাষী ॥
ব্রহ্মা শেষ শিব যাঁর, অন্বেষিয়া বার বার,
তত্ত্ব নাহি বুঝিবারে পারে ।
ব্রহ্মের আশ্রয় যিনি, পরমাত্মার অংশী তিনি,
স্বয়ং ভগবান বলি যাঁ'রে ॥
সেই কৃষ্ণ দয়াময়, মূলতত্ত্ব সর্বাশ্রয়,
অনন্তলীলার এক খনি ।
নির্বিশেষ লীলাভরে, ব্রহ্মতা প্রকাশ করে,
স্বীয় অঙ্গকান্তি গুণমণি ॥
অংশে পরমাত্মা হ'য়ে, বদ্ধজীবগণে ল'য়ে,
কর্মচক্রে লীলা করে কত ।
দেবলোকে দেব-সহ, উপেন্দ্রাদি হ'য়ে তেঁহ,
দেবলীলা করে কত শত ॥
পরব্যোমে নারায়ণ, হ'য়ে পালে দাসজন,
দেবদেব রাজ রাজেশ্বর ।

সেই কৃষ্ণসর্বাশ্রয়, ব্রজে নর-পরিচয়,
নরলীলা করিল বিস্তার ॥ ২৮ ॥

ব্রজলীলার সর্বশ্রেষ্ঠতা ঃ—

কৃষ্ণের যতেক খেলা, তার মধ্যে নরলীলা,
সর্বোত্তম রসের আলয় ।
এ রস গোলোকে নাই, তবে বল কোথা পাই,
ব্রজধাম তাহার নিলয় ॥
নিত্য লীলা দ্বিপ্রকার, সান্তর ও নিরন্তর,
যাহে মজে রসিকের মন ।
জন্মবৃদ্ধি দৈত্যনাশ, মথুরাদ্বারকা-বাস,
নিত্যলীলা সান্তরে গগন ॥
দিবারাত্র অষ্টভাগে, ব্রজজন অনুরাগে,
করে কৃষ্ণলীলা নিরন্তর ।
তাহার বিরাম নাই, সেই নিত্যলীলা ভাই,
ব্রহ্মারুদ্রশেষ-অগোচর ॥
জ্ঞান যোগ কর যত, হয় তাহা দূরগত;
শুদ্ধ রাগ নয়নে কেবল ।
সে লীলা রক্ষিত হয়, পরানন্দ বিতরয়,
হয় ভক্তজীবন সম্বল ॥ ২৯ ॥

সিদ্ধি-লালসা [১]

হেন কালে কবে, বিলাস মঞ্জরী,
অনঙ্গ মঞ্জরী আর ।

আমারে হেরিয়া, অতি কৃপা করি',
বলিবে বচন সার ॥ ১ ॥
এস, এস সখি!, শ্রীললিতা-গণে,
জানিব তোমারে আজ ।
গৃহকথা ছাড়ি', রাধাকৃষ্ণ ভজ,
ত্যজিয়া ধরম লাজ ॥ ২ ॥
সে মধুর বাণী, শুনিয়া এজন,
সে দুঁহার শ্রীচরণে ।
আশ্রয় লইবে, দুঁহে কৃপা করি',
লইবে ললিতা-স্থানে ॥ ৩ ॥
ললিতা সুন্দরী, সদয় হইয়া,
করিবে আমারে দাসী ।
স্বকুঞ্জ-কুটীরে, দিবেন বসতি,
জানি' সেবা-অভিলাষী ॥ ৪ ॥

[২]

পাল্যদাসী করি', ললিতা সুন্দরী,
আমারে লইয়া কবে ।
শ্রীরাধিকা পদে, কালে মিলাইবে,
আজ্ঞা সেবা সমর্পিবে ॥ ১ ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী, সঙ্গে যাব কবে,
রস-সেবা-শিক্ষা তরে ।
তদনুগা হ'য়ে, রাধাকুণ্ড তটে,
রহিব হর্ষিতান্তরে ॥ ২ ॥

শ্রীবিশাখাপদে, সঙ্গীত শিখিব,
কৃষ্ণলীলা রসময় ।
শ্রীরতি মঞ্জরী, শ্রীরস মঞ্জরী,
হইবে সবে সদয় ॥ ৩ ॥
পরম আনন্দে, সকলে মিলিয়া,
রাধিকা চরণে রব' ।
এই পরাকাষ্ঠা, সিদ্ধি কবে হ'বে,
পা'ব রাধা-পদাসব ॥ ৪ ॥

[৩]

চিন্তামণিময়, রাধাকুণ্ড তট,
তাহে কুঞ্জ শত শত ।
প্রবাল বিদ্রুম- ময় তরুলতা,
মুক্তাফলে অবনত ॥ ১ ॥
স্বানন্দ-সুখদ, কুঞ্জ মনোহর,
তাহাতে কুটির শোভে ।
বসিয়া তথায়, গা'ব কৃষ্ণনাম,
কবে কৃষ্ণদাস্য লোভে ॥ ২ ॥
এমন সময়, মুরলীর গান,
পশিবে এ দাসী-কানে ।
আনন্দে মাতিব, সকল ভুলিব,
শ্রীকৃষ্ণবংশীর গানে ॥ ৩ ॥
রাধে রাধে বলি', মুরলী ডাকিবে,
মদীয় ঈশ্বরী নাম ।

শুনিয়া চমকি', উঠিবে এ দাসী,
কেমনে করিবে প্রাণ ॥ ৪ ॥

[৪]

নির্জন কুটীরে, শ্রীরাধাচরণ-
স্মরণে থাকিব রত ।
শ্রীরূপমঞ্জরী, ধীরে ধীরে আসি'
কহিবে আমায় কত ॥ ১ ॥
বলিবে ও সখি! কি কর বসিয়া,
দেখহ বাহিরে আসি' ।
যুগল-মিলন, শোভা নিরুপম,
হইবে চরণ দাসী ॥ ২ ॥
স্বারসিকী সিদ্ধি, ব্রজগোপী ধন,
পরমচঞ্চলা সতী ।
যোগীর ধেয়ান, নির্বিশেষ জ্ঞান,
না পায় এখানে স্থিতি ॥ ৩ ॥
সাক্ষাৎ দর্শন, মধ্যাহ্ন-লীলায়,
রাধাপদ-সেবার্থিনী ।
যখন যে সেবা, করহ যতনে,
শ্রীরাধা-চরণে ধনি ॥ ৪ ॥

[৫]

শ্রীরূপমঞ্জরী কবে মধুর বচনে ।
রাধাকুণ্ড মহিমা বর্ণিবে সংগোপনে ॥ ১ ॥

এ চৌদ্দ ভুবনোপরি বৈকুণ্ঠ নিলয় ।
তদপেক্ষা মথুরা পরম শ্রেষ্ঠ হয় ॥ ২ ॥
মাথুরমণ্ডলে রাসলীলা স্থান যথা ।
বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ অতি শুন মম কথা ॥ ৩ ॥
কৃষ্ণলীলাস্থল গোবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠতর ।
রাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠতম সর্বশক্তিধর ॥ ৪ ॥
রাধাকুণ্ড মহিমা ত' করিয়া শ্রবণ ।
লালায়িত হ'য়ে আমি পড়িব তখন ॥ ৫ ॥
সখীর চরণে কবে করিব আকুতি ।
সখী কৃপা করি দিবে স্বারসিকী স্থিতি ॥ ৬ ॥

[৬]

বরণে তড়িৎ, বাস তারাবলী,
কমল মঞ্জরী নাম ।
সাড়ে বার বর্ষ, বয়স সতত,
স্বানন্দ-সুখদ-ধাম ॥ ১ ॥
শ্রীকর্পূর সেবা, ললিতার গণ,
রাধা যুথেশ্বরী হন ।
মমেশ্বরী-নাথ, শ্রীনন্দ-নন্দন,
আমার পরাণ ধন ॥ ২ ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী, প্রভৃতির সম,
যুগল সেবার আশ ।
অবশ্য সেরূপ, সেবা পাব আমি,
পরাকাষ্ঠা সুবিশ্বাস ॥ ৩ ॥

কবে বা এ দাসী, সংসিদ্ধি লভিবে,
রাধাকুণ্ডে বাস করি ।
রাধাকৃষ্ণ-সেবা, সতত করিবে,
পূর্ব স্মৃতি পরিহরি ॥ ৪ ॥

[৭]

শ্রীকৃষ্ণ বিরহে, রাধিকার দশা,
আমি ত' সহিতে নারি ।
যুগল মিলন, সুখের কারণ,
জীবন ছাড়িতে পারি ॥ ১ ॥
রাধিকাচরণ, ত্যজিয়া আমার,
ক্ষণেকে প্রলয় হয় ।
রাধিকার তরে, শতবার মরি,
সে দুঃখ আমার সয় ॥ ২ ॥
এ হেন রাধার চরণযুগলে
পরিচর্যা পা'ব কবে ।
হা হা ব্রজ-জন, মোরে দয়া করি,
কবে ব্রজবনে লবে ॥ ৩ ॥
বিলাস মঞ্জরী, অনঙ্গ মঞ্জরী,
শ্রীরূপ মঞ্জরী আর ।
আমাকে তুলিয়া, লহ নিজপদে,
দেহ মোর সিদ্ধি সার ॥ ৪ ॥

পরিশিষ্ট

বাউল-সঙ্গীত (শ্রীচাঁদ-বাউল-কৃত)

[১]

আমি তোমার দুঃখের দুঃখী সুখের সুখী,
তাই তোমারে বলি ভাই রে।
নিতাই-এর হাটে গিয়ে (ওরে ও ভাই)
নাম এনেছি তোমার তরে ॥ ১ ॥
গৌরচন্দ্র-মার্কা করা, এ হরিনাম রসে ভরা,
নামে নামী পড়ছে ধরা, লও যদি বদন ভরে' ॥ ২ ॥
পাপ তাপ সব দূরে যা'বে, সারময় সংসার হ'বে,
আর কোন ভয় নাহি রবে, ডুববে সুখের পাথারে ॥ ৩ ॥
আমি কাঙ্গাল অর্থহীন, নাম এনেছি করে', ঋণ,
দেখে' আমায় অতি দীন শ্রদ্ধামূল্যে দেও ধরে' ॥ ৪ ॥
মূল্য ল'য়ে তোমার ঠাঁই, মহাজনকে দিব, ভাই,
যে কিছু তায় লাভ পাই, রাখবো নিজের ভাণ্ডারে ॥ ৫ ॥
নদীয়া-গোদ্রুমে থাকি, চাঁদ-বাউল বলিছে ডাকি',
'নাম বিনা আর সকল ফাঁকি, ছায়াবাজী এ সংসারে ॥ ৬ ॥

[২]

ধর্মপথে থাকি' কর জীবন যাপন, ভাই।
হরিনাম কর সদা (ওরে ও ভাই) হরি বিনা বন্ধু নাই ॥ ১ ॥
যে কোন ব্যবসা ধরি', জীবন নির্বাহ করি',
বল মুখে হরি হরি, এই মাত্র ভিক্ষা চাই ॥ ২ ॥

গৌরাঙ্গচরণে মজ, অন্য অভিলাষ-ত্যজ,
ব্রজেন্দ্রনন্দনে ভজ, তবে বড় সুখ পাই ॥ ৩ ॥
আমি চাঁদ-বাউলদাস, করি তব কৃপা আশ,
জানাইয়া অভিলাষ, নিত্যানন্দ-আজ্ঞা গাই ॥ ৪ ॥

[৩]

আসল কথা বলতে কি।
তোমার কেন্থাধরা, কপ্নি-আঁটা—সব ফাঁকি ॥ ১ ॥
ধর্মপত্নী ত্যজি' ঘরে, পরনারী-সঙ্গ করে,
অর্থলোভে দ্বারে দ্বারে ফিরে, রাখ্‌লে কি বাকী ॥ ২ ॥
তুমি গুরু বল্‌ছো বটে, সাধুগুরু নিষ্কপটে
কৃষ্ণনাম দেন কর্ণপুটে, সে কি এমন হয় মেকি? ৩ ॥
যেবা অন্য শিক্ষা দেয়, তা'কে কি 'গুরু' বলতে হয়?
দুধের ফল ত' ঘোলে নয়, ভেবে' চিন্তে দেখ দেখি ॥ ৪ ॥
শম-দম-তিতিক্ষা-বলে, উপরতি, শ্রদ্ধা হ'লে,
তবে ভেক চাঁদ-বাউল বলে, এঁচড়ে পেকে হবে কি? ৫ ॥

[৪]

'বাউল বাউল' বলছে সবে, হচ্ছে বাউল কোন্ জনা।
দাড়ি-চূড়া দেখিয়ে (ও ভাই) করছে জীবকে বঞ্চনা ॥ ১ ॥
দেহতত্ত্ব—জড়ের তত্ত্ব, তা'তে কি ছাড়ায় মায়ার গর্ত,
চিদানন্দ পরমার্থ, জানতে ত তায় পারবে না ॥ ২ ॥
যদি বাউল চাও রে হ'তে, তবে চল ধর্মপথে,
যোষিৎসঙ্গ সর্বমতে ছাড় রে মনের বাসনা ॥ ৩ ॥

বেশভূষা-রঙ্গ যত, ছাড়ি' নামে হও রে রত,
নিতাইচাঁদের অনুগত, হও ছাড়ি' সব দুর্বাসনা ॥ ৪ ॥
মুখে 'হরেকৃষ্ণ' বল, ছাড়রে ভাই কথার ছল,
নাম বিনা ত' সুসম্বল, চাঁদ-বাউল আর দেখে না ॥ ৫ ॥

[৫]

মানুষ-ভজন করছো, ও-ভাই, ভাবের গান ধরে।
গুপ্ত করে' রাখছো ভাল ব্যক্ত হবে যমের ঘরে ॥ ১ ॥
মেয়ে হিজ্‌ড়ে, পুরুষ খোজা, তবে ত' হয় কর্তাভাজা,
এই ছলে করছো মজা, মনের প্রতি চোখ ঠেরে' ॥ ২ ॥
'গুরু সত্য' বলছো মুখে, আছ ত' ভাই, জড়ের সুখে,
সঙ্গ তোমার বহির্মুখে, শুদ্ধ হ'বে কেমন করে'? ৩ ॥
যোষিৎসঙ্গ-অর্থলোভে, মজে ত' জীব চিত্তক্ষোভে,
বাউলে কি সে-সব শোভে, আগুন দেখে' ফড়িং মরে ॥ ৪ ॥
চাঁদ-বাউল মিনতি করি' বলে—ওসব পরিহরি',
শুদ্ধভাবে বল 'হরি', যা'বে ভবসাগর-পারে ॥ ৫ ॥

[৬]

এও ত' এক কলির চেলা।
মাথা নেড়া, কপ্নি পরা, তিলক নাকে, গলায় মালা ॥ ১ ॥
দেখতে বৈষ্ণবের মত, আসল শাক্ত কাজের বেলা।
সহজ-ভজন করছেন মামু, সঙ্গে ল'য়ে পরের বালা ॥ ২ ॥
সখীভাবে ভজছেন তা'রে, নিজে হ'য়ে নন্দলালা।
কৃষ্ণদাসের কথার ছলে মহাজনকে দিচ্ছেন শলা ॥ ৩ ॥

নবরসিক আপনে মানি', খাচ্ছেন আবার মন-কলা।
বাউল বলে, দোহাই, ও ভাই, দূর কর এ লীলাখেলা ॥ ৪ ॥

[৭]

(মন আমার) হুঁসা'র থেকো, ভুল' নাক,
শুদ্ধ সহজ তত্ত্বধনে।
নইলে মায়ার বশে, অবশেষে;
কাঁদতে হ'বে চিরদিনে ॥ ১ ॥
শুদ্ধজীবে জড় নাই ভাই, ঠিক বুঝ তাই,
নিজে সখী (সে) বৃন্দাবনে।
সে যখন কৃষ্ণচন্দ্রে ভজে, সুখেতে মজে,
মধুর রসে অনুক্ষণে ॥ ২ ॥
জড়দেহে তা'র সাধন-ভক্তি, জ্ঞান-বিরক্তি,
দেহের যাত্রা ধর্মভাবে।
সে গৃহে থাকে, বনে বা থাকে, মজিয়ে ডাকে
(কৃষ্ণ) বলে একমনে ॥ ৩ ॥
একেই ত' বলি সহজ-ভজন, শুদ্ধ মন
কৃষ্ণ পাবার এক উপায়।
ইহা ছাড়ি' যে আরোপ করে, সেই ত' মরে,
তা'র ত' নাহি ভজন হয় ॥ ৪ ॥
চাঁদ-বাউলের এ বিশ্বাস, ছোট হরিদাস,
একটু কেবল বিপথে চলে।
শচীসুতের কৃপায়, দূর হ'য়ে, হায় না পায়
আর গৌরচরণে ॥ ৫ ॥

[৮]

মনের মালা জপ্‌বি যখন, মন,
কেন কর্‌বি বাহ্য বিসর্জন ।
মনে মনে ভজন যখন হয়,
প্রেম উথলে পড়ে' বাহ্যদেহে ব্যাপ্ত হ'য়ে রয়,
আবার দেহে চরে, জপায় করে, ধরায় মালা অনুক্ষণ ॥ ১ ॥
যে ব্যাটা ভণ্ড-তাপস হয়,
বক-বিড়াল দেখা'য়ে বাহ্য নিন্দে অতিশয়;
নিজে জুত পে'লে কামিনী-কনক করে সদা সংঘটন ॥ ২ ॥
যে ব্যাটার ভিতর ফক্কাকার,
বাহ্য-সাধন-নিন্দা বই আর আছে কিবা তা'র;
(নিজের) মন ভাল দেখা'তে গিয়ে নিন্দে সাধু-আচরণ ॥ ৩ ॥
শুদ্ধ করি' ভিতর বাহির, ভাই,
হরিনাম কর্‌তে থাক, তর্কে কাজ নাই,
(শুষ্ক) তোমার তর্ক করতে জীবন যা'বে
চাঁদ-বাউল তায় দুঃখী হ'ন ॥

[৯]

ঘরে বসে' বাউল হও রে মন,
কেন কর্‌বি দুষ্ট আচরণ ॥ ১ ॥
মনে মনে রাখ্‌বি বাউল-ভাব,
সঙ্গ ছাড়ি' ধর্মভাবে কর্‌বি বিষয় লাভ;
জীবন যাপন কর্‌বি, হরি-নামানন্দে সর্বক্ষণ ॥ ২ ॥

যতদিন হৃদয়-শোধন নয়,
ঘর ছাড়লে পরে 'মর্কট-বৈরাগী' তা'রে কয়;
হৃদয়-দোষে, রিপুর বশে, পদে পদে তা'র পতন ॥ ৩ ॥
এঁচড়ে-পাকা বৈরাগী যে হয়,
পরের নারী ল'য়ে পালের গোদা হ'য়ে রয়;
(আবার) অর্থলোভে দ্বারে দ্বারে করে নীচের আরাধন ॥ ৪ ॥
ঘরে বসে' পাকাও নিজের মন ।
আর সকলদিন কর হরির নাম-সংকীর্তন;
তবে চাঁদ বাউলের সঙ্গে শেষে কর্‌বি সংসার বিসর্জন ॥ ৫ ॥

[১০]

বলান্‌ বৈরাগী ঠাকুর, কিন্তু গৃহীর মধ্যে বাহাদুর ।
আবার কপ্নি পরে', মালা ধরে', বহেন সেবাদাসীর ধূর ॥ ১ ॥
অচ্যুতগোত্র-অভিমানে, ভিক্ষা করেন সর্বস্থানে,
টাকা-পয়সা গণি' ধ্যানে ধারণা প্রচুর
করি' চুট্‌কী ভিক্ষা, করেন শিক্ষা, বণিগ্‌বৃত্তি পিণ্ডীশূর ॥ ২ ॥
বলে তা'রে বাউল-চাঁদ, এটা তোমার গলার ফাঁদ,
জীবের এই অপরাধ শীঘ্র কর দূর;
যজি' গৃহীর ধর্ম, সু-স্বধর্ম, শুদ্ধ কর অন্তঃপুর ॥ ৩ ॥
ন্যাসী-মান-আশা ত্যজি', দীনভাবে কৃষ্ণ ভজি',
স্বভাবগত ধর্ম যজি', নাশ' দোষাঙ্কুর;
তবে কৃষ্ণ পা'বে, দুঃখ যা'বে, হ'বে তুমি সুচতুর ॥ ৪ ॥

[১১]

কেন ভেকের প্রয়াস?
হয় অকাল-ভেকে সর্বনাশ ।
হ'লে চিত্তশুদ্ধি তত্ত্ববুদ্ধি, ভেক আপনি এসে' হয় প্রকাশ ॥১॥
ভেক ধরি' চেষ্টা করে, ভেকের জ্বালায় শেষে মরে,
নেড়ানেড়ী ছড়াছড়ি, আখড়া বেঁধে' বাস,
অকাল-কুষ্মাণ্ড, যত ভণ্ড, কর্ছে জীবের সর্বনাশ ॥ ২ ॥
শুক, নারদ, চতুঃসন, ভেকের অধিকারী হ'ন,
তাঁদের সমান পার্লে হ'তে ভেকে কর্বে আশ;
বল তেমন বুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি ক'জন ধরায় করছে বাস? ৩ ॥
আত্মানাত্ম-সুবিবেকে, প্রেমলতায় চিত্তভেকে,
ভজনসাধন-বারিসেকে করহ উল্লাস;
চাঁদ-বাউল বলে, এমন হ'লে, হ'তে পার্বে কৃষ্ণদাস ॥ ৪ ॥

[১২]

হ'য়ে বিষয়ে আবেশ, পে'লে, মন, যাতনা অশেষ ।
ছাড়ি' রাধাশ্যামে, ব্রজধামে, ভুগ্ছো হেথা নানাক্লেশ ॥ ১ ॥
মায়াদেবীর কারাগারে নিজের কর্ম-অনুসারে,
ভুতের বেগার খাট্তে খাট্তে জীবন কর্ছ শেষ;
করি' 'আমি-আমার', দেহে আবার, কর্ছ জড় রাগ-দ্বেষ ॥২॥
তুমি শুদ্ধ চিদানন্দ, কৃষ্ণসেবা তো'র আনন্দ,
পঞ্চভূতের হাতে পড়ে' হায়, আছ একটি মেষ;
এখন সাধুসঙ্গে, চিৎ-প্রসঙ্গে, তোমার উপায় অবশেষ ॥ ৩ ॥

কনক-কামিনী-সঙ্গ, ছাড়ি' ও ভাই মিছে রঙ্গ,
গ্রহণ কর বাউল চাঁদের শুদ্ধ উপদেশ;
ত্যজি' লুকোচুরি, বাউলগিরি, শুদ্ধরসে কর প্রবেশ ॥ ৪ ॥

দালালের গীত

বড় সুখের খবর গাই ।
সুরভি-কুঞ্জেতে নামের হাট খুলে'ছে খোদ নিতাই ॥ ১ ॥
বড় মজার কথা তায় ।
শ্রদ্ধামূল্যে শুদ্ধনাম সেই হাটেতে বিকায় ॥ ২ ॥
যত ভক্তবৃন্দ বসি' ।
অধিকারী দেখে' নাম বেচ্ছে দর কষি' ॥ ৩ ॥
যদি নাম কিন্‌বে, ভাই ।
আমার সঙ্গে চল, মহাজনের কাছে যাই ॥ ৪ ॥
তুমি কিন্‌বে কৃষ্ণনাম ।
দস্তুরি লইব আমি, পূর্ণ হ'বে কাম ॥ ৫ ॥
বড় দয়াল নিত্যানন্দ ।
শ্রদ্ধামাত্র ল'য়ে দেন পরম-আনন্দ ॥ ৬ ॥
একবার দেখ্‌লে চক্ষে জল ।
'গৌর' বলে' নিতাই দেন সকল সম্বল ॥ ৭ ॥
দেন শুদ্ধ কৃষ্ণশিক্ষা ।
জাতি, ধন, বিদ্যা, বল না করে অপেক্ষা ॥ ৮ ॥
অমনি ছাড়ে মায়াজাল ।
গৃহে থাক, বনে থাক, না থাকে জঞ্জাল ॥ ৯ ॥

আর নাইকো কলির ভয় ।
আচণ্ডালে দেন নাম নিতাই দয়াময় ॥ ১০ ॥
ভক্তিবিনোদ ডাকি' কয় ।
নিতাই-চরণ বিনা আর নাহি আশ্রয় ॥ ১১ ॥

---

* গণশিক্ষার পক্ষে সহজ গ্রাম্য-ভাষায় রচিত যুক্তিগর্ভ বাউল-সঙ্গীত ও দালালের গীতগুলি খুব উপযোগী। কিন্তু বাজারে প্রচলিত বাউল সঙ্গীত ও দালালের গীতগুলির মধ্যে ভক্তি বা ভাবুকতার নামে সম্ভোগবাদ ও বহুরূপী নির্বিশেষবাদ প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এজন্যই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বাউল সঙ্গীতের ভাব, ভাষা ও সুরে সাধারণকে আকর্ষণ করে প্রকৃত বাউলের স্বরূপ জানিয়েছেন। তিনি প্রকারান্তরে আপনাকে 'চাঁদ বাউল' বলে পরিচয় দিয়েছেন। বাউল ও দালালের গীতের মধ্যে 'চাঁদ', 'কর্তা', 'দেহতত্ত্ব', 'গুরুসত্য', 'মানুষ-সত্য', 'মার্কামারা', 'মনের মানুষ', 'পুরুষ খোজা', 'সহজ ভজন', 'আত্মরূপী জনার্দন', 'ভাবের গুরু', 'দালাল', 'হাট', 'দস্তুরি' প্রভৃতি পরিভাষার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। পদকর্তা সেই সমস্ত পরিভাষা ব্যবহার করে ব্যবহাররত চিত্তবৃত্তিকে অপ্রাকৃত ভূমিকায় উদ্বুদ্ধ হবার সুযোগ দিয়েছেন। তিনি শ্রীনিতাইচাঁদ বা শ্রীগোরাচাঁদের শুদ্ধ ভক্তিরসের যথার্থ বাতুল, এই জন্যই তাঁর নাম 'শ্রীচাঁদ বাউল'।

দালালের গীতগুলির মাধ্যমে পদকর্তা দালালের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। গৌরপ্রেমের ভাণ্ডারী মূল মহাজন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বদ্ধ জীবের মঙ্গলার্থে তাদের কাছে গৌরসুন্দরের প্রেম বিতরণের উদ্দেশ্যে গোদ্রুম দ্বীপের শ্রীসুরভি কুঞ্জে নামের হাট খুলেছেন। দালালের ভূমিকায় পদকর্তা সেই আনন্দের সংবাদ জনসাধারণের কাছে ঘোষণা করছেন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের ভক্তিগীতি সঞ্চয়ন

প্রার্থনা

লালসাময়ী [১]

'গৌরাঙ্গ' বলিতে হ'বে পুলক শরীর ।
'হরি হরি' বলিতে নয়নে ব'বে নীর ॥
আর ক'বে নিতাইচাঁদের করুণা হইবে ।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে ॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন ।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন ॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি ।
কবে হাম বুঝব সে যুগলপীরিতি ॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে রহু মোর আশ ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস ॥

সংপ্রার্থনাত্মিকা [২]

রাধাকৃষ্ণ! নিবেদন এই জন করে ।
দোঁহে অতি রসময়, সকরুণ হৃদয়,
অবধান কর নাথ, মোরে ॥
হে কৃষ্ণ গোকুলচন্দ্র, গোপীজন-বল্লভ,
হে কৃষ্ণপ্রেয়সী-শিরোমণি ।
হেম-গৌরী শ্যাম-গায়, শ্রবণে পরশ পায়,
গুণ শুনি' জুড়ায় পরাণী ॥

অধম দুর্গতজনে, কেবল করুণা মনে
ত্রিভুবনে এ যশঃ খেয়াতি ।
শুনিয়া সাধুর মুখে, শরণ লইনু সুখে,
উপেখিলে নাহি মোর গতি ॥
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ, জয় জয় রাধে কৃষ্ণ,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় জয় রাধে ।
অঞ্জলি মস্তকে করি, নরোত্তম ভূমে পড়ি',
কহে দোঁহে পুরাও মনঃসাধে ॥

দৈন্যবোধিকা [৩]

হরি হরি! কি মোর করমগতি মন্দ ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপদ, না ভজিনু তিল-আধ,
না বুঝিনু রাগের সম্বন্ধ ॥
স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ, ভট্টযুগ,
ভূগর্ভ, শ্রীজীব, লোকনাথ ।
ইহাঁ সভার পাদপদ্ম, না সেবিনু তিল-আধ,
আর কিসে পুরিবেক সাধ ॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকতমাঝ,
যেঁহো কৈল চৈতন্যচরিত ।
গৌর-গোবিন্দ-লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা,
তাহাতে না হৈল মোর চিত ॥
সে সব ভকত-সঙ্গ, যে করিল তা'র সঙ্গ,
তা'র সঙ্গে কেনে নহিল বাস ।
কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোঙাইনু বৃথা,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তমদাস ॥

[৪]

হরি হরি! বিফলে জনম গোঙাইনু ।
মনুষ্য জনম পাইয়া, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া,
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু ॥
গোলোকের প্রেমধন, হরিনাম সঙ্কীর্তন,
রতি না জন্মিল কেনে তায় ।
সংসার-বিষানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
জুড়াইতে না কৈনু উপায় ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই,
বলরাম হইল নিতাই ।
দীনহীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল,
তা'র সাক্ষী জগাই-মাধাই ॥
হা হা প্রভু নন্দসুত, বৃষভানুসুতাযুত,
করুণা করহ এইবার ।
নরোত্তমদাস কয়, না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়,
তোমা বিনা কে আছে আমার ॥

[৫]

প্রাণেশ্বর! নিবেদন এইজন করে ।
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র, পরম আনন্দকন্দ,
গোপীকুলপ্রিয় দেখ মোরে ॥
তুয়া পাদপদ্ম-সেবা, এই ধন মোরে দিবা,
তুমি নাথ করুণার নিধি ।
পরম মঙ্গল যশ, শ্রবণে পরম রস,
কার কিবা কার্য নহে সিদ্ধি ॥

দারুণ সংসার-গতি, বিষম-বিষয়-মতি,
তুয়া বিস্মরণ-শেল বুকে ।
জরজর তনু মন, অচেতন অনুক্ষণ,
জীয়ন্তে মরণ ভেল দুঃখে ॥
মো হেন অধম-জনে, কর কৃপা নিরীক্ষণে,
দাস করি' রাখ বৃন্দাবনে ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম, প্রভু মোর গৌরধাম,
নরোত্তম লইল শরণে ॥

[৬]

হরি হরি! কৃপা করি' রাখ নিজপদে ।
কাম-ক্রোধ ছয় জনে, লঞা ফিরে নানা স্থানে,
বিষয় ভুঞ্জায় নানামতে ॥
হইয়া মায়ার দাস, করি নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে ।
অর্থলাভ এই আশে, কপট-বৈষ্ণব-বেশে,
ভ্রমিয়া বুলয়ে ঘরে ঘরে ॥
অনেক দুঃখের পরে, লয়েছিলে ব্রজপুরে,
কৃপাডোর গলায় বান্ধিয়া ।
দৈবমায়া বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোরে,
ভবকূপে দিলেক ডাবিয়া ॥
পুনঃ যদি কৃপা করি' এ-জনারে কেশে ধরি',
টানিয়া তুলহ ব্রজধামে ।
তবে সে দেখিয়ে ভাল, নতুবা পরাণ গেল,
কহে দীন দাসনরোত্তমে ॥

[৭]

হরি হরি! বড় শেল মরমে রহিল ।
পাইয়া দুর্লভ তনু, শ্রীকৃষ্ণভজন বিনু,
জন্ম মোর বিফল হইল ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন হরি, নবদ্বীপে অবতরি',
জগৎ ভরিয়া প্রেম দিল ।
মুঞি সে পামরমতি, বিশেষে কঠিন অতি,
তেঁই মোরে করুণা নহিল ॥
স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ, ভট্টযুগ,
তাহাতে না হৈল মোর মতি ।
দিব্য-চিন্তামণি-ধাম, বৃন্দাবন হেন স্থান,
সেই ধামে না কৈনু বসতি ॥
বিশেষ বিষয়ে মতি, নহিল বৈষ্ণবে রতি,
নিরন্তর খেদ উঠে মনে ।
নরোত্তমদাস কহে, জীবের উচিত নহে,
শ্রীগুরুবৈষ্ণব-সেবা বিনে ॥

দৈন্যবোধিকা প্রার্থনা [৮]

হরি হরি! কি মোর করম অভাগ ।
বিফলে জনম গেল, হৃদয়ে রহিল শেল,
নাহি ভেল হরি-অনুরাগ ॥
যজ্ঞ, দান, তীর্থস্নান, পুণ্যকর্ম, জপ, ধ্যান,
অকারণে সব গেল মোহে ।

বুঝিলাম মনে হেন, উপহাস হয় যেন,
বস্ত্রহীন অলঙ্কার দেহে ॥
সাধুমুখে কথামৃত, শুনিয়া বিমল চিত,
নাহি ভেল অপরাধ-কারণ ।
সতত অসৎ-সঙ্গ, সকলি হইল ভঙ্গ,
কি করিব আইলে শমন ॥
শ্রুতি-স্মৃতি সদা রবে, শুনিয়াছি এই সবে,
হরিপদ অভয় শরণ ।
জনম লইয়া সুখে, কৃষ্ণ না বলিনু মুখে,
না করিনু সে-রূপ ভাবন ॥
রাধাকৃষ্ণ দুঁহু পায়, তনু মন রহু তায়,
আর দূরে যাউক বাসনা ।
নরোত্তমদাসে কয়, আর মোর নাহি ভয়,
তনু মন সপিনু আপনা ॥

স্বাভীষ্ট লালসা [৯]

হরি হরি! হেন দিন হইবে আমার ।
দুঁহু মুখ নিরখিব, দুঁহু অঙ্গ পরশিব,
সেবন করিব দোঁহাকার ॥
ললিতা-বিশাখা-সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
মালা গাঁথি' দিব নানাফুলে ।
কনকসম্পুট করি', কর্পূর-তাম্বুল পুরি',
যোগাইব অধর-যুগলে ॥

রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন, এই মোর প্রাণধন,
এই মোর জীবন-উপায় ।
জয় পতিতপাবন, দেহ মোরে এই ধন,
তোমা বিনে অন্য নাহি ভায় ॥
শ্রীগুরু-করুণাসিন্ধু, অধম-জনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন ।
হা হা! প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ ॥

[১০]

হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিনে ।
কেলিকৌতুকরঙ্গে করিব সেবনে ॥
ললিতা-বিশাখা-সনে, যতেক সঙ্গীর গণে,
মণ্ডলী করিব দোঁহ মেলি' ।
রাই-কানু করে ধরি', নৃত্য করে ফিরি' ফিরি',
নিরখি' গোঙা'ব কুতূহলী ॥
অলস বিশ্রাম-ঘরে, গোবর্ধন-গিরিবরে,
রাই-কানু করিবে শয়ন ।
নরোত্তমদাসে কয়, এই যেন মোর হয়,
অনুক্ষণ চরণ-সেবন ॥

[১১]

গোবর্ধন গিরিবর, কেবল নির্জন স্থল,
রাই-কানু করিবে শয়নে ।

ললিতা-বিশাখা-সঙ্গে, সেবন করিবে রঙ্গে,
সুখময় রাতুল চরণে ॥
কনক সম্পুট করি', কর্পূর-তাম্বুল ভরি',
যোগাইব বদনকমলে ।
মণিময় কিঙ্কিণী, রতন নূপুর আনি',
পরাইব চরণযুগলে ॥
কনক কটোরা পুরি', সুগন্ধি চন্দন বুরি',
দোঁহাকার শ্রীঅঙ্গে ঢালিব ।
গুরুরূপা সখী-বামে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে,
চামরের বাতাস করিব ॥
দোঁহার কমল আঁখি' পুলক হইয়া দেখি',
দুঁহু পদ পরশিব করে ।
চৈতন্যদাসের দাস, মনে মাত্র অভিলাষ,
নরোত্তমদাসে সদা স্ফুরে ॥

[১২]

হরি হরি! আর কি এমন দশা হ'ব ।
কবে বৃষভানুপুরে, আহিরী গোপের ঘরে,
তনয়া হইয়া জনমিব ॥
যাবটে আমার কবে, এ পাণিগ্রহণ হ'বে,
বসতি করিব কবে তায় ।
সখীর পরম শ্রেষ্ঠ, যে তাঁহার হয় প্রেষ্ঠ,
সেবন করিব তাঁ'র পায় ॥

তেঁহ কৃপাবান্ হৈঞা, রাতুল চরণে লঞা,
আমারে করিবে সমর্পণ ।
সফল হইবে দশা, পুরিবে মনের আশা,
সে দুঁহার যুগল চরণ ॥
বৃন্দাবনে দুইজন, চতুর্দিকে সখীগণ,
সেবন করিব অবশেষে ।
সখীগণ চারিভিতে, নানা যন্ত্র লৈঞা হাতে,
দেখিব মনের অভিলাষে ॥
দুঁহু চাঁদমুখ দেখি', জুড়াবে তাপিত আঁখি',
নয়নে বহিবে অশ্রুধার ।
বৃন্দার নিদেশ পা'ব, দোঁহার নিকটে যা'ব,
হেন দিন হইবে আমার ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী সখী, মোরে অনাথিনী দেখি',
রাখিবে রাতুল দু'টি পায় ।
নরোত্তমদাস ভণে, প্রিয়নর্মসখীগণে,
কবে দাসী করিবে আমায় ॥

[১৩]

হরি হরি! আর কি এমন দশা হ'ব ।
ছাড়িয়া পুরুষদেহ, কবে প্রকৃতি হ'ব,
দুঁহু অঙ্গে চন্দন পরা'ব ॥
টানিয়া বাঁধিব চূড়া, নব গুঞ্জাহারে বেড়া,
নানা ফুলে গাঁথি' দিব হার ।

পীতবসন অঙ্গে, পরাইব সখী-সঙ্গে,
বদনে তাম্বুল দিব আর ॥
দুঁহ রূপ মনোহারী, হেরিব নয়ন ভরি',
নীলাম্বরে রাই সাজাইয়া ।
নবরত্ন জরি আনি', বান্ধিব বিচিত্র বেণী,
তাহে ফুল মালতী গাঁথিয়া ॥
সেই রূপমাধুরী, দেখিব নয়ন ভরি',
এই করি মনে অভিলাষ ।
জয় রূপ-সনাতন, দেহ মোরে এই ধন,
নিবেদয়ে নরোত্তমদাস ॥

[১৪]

কুসুমিত বৃন্দাবনে, নাচত শিখিগণে,
পিককুল, ভ্রমর-ঝঙ্কারে ।
প্রিয়-সহচরী-সঙ্গে, গাইয়া যাইব রঙ্গে,
মনোহর নিকুঞ্জ-কুটীরে ॥
হরি হরি! মনোরথ ফলিবে আমারে ।
দুঁহুক মন্থর গতি, কৌতুকে হেরব অতি,
অঙ্গ ভরি' পুলক-অন্তরে ॥
চৌদিকে সখীর মাঝে, রাধিকার ইঙ্গিতে,
চিরুণী লইয়া করে করি' ।
কুটিল কুন্তল সব, বিথারিয়া আঁচরব,
বনাইব বিচিত্র কবরী ॥

মৃগমদ মলয়জ, সব অঙ্গে লেপব,
পরাইব মনোহর হার ।
চন্দন-কুঙ্কুমে, তিলক বানাইব,
হেরব মুখ-সুধাকর ॥
নীল-পট্টাম্বর, যতনে পরাইব,
পায়ে দিব রতন-মঞ্জীরে ।
ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা- চরণ ধোয়াইব,
মুছব আপন চিকুরে ॥
কুসুম-কমলদলে, শেয বিছাইব,
শয়ন করা'ব দোঁহাকারে ।
ধবল চামর আনি', মৃদু মৃদু বীজব,
ছরমিত দুঁহুক শরীরে ॥
কনকসম্পুট করি', কর্পূর-তাম্বুল ভরি',
যোগাইব দোঁহার বদনে ।
অধর-সুধারসে, তাম্বুল-সুবাসে,
ভোখব অধিক যতনে ॥
শ্রীগুরু-করুণাসিন্ধু, লোকনাথ দীনবন্ধু,
মুই-দীনে কর অবধান ।
রাধাকৃষ্ণ, বৃন্দাবন, প্রিয়নর্মসখীগণ,
নরোত্তম মাগে এই দান ॥

পুনঃ স্বাভীষ্ট-লালসা [১৫]

হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিন ।
গোবর্ধন গিরিবরে, পরম নিভৃত ঘরে,
রাই-কানু করা'ব শয়ন ॥

ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা- চরণ ধোয়াইব,
মুছব আপন চিকুরে ।
কনকসম্পুট করি', কর্পূর তাম্বুল পূরি',
যোগাইব দুঁহুক অধরে ॥
প্রিয়সখীগণ সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
চরণ সেবিব নিজ করে ।
দুঁহুক কমল-দিঠি, কৌতুকে হেরব,
দুঁহু-অঙ্গ পুলক অন্তরে ॥
মল্লিকা-মালতী-যূথি, নানা ফুলে মালা গাঁথি',
কবে দিব দোঁহার গলায় ।
সোনার কটোরা করি', কর্পূর-চন্দন ভরি',
কবে দিব দোঁহাকার গায় ॥
আর কবে এমন হ'ব, দুঁহু মুখ নিরখিব,
লীলারস নিকুঞ্জ-শয়নে ।
শ্রীকুন্দলতার সঙ্গে, কেলি-কৌতুক-রঙ্গে,
নরোত্তম করিবে শ্রবণে ॥

লালসা [১৬]

শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ, সেই মোর সম্পদ,
সেই মোর ভজন-পূজন ।
সেই মোর প্রাণ-ধন, সেই মোর আভরণ,
সেই মোর জীবনের জীবন ॥
সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি,
সেই মোর বেদের-ধরম ।

সেই ব্রত, সেই তপ, সেই মোর মন্ত্র-জপ,
সেই মোর ধরম-করম ॥
অনুকূল হ'বে বিধি, সেই পদে হইবে সিদ্ধি,
নিরখিব এ দুই নয়নে ।
সে রূপমাধুরীরাশি, প্রাণ-কুবলয়-শশী,
প্রফুল্লিত হ'বে নিশিদিনে ॥
তুয়া-অদর্শন-অহি, গরলে জারল দেহি,
চিরদিন তাপিত জীবন ।
হা হা প্রভু! কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ ॥

[১৭]

শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্বজন ।
শ্রীরূপ কৃপায় মিলে যুগলচরণ ॥
হা হা প্রভু সনাতন গৌরপরিবার ।
সবে মিলি' বাঞ্ছা পূর্ণ করহ আমার ॥
শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা-প্রতি হয় ।
সে পদ আশ্রয় যাঁ'র সে-ই মহাশয় ॥
প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যা'বে ।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে ॥
হেন কি হইবে মোর—নর্মসখীগণে ।
অনুগত নরোত্তমে করিবে শাসনে ॥

[১৮]

এই নব-দাসী বলি' শ্রীরূপ চাহিবে।
হেন শুভক্ষণ মোর কত দিনে হ'বে ॥
শীঘ্র আজ্ঞা করিবেন—দাসী হেথা আয়।
সেবার সুসজ্জা-কার্য করহ ত্বরায় ॥
আনন্দিত হঞা হিয়া আজ্ঞাবলে।
পবিত্র মনেতে কার্য করিবে তৎকালে ॥
সেবার সামগ্রী রত্ন-থালেতে করিয়া।
সুবাসিত বারি স্বর্ণঝারিতে পূরিয়া ॥
দোঁহার সম্মুখে ল'য়ে দিব শীঘ্রগতি।
নরোত্তমের দশা কবে হইবে এমতি ॥

[১৯]

শ্রীরূপ পশ্চাতে আমি রহিব ভীত হৈঞা।
দোঁহে পুনঃ কহিবেন আমা-পানে চাঞা ॥
সদয়-হৃদয়ে দোঁহে কহিবেন হাসি'।
"কোথায় পাইলে রূপ! এই নব দাসী ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী তবে দোঁহাবাক্য শুনি'।
"মঞ্জুনালী দিল মোরে এই দাসী আনি' ॥
অতি নম্রচিত্ত আমি ইঁহারে জানিল।
সেবাকার্য দিয়া তবে হেথায় রাখিল ॥"
হেন তত্ত্ব দোঁহাকার সাক্ষাতে কহিয়া।
নরোত্তমে সেবায় দিবে নিযুক্ত করিয়া ॥

[২০]

হা হা প্রভু লোকনাথ! রাখ পদদ্বন্দ্বে।
কৃপাদৃষ্টে চাহ যদি হইয়া আনন্দে ॥
মনোবাঞ্ছা-সিদ্ধি তবে হঙ পূর্ণতৃষ্ণ।
হেথায় চৈতন্য মিলে সেথা রাধাকৃষ্ণ ॥
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর।
মনের বাসনা পূর্ণ কর এইবার ॥
এ তিন সংসারে মোর আর কেহ নাই।
কৃপা করি নিজ পদতলে দেহ ঠাঞি ॥
রাধাকৃষ্ণ-লীলাগুণ গাঙ রাত্রিদিনে।
নরোত্তম-বাঞ্ছা পূর্ণ নহে তুয়া বিনে ॥

[২১]

লোকনাথ-প্রভু! তুমি দয়া কর মোরে।
রাধাকৃষ্ণ-চরণ যেন সদা চিত্তে স্ফুরে ॥
তোমার সহিতে থাকি' সখীর সহিতে।
এই ত' বাসনা মোর সদা উঠে চিতে ॥
সখীগণজ্যেষ্ঠ যেঁহো, তাঁহার চরণে।
মোরে সমর্পিবে কবে সেবার কারণে ॥
তবে সে হইবে মোর বাঞ্ছিত পূরণ।
আনন্দে সেবিব দোঁহার যুগলচরণ ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী সখি! কৃপাদৃষ্টে চাঞা।
তাপী নরোত্তমে সিঞ্চ সেবামৃত দিঞা ॥

[২২]

হা হা প্রভু! কর দয়া করুণা তোমার ।
মিছা মায়াজালে তনু দহিছে আমার ॥
কবে হেন দশা হবে—সখী-সঙ্গ পাব ।
বৃন্দাবনে ফুল গাঁথি দোঁহাকে পরা'ব ॥
সম্মুখে বসিয়া কবে চামর ঢুলাব ।
অগুরু চন্দন-গন্ধ দুঁহু অঙ্গে দিব ॥
সখীর আঞায় কবে তাম্বুল যোগাব ।
সিন্দুর তিলক কবে দোঁহাকে পরাব ॥
বিলাস-কৌতুক কেলি দেখিব নয়নে ।
নিরখিব চাঁদমুখ বসাঞা সিংহাসনে ॥
সদা সে মাধুরী দেখি মনের লালসে ।
কতদিনে হবে দয়া নরোত্তমদাসে ॥

[২৩]

হরি হরি! কবে হেন দশা হ'বে মোর ।
সেবিব দোঁহার পদ আনন্দে বিভোর ॥
ভ্রমর হইয়া সদা রহিব চরণে ।
শ্রীচরণামৃত সদা করিব আস্বাদনে ॥
এই আশা করি আমি—যত সখীগণ ।
তোমাদের কৃপায় হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥
বহুদিন বাঞ্ছা করি' পূর্ণ যাতে হয় ।
সবে মেলি' দয়া কর হইয়া সদয় ॥
সেবা-আশে নরোত্তম কান্দে দিবানিশি ।
কৃপা করি' কর মোরে অনুগত-দাসী ॥

[২৪]

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
কৃপা করি' সবে মেলি' করহ করুণা ।
অধম পতিতজনে না করিহ ঘৃণা ॥
এ তিন সংসার-মাঝে তুয়া পদ সার ।
ভাবিয়া দেখিনু মনে—গতি নাহি আর ॥
সে পদ পাবার আশে খেদ উঠে মনে ।
ব্যাকুল হৃদয় সদা করিয়ে ক্রন্দনে ॥
কিরূপে পাইব কিছু না পাই সন্ধান ।
প্রভু লোকনাথ-পদ নাহিক স্মরণ ॥
তুমি ত' দয়াল প্রভু! চাহ একবার ।
নরোত্তম-হৃদয়ের ঘুচাও অন্ধকার ॥

সাধক-দেহোচিত লালসা [২৫]

হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিন ।
ভজিব শ্রীরাধাকৃষ্ণ হৈঞা প্রেমাধীন ॥
সুযন্ত্রে মিশাঞা গাব সুমধুর তান ।
আনন্দে করিব দুঁহার রূপ-গুণ-গান ॥
'রাধিকা-গোবিন্দ' বলি' কাঁদিব উচ্চৈঃস্বরে ।
ভিজিবে সকল অঙ্গ নয়নের নীরে ॥
এইবার করুণা কর রূপ-সনাতন ।
রঘুনাথদাস মোর, শ্রীজীব-জীবন ॥

এইবার করুণা কর ললিতা-বিশাখা ।
সখ্যভাবে শ্রীদাম-সুবল-আদি সখা ॥
সবে মিলি' কর দয়া পুরুক মোর আশ ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস ॥

সাধক-দেহোচিত শ্রীবৃন্দাবনবাস-লালসা [২৬]

হরি হরি! আর কি এমন দশা হ'ব ।
এ ভব-সংসার ত্যজি', পরম আনন্দে মজি,
আর কবে ব্রজভূমে যা'ব ॥
সুখময় বৃন্দাবন, কবে হ'বে দরশন,
সে ধূলি লাগিবে কবে গায় ।
প্রেমে গদগদ হৈঞা, রাধাকৃষ্ণ নাম লৈয়া,
কাঁদিয়া বেড়াব উভরায় ॥
নিভৃতে নিকুঞ্জে যাঞা, অষ্টাঙ্গে প্রণাম হৈয়া,
ডাকিব হা রাধানাথ! বলি' ।
কবে যমুনার তীরে, পরশ করিব নীরে,
কবে পিব করপুটে তুলি' ॥
আর কবে এমন হ'ব, শ্রীরাসমণ্ডলে যা'ব,
কবে গড়াগড়ি দিব তা'য় ।
বংশীবট-ছায়া পাঞা, পরম আনন্দ হঞা,
পড়িয়া রহিব তা'র ছায় ॥
কবে গোবর্ধন-গিরি, দেখিব নয়ন ভরি',
কবে হ'বে রাধাকুণ্ডে বাস ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে, এ দেহ পতন হ'বে,
কহে দীন নরোত্তমদাস ॥

[২৭]

হরি হরি! আর কবে পালটিবে দশা ।
এ সব করিয়া বামে, যা'ব বৃন্দাবন-ধামে,
এই মনে করিয়াছি আশা ॥
ধন, জন, পরিবারে, এ সব করিয়া দূরে,
একান্ত হইয়া কবে যা'ব ।
সব দুঃখ পরিহরি', বৃন্দাবনে বাস করি',
মাধুকরী মাগিয়া খাইব ॥
যমুনার জল যেন, অমৃত সমান হেন,
কবে পিব উদর পূরিয়া ।
কবে রাধাকুণ্ডজলে, স্নান করি' কুতূহলে,
শ্যামকুণ্ডে রহিব পড়িয়া ॥
ভ্রমিব দ্বাদশ বনে, রসকেলি যে যে স্থানে,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া ।
শুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণস্থানে,
নিবেদিব চরণ ধরিয়া ॥
ভজনের স্থান কবে, নয়নগোচর হবে,
আর যত আছে উপবন ।
তা'র মধ্যে বৃন্দাবন, নরোত্তমদাসের মন,
আশা করে যুগল-চরণ ॥

[২৮]

করঙ্গ-কৌপীন লঞা, ছেঁড়া কান্থা গায়ে দিয়া,
তেয়াগিব সকল বিষয় ।

কৃষ্ণে অনুরাগ হবে, ব্রজের নিকুঞ্জে কবে,
যাইয়া করিব নিজালয় ॥
হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিন ।
ফলমূল বৃন্দাবনে, খাঞা দিবা-অবসানে,
ভ্রমিব হইয়া উদাসীন ॥
শীতল যমুনা-জলে, স্নান করি কুতূহলে,
প্রেমাবেশে আনন্দিত হঞা ।
বাহুর উপর বাহু তুলি', বৃন্দাবনে কুলি কুলি,
কৃষ্ণ বলি' বেড়াব কান্দিয়া ॥
দেখিব সঙ্কেত-স্থান, জুড়াবে তাপিত প্রাণ,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব ।
কাঁহা রাধা প্রাণেশ্বরী, কাঁহা গিরিবরধারী,
কাঁহা নাথ বলিয়া ডাকিব ॥
মাধবী-কুঞ্জের পরি, সুখে বসি' শুকশারি,
গাইবেক রাধাকৃষ্ণ-রস ।
তরুমূলে বসি' তাহা, শুনি' জুড়াইব হিয়া,
কবে সুখে গোঙাব দিবস ॥
শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ, শ্রীমতী রাধিকা-সাথ,
দেখিব রতন-সিংহাসনে ।
দীন নরোত্তমদাস, করয়ে দুর্লভ আশ,
এমতি হইবে কত দিনে ॥

[২৯]

হরি হরি! কবে হব বৃন্দাবনবাসী ।
নিরখিব নয়নে যুগল রূপরাশি ॥

ত্যজিয়া শয়ন-সুখ বিচিত্র পালঙ্ক ।
কবে ব্রজের ধূলায় ধূসর হবে অঙ্গ ॥
যড়রস-ভোজন দূরে পরিহরি ।
কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী ॥
পরিক্রমা করিয়া বেড়াব বনে বনে ।
বিশ্রাম করিব যাই' যমুনাপুলিনে ॥
তাপ দূর করিব শীতল বংশীবটে ।
কবে কুঞ্জে বৈঠব সে বৈষ্ণব-নিকটে ॥
নরোত্তমদাস কহে করি' পরিহার ।
কবে বা এমন দশা হইবে আমার ॥

সবিলাপ শ্রীবৃন্দাবনবাস-লালসা [৩০]

আর কি এমন দশা হব ।
সব ছাড়ি' বৃন্দাবনে যাব ॥
আর কবে শ্রীরাসমণ্ডলে ।
গড়াগড়ি দিব কুতূহলে ॥
আর কবে গোবর্ধন-গিরি ।
দেখিব নয়নযুগ ভরি' ॥
শ্যামকুণ্ডে রাধাকুণ্ডে স্নান ।
করি' কবে জুড়াব পরাণ ॥
আর কবে যমুনার জলে ।
মজ্জনে হইব নিরমলে ॥
সাধুসঙ্গে বৃন্দাবনে বাস ।
নরোত্তমদাস করে আশ ॥

মাথুরবিরহোচিত দর্শন-লালসা [৩১]

কবে কৃষ্ণধন পাব, হিয়ার মাঝারে থোব,
জুড়াইব তাপিত-পরাণ ।
সাজাইয়া দিবা হিয়া, বসাইব প্রাণপ্রিয়া,
নিরখিব সে চন্দ্রবয়ান ॥
হে সজনি! কবে মোর হইবে সুদিন ।
সে প্রাণনাথের সঙ্গে, কবে বা ফিরিব রঙ্গে,
সুখময় যমুনাপুলিন ॥
ললিতা-বিশাখা লঞা, তাঁহারে ভেটিব গিয়া,
সাজাইয়া নানা উপহার ।
সদয় হইয়া বিধি, মিলাইবে গুণনিধি,
হেন ভাগ্য হইবে আমার ॥
দারুণ বিধির নাট, ভাঙ্গিল প্রেমের হাট,
তিলমাত্র না রাখিল তার ।
কহে নরোত্তমদাস, কি মোর জীবনে আশ,
ছাড়ি' গেল ব্রজেন্দ্রকুমার ॥

[৩২]

এইবার পাইলে দেখা চরণ দু'খানি ।
হিয়ার মাঝারে রাখি' জুড়াব পরাণী ॥
তাঁরে না দেখিয়া মোর মনে বড় তাপ ।
অনলে পশিব কিংবা জলে দিব ঝাঁপ ॥
মুখের মুছাব ঘাম, খাওয়াব পান গুয়া ।
ঘামেতে বাতাস দিব চন্দনাদি চুয়া ॥

বৃন্দাবনের ফুলের গাঁথিয়া দিব হার ।
বিনাইয়া বান্ধিব চূড়া কুন্তলের ভার ॥
কপালে তিলক দিব চন্দনের চাঁদ ।
নরোত্তমদাস কহে পিরীতের ফাঁদ ॥

[৩৩]

বৃন্দাবন রম্যস্থান, দিব্য চিন্তামণিধাম,
রতন-মন্দির মনোহর ।
আবৃত কালিন্দী-নীরে, রাজহংস কেলি করে,
তাহে শোভে কনক-কমল ॥
তার মধ্যে হেমপীঠ, অষ্টদলে বেষ্টিত,
অষ্টদলে প্রধানা নায়িকা ।
তার মধ্যে রত্নাসনে, বসি' আছেন দুইজনে,
শ্যাম-সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা ॥
ও রূপ-লাবণ্যরাশি, অমিয় পড়িছে খসি',
হাস্য-পরিহাস-সম্ভাষণে ।
নরোত্তমদাস কয়, নিত্যলীলা সুখময়,
সদাই স্ফুরুক্ মোর মনে ॥

[৩৪]

কদম্ব-তরুর ডাল, নামিয়াছে ভূমে ভাল,
ফুটিয়াছে ফুল সারি সারি ।
পরিমলে ভরল, সকল বৃন্দাবন,
কেলি করে ভ্রমরা-ভ্রমরী ॥

রাই-কানু বিলাসই রঙ্গে ।
কিবা রূপ-লাবণি, বৈদগ্ধখনি ধনি,
মণিময় আভরণ অঙ্গে ॥
রাধার দক্ষিণ কর, ধরি' প্রিয় গিরিধর,
মধুর মধুর চলি' যায় ।
আগে পাছে সখীগণ, করে ফুল বরিষণ,
কোন সখী চামর ঢুলায় ॥
পরাগে ধূসর স্থল, চন্দ্র-করে সুশীতল,
মণিময় বেদীর উপরে ।
রাই-কানু কর যোড়ি', নৃত্য করে ফিরি' ফিরি',
পরশে পুলকে তনু ভরে ॥
মৃগমদ-চন্দন, করে করি' সখীগণ,
বরিষয়ে ফুল গন্ধরাজে ।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু, শোভা করে মুখ-ইন্দু,
অধরে মুরলী নাহি বাজে ॥
হাস-বিলাস-রস, সরল মধুর ভাষ,
নরোত্তম-মনোরথ ভরু ।
দুঁহুক বিচিত্র বেশ, কুসুমে রচিত কেশ,
লোচন-মোহন লীলা করু ॥

স্বনিষ্ঠ [৩৫]

ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র,
প্রাণ মোর যুগলকিশোর ।

অদ্বৈত-আচার্য বল, গদাধর মোর কুল,
নরহরি বিলসই মোর ॥
বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নানকেলি,
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম ।
বিচার করিয়া মনে, ভক্তিরস আস্বাদনে,
মধ্যস্থ শ্রীভাগবত-পুরাণ ॥
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর মনোনিষ্ঠ,
বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস ।
বৃন্দাবনে চবুতারা, তাহে মোর মন ঘেরা,
কহে দীন নরোত্তমদাস ॥

নিত্যানন্দ-নিষ্ঠা [৩৬]

নিতাই-পদকমল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায় ।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায় ॥
সে সম্বন্ধ নাহি যাঁ'র, বৃথা জন্ম গেল তা'র,
সেই পশু বড় দুরাচার ।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার সুখে,
বিদ্যা-কুলে কি করিবে তার ॥
অহঙ্কারে মত্ত হৈএগ, নিতাই-পদ-পাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি' মানি ।
নিতাইয়ের করুণা হ'বে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাইর চরণ দু'খানি ॥

নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই-পদ সদা কর আশ ।
নরোত্তম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা-চরণের পাশ ॥

গৌরাঙ্গ-নিষ্ঠা [৩৭]

আরে ভাই! ভজ মোর গৌরাঙ্গচরণ ।
না ভজিয়া মৈনু দুঃখে, ডুবি' গৃহ-বিষকূপে,
দগ্ধ কৈল এ পাঁচ পরাণ ॥
তাপত্রয়-বিষানলে, অহর্নিশ হিয়া জ্বলে,
দেহ সদা হয় অচেতন ।
রিপুবশ ইন্দ্রিয় হৈল, গোরাপদ পাসরিল,
বিমুখ হইল হেন ধন ॥
হেন গৌর দয়াময়, ছাড়ি' সব লাজ-ভয়,
কায়মনে লহ রে শরণ ।
পরম দুর্মতি ছিল, তারে গোরা উদ্ধারিল,
তারা হৈল পতিতপাবন ॥
গোরা দ্বিজ নটরাজে, বান্ধহ হৃদয়-মাঝে,
কি করিবে সংসার-শমন ।
নরোত্তমদাসে কহে, গোরা-সম কেহ নহে,
না ভজিতে দেয় প্রেমধন ॥

সাবরণ-গৌরমহিমা [৩৮]

গৌরাঙ্গের দু'টি পদ, যা'র ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতিরস-সার ।

গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যা'র কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্মল ভেল তা'র ॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তা'র হয় প্রেমোদয়,
তারে মুঞি যাই বলিহারি ।
গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তা'রে স্ফুরে,
সে-জন ভকতি অধিকারী ॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি' মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ ।
শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তা'র হয় ব্রজভূমে বাস ॥
গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, 'হা গৌরাঙ্গ!' ব'লে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তা'র সঙ্গ ॥

পুনঃপ্রার্থনা [৩৯]

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে ।
তোমা বিনা কে দয়ালু জগৎ-সংসারে ॥
পতিতপাবন হেতু তব অবতার ।
মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর ॥
হা হা প্রভু নিত্যানন্দ! প্রেমানন্দসুখী ।
কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুঃখী ॥
দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত গোসাঞি ।
তব কৃপাবলে পাই চৈতন্য-নিতাই ॥

হা হা স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ ।
ভট্টযুগ, শ্রীজীব, হা প্রভু লোকনাথ ॥
দয়া কর শ্রীআচার্য, প্রভু শ্রীনিবাস ।
রামচন্দ্রসঙ্গ মাগে নরোত্তমদাস ॥

সপার্ষদ ভগবদ্বিরহজনিত বিলাপ [৪০]

যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর ।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর ॥
কাঁহা মোর স্বরূপ-রূপ, কাঁহা সনাতন?
কাঁহা দাস-রঘুনাথ পতিতপাবন?
কাঁহা মোর ভট্টযুগ, কাঁহা কবিরাজ?
এককালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ?
পাষাণে কুটিব মাথা, অনলে পশিব ।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব?
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস ।
সে সঙ্গ না পাএগ কান্দে নরোত্তমদাস ॥

আক্ষেপ [৪১]

গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু ।
প্রেম-রতন-ধন হেলায় হারাইনু ॥
অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু ।
আপন করম-দোষে আপনি ডুবিনু ॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস ।
তে-কারণে লাগিল যে কর্মবন্ধ-ফাঁস ॥

বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু ।
গৌরকীর্তনরসে মগন না হৈনু ॥
এমন গৌরাঙ্গের গুণে না কাঁন্দিল মন ।
মনুষ্য দুর্লভ জন্ম গেল অকারণ ॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া ।
নরোত্তমদাস কেন না গেল মরিয়া ॥

[৪২]

হরি হরি! কি মোর করম অনুরত ।
বিষয়ে কুটিলমতি, সৎসঙ্গে না হইল রতি,
কিসে আর তরিবার পথ ॥
স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ, ভট্টযুগ,
লোকনাথ সিদ্ধান্তসাগর ।
শুনিতাম সে সব কথা, ঘুচিত মনের ব্যথা,
তবে ভাল হইত অন্তর ॥
যখন গৌর-নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
নদীয়া নগরে অবতার ।
তখন না হৈল জন্ম, এবে দেহে কিবা কর্ম,
মিছামাত্র বহি' ফিরি ভার ॥
হরিদাস-আদি বুলে, মহোৎসব-আদি করে,
না হেরিনু সে সুখ-বিলাস ।
কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোঙানু বৃথা,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তমদাস ॥

বৈষ্ণব-মহিমা [৪৩]

ঠাকুর বৈষ্ণবপদ, অবনীর সুসম্পদ,
শুন ভাই হঞা একমন ।
আশ্রয় লইয়া ভজে, তা'রে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ ॥
বৈষ্ণব-চরণজল, প্রেমভক্তি দিতে বল,
আর কেহ নহে বলবন্ত ।
বৈষ্ণব-চরণরেণু, মস্তকে ভূষণ বিনু,
আর নাহি ভূষণের অন্ত ॥
তীর্থজল পবিত্র-গুণে, লিখিয়াছে পুরাণে,
সে সব ভক্তির প্রবঞ্চন ।
বৈষ্ণবের পাদোদক, সম নহে এই সব,
যা'তে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥
বৈষ্ণব-সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ,
সদা হয় কৃষ্ণ-পরসঙ্গ ।
দীন নরোত্তম কান্দে, হিয়া ধৈর্য নাহি বান্ধে,
মোর দশা কেন হৈল ভঙ্গ ॥

বৈষ্ণবে বিজ্ঞপ্তি [৪৪]

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ! করি এই নিবেদন,
মো বড় অধম দুরাচার ।
দারুণ-সংসার-নিধি, তাহে ডুবাইল বিধি,
কেশে ধরি' মোরে কর পার ॥

বিধি বড় বলবান্, না শুনে ধরম-জ্ঞান,
সদাই করমপাশে বান্ধে ।
না দেখি তারণ লেশ, যত দেখি সব ক্লেশ,
অনাথ, কাতরে তেঁই কান্দে ॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, অভিমান সহ,
আপন আপন স্থানে টানে ।
ঐছন আমার মন, ফিরে যেন অন্ধজন,
সুপথ বিপথ নাহি জানে ॥
না লইনু সৎ মত, অসতে মজিল চিত,
তুয়া পায়ে না করিনু আশ ।
নরোত্তমদাসে কয়, দেখি শুনি লাগে ভয়,
তরাইয়া লহ নিজ পাশ ॥

[৪৫]

এইবার করুণা কর বৈষ্ণব-গোসাঞি ।
পতিতপাবন তোমা বিনে কেহ নাই ॥
যাঁহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায় ।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায় ?
গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন ।
দর্শনে পবিত্র কর—এই তোমার গুণ ॥
হরিস্থানে অপরাধে তারে হরিনাম ।
তোমা-স্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান ॥
তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম ।
গোবিন্দ কহেন—মম বৈষ্ণব-পরাণ ॥

প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি ।
নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি ॥

[৪৬]

কিরূপে পাইব সেবা মুই দুরাচার ।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার ॥
অশেষ মায়াতে মন মগন হইল ।
বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল ॥
বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি ।
গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া সে পিশাচী ॥
ইহারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায় ।
সাধুকৃপা বিনা আর নাহিক উপায় ॥
অদোষ-দরশি প্রভু, পতিত উদ্ধার ।
এইবার নরোত্তমে করহ নিস্তার ॥

শ্রীরূপরতিমঞ্জরীপদে বিজ্ঞপ্তি [৪৭]

রাধাকৃষ্ণ সেবোঁ মুঞি জীবনে মরণে ।
তাঁর স্থান, তাঁর লীলা দেখো রাত্রিদিনে ॥
যে স্থানে লীলা করে যুগলকিশোর ।
সখীর সঙ্গিনী হঞা তাহে হঙ ভোর ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ সেবোঁ নিরবধি ।
তাঁর পাদপদ্ম মোর মন্ত্র-মহৌষধি ॥
শ্রীরতিমঞ্জরী দেবী! মোরে কর দয়া ।
অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্মছায়া ॥

শ্রীরসমঞ্জরী দেবী! কর অবধান ।
অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্মধ্যান ॥
বৃন্দাবনে নিত্য নিত্য যুগলবিলাস ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস ॥

সখীবৃন্দে বিজ্ঞপ্তি [৪৮]

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগলকিশোর ।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর ॥
কালিন্দীর কূলে কেলি-কদম্বের বন ।
রতন বেদীর উপর বসাব দু'জন ॥
শ্যামগৌরী-অঙ্গে দিব (চুয়া) চন্দনের গন্ধ ।
চামর ঢুলাব কবে, হেরিব মুখচন্দ্র ॥
গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে ।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর-তাম্বুলে ॥
ললিতা-বিশাখা-আদি যত সখীবৃন্দ ।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস ।
সেবা অভিলাষ করে নরোত্তমদাস ॥

সিদ্ধদেহে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীপদে সাক্ষাদ্বিজ্ঞপ্তি [৪৯]

প্রাণেশ্বরী! এইবার করুণা কর মোরে ।
দশনেতে তৃণ ধরি', অঞ্জলি মস্তকে করি',
এইজন নিবেদন করে ॥
প্রিয়-সহচরী-সঙ্গে, সেবন করিবে রঙ্গে,
অঙ্গে বেশ করিবেক সাধে ।

রাখ এই সেবা-কাজে, নিজ পদপঙ্কজে,
প্রিয়সহচরীগণ-মাঝে ॥
সুগন্ধি চন্দন, মণিময় আভরণ,
কৌষিক বসন নানা রঙ্গে ।
এই সব সেবা যাঁ'র, দাসী যেন হঙ তাঁ'র,
অনুক্ষণ থাকি তাঁ'র সঙ্গে ॥
জল সুবাসিত করি, রতন-ভৃঙ্গারে ভরি,
কর্পূরবাসিত গুয়া-পান ।
এসব সাজাইয়া ডালা, লবঙ্গ, মালতী-মালা,
ভক্ষ্য-দ্রব্য নানা অনুপম ॥
সখীর ইঙ্গিত হ'বে, এ সব আনিয়া কবে,
যোগাইব ললিতার কাছে ।
নরোত্তমদাস কয়, এই যেন মোর হয়,
দাঁড়াইয়া রহু সখীর পাছে ॥

[৫০]

অরুণ-কমলদলে, শেয বিছাইব,
বসাইব কিশোর-কিশোরী ।
অলকা-আবৃত-মুখ- পঙ্কজ মনোহর,
মরকত-শ্যাম হেম-গৌরী ॥
প্রাণেশ্বরী! কবে মোরে হবে কৃপাদিঠি ।
আজ্ঞায় আনিয়া কবে, বিবিধ ফুলবর,
শুনব বচন দুঁহু মিঠি ॥

মৃগমদ-তিলক, সসিন্দুর বনায়ব,
লেপব চন্দন-গন্ধে ।
গাঁথি' মালতীফুল, হার পহিরাওব,
ধাওয়াব মধুকরবৃন্দে ॥
ললিতা কবে মোরে, বীজন দেওয়াব,
বীজন মারুত মন্দে ।
শ্রমজলসকল, মিঠব দুঁহু-কলেবর,
হেরব পরম আনন্দে ॥
নরোত্তমদাস- আশ-পদপঙ্কজ
সেবন-মাধুরীপানে ।
হোওয়ব হেন দিন, না দেখিয়ে কোন চিহ্ন,
দুঁহুজন হেরব নয়ানে ॥

শ্রীকৃষ্ণে বিজ্ঞপ্তি [৫১]

প্রভু হে! এইবার করহ করুণা ।
যুগলচরণ দেখি', সফল করিব আঁখি,
এই মোর মনের কামনা ॥
নিজপদ-সেবা দিবা, নাহি মোরে উপেখিবা,
দুঁহু পঁহু করুণাসাগর ।
দুঁহু বিনু নাহি জানোঁ, এই বড় ভাগ্য মানোঁ,
মুই বড় পতিত পামর ॥
ললিতা-আদেশ পাঞা, চরণ সেবিব যাঞা,
প্রিয়সখী-সঙ্গে, হয় মনে ।

দুঁহু দাতাশিরোমণি, অতি দীন মোরে জানি',
নিকটে চরণ দিবে দানে ॥
পাব রাধাকৃষ্ণ-পা, ঘুচিবে মনের ঘা,
দূরে যাবে এ-সব বিকল ।
নরোত্তমদাসে কয়, এই বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়,
দেহ প্রাণ সকল সফল ॥

[৫২]

আজি রসে বাদর নিশি ।
প্রেমে ভাসল সব বৃন্দাবনবাসী ॥
শ্যাম-ঘন বরিখয়ে প্রেমসুধা-ধার ।
কোরে রঙ্গিণী রাধা বিজুরী-সঞ্চার ॥
প্রেমে পিছলপথ—গমন ভেল বঙ্ক ।
মৃগমদ-চন্দন-কুঙ্কুমে ভেল পঙ্ক ॥
দিগ্ বিদিগ্ নাহি—প্রেমের পাথার ।
ডুবিল নরোত্তম না জানে সাঁতার ॥

অতিরিক্ত পদ [১]

হেদে হে নাগরবর, শুন হে মুরলীধর,
নিবেদন করি তুয়া পায় ।
চরণ-নখর-মণি, যেন চাঁদের গাঁথনি,
ভাল শোভে আমার গলায় ॥
শ্রীদাম-সুদাম-সঙ্গে, যখন বনে যাও রঙ্গে,
তখন আমি দুয়ারে দাঁড়ায়ে ।

মনে করি সঙ্গে যাই, গুরুজনার ভয় পাই,
আঁখি রহে তুয়া পানে চেয়ে ॥
চাই নবীন মেঘপানে, তুয়া বঁধু পড়ে মনে,
এলাইলে কেশ নাহি বাঁধি ।
রন্ধনশালাতে যাই, তুয়া বঁধু গুণ গাই,
ধূঁয়ার ছলনা করি' কান্দি ॥
মণি নও, মানিক নও, আঁচলে বাঁধিলে রও,
ফুল নও যে কেশে করি বেশে ।
নারী না করিত বিধি, তুয়া হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশে দেশে ॥
অগুরু চন্দন হইতাম, তুয়া অঙ্গে মাখা রইতাম,
ঘামিয়া পড়িতাম রাঙ্গা পায় ।
কি মোর মনের সাধ, বামন হ'য়ে চাঁদে হাত,
বিধি কি সাধ পূরাবে আমার ॥
নরোত্তমদাসে কয়, শুন ওহে দয়াময়,
তুমি আমায় না ছাড়িহ দয়া ।
যে-দিন তোমার ভাবে, আমার এ দেহ যাবে,
সেই দিন দিও পদছায়া ॥

[২]

হরি ব'লব আর মদনমোহন হেরিব গো ।
এই রূপেতে ব্রজের পথে চলিব গো ॥
যা'ব গো ব্রজেন্দ্রপুর, হ'ব গোপী-পায়ের নূপুর,
নূপুর হ'য়ে রুনুঝুনু বাজিব গো ।

রাধাকৃষ্ণের রূপমাধুরী দেখিব দু'নয়ন ভরি',
নিকুঞ্জের দ্বারের দ্বারী রহিব গো ॥
বিপিনে বিনোদ খেলা, সঙ্গেতে রাখালের মেলা,
তাঁদের চরণের ধূলা মাখিব গো ।
ব্রজবাসী তোমরা সবে, এ অভিলাষ পুরাও এবে,
আর কবে কৃষ্ণের বাঁশী শুনিব গো ॥
এ দেহ অন্তিমকালে, রাখব শ্রীযমুনার জলে,
জয় রাধে গোবিন্দ ব'লে ভাসিব গো ।
কহে নরোত্তমদাস, না পুরিল অভিলাষ,
আর কবে ব্রজে বাস করিব গো ॥

শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

[১]

শ্রীগুরুচরণপদ্ম, কেবল ভকতিসদ্ম,
বন্দোঁ মুঞি সাবধান মতে ।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাহা হ'তে ॥
গুরুমুখপদ্মবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা ।
শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তম-গতি,
যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা ॥
চক্ষুদান দিল যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত ।

প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে, অবিদ্যা-বিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাঁহার চরিত ।
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম-জনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন ॥
হা হা প্রভো কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন ॥

[২]

বৈষ্ণব-চরণ-রেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
যাঁহা হৈতে অনুভব হয় ।
মার্জন হয় ভজন, সাধুসঙ্গে অনুক্ষণ,
অজ্ঞান-অবিদ্যা পরাজয় ॥
জয় সনাতন-রূপ, প্রেমভক্তি-রসকূপ,
যুগল-উজ্জ্বলরস তনু ।
যাঁহার প্রসাদে লোক, পাসরিল সব শোক,
প্রকটল কল্পতরু জনু ॥
প্রেমভক্তিরীতি যত, নিজগ্রন্থে সু-ব্যকত,
করিয়াছেন দুই মহাশয় ।
যাহার শ্রবণ হৈতে, পরানন্দ হয় চিতে,
যুগল মধুর রসাশ্রয় ॥
যুগল-কিশোর-প্রেম, জিনি' লক্ষ্যবাণ হেম,
হেন ধন প্রকাশিল যাঁরা ।
জয় রূপ-সনাতন, দেহ মোরে সেই ধন,
সে রতন মোর গেল হারা ॥

ভাগবতশাস্ত্র-মর্ম, নববিধ ভক্তি-ধর্ম,
সদাই করিব সুসেবন ।
অন্য দেবাশ্রয় নাই, তোমারে কহিনু ভাই,
এই ভক্তি পরম কারণ ॥
সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
সতত ভাসিব প্রেমমাঝে ।
কর্মী, জ্ঞানী, ভক্তিহীন, ইহারে করিবে ভিন,
নরোত্তম এই তত্ত্ব গাজে ॥

[৩]

[শ্রীমদ্রূপগোস্বামিপ্রভুপাদেনোক্তং—
অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥]

অন্য অভিলাষ ছাড়ি', জ্ঞান-কর্ম পরিহরি',
কায়-মনে করিব ভজন ।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ-সেবা, না পূজিব দেবীদেবা,
এই ভক্তি পরম কারণ ॥
মহাজনের যেই পথ, তা'তে হ'বে অনুরত,
পূর্বাপর করিয়া বিচার ।
সাধন-স্মরণ-লীলা, ইহাতে না কর হেলা,
কায়-মনে করিয়া সুসার ॥
অসৎসঙ্গ সদা ত্যাগ, ছাড় অন্য গীতরাগ,
কর্মী, জ্ঞানী পরিহরি' দূরে ।
কেবল ভকত-সঙ্গ, প্রেম-কথা-রসরঙ্গ,
লীলাকথা ব্রজরসপুরে ॥

যোগী, ন্যাসী, কর্মী, জ্ঞানী, অন্যদেব-পূজক, ধ্যানী,
ইহলোক দূরে পরিহরি' ।
কর্ম, ধর্ম, দুঃখ, শোক, যেবা থাকে অন্য যোগ,
ছাড়ি' ভজ গিরিবরধারী ॥
তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
সর্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ ।
দৃঢ় বিশ্বাস হৃদে ধরি,' মদ-মাৎসর্য পরিহরি',
সদা কর অনন্যভজন ॥
কৃষ্ণভক্তসঙ্গ করি', কৃষ্ণভক্ত-অঙ্গ হেরি',
শ্রদ্ধান্বিতে শ্রবণ-কীর্তন ।
অর্চন, বন্দন, ধ্যান, নবভক্তি মহাজ্ঞান,
এই ভক্তি পরম কারণ ॥
হৃষীকে গোবিন্দ-সেবা, না পূজিব দেবীদেবা,
এই ত' অনন্যভক্তি-কথা ।
আর যত উপালম্ভ, বিশেষ সকলি দম্ভ,
দেখিতে লাগয়ে মনে ব্যথা ॥
দেহে বৈসে রিপুগণ, যতেক ইন্দ্রিয়গণ,
কেহ কার বাধ্য নাহি হয় ।
শুনিলে না শুনে কাণ, জানিলে না জানে প্রাণ,
দঢ়াইতে না পারে নিশ্চয় ॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, দম্ভসহ,
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব ।
আনন্দ করি' হৃদয়, রিপু করি' পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব ॥

'কাম' কৃষ্ণ-কর্মার্পণে, 'ক্রোধ' ভক্তদ্বেষি-জনে,
'লোভ' সাধু-সঙ্গে হরিকথা ।
'মোহ' ইষ্টলাভ বিনে, 'মদ' কৃষ্ণগুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা ॥
অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যার ধাম,
ভক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ ।
কিবা বা করিতে পারে, কাম-ক্রোধ সাধকেরে,
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ ॥
ক্রোধে বা না করে কিবা, ক্রোধ-ত্যাগ সদা দিবা,
লোভ মোহ এই ত' কথন ।
ছয় রিপু সদা হীন, করিব মনের অধীন,
কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ ॥
আপনি পলাবে সব, শুনিয়া গোবিন্দ-রব,
সিংহরবে যেন করিগণ ।
সকল বিপত্তি যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে,
যার হয় একান্ত ভজন ॥
না করিহ অসৎ-চেষ্টা, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা,
সদা চিন্ত' গোবিন্দ-চরণ ।
সকল সন্তাপ যাবে, পরানন্দ সুখ পাবে,
প্রেমভক্তি পরম-কারণ ॥
অসৎসঙ্গ কুটিনাটি, ছাড় অন্য পরিপাটী,
অন্য দেবে না করিহ রতি ।
আপন আপন স্থানে, পীরিতি সবাই টানে,
ভক্তি-পথে পড়য়ে বিগতি ॥

আপন ভজন-পথ, তাহে হব অনুরত,
ইষ্টদেব-স্থানে লীলাগান ।
নৈষ্ঠিক-ভজন এই, তোমারে কহিলু ভাই,
হনুমান তাহাতে প্রমাণ ॥
(তথাহি—
শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি ।
তথাপি মম সর্বস্বো রামঃ কমললোচনঃ ॥)
দেবলোক, পিতৃলোক, পায় তারা মহাসুখ,
'সাধু', 'সাধু', বলে অনুক্ষণ ।
যুগল ভজয়ে যাঁরা, প্রেমানন্দে ভাসে তাঁরা,
তাঁদের নিছনি ত্রিভুবন ॥
পৃথক আয়াস-যোগে দুঃখময় বিষয়ভোগে,
ব্রজে বাস গোবিন্দ-সেবন ।
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম, সত্য সত্য রসধাম,
ব্রজজন-সঙ্গে অনুক্ষণ ॥
সদা সেবা-অভিলাষ, মনেতে করি' বিশ্বাস,
সদা কাল হইয়া নির্ভয় ।
নরোত্তমদাসে বোলে, পড়িনু অসৎ-ভোলে,
পরিত্রাণ কর মহাশয় ॥

[৪]

তুমি ত' দয়ার সিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
মোরে প্রভু কর অবধান ।
পড়িনু অসৎ-ভোলে, কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে,
ওহে নাথ! কর পরিত্রাণ ॥

যাবৎ জনম মোর, অপরাধে হইনু ভোর,
নিষ্কপটে না ভজিনু তোমা।
তথাপিহ তুমি গতি, না ছাড়িহ প্রাণপতি,
মোর সম নাহিক অধমা ॥
'পতিতপাবন'-নাম, ঘোষণা তোমার শ্যাম,
উপেখিলে নাহি মোর গতি।
যদি হঙ অপরাধী, তথাপিহ তুমি গতি,
সত্য সত্য যেন সতীর পতি ॥
তুমি ত' পরম-দেবা, নাহি মোরে উপেখিবা,
শুন শুন প্রাণের ঈশ্বর।
যদি করোঁ অপরাধ, তথাপিহ তুমি নাথ,
সেবা দিয়া কর অনুচর ॥
কামে মোর হতচিত, নাহি জানে নিজ হিত,
মনের না ঘুচে দুর্বাসনা।
মোরে নাথ অঙ্গীকুরু, তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু,
করুণা দেখুক সর্বজনা ॥
মো-সম পতিত নাই, ত্রিভুবনে দেখ চাই,
'নরোত্তম-পাবন' নাম ধর।
ঘুষুক সংসারে নাম, 'পতিত-উদ্ধার' শ্যাম,
নিজ দাস কর গিরিধর ॥
নরোত্তম বড় দুঃখী, নাথ! মোরে কর সুখী,
তোমার ভজন-সঙ্কীর্তনে।
অন্তরায় নাহি যায়, এই সে পরম ভয়,
নিবেদন করি অনুক্ষণে ॥

[৫]

আন কথা, আন ব্যথা, নাহি যেন যাই তথা,
তোমার চরণ-স্মৃতি মাঝে।
অবিরত অবিকল, তুয়া গুণ কলকল,
গাই যেন সতের সমাজে ॥
অন্যব্রত, অন্যদান, নাহি কঁরো বস্তু-জ্ঞান,
অন্যসেবা অন্যদেবপূজা।
'হা হা কৃষ্ণ!' বলি' বলি', বেড়াব আনন্দ করি',
মনে আর নহে যেন দুজা ॥
জীবনে মরণে গতি, রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি,
দোঁহার পীরিতি-রস-সুখে।
যুগল ভজয়ে যাঁরা, প্রেমানন্দে ভাসে তাঁরা,
এই কথা রহু মোর বুকে ॥
যুগলচরণ-সেবা, এই ধন মোরে দিবা,
যুগলেতে মনের পীরিতি।
যুগল-কিশোর-রূপ, কাম-রতি-গুণ-ভূপ,
মনে রহু ও লীলা-পীরিতি ॥
দশনেতে তৃণ করি', হা হা কিশোর-কিশোরী,
চরণাব্জে নিবেদন করি।
ব্রজরাজ-সুত-শ্যাম, বৃষভানুসুতা-নাম,
শ্রীরাধিকা-নাম মনোহারী ॥
কনক-কেতকী রাই, শ্যাম-মরকত তায়,
কন্দর্প-দরপ করু চুর।

নটবরশিরোমণি, নটিনীর শিখরিণী,
দুঁহু গুণে দুঁহু মন ঝুর ॥
শ্রীমুখ সুন্দরবর, হেম-নীল-কান্তিধর,
ভাব-ভূষণ করু শোভা ।
নীল-পীত-বাস-ধর, গৌরী-শ্যাম মনোহর,
অন্তরের ভাবে দুঁহে লোভা ॥
আভরণ মণিময়, প্রতি অঙ্গে অভিনয়,
তছু পায়ে নরোত্তম কহে ।
দিবানিশি গুণ গাঙ, পরম আনন্দ পাঙ,
মনে এই অভিলাষ হয়ে ॥

[৬]

রাগের ভজন-পথ, কহি এবে অভিমত,
লোক-বেদ-সার এই বাণী ।
সখীর অনুগা হঞা, ব্রজে সিদ্ধদেহ পাঞা,
এইভাবে জুড়াবে পরাণী ॥
শ্রীরাধিকার সখী যত, তাহা বা কহিব কত,
মুখ্য সখী করিয়ে গগন ।
ললিতা, বিশাখা তথা, সুচিত্রা, চম্পকলতা,
রঙ্গদেবী, সুদেবী কথন ॥
তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা, এই অষ্টসখী লেখা,
এবে কহি নর্ম-সখীগণ ।
ইহোঁ সেবা-সহচরী, 'প্রিয়-প্রেষ্ঠ' নাম ধরি',
প্রেম-সেবা করে অনুক্ষণ ॥

(সমস্নেহা, বিষম-স্নেহা, না করিহ দুই লেহা,
কহি মাত্র অধিকস্নেহাগণ ।
নিরন্তর থাকে সঙ্গে, কৃষ্ণকথা লীলারঙ্গে,
নর্মসখী এই সব জন ॥)
শ্রীরূপমঞ্জরী আর, শ্রীরতিমঞ্জরী সার,
লবঙ্গমঞ্জরী, মঞ্জুনালী ।
শ্রীরসমঞ্জরী-সঙ্গে, কস্তুরিকা-আদি রঙ্গে,
প্রেমসেবা করে কুতূহলী ॥
এ-সবার অনুগা হঞা, প্রেমসেবা নিব চাঞা,
ইঙ্গিতে বুঝিব সব-কাজে ।
রূপে গুণে ডগমগী, সদা হ'ব অনুরাগী,
বসতি করিব সখীমাঝে ॥
বৃন্দাবনে দুই জন, চারিদিকে সখীগণ,
সময়ের সেবা-রস সুখে ।
সখীর ইঙ্গিত হ'বে, চামর ঢুলাব তবে,
তাম্বুল যোগাব চাঁদমুখে ॥
যুগল-চরণ সেবি', নিরন্তর এই ভাবি',
অনুরাগে থাকিব সদায় ।
সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধদেহে পাব তাহা,
রাগপথে এই সে উপায় ॥
সাধনে যে ধন চাই, সিদ্ধদেহে তাহা পাই,
পক্কাপক্ক মাত্র সে বিচারে ।
থাকিলে সে প্রেম-ভক্তি, অপক্কে 'সাধন'-খ্যাতি,
ভকতি-লক্ষণ-অনুসারে ॥

নরোত্তমদাস কহে, এই যেন মোর হয়ে,
ব্রজপুরে অনুরাগে বাস ।
সখীগণ-গণনাতে, আমারে গণিবে তা'তে,
তবহুঁ পূরিব অভিলাষ ॥
[তথাহি—
সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীম্ ।
আজ্ঞাসেবাপরাং তত্তৎকৃপালঙ্কারভূষিতাম্ ॥
কৃষ্ণং স্মরণ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্ ।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্যাদ্বাসং ব্রজে সদা ॥]

[৭]

যুগল-চরণ-প্রতি, পরম-আনন্দ-অতি,
রতিপ্রেমা হউ পরবন্ধে ।
কৃষ্ণনাম-রাধানাম- উপাসনা রসধাম,
চরণে পড়িয়ে পরানন্দে ॥
মনের স্মরণ প্রাণ, মধুর মধুর নাম,
বিলাস যুগল স্মৃতিসার ।
সাধ্য-সাধন এই, আর নাই ইহা বই,
এই তত্ত্ব সর্বতত্ত্ব সার ॥
জলদ-সুন্দর-কান্তি, মধুর মধুর ভাতি,
বৈদগধি-অবধি সুবেশ ।
সুপীতবসন-ধর, আভরণ-মণিবর,
ময়ূরচন্দ্রিকা করু কেশ ॥

মৃগমদ সুচন্দন, কুঙ্কুমাদি বিলেপন,
মুগ্ধকারী মূরতি ত্রিভঙ্গ ।
নবীন কুসুমাবলী, শ্রীঅঙ্গে শোভয়ে ভালি,
মধুলোভে ফিরে মত্ত-ভৃঙ্গ ॥
ঈষৎ-মধুর-স্মিত, বৈদগধি লীলামৃত,
লুবধল ব্রজবধূবৃন্দ ।
চরণ কমল'-পর, মণিময় সুমঞ্জীর,
নখমণি জিনি' বালচন্দ্র ॥
নূপুর-মরাল-ধ্বনি, কুলবধু মরালিনী,
শুনিয়া রহিতে নারে ঘরে ।
হৃদয়ে বাঢ়য়ে রতি, যেন মিলে পতি সতী,
কুলের ধরম যায় দূরে ॥
কৃষ্ণমুখ-দ্বিজরাজে, সরলা বংশী বিরাজে,
যার ধ্বনি ভুবন মাতায় ।
শ্রবণের পথ দিয়া, হৃদয়ে প্রবেশ হঞা,
প্রাণ আদি আকর্ষি আনয়ে ॥
গোবিন্দ-সেবন সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
বৃন্দাবন-ভূমি তেজোময় ।
তাহাতে যমুনা-জল, করে নিত্য ঝলমল,
তার তীরে অষ্ট কুঞ্জ হয় ॥
শীতল কিরণ-কর, কল্পতরু গুণধর,
তরুলতা ষড়্ঋতু-সেবা ।
পূর্ণচন্দ্রসম জ্যোতি, চিদানন্দময় মূর্তি,
মহানন্দ দরশন লোভা ॥

গোবিন্দ আনন্দময়, নিকটে বনিতাচয়,
বিহরে মধুর অতি শোভা ।
দুঁহু প্রেমে ডগমগি, দুঁহে দোঁহা অনুরাগী,
দুঁহু রূপে দুঁহু মনোলোভা ॥
ব্রজপুর-বনিতার, চরণ-আশ্রয় সার,
কর মন একান্ত করিয়া ।
অন্য বোল গণ্ডগোল, নাহি শুন উতরোল,
রাখ প্রেম হৃদয়ে ভরিয়া ॥
কৃষ্ণ প্রভু একবার, করিবেন অঙ্গীকার,
জেন' মন এ সত্য বচন ।
ধন্য লীলা বৃন্দাবন, রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ,
ধন্য সখী মঞ্জরীর গণ ॥
পাপ-পুণ্যময় দেহ, সকল অনিত্য এহ,
ধন জন সব মিছা ধন্দ ।
মরিলে যাইবে কোথা, তাহাতে না পাও ব্যথা,
তবু কার্য কর সদা মন্দ ॥
রাজার যে রাজ্যপাট, যেন নাটুয়ার নাট,
দেখিতে দেখিতে কিছু নয় ।
হেন মায়া করে যেই, পরম ঈশ্বর সেই,
তাঁরে মন সদা কর ভয় ॥
পাপে না করিহ মন, অধম সে পাপীজন,
তারে মন দূরে পরিহরি' ।
পুণ্য সে সুখের ধাম, তার না লইও নাম,
'পুণ্য', 'মুক্তি' দুই ত্যাগ করি' ॥

প্রেমভক্তি সুধানিধি, তাহে ডুব নিরবধি,
আর যত ক্ষারনিধি প্রায় ।
নিরন্তর সুখ পাবে, সকল সন্তাপ যাবে,
পরতত্ত্ব করিলে উপায় ॥
অন্যের পরশ যেন, নাহি হয় কদাচন,
ইহাতে হইবে সাবধান ।
রাধাকৃষ্ণ-নাম-গান, এই সে পরম ধ্যান,
আর না করিহ পরমাণ ॥
কর্মী, জ্ঞানী, মিছাভক্ত না হ'বে তায় অনুরক্ত,
শুদ্ধ ভজনেতে কর মন ।
ব্রজজনের যেই মত, তা'হে হ'বে অনুগত,
এই সে পরম তত্ত্বধন ॥
প্রার্থনা করিব সদা, শুদ্ধভাবে প্রেমকথা,
নাম-মন্ত্রে করিয়া অভেদ ।
আস্তিক করিয়া মন, ভজ রাঙ্গা শ্রীচরণ,
গ্রন্থি-পাপ হ'বে পরিচ্ছেদ ॥
রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ, মাত্র পরমার্থ-ধন,
সযতনে হৃদয়েতে লও ।
দুঁহু নাম শুনি' শুনি', ভক্তমুখে পুনি পুনি,
পরম আনন্দ সুখ পাও ॥
হেমগৌরী তনু রাই, আঁখি দরশন চাই,
রোদন করয়ে অভিলাষে ।
জলধর ঢর ঢর, অঙ্গ অতি মনোহর,
রূপেতে ভুবন পরকাশে ॥

সখীগণ চারিপাশে, সেবা করে অভিলাষে,
পরম সে শোভাসুখ ধরে ।
এই মনে আশা মোর, ঐছে রসে হঞা ভোর,
নরোত্তম সদাই বিহরে ॥

[৮]

রাধাকৃষ্ণ করোঁ ধ্যান, স্বপনে না বল আন,
প্রেম বিনু আর নাহি চাঙ ।
যুগলকিশোর-প্রেম, জিনি' লক্ষবাণ হেম,
আরতি-পীরিতি-রসে ধাঙ ॥
জল বিনু যেন মীন, দুঃখ পায় আয়ুহীন,
প্রেম বিনু এইমত ভক্ত ।
চাতক জলদ-গতি, এমতি একান্ত-রতি,
যেই জানে সেই অনুরক্ত ॥
সরোজ ভ্রমর যেন, চকোর-চন্দ্রিকা তেন,
পতিব্রতা স্ত্রীলোকের পতি ।
অন্যত্র না চলে মন, যেন দরিদ্রের ধন,
এই মত প্রেমভক্তি-রীতি ॥
বিষয় গরলময়, তাহে মান' সুখচয়,
সে না সুখ, দুঃখ করি' মান' ।
গোবিন্দবিষয়-রস, সঙ্গ কর তাঁর দাস,
প্রেমভক্তি সত্য করি' জান ॥
মধ্যে মধ্যে আছে দুষ্ট, দৃষ্টি করি' হয় রুষ্ট,
গুণহি বিগুণ করি' মানে ।

গোবিন্দ-বিমুখজনে, স্ফূর্তি নহে হেন ধনে,
লৌকিক করিয়া সব জানে ॥
অজ্ঞান অভাগা যত, নাহি লয় সত-মত,
অহঙ্কারে না জানে আপনা ।
অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সেই দীন,
বৃথা তা'র অশেষ ভাবনা ॥
আর সব পরিহরি, পরম ঈশ্বর হরি,
সেব মন প্রেম করি' আশা ।
এক ব্রজরাজপুর, গোবিন্দ রসিকবর,
করহ সদাই অভিলাষা ॥
নরোত্তমদাস কহে, সদা মোর প্রাণ দহে,
হেন ভক্ত-সঙ্গ না পাইয়া ।
অভাগ্যের নাহি ওর, মিছামোহে হৈনু ভোর,
দুঃখ রহে অন্তরে জাগিয়া ॥

[৯]

বচনের অগোচর, বৃন্দাবন ধামবর,
স্বপ্রকাশ প্রেমানন্দঘন ।
যাহাতে প্রকট সুখ, নাহি জরামৃত্যু-দুঃখ,
কৃষ্ণলীলারস অনুক্ষণ ॥
রাধাকৃষ্ণ দুঁহু প্রেম, জিনি' লক্ষবাণ হেম,
দোঁহার হিল্লোলে রসসিন্ধু ।
চকোর নয়ন-প্রেম, কামরতি করে ধ্যান,
পীরিতি সুখের দুঁহে বন্ধু ॥

রাধিকা প্রেয়সীবরা, বাম অঙ্গে মনোহরা,
কনক-কেশর-কান্তি ধরে ।
অনুরাগ রক্ত-শাড়ী, নীলপট্ট মনোহারী,
প্রত্যঙ্গে ভূষণ শোভা করে ॥
করয়ে লোচন পান, রূপলীলা দুঁহু প্রাণ,
আনন্দে মগন সহচরী ।
বেদ-বিধি-অগোচর, রতন-বেদীর পর,
সেব নিতি কিশোর-কিশোরী ॥
দুর্লভ জনম হেন, নাহি ভজ হরি কেন,
কি লাগিয়া মর ভব-বন্ধে ।
ছাড় অন্য ক্রিয়া-কর্ম, নাহি দেখ বেদ-ধর্ম,
ভক্তি কর কৃষ্ণপদদ্বন্দ্বে ॥
বিষয় বিষম-গতি, নাহি ভজ ব্রজপতি,
শ্রীনন্দনন্দন সুখসার ।
স্বর্গ আর অপবর্গ, সংসার নরকভোগ,
সর্বনাশ জনমবিকার ॥
দেহে না করিহ আস্থা, মন্দ রীতে যম শাস্তা,
দুঃখের সমুদ্রে কর্মগতি ।
দেখিয়া শুনিয়া ভজ, সাধু-শাস্ত্রমত বজ,
যুগলচরণে কর রতি ॥
কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
'অমৃত' বলিয়া যেবা খায় ।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য ভক্ষণ করে,
তা'র জন্ম অধঃপাতে যায় ॥

রাধাকৃষ্ণে নাহি রতি, অন্য জনে বলে পতি,
প্রেমভক্তি কিছু নাহি জানে ।
নাহি ভক্তির সন্ধান, ভরমে করয়ে ধ্যান,
বৃথা তা'র সে ছার ভাবনে ॥
জ্ঞান-কর্ম করে লোক, নাহি জানে ভক্তিযোগ,
নানামতে হইয়া অজ্ঞান ।
তা'র কথা নাহি শুনি', পরমার্থ-তত্ত্ব জানি',
প্রেমভক্তি ভক্তগণ-প্রাণ ॥
জগৎ-ব্যাপক হরি, অজ-তব-আজ্ঞাকারী,
মধুর মধুর লীলাকথা ।
এই তত্ত্ব জানে যেই, পরম উত্তম সেই,
তাঁর সঙ্গ করিব সর্বথা ॥
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ, তাঁহে হও অতি তৃষ্ণ,
ভজ তাঁরে ব্রজভাব লঞা ।
রসিক-ভকত-সঙ্গে, বিহর নিয়ত রঙ্গে,
ব্রজপুরে বসতি করিঞা ॥
দিবানিশি ভাব-ভরে, মনেতে ভাবনা ক'রে,
নন্দব্রজে রহিবে সদাই ।
এই বাক্য সত্য জান, কভু ইথে নাহি আন,
পরমাণ শ্রীজীব গোঁসাই ॥
শ্রীকৃষ্ণ-ভকতজন, তাঁহার চরণে মন,
আরোপিয়া কথা-অনুসারে ।
সখীর সর্বথা মত, হইঞা তাঁহার যুথ,
সদা বিহরিব ব্রজপুরে ॥

লীলারস-কথা-গান, যুগলকিশোর ধ্যান,
প্রার্থনা করিব অভিলাষ ।
জীবনে মরণে এই, আর কিছু নাহি চাই,
কহে দীন নরোত্তমদাস ॥

[১০]

আন কথা না শুনিব, আন কথা না বলিব,
সকলি কহিব পরমার্থ ।
প্রার্থনা করিব সদা, লালসা অভীষ্ট-কথা,
ইহা বিনু সকলি অনর্থ ॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব যত, তাহা বা কহিব কত,
অনন্ত অপার কেবা জানে ।
ব্রজপুর-প্রেম নিত্য, এই সে পরম সত্য,
ভজ সদা অনুরাগ-মনে ॥
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র, পরম আনন্দ-কন্দ,
পরিবার-গোপ-গোপী-সঙ্গে ।
নন্দীশ্বর যাঁ'র ধাম, গিরিধারী যাঁ'র নাম,
সখী-সঙ্গে ভজ তাঁ'রে রঙ্গে ॥
প্রেমভক্তি-তত্ত্ব এই, তোমারে কহিল ভাই,
আর দুর্বাসনা পরিহরি' ।
শ্রীগুরুপ্রসাদে ভাই, এ সব ভজন পাই,
প্রেমভক্তি সখী অনুচরি' ॥
সার্থক ভজন-পথ, সাধুসঙ্গ অবিরত,
স্মরণ-ভজন-কৃষ্ণকথা ।

প্রেমভক্তি হয় যদি, তবে হয় মনঃশুদ্ধি,
তবে যায় হৃদয়ের ব্যথা ॥
বিষয় বিপত্তি জ্ঞান, সংসার স্বপন মান,
নরতনু ভজনের মূল ।
অনুরাগে ভজ সদা, প্রেমভাবে লীলাকথা,
আর যত হৃদয়ের শূল ॥
রাধিকা-চরণরেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
অনায়াসে পাবে গিরিধারী ।
রাধিকা-চরণাশ্রয়, করে যেই মহাশয়,
তাঁ'রে মুঞি যাঙ বলিহারি ॥
জয় জয় রাধানাম, বৃন্দাবন যাঁ'র ধাম,
কৃষ্ণসুখ-বিলাসের নিধি ।
হেন রাধা-গুণগান, না শুনিল মোর কান,
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি ॥
তাঁ'র ভক্তসঙ্গে সদা, রসলীলা-প্রেমকথা,
যে করে, সে পায় ঘনশ্যাম ।
ইহাতে বিমুখ যেই, তাঁ'র কভু সিদ্ধি নাই,
নাহি যেন শুনি তাঁ'র নাম ॥
কৃষ্ণনাম-গানে ভাই, রাধিকা-চরণ পাই,
রাধানাম-গানে কৃষ্ণচন্দ্র ।
সংক্ষেপে কহিল কথা, ঘুচাহ মনের ব্যথা,
দুঃখময় অন্য কথাদ্বন্দ্ব ॥
অহঙ্কার, অভিমান, অসৎসঙ্গ, অসৎ-জ্ঞান,
ছাড়ি' ভজ গুরুপাদপদ্ম ।

কর আত্মনিবেদন, দেহ-গেহ-পরিজন,
গুরুবাক্য পরম মহত্ত্ব ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, নিরবধি তাঁ'রে সেব,
প্রেম-কল্পতরু-বরদাতা ।
শ্রীব্রজরাজ-নন্দন, রাধিকা-জীবনধন,
অপরূপ এই সব কথা ॥
নবদ্বীপে অবতরি', রাধাভাব অঙ্গীকরি',
তাঁ'র কান্তি অঙ্গের ভূষণ ।
তিন বাঞ্ছা অভিলাষী', শচীগর্ভে পরকাশি',
সঙ্গে লঞা পারিষদগণ ॥
গৌরহরি অবতরি', প্রেমের বাদর করি',
সাধিলা মনের তিন কাজ ।
রাধিকার প্রাণপতি, কিবা ভাবে কাঁদে নিতি,
ইহা বুঝে ভকত-সমাজ ॥
গোপনে সাধিল সিদ্ধি, সাধন নবধা ভক্তি,
প্রার্থনা করিব দৈন্যে সদা ।
করি' হরিসঙ্কীর্তন, সদাই বিভোর মন,
ইষ্টলাভ বিনু সব বাধা ॥
সংসার-বাটোয়ারে, কাম-ফাঁসে বাঁধি' মারে,
ফুকারি' কহয়ে হরিদাস ।
করহ ভকত-সঙ্গ, প্রেমকথা-রসরঙ্গ,
তবে হ'বে বিপদ-বিনাশ ॥
স্ত্রী-পুত্র-বান্ধব যত, মরি' যা'বে শত শত,
আপনাকে হও সাবধান ।

মুঞি সে বিষয়ে হত, না ভজিনু হরিপদ,
মোর আর নাহি পরিত্রাণ ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ, সেই সঙ্গে মোর কাজ,
তাঁ'র সঙ্গ বিনু সব শূন্য ।
যদি হয় জন্ম পুনঃ, তাঁ'র সঙ্গ হয় যেন,
তবে হয় নরোত্তম ধন্য ॥
আপন ভজন-কথা, না কহিবে যথা তথা,
ইহাতে হইও সাবধান ।
না করিহ কেহ রোষ, না লইহ মোর দোষ,
প্রণমহ ভক্তের চরণ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু মোরে বোলান যে বাণী ।
তাহা কহি, ভাল-মন্দ কিছুই না জানি ॥
লোকনাথ-প্রভুপদ হৃদে করি' আশ ।
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কয় নরোত্তমদাস ॥

শ্রীশ্রীনাম-সংকীর্তন

[১]

(হরি) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ।
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত সীতা ।
হরি, গুরু, বৈষ্ণব, ভাগবত, গীতা ॥

শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, ভট্ট-রঘুনাথ ।
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস-রঘুনাথ ॥
এই ছয় গোসাঞিঁর করি চরণ বন্দন ।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ ॥
এই ছয় গোসাঞিঁ যাঁর, মুঞিঁ তাঁর দাস ।
তাঁ' সবার পদরেণু-মোর পঞ্চগ্রাস ॥
তাঁদের চরণ সেবি' ভক্তসনে বাস ।
জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ ॥
এই ছয় গোসাঞিঁ যবে ব্রজে কৈলা বাস ।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ ॥
আনন্দে বল হরি, ভজ বৃন্দাবন ।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদে মজাইয়া মন ॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ ।
নাম-সংকীর্তন কহে নরোত্তমদাস ॥

[২]

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় জয় শচীসুত গৌরাঙ্গসুন্দর ।
জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কোঙর ॥
জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈত-গোসাঞিঁ ।
যাঁহার কৃপাতে পাই চৈতন্য-নিতাই ॥
জয় জয় গদাধর প্রেমের সাগর ।
গৌরাঙ্গের প্রিয়োত্তম পণ্ডিতপ্রবর ॥

শ্রীবংশীবদন জয়, গৌরপ্রিয়ত্তোম ।
শ্রীবাসপণ্ডিত জয়, জয় ভক্তগণ ॥
সবাকার পদরেণু শিরে রহু মোর ।
যাহার প্রভাবে নাশে কলি মহাঘোর ॥
জয় জয় গুরু-গোসাঞিঁ শরণ তোঁহার ।
যাঁহার কৃপাতে তরি এ ভব সংসার ॥
জয় জয় রসিকেন্দ্র স্বরূপগোসাঞিঁ ।
প্রভুর নিকটে যাঁর অত্যন্ত বড়াই ॥
জয় রূপ-সনাতন, ভট্ট-রঘুনাথ ।
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস-রঘুনাথ ॥
জয় জয় নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথ ।
মো-পাপীরে কৃপা করি কর আত্মসাৎ ॥
জয় শ্রীগোপালদেব ভকতবৎসল ।
নবঘন জিনি' তনু, পরম উজ্জ্বল ॥
জয় জয় গোপীনাথ প্রভু প্রাণ মোর ।
পুরী গোসাঞিঁ লাগি' যাঁর নাম ক্ষীরচোর ॥
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন ।
জয় জয় শ্রীরাসমণ্ডল সর্বোত্তম ॥
শ্রীরাস-নাগরী জয় জয় নন্দলাল ।
জয় জয় মোহন শ্রীমদনগোপাল ॥
জয় জয় বংশীবট জয় শ্রীপুলিনা ।
জয় জয় শ্রীকালিন্দী জয় শ্রীযমুনা ॥
জয় রে দ্বাদশবন কৃষ্ণলীলাস্থান ।
তালবন, খেজুরবন, ভাণ্ডীর বন নাম ॥

জয় জয় বেলবন, খদির, বহুলা ।
জয় জয় কুমুদ-কাম্য-বনে কৃষ্ণলীলা ॥
জয় জয় নিভৃত-নিকুঞ্জ রম্যস্থান ।
জয় জয় শ্রীবনাদি ভদ্রবন নাম ॥
জয় জয় শ্যামকুণ্ড জয় ললিতাকুণ্ড ।
জয় জয় রাধাকুণ্ড প্রতাপ প্রচণ্ড ॥
জয় জয় মানসগঙ্গা জয় গোবর্দ্ধন ।
জয় জয় দানঘাট-লীলা সর্বোত্তম ॥
জয় জয় বৃষভানুপুর নামে গ্রাম ।
যথায় সঙ্কেত রাধাকৃষ্ণলীলাস্থান ॥
জয় জয় বিমলাকুণ্ড জয় নন্দীশ্বর ।
জয় জয় কৃষ্ণকেলি পাবন-সরোবর ॥
জয় জয় রোহিণী-নন্দন বলরাম ।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ স্বয়ং রসধাম ॥
জয় জয় মধুবন মধুপান-স্থান ।
যাঁহা মধুপানে মত্ত হৈলা বলরাম ॥
জয় জয় রামঘাট পরম নির্জন ।
যাঁহা রাসলীলা কৈলা রোহিণী-নন্দন ॥
জয় জয় নন্দঘাট জয়াক্ষয়বট ।
জয় জয় চীরঘাট যমুনা-নিকট ॥
জয় জয় বৃষভানু, অভিমন্যু জয় ।
কৃষ্ণপ্রাণতুল্য শ্রীদামাদি জয় জয় ॥
জয় জয় পৌর্ণমাসী বলি যোগমায়া ।
রাধাকৃষ্ণলীলা কৈলা কায়া আচ্ছাদিয়া ॥

জয় শ্রীসরলা বংশী ত্রিলোকাকর্ষিণী ।
কৃষ্ণাধরে স্থিতা নিত্য-আনন্দরূপিণী ॥
জয় জয় ললিতাদি সর্বসখীগণ ।
যা-সবার প্রেমাধীন শ্রীনন্দনন্দন ॥
জয় জয় ব্রজগোপশ্রেষ্ঠ নন্দরাজ ।
জয় জয় ব্রজেশ্বরী শ্রেষ্ঠা গোপীমাঝ ॥
জয় জয় সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীবৃন্দাবন ।
বেদ-অগোচর স্থান কন্দর্পমোহন ॥
জয় জয় রত্নবেদী রত্ন-সিংহাসন ।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ-সঙ্গে সখীগণ ॥
শুন শুন ওরে ভাই! করিয়ে প্রার্থনা ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-লীলা করহ ভাবনা ॥
এই সব রসলীলা যে করে স্মরণ ।
শিরে ধরি' বন্দি আমি তাঁহার চরণ ॥
আনন্দে বলহ হরি, ভজ বৃন্দাবন ।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদে মজাইয়া মন ॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ ।
নাম-সংকীর্তন কহে নরোত্তমদাস ॥

যুগলমিলিত শ্রীগৌরাঙ্গ

তথারাগ—কন্দর্প তাল

রাইঅঙ্গ ছটায় উদিত ভেল দশ দিগ,
শ্যাম ভেল গৌর-আকার ।

গৌর ভেল সখীগণ, গৌর নিকুঞ্জ বনে,
রাই রূপে চৌদিগে পাথার ॥
গৌর ভেল শুক-সারী, গৌর ভ্রমর-ভ্রমরী,
গৌর পাখী ডাকে ডালে ডালে ।
গৌর কোকিলগণ, গৌর ভেল বৃন্দাবন,
গৌর তরু গৌর ফল-ফুলে ॥
গৌর যমুনা-জল, গৌর ভেল জলচর,
গৌর সারস চক্রবাক ।
গৌর আকাশ দেখি, গৌর চান্দ তার সাখী,
গৌর তারা বেড়ি লাখে লাখ ॥
গৌর অবনী হৈল, গৌরময় সব ভেল,
রাই রূপে চৌদিগ ঝাঁপিত ।
নরোত্তমদাস কয়, অপরূপ রূপ নয়,
দুহুঁ তনু একই মিলিত ॥

অন্যান্য বৈষ্ণব আচার্যবৃন্দের ভক্তিগীতি সঞ্চয়ন

শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু

শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা [১] রামকেলি

দেখ মাই নাচত নন্দদুলাল ।
মণিময় নূপুর, কটি পর ঘাঘর,
মোহন উর বনমাল ॥ ধ্রু ॥

গোপিনি শত শত, বালক যুথ যুথ,
গাওত বোলত ভাল ।
তিন্দ্র দ্রামক ধনি, তথৈ তথৈ শুনি,
নিগধী তৃগধী তাল ॥
লহু লহু হাস, ভাষ মৃদু বোলত,
নিকসব দশন রসাল ।
শ্যামানন্দ ভণ, জগজন জীবন,
গোপাল পরম দয়াল ॥

অভিসার [২] তথারাগ

বিনোদিনী কনকমুকুরকাঁতি ।
শ্যামবিলাসে, সুন্দর তনু,
সাজাএঃা কতেক ভাঁতি ॥ ধ্রু ॥
রসের আবেশে, গমন মন্থর,
ঢুলি ঢুলি চলি যায় ।
আধ ওড়নি, ঈষত হাসনি,
বঙ্কিম নয়নে চায় ॥
সীঁথের সিন্দুর, মদন মুগধ,
তাহে চন্দনের রেখা ।
নবজলধরে, অরুণের কোরে,
নবীন চাঁদের দেখা ॥
নীল বসন, রতনভূষণ,
জলদে দামিনী সাজ ।

চাঁচর কেশে, বিচিত্র বেণী,
দুলিছে পিঠের মাঝ ॥
শ্যামানন্দ পহুঁ, আনন্দমন্দিরে,
কল্পতরুর মূলে ।
রসে ঢলল, বসিলা নাগরী,
শ্যামনাগরের কোলে ॥

যুগলকিশোরের আরতি [৩]

মঙ্গল আরতি যুগলকিশোর ।
জয় জয় করতহি সখীগণ ভোর ॥
রতন প্রদীপ করে টলমল থোর ।
নিরখত মুখ বিধু শ্যাম সুগোর ॥
ললিতা বিশাখা সখী প্রেমে আগোর ।
করত নিরমঞ্ছন দোঁহে দুঁহু ভোর ॥
বৃন্দাবন কুঞ্জহি ভুবন উজোর ।
মুরতি মনোহর যুগল কিশোর ॥
গাওত শুক পিক নাচত ময়ূর ।
চাঁদ উপেখি মুখ নিরখে চকোর ॥
বাজত বিবিধ যন্ত্র ঘন ঘোর ।
শ্যামানন্দ আনন্দে বাজায় জয়তোর ॥

শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুর

শ্রীকৃষ্ণের রূপ [১] সুহই

বদন চাঁন্দ কোন, কুন্দারে কুন্দিলে গো,
কে না কুন্দিলে দুই আঁখি ।
দেখিতে দেখিতে মোর, পরাণ যেমন করে,
সেই সে পরাণ তার সাখী ॥
রতন কাড়িয়া অতি, যতন করিয়া গো,
কে না গড়িয়া দিল কানে ।
মনের সহিতে মোর, এ পাঁচ পরাণি গো,
যোগী হবে উহারি ধেয়ানে ॥
অমিয়া মধুর বোল, সুধা খানি খানি গো,
হাতের উপর নাহি পাঙ ।
এমতি করিয়া যদি, বিধাতা গড়িত গো,
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া উহা খাঙ ॥
মদন-ফান্দ ও না, চূড়ার টালনি গো,
উহা না শিখিয়া আইল কোথা ।
এ বুক ভরিয়া মুঞিও, উহা না দেখিলু গো,
এ বড়ি মরমে মোর বেথা ॥
নাসিকার আগে দোলে, এ গজ-মুকুতা গো,
সোনায় মড়িত তার পাশে ।
বিজুরী জড়িত যেন, চাঁদের কণিকা গো,
মেঘের আড়ালে থাকি হাসে ॥
করভের কর জিনি, বাহুর বলনি গো,
হিঙ্গুল মণ্ডিত তার আগে ।

যৌবন-বনের পাখী, পিয়াসে মরয়ে গো,
উহারি পরশ-রস মাগে ॥
নাটুয়া ঠমকে যায়, রহিয়া রহিয়া চায়,
চলে যেন গজরাজ মাতা ।
শ্রীনিবাস দাস কয়, লখিলে লখিল নয়,
রূপসিন্ধু গঢ়ল বিধাতা ॥

আক্ষেপানুরাগ [২] তথারাগ

অনুক্ষণ কোণে থাকি, বসনে আপনা ঢাকি,
দুয়ারের বাহির পরবাস ।
আপনা বলিয়া বলে, হেন নাহি ক্ষিতিতলে,
হেন ছারের হেন অভিলাষ ॥
সখি হে তুয়া পায়ে কি বলিব আর ।
সে হেন দুলহ জনে, অবিরত যার মনে,
নিশ্চয় মরণ প্রতিকার ॥
বুঝাইলুঁ অনুক্ষণ, না বুঝে পামর মন,
পিরীতি হইল মোর কাল ।
তাহে ননদিনী-কথা, শুনিতে মরম বেথা,
এ ঘর-বসতি বড় জাল ॥
যত তত মনে করি, নিশ্চয় করিতে নারি,
রাতি দিবস নাহি যায় ।
ঘরে যত গুরুজন, সব মোর রিপুগণ,
কি করিব কি হবে উপায় ॥

দেহে বৈরী এ যৌবন, বৈরী হইল বৃন্দাবন,
যাইবার নাহিক কোন ঠাঁই ।
শ্রীনিবাস দাসে কয়, মন আপনার নয়,
মরণ হইলে প্রাণ পাই ॥

প্রার্থনা [৩]

প্রেমক পুঞ্জরি, শুন গুণমঞ্জরি,
তুহুঁ সে সকল শুভ-দাই ।
তোহারি গুণগণ, চিন্তই অনুখণ,
মঝু মন রহল বিকাই ॥
হরি হরি কবে মোর শুভদিন হোয় ।
কিশোর-কিশোরী পদ, সেবন সম্পদ,
তুয়া সনে মিলব মোয় ॥
হেরই কাতর জন, কুরু কৃপা-নিরখণ,
নিজ গুণে পূরবি আশে ।
তুহুঁ নব ঘন বিনু, বিন্দু বরিখণে পুনু,
কো পুরব পিপিয় পিয়াসে ॥
তুহুঁ সে অগতি-গতি, নিশ্চয় নিশ্চয় অতি,
মঝু মন ইহ পরিমাণে ।
কহই কাতর-ভাষে, পুনঃ পুনঃ শ্রীনিবাসে,
করুণায় করু অবধানে ॥

[৪] তথারাগ

তুহুঁ গুণমঞ্জরি, রূপে গুণে আগরি,
মধুর মধুর গুণ-ধামা ।

ব্রজ-নব-যুব-দ্বন্দ্ব, প্রেম-সেবা-পরবন্ধ,
বরণ উজ্জ্বল তনু শ্যামা ॥
কি কহিব তুয়া যশ, দুহুঁ সে তোঁহার বশ,
হৃদয়ে নিশ্চয় মঝু মানে ।
আপন অনুগা করি, করুণা কটাক্ষে হেরি,
সেবন সম্পদ কর দানে ॥
ইহ বামন তনু, চাঁদ ধরিতে জনু,
মঝু মন হেন অভিলাষে ।
এজন কৃপণ অতি, তুহুঁ সে কেবল গতি,
নিজ-গুণে পূরবী আশে ॥
ঊর্ধ্ব অঙ্গুলি করি, দশনেতে তৃণ ধরি,
নিবেদহুঁ বারহি বার ।
শ্রীনিবাস দাস কামে, প্রেম-সেবা ব্রজধামে,
প্রার্থহুঁ তুয়া পরিবার ॥

[৫] শ্রীশ্রীষড় গোস্বামীর অষ্টক

কৃষ্ণোৎকীর্তন-গান-নর্তন-পরৌ প্রেমামৃতাম্ভোনিধী
ধীরাধীরজন-প্রিয়ৌ প্রিয়করৌ নির্মৎসরৌ পূজিতৌ ।
শ্রীচৈতন্য-কৃপাভরৌ ভুবি ভুবো ভারাবহন্তারকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ১ ॥
নানাশাস্ত্র-বিচারণৈক-নিপুণৌ সদ্ধর্ম-সংস্থাপকৌ
লোকানাং হিতকারিণৌ ত্রিভুবনে মান্যৌ শরণ্যাকরৌ ।
রাধাকৃষ্ণ-পদারবিন্দভজনানন্দেন মত্তালিকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ২ ॥

গৌরাঙ্গ-গুণানুবর্ণন-বিধৌ শ্রদ্ধা-সমৃদ্ধ্যন্বিতৌ
পোত্তাপ-নিকৃন্তনৌ তনুভৃতাং গোবিন্দগানামৃতৈঃ ।
নন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনৈক-নিপুণৌ কৈবল্য-নিস্তারকৌ
ন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৩ ॥
ক্তা তূর্ণমশেষ-মণ্ডলপতিশ্রেণীং সদা তুচ্ছবৎ
ত্বা দীনগণেশকৌ করুণয়া কৌপীন-কন্থাশ্রিতৌ ।
পীভাব-রসামৃতাব্ধিলহরী-কল্লোল-মগ্নৌ মুহু-
ন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৪ ॥
জৎ-কোকিল-হংস-সারসগণাকীর্ণে ময়ূরাকুলে
নারত্ন-নিবদ্ধ-মূলবিটপ শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনে ।
ধাকৃষ্ণমহর্নিশং প্রভজতৌ জীবার্থদৌ যৌ মুদা
ন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৫ ॥
খ্যাপূর্বক-নাম-গান-নতিভিঃ কালাবসানীকৃতৌ
হার-বিহারকাদি-বিজিতৌ চাতন্ত্যদীনৌ চ যৌ ।
ধাকৃষ্ণ-গুণ-স্মৃতের্মধুরিমানন্দেন সম্মোহিতৌ
দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৬ ॥
ধাকুণ্ডতটে কলিন্দতনয়া-তীরে চ বংশীবটে
মোন্মাদ-বশাদশেষ-দশয়া গ্রস্তৌ প্রমত্তৌ সদা ।
ন্তৌ চ কদা হরের্গুণবরং ভাবাভিভূতৌ মুদা
দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৭ ॥
রাধে ব্রজদেবিকে চ ললিতে হে নন্দসূনো কুতঃ
গোবর্ধন-কল্পপাদপ-তলে কালিন্দী-বন্যে কুতঃ ।
ষন্তাবিতি সর্বতো ব্রজপুরে খেদৈর্মহাবিহ্বলৌ
দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ

যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের গুণ-কীর্তন ও নৃত্যগীত-পরায়ণ, যাঁরা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমামৃতের সমুদ্র-স্বরূপ ও বিদ্বান অবিদ্বান সকলেরই প্রিয়, যাঁরা সকলের প্রিয় কার্য করেন, যাঁরা মাৎসর্যলেশ-শূন্য, সর্বলোক-পূজ্য ও শ্রীচৈতন্যদেবের বিশেষ কৃপাপাত্র এবং যাঁরা ইহলোকে জীবোদ্ধার করিয়া ভূ-ভার হরণ করেন, আমি বার বার সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামীপাদগণের বন্দনা করি ॥ ১ ॥

যাঁরা বিবিধ শাস্ত্র-বিচারে পরম নিপুণ, সদ্ধর্মের স্থাপন-কর্তা, মানবগণের পরম মঙ্গলকারী, ত্রিভুবন-পূজ্য, আশ্রয়-দাতা ও শ্রীরাধা-গোবিন্দের পদারবিন্দ ভজনানন্দে প্রমত্ত মধুকর সদৃশ, আমি বার বার সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামীপাদগণের বন্দনা করি ॥ ২ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-গুণ-বর্ণনে যাঁদের একান্ত আগ্রহ, যাঁরা শ্রীকৃষ্ণ-গুণগানামৃত সেচনে জীবের পাপ-তাপ শান্তি করেন, যাঁরা আনন্দ-জলধি-বর্ধনে সুনিপুণ ও যাঁরা মোক্ষপ্রাপ্তি থেকে রক্ষা করেন, আমি বারবার সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামীপাদগণের বন্দনা করি ॥ ৩ ॥

যাঁরা অসংখ্য মণ্ডলপতিদের সহবাস ঝটিতি তুচ্ছবৎ পরিত্যাগ করতঃ কৃপাপূর্বক দীনহীনগণের পতি হয়ে কৌপীন-কন্থা অবলম্বন করেছিলেন এবং যাঁরা গোপীপ্রেম-রসামৃত-সিন্ধু-তরঙ্গে সদাই নিমগ্ন ছিলেন, আমি বার বার সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামীপাদগণের বন্দনা করি ॥ ৪ ॥

কোকিল, হংস, সারস, ময়ূর প্রভৃতি পক্ষীগণের মধুর কলধ্বনি-নিনাদিত ও বিবিধ-রত্ন-নিবদ্ধ-মূলবিশিষ্ট বৃক্ষরাজি সুশোভিত শ্রীবৃন্দাবনে যাঁরা দিবানিশি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন করতেন, এবং যাঁরা হৃষ্টচিত্তে জীবের মনোবাসনা পূর্ণ করতেন, আমি বারবার সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামীপাদগণের বন্দনা করি ॥ ৫ ॥

যাঁরা সংখ্যাপূর্বক নাম জপ, কীর্তন ও প্রণাম করে সময় অতিবাহিত করতেন, যাঁরা আহার-বিহার-নিদ্রাদি জয় করেছিলেন, যাঁরা অত্যন্ত দীন-হীনের মতো বিচরণ করতেন এবং যাঁরা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের গুণ-মাধুর্য স্মরণ করে পরমানন্দে বিভোর হতেন, আমি বার বার সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামীপাদগণের বন্দনা করি ॥ ৬ ॥

যাঁরা শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে, যমুনাতটে ও বংশীবটে প্রেমোন্মত্ত হয়ে অশেষবিধ দশা প্রাপ্ত হতেন—কখনও উন্মত্তের মতো বিচরণ করতেন, কখনও বা হরি-গুণ-গান করতেন, কখনও বা আনন্দের বশে ভাবাভিভূত হতেন, আমি বারবার সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামীপাদগণের বন্দনা করি ॥ ৭ ॥

"হে ব্রজদেবি রাধে! তুমি কোথায়? হে ললিতে! তুমি কোথায়? হে কৃষ্ণ! তুমি কোথায়? তোমরা কি শ্রীগোবর্ধনের কল্পতরুতলে, না কালিন্দী-কূলস্থ বনমধ্যে",—এইভাবে বলতে বলতে যাঁরা নিরতিশয় শোকাতুর হয়ে ব্রজভূমির সর্বত্র ব্যাকুলভাবে পরিভ্রমণ করতেন, আমি বারবার সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামীপাদগণের বন্দনা করি ॥ ৮ ॥

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর

নিত্যানন্দ মহিমা [১] শ্রীরাগ

নিতাই গুণমণি আমার, নিতাই গুণমণি।
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাল অবনী ॥
প্রেমের বন্যা লইয়া নিতাই আইলা গৌড়দেশে।
ডুবিল ভকতগণ দীন-হীন ভাসে ॥

দীন-হীন-পতিত-পামর নাহি বাছে ।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সবাকারে যাচে ॥
আবদ্ধ করুণা-সিন্ধু (নিতাই) কাটিয়া মুহান ।
ঘরে ঘরে বুলে প্রেম অমিয়ার বান ॥
লোচন বলে মোর নিতাই যেবা না ভজিল ।
জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাতী হৈল ॥

[২] পঠমঞ্জরী

নিতাই মোর জীবনধন নিতাই মোর জাতি ।
নিতাই বিহনে মোর আন নাহি গতি ॥
সংসার-সুখের মুখে তুল্যা দিয়া ছাই ।
নগরে মাগিয়া খাব গাহিয়া নিতাই ॥
যে দেশে নিতাই নাই সে দেশে না যাব ।
নিতাইবিমুখ জনার মুখ না দেখিব ॥
গঙ্গা যার পদজল হর শিরে ধরে ।
হেন নিতাই না ভজিয়া দুঃখ পাই মরে ॥
লোচন বলে মোর নিতাই যেবা নাহি মানে ।
আনল ভেজাই তার মাঝ মুখখানে ॥

[৩] সিন্ধুড়া

দেখ নিতাইচাঁদের মাধুরী ।
পুলকে পূরিত তনু, কদম্ব কেশর জনু,
বাহু তুলি বলে হরি হরি ॥
শ্রীমুখমণ্ডল ধাম, জিনি কত কোটি কাম,
সে না বিহি কিসে নিরমিল ।

মথিয়া লাবণ্যসিন্ধু, তাহে নিঙাড়িয়া ইন্দু,
সুধাসাচে মুখানি গড়িল ॥
নবকঞ্জদল আঁখি, তারক ভ্রমরাপাখী,
ডুবি রহু প্রেমমকরন্দে ।
সে রূপ দেখিল যেহ, সে জানিল রসমেহ,
অবনী ভাসল সে আনন্দে ॥
পূরবে যে ব্রজপুরে, বিহরে নন্দের ঘরে,
রোহিণীনন্দন বলরাম ।
এবে পদ্মাবতীসুত, নিত্যানন্দ অবধূত,
ভুবনপাবন হৈল নাম ॥
সে পহু পতিত হেরি, করুণায় অবতরি,
জীবেরে বলায় গৌরহরি ।
পড়িয়া সে ভববন্ধে, কান্দয়ে লোচন অন্ধে,
না দেখিয়া সে রূপমাধুরী ॥

[৪]

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায় ।
অভিমান-শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায় ॥
অধম পতিত জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া ।
হরিনাম মহামন্ত্র দেন বিলাইয়া ॥
যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ ধরি' ।
আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি ॥
এত বলি' নিত্যানন্দ ভূমে গড়ি যায় ।
সোনার পর্বত যেন ধূলাতে লুটায় ॥

হেন অবতারে যার রতি না জন্মিল ।
লোচন বলে সেই পাপী এল আর গেল ॥

গৌর-নিত্যানন্দের দয়া [৫]

পরম করুণ, পঁহু দুইজন,
নিতাই গৌরচন্দ্র ।
সব অবতার, সার-শিরোমণি,
কেবল আনন্দ-কন্দ ॥
ভজ ভজ ভাই, চৈতন্য নিতাই,
সুদৃঢ় বিশ্বাস করি ।
বিষয় ছাড়িয়া, সে রসে মজিয়া,
মুখে বল হরি হরি ॥
দেখ ওরে ভাই, ত্রিভুবনে নাই,
এমন দয়াল দাতা ।
পশু-পাখী ঝুরে, পাষাণ বিদরে,
শুনি যাঁর গুণগাথা ॥
সংসারে মজিয়া, রহিলি পড়িয়া,
সে পদে নহিল আশ ।
আপন করম, ভুঞ্জায়ে শমন,
কহয়ে লোচন দাস ॥

[৬] ধানশী

জীবের ভাগ্যে অবনী বিহরে দুই ভাই ।
ভুবনমোহন গোরাচাঁদ-নিতাই ॥

কলিযুগে জীব যত ছিল অচেতন ।
হরিনামামৃত দিয়া করিল চেতন ॥
হেন অবতার ভাই কভু শুনি নাই ।
পাতকী উদ্ধার কৈলা ঘরে ঘরে যাই ॥
হেন অবতার ভাই নাহি কোন যুগে ।
কোন্ অবতারে হেন পাপীর পাপ মাগে ॥
রুধির পাড়িল অঙ্গে করিয়া প্রহার ।
যাচি প্রেম দিয়া তার করিলা উদ্ধার ॥
নামপ্রেমসুধাতে ভরিল ত্রিভুবন ।
একলা বঞ্চিত ভেল এ দাস লোচন ॥

[৭]

নিতাই-গৌর নাম, আনন্দের ধাম,
যেই জন নাহি লয় ।
তারে যমরাজা, ধরে লয়ে যায়,
নরকে ডুবায় তায় ॥
তুলসীর হার, না পরে যে ছার,
যমালয়ে বাস তাঁর ।
তিলক ধারণ, না করে যে জন,
বৃথায় জনম তার ॥
না লয় হরিনাম, বিধি তারে বাম,
পামর পাষণ্ড মতি ।
বৈষ্ণব সেবন, না করে যে জন,
কি হবে তার গতি ॥

গুরুমন্ত্র সার, কর এইবার,
ব্রজেতে হইবে বাস ।
তমোগুণ যাবে, সত্ত্বগুণ পাবে,
হইবে কৃষ্ণের দাস ॥
এ দাস লোচন, বসে অনুক্ষণ,
(নিতাই) গৌরগুণ গাও সুখে ।
এই রসে যার, রতি না হইল,
চুন কালি তার মুখে ॥

শ্রীঅদ্বৈত-বন্দনা [৮] তুড়ী

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য দয়াময় ।
যার হুহুঙ্কারে গৌর অবতার হয় ॥
প্রেমদাতা সীতানাথ করুণাসাগর ।
যার প্রেমরসে আইলা গৌরাঙ্গ-নাগর ॥
যাহারে করুণা করি কৃপাদিঠে চায় ।
প্রেমাবেশে সে জন চৈতন্যগুণ গায় ॥
তাহার চরণে যেবা লইল শরণ ।
সে জন পাইলা গৌরপ্রেম মহাধন ॥
এমন দয়ার নিধি কেনে না ভজিলুঁ ।
লোচন বলে নিজ মাথে বজর পাড়িলুঁ ॥

প্রার্থনা [৯] তুড়ী

এইবার করুণা কর চৈতন্য-নিতাই ।
মো সম পাতকী আর ত্রিভুবনে নাই ॥

মুঞি অতি মূঢ়মতি মায়ার নফর ।
এই সব পাপে মোর তনু জরজর ॥
ম্লেচ্ছ অধম যত ছিল অনাচারী ।
তা সবা হইতে বুঝি মোর পাপ ভারী ॥
অশেষ পাপের পাপী জগাই-মাধাই ।
অনায়াসে উদ্ধারিলা তোমরা দু' ভাই ॥
লোচন বলে মো অধমে দয়া নৈল কেনে ।
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আনে ॥

[১০] তুড়ী

বদ বদ হরি, ছদ্ম না করিহ,
বিপদে বেড়ল দেশ ।
এ তত্ত্ব জানিয়া, আগে পলাওল,
শ্রবণ দশন কেশ ॥
তার পাছে পাছে, লোচন বচন,
তারা দোঁহে দিল ভঙ্গ ।
মোর মোর করি, রাত্রি-দিনে মরি,
যমদূতে দেখে রঙ্গ ॥
সুন্দর নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
বিষম যমের থানা ।
দণ্ড যে দিবস, বৎসর গণিছে,
কোন দিনে দিবে হানা ॥
দারা-পুত্র-বধূ, যতন করিছে,
সকলি নিমের তিতা ।

মরণ সময়ে, হাতে গলে বান্ধি,
মুখে জ্বালি দিবে চিতা ॥
বদন ভরিয়া, হরি না বলিয়া,
শমন তরিবে কিসে ।
দাস লোচন, কহিয়া ফারক,
মরিছ আপন দোষে ॥

[১১] ভাটিয়ারি

ভজ ভজ হরি, মন দৃঢ় করি,
মুখে বোল তার নাম ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন, গোপীপ্রাণধন,
ভুবনমোহন শ্যাম ॥
কখন মরিবে, কেমনে তরিবে,
বিষম শমন ডাকে ।
যাহার প্রতাপে, ভুবন কাঁপয়ে,
না জানি মর বিপাকে ॥
কুলধন পাইয়া, উনমত হৈয়া,
আপনাকে জান বড় ।
শমনের দূতে, ধরি পায়ে হাতে,
বান্ধিয়া করিবে জড় ॥
কিবা যতি সতী, কিবা নীচ জাতি,
যেই হরি নাহি ভজে ।
ভবে জনমিয়া, ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া,
রৌরব নরকে মজে ॥

দাস লোচন, ভাবে অনুক্ষণ,
মিছাই জনম গেল ।
হরি না ভজিলুঁ, বিষয়ে মজিলুঁ,
হৃদয়ে রহল শেল ॥

[১২] তথারাগ

ব্রজেন্দ্রনন্দন, ভজে যেই জন,
সফল জীবন তার ।
তাহার উপমা, বেদে নাহি সীমা,
ত্রিভুবনে নাহি আর ॥
এমন মাধব, না ভজে মানব,
কখন মরিয়া যাবে ।
সেই সে অধমে, প্রহারিবে যমে,
রৌরবে ক্রিমিতে খাবে ॥
তারপর আর, পাপী নাহি ছার,
সংসার জগত মাঝে ।
কোন কালে তার, গতি নাহি আর,
মিছাই ভ্রমিছে কাজে ॥
লোচন দাস, ভকতি আশ,
হরিগুণ কহি লেখি ।
হেন রসসার, মতি নাহি যার,
তার মুখ নাহি দেখি ॥

[১৩] শ্রীরাগ

শ্রীকৃষ্ণভজন লাগি সংসারে আইলুঁ ।
মায়াজালে বন্দী হৈয়া বৃক্ষসম হৈলুঁ ॥
স্নেহলতা বেঢ়ি বেঢ়ি তনু কৈল শেষ ।
কিড়ারূপে নারী তাহে হৃদয়ে প্রবেশ ॥
ফলরূপী পুত্র-কন্যা ডাল ভাঙ্গি পড়ে ।
মাতাপিতাবিহঙ্গ উপরে বাসা করে ॥
বাড়িতে না পাইল গাছ শুকাইয়া গেল ।
সংসার দাবানল তাহাতে লাগিল ॥
এগুয়াও এগুয়াও মোর বৈষ্ণব গোসাঞিঃ ।
করুণার জলে সিঞ্চ তবে রক্ষা পাই ॥
দুরাশা দুর্বাসনা দুই উঠে ধুঙাইয়া ।
ফুকার করয়ে লোচন মরিলাম পুড়িয়া ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মলীলা [১৪] বিভাস বা তুড়ী

হের দেখসিয়া, নয়ান ভরিয়া,
কি আর পুছসি আনে ।
নদীয়া নগরে, শচীর মন্দিরে,
চান্দের উদয় দিনে ॥
কিয়ে লাখবান, কষিল কাঞ্চন,
রূপের নিছনি গোরা ।
শচীর উদর, জলদে নিকসিল,
থীর বিজুরী পারা ॥

কত বিধুবর, বদন উজোর,
নিশিদিশি সম শোভে ।
নয়ানভ্রমর, শ্রুতিসরোরুহে,
ধায় মকরন্দ-লোভে ॥
আজানুলম্বিত, ভুজ সুবলিত,
নাভি হেমসরোবর ।
কটি করিঅরি, উর হেমগিরি,
এ লোচন মনোহর ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ [১৫] রামকেলি

ধবল পাটের জোড় পর্যাছে
রাঙ্গা রাঙ্গা পাড় দিয়াছে
চরণ উপর দুল্যা যাইছে কোঁচা ।
বাঁকমল সোনার নূপুর
বাজ্যা যাইছে মধুর মধুর
রূপ দেখিয়া ভুবন মুরছা ॥
দীঘল দীঘল চাঁচর চুল
তায় দিয়াছে চাঁপার ফুল
কুন্দ-মালতীর মালা বেঢ়া ঝুঁটা ।
চন্দন মাখা গোরা গায়
বাহু দোলাইয়া চল্যা যায়
ললাট উপর ভুবনমোহন ফোঁটা ॥
মধুর মধুর কয় কথা
শ্রবণ মনের ঘুচায় বেথা
চাঁদে যেন উগারয়ে সুধা ।

বাহুর হিলন দোলন দেখি
করীর শুণ্ড কিসে লেখি
নয়ান বয়ান যেন কুন্দে কুন্দা ॥
এমন কেউ বেথিত থাকে
কথায় ছলে খানিক রাখে
নয়ান ভর্যা দেখি রূপখানি ।
লোচন দাসে বলে কেনে
নয়ান দিলি উহার পানে
কুল মজালি আপনা আপনি ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের নৃত্যাদি লীলা [১৬] কল্যাণী

অরুণ কমল আঁখি, তারক ভ্রমরা পাখী,
ডুবুডুবু করুণা মকরন্দে ।
বদন পূর্ণিমা চান্দে, ছটায় পরাণ কান্দে,
তাহে নব প্রেমার আরম্ভে ॥
আনন্দ নদীয়াপুরে, টলমল প্রেমার ভরে,
শচীর দুলাল গোরা নাচে ।
জয় জয় মঙ্গল পড়ে, শুনিয়া চমক লাগে,
মদনমোহন নটরাজে ॥
পুলকে পূরল গায়, ঘর্ম বিন্দু বিন্দু তায়,
রোমচক্রে সোনার কদম্বে ।
প্রেমার আরম্ভে তনু, যেন প্রভাতের ভানু,
আধ বাণী কহে কম্বুকণ্ঠে ॥

শ্রীপাদপদমগন্ধে, বেড়ি দশ নখচান্দে,
উপরে কনক বঙ্করাজ ।
যখন ভাতিয়া চলে, বিজুরী ঝলমল করে,
চমকয়ে অমর সমাজ ॥
সপ্তদ্বীপ মহী মাঝে, তাহে নবদ্বীপ সাজে,
তাহে নব প্রেমার প্রকাশ ।
তাহে নব গৌরহরি, গুণ সংকীর্তন করি,
আনন্দিত এ ভূমি আকাশ ॥
সিংহের শাবক যেন, গভীর গর্জন হেন,
হুঙ্কার হিল্লোল প্রেমসিন্ধু ।
হরিবোল হরিবোল বলে, জগত পড়িল ভোলে,
দু'কুল খাইল কুলবধূ ॥
অঙ্গের ছটায় যেন, দিনকর প্রদীপ হেন,
তাহে লীলা বিনোদ বিলাস ।
কোটি কোটি কুসুমধনু, জিনিয়া বিনোদতনু,
তাহে করে প্রেমের প্রকাশ ॥
লাখ লাখ পূর্ণিমা চান্দে, জিনিয়া বদনছান্দে,
তাহে চারু চন্দন চন্দ্রিমা ।
নয়ন অঞ্চল ছলে, ঝর ঝর অমিয়া ঝরে,
জনম মুগধ পাইল প্রেমা ॥
কি দিব উপমা তার, করুণা বিগ্রহ সার,
হেন রূপ মোর গোরা রায় ।
প্রেমায় নদীয়ার লোকে, নাহি দিবানিশি থাকে,
আনন্দে লোচন দাস গায় ॥

[১৭] তুড়ী

গোরা নাচে নব রঙ্গিয়া।
হেম কিরণিয়া, বরণ খানি গো,
প্রেম পড়িছে চুয়াইয়া ॥
গুণ শুনিয়া, মন মানিয়া,
দেখিয়া নাটের ছটা।
রূপ দেখিবারে, হুড় পড়িয়াছে,
নদীয়া-নাগরীর ঘটা ॥
গৌর বরণ, সরুয়া বসন,
সরুয়া কাঁকালি বেড়া।
গৌরাঙ্গ নাচিছে, দুই দিকে দুলিছে,
রঙ্গিয়া পাটের ডোরা ॥

[১৮] তুড়ী

কি ভাব উঠিল মনে, কান্দিয়া আকুল কেনে,
সোনার অঙ্গ ধুলায় লোটায়।
ক্ষণে ক্ষণে বৃন্দাবন, করে গোরা সোঙরণ,
ললিতা বিশাখা বলি ধায় ॥
রাধা-ভাব অঙ্গীকরি, রাধার বরণ ধরি,
রাধা বিনে আন নাহি ভায়।
সুরধুনীতীর বন, দেখি মনে বৃন্দাবন,
যমুনাপুলিন বলি ধায় ॥
রাধিকা রাধিকা বলি, ভুমে যায় গড়াগড়ি,
রাধা নাম জপয়ে সদায়।

প্রেমরসে হইয়া ভোরা, সংকীর্তন মাঝে গোরা,
রাধা নাম জীবেরে বুঝায় ॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া গোরা, দু' নয়নে প্রেমধারা,
পীত বসন বংশী চায়।
প্রেমধন অনুক্ষণ, দান করে জনে জন,
এ লোচন দাস গুণ গায় ॥

[১৯] তথারাগ

নাচে শচীনন্দন, ভকতজীবন ধন,
সঙ্গে নাচে প্রিয় নিত্যানন্দ।
অদ্বৈত শ্রীনিবাস, আর নাচে হরিদাস,
বাসুঘোষ রায় রামানন্দ ॥
নিত্যানন্দ মুখ হেরি, বোলে পঁহু হরি হরি,
প্রেমায় ধরণী গড়ি যায়।
প্রিয় গদাধর আসি, প্রভুর বাম পাশে বসি,
ঘন নরহরিমুখ চায় ॥
পঁহু নাহি মেলে আঁখি, কহে মোর কাহাঁ সখী,
কাহাঁ পাব রাই দরশন।
কহ কহ নরহরি, আর সম্বরিতে নারি,
ইহা বলি ভেল অচেতন ॥
এখনি আছিলুঁ তথা, কে মোরে আনিল এথা,
রাস-রসে নিকুঞ্জ-ভবন।
গেল সুখসম্পদ, এবে ভেল বিপদ,
বিষাদয়ে এ দাস লোচন ॥

শ্রীগৌরচন্দ্র [২০] শ্রীরাগ

কে যাবে কে যাবে ভাই ভবসিন্ধুপার ।
ধন্য কলিযুগের চৈতন্য অবতার ॥
আমার গৌরাঙ্গের ঘাটে অদান খেয়া বয় ।
জড় অন্ধ আতুর অবধি পার হয় ॥
হরিনামের নৌকাখানি শ্রীগুরু কাণ্ডারী ।
সংকীর্তন কোরোয়াল দুই বাহু পসারি ॥
সব জীব হৈল পার প্রেমের বাতাসে ।
পড়িয়া রহিল লোচন আপনার দোষে ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস [২১] বিভাস

শয়ন মন্দিরে, গৌরাঙ্গসুন্দর,
উঠিলা রজনীশেষে ।
মনে দৃঢ় আশ, করিব সন্ন্যাস,
ঘুচাব এ সব বেশে ॥
ঐছন ভাবিয়া, মন্দির তেজিয়া,
আইলা সুরধুনীতীরে ।
দুই কর যুড়ি, নমস্কার করি,
পরশ করিলা নীরে ॥
গঙ্গা পরিহরি, নবদ্বীপ ছাড়ি,
কাঞ্চননগর পথে ।
করিলা গমন, শুনি সব জন,
বজর পড়িল মাথে ॥

পাযাণ সমান, হৃদয় কঠিন,
সেহো শুনি গলি যায় ।
পশু-পাখী ঝুরে, গলয়ে পাথরে,
এ দাস লোচন গায় ॥

দ্বাদশ মাসিক বিরহ [২২]

এক

বৈশাখে চম্পকলতা নৌতুন গামছা ।
দিব্য ধৌত কৃষ্ণকেলি বসনের কোঁচা ॥
কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে সরু পৈতা কান্ধে ।
সে রূপ না দেখি মুঞি জীব কোন ছান্দে ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে বিযম বৈশাখের রৌদ্র ।
তোমা না দেখিয়া মোর বিরহ সমুদ্র ॥

দুই

জ্যৈষ্ঠে প্রচণ্ড তাপ তপত সিকতা ।
কেমনে বঞ্চিবে প্রভু পদাম্বুজ রাতা ॥
সোঙরি সোঙরি প্রাণ কান্দে নিশি দিন ।
ছটফট করে যেন জল বিনে মীন ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে তোমার নিদারুণ হিয়া ।
অনলে প্রবেশ করি মরিবে বিষ্ণুপ্রিয়া ॥

তিন

আযাঢ়ে নৌতুন মেঘ দাদুরীর নাদে ।
দারুণ বিধাতা মোরে লাগিলেক বাদে ॥

শুনিয়া মেঘের নাদ ময়ূরের নাট।
কেমনে যাইব আমি নদীয়ার বাট ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে মোরে সঙ্গে লৈয়া যাও।
যথা রাম তথা সীতা মনে চিন্তি চাও ॥

চার

শ্রাবণে গলিত ধারা ঘন বিদ্যুল্লতা।
কেমনি বঞ্চিব প্রভু কারে কব কথা ॥
লক্ষ্মীর বিলাসঘরে পালঙ্কে শয়ন।
সে সব চিন্তিয়া মোর না রহে জীবন ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে তুমি বড় দয়াবান।
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতি কিছু কর অবধান ॥

পাঁচ

ভাদ্রে ভাস্করতাপ সহনে না যায়।
কাদম্বিনীনাদে নিদ্রা দূরেতে পলায় ॥
যার প্রাণনাথ প্রভু না থাকে মন্দিরে।
হৃদয়ে দারুণ শেল বজ্রাঘাত শিরে ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে বিষম ভাদ্রের খরা।
জীয়ন্তে মরিল প্রাণনাথ নাহি যারা ॥

ছয়

আশ্বিনে অম্বিকাপূজা দুর্গা-মহোৎসবে।
কান্ত বিনে যে দুখ তা কার প্রাণে সবে ॥
শরত-সময়ে নাথ যার নাহি ঘরে।
হৃদয়ে দারুণ শেল অন্তর বিদরে ॥

ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে মোরে কর উপদেশ।
জীবনে মরণে মোর করিহ উদ্দেশ ॥

সাত

কার্তিকে হিমের জন্ম হিমালয়ের বা।
কেমনে কৌপীন বস্ত্রে আচ্ছাদিবে গা ॥
কত ভাগ্য করি তোমার হৈয়াছিলাম দাসী।
এবে অভাগিনী মুঞি হেন পাপরাশি ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে তুমি অন্তরযামিনী।
তোমার চরণে মুঞি কি বলিতে জানি ॥

আট

অগ্রাণে নৌতুন ধান্য জগতে বিলাসে।
সর্ব সুখ ঘরে প্রভু কি কাজ সন্ন্যাসে ॥
পাট নেত ভোটে প্রভু শয়ন কম্বলে।
সুখে নিদ্রা যাও তুমি আমি পদতলে ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে তোমার সর্বজীবে দয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া মাগে রাঙ্গা চরণের ছায়া ॥

নয়

পৌষে প্রবল শীত জ্বলন্ত পাবকে।
কান্ত আলিঙ্গনে দুখ তিলেক না থাকে ॥
নবদ্বীপ ছাড়ি প্রভু গেলা দূর দেশে।
বিরহআনলে বিষ্ণুপ্রিয়া পরবেশে ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে পরবাস নাহি সহে।
সংকীর্তন অধিক সন্ন্যাসধর্ম নহে ॥

দশ

মাঘে দ্বিগুণ শীত কত নিবারিব ।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে নারিব ॥
এই তো দারুণ শেল রহল সম্প্রতি ।
পৃথিবীতে না রহল তোমার সন্ততি ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে আমি কি বলিতে জানি ।
বিযাইল শরে যেন ব্যাকুল হরিণী ॥

এগার

ফাল্গুনে গৌরাঙ্গ চাঁদ পূর্ণিমা দিবসে ।
উদ্বর্তন তৈলে স্নান করাব হরিষে ॥
পিষ্টক পায়স আর ধূপ-দীপ গন্ধে ।
সংকীর্তন করাইব পরম আনন্দে ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে তোমার জন্মতিথি পূজা ।
আনন্দিত নবদ্বীপে বাল-বৃদ্ধ-যুবা ॥

বার

চৈত্রে চাতকপক্ষী পিউ পিউ ডাকে ।
তাহা শুনি প্রাণ কান্দে কি কহিব কাকে ॥
বসন্তে কোকিল সব ডাকে কুহু কুহু ।
তাহা শুনি আমি মূর্চ্ছা পাই মুহুর্মুহু ॥
পুষ্পমধু খাই মত্ত ভ্রমরীর বোলে ।
তুমি দূর দেশে আমি গোঙাইব কার কোলে ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে মোরে লহ নিজ পাশ ।
বিরহসাগরে ডুবে এ লোচন দাস ॥

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

শ্রীনিত্যানন্দের জন্মলীলা [১] তথারাগ

রাঢ়দেশে নাম, একচক্রা গ্রাম,
হারাই পণ্ডিতঘর ।
শুভ মাঘমাসি, শুক্লা ত্রয়োদশী,
জনমিলা হলধর ॥
হারাই পণ্ডিত, অতি হরষিত,
পুত্রমহোৎসব করে ।
ধরণীমণ্ডল, করে টলমল,
আনন্দ নাহিক ধরে ॥
শান্তিপুরনাথ, মনে হরষিত,
করি কিছু অনুমান ।
অন্তরে জানিলা, বুঝি জনমিলা,
কৃষ্ণের অগ্রজ রাম ॥
বৈষ্ণবের মন, হৈল পরসন্ন,
আনন্দ-সাগরে ভাসে ।
এ দীন পামর, হইবে উদ্ধার,
কহে দুখী কৃষ্ণদাসে ॥

[২] সুহই

ভুবন আনন্দকন্দ, বলরাম নিত্যানন্দ,
অবতীর্ণ হৈলা কলিকালে ।
ঘুচিল সকল দুখ, দেখিয়া ও চাঁদমুখ,
ভাসে লোক আনন্দ হিলোলে ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ রাম ।

কনক চম্পক কাঁতি, আঙ্গুলে চান্দের পাঁতি,
রূপে জিতল কোটি কাম ॥ ধ্রু ॥
ও মুখমণ্ডল দেখি, পূর্ণচন্দ্র কিসে লেখি,
দীঘল নয়ান ভাঙু ধনু ।
আজানুলম্বিত ভুজ, করতল থলপঙ্কজ,
কটি ক্ষীণ করিঅরি জনু ॥
চরণকমলতলে, ভকতভ্রমর বুলে,
আধ বাণী অমিয়া প্রকাশ ।
ইহ কলিযুগ জীবে, উদ্ধার হইবে এবে,
কহে দীন দুখী কৃষ্ণদাস ॥

[৩] তথারাগ

অদোষ দরশী মোর প্রভু নিত্যানন্দ ।
না ভজিলুঁ হেন প্রভুর চরণারবিন্দ ॥
হায় রে না জানি মুঞি কেমন অসুর ।
পাইয়া না ভজিলুঁ হেন দয়ার ঠাকুর ॥
হায় রে অভাগার প্রাণ কি সুখে আছহ ।
নিতাই বলিয়া কেনে মরিয়া না যাহ ॥
নিতাইর করুণা শুনি পাষাণ মিলায় ।
হায় রে দারুণ হিয়া না দরবে তায় ॥
নিতাই চৈতন্য অপরাধ নাহি মানে ।
যারে তারে নিজ প্রেমভক্তি করে দানে ॥
তাঁর নাম লইতে না গলয়ে মোর হিয়া ।
কৃষ্ণদাস কহে মুঞি বড় অভাগিয়া ॥

[৪] তথারাগ

জয় জয় নিত্যানন্দ রায় ।
অপরাধ পাপ মোর, তাহার নাহিক ওর,
উদ্ধারহ নিজ করুণায় ॥ ধ্রু ॥
আমার অসত মতি, তোমার নামে নাহি রতি,
কহিতে না বাসি মুখে লাজ ।
জনমে জনমে কত, করিয়াছি আত্ম-ঘাত,
অতয়ে সে মোর এই কাজ ॥
তুমি ত করুণাসিন্ধু, পাতকী জনার বন্ধু,
এবার করহ যদি ত্যাগ ।
পতিত-পাবন নাম, নির্মল সে অনুপাম,
তাহাতে লাগয়ে বড় দাগ ॥
পুরুবে যবন আদি, কত কত অপরাধী,
তরায়্যাছ শুনিয়াছি কানে ।
কৃষ্ণদাস অনুমানি, ঠেলিতে নারিবে তুমি,
যদি ঘৃণা না করহ মনে ॥

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-অষ্টক [৫]

প্রেমে ঘূর্ণিত, নয়ন পূর্ণিত,
চঞ্চল মৃদুগতি-নিন্দিতং
বদন-মণ্ডল চাঁদ নিরমল,
বচন অমৃত-খণ্ডিতং ।
অসীম গুণগণে, তারিল জগ-জনে,
মোহে কাহে কুরু বঞ্চিতং

জয়তি জয়, বসু-জাহ্নবা-প্রিয়,
দেহি মে স্বপদান্তিকং ॥ ১ ॥
মিহির মণ্ডল, শ্রবণে কুণ্ডল,
গণ্ডমণ্ডলে দোলিতং
কিয়ে নিরুপম, মালতীর দাম,
অঙ্গে অনুপম-শোভিতং ।
মধুর-মধু-মদে, মত্ত মধুকর,
চারু চৌদিকে চুম্বিতং
জয়তি জয়, বসু-জাহ্নবা-প্রিয়,
দেহি মে স্বপদান্তিকং ॥ ২ ॥
আজানুলম্বিত, বাহু সুবলিত,
মত্ত-করিবর-নিন্দিতং
ভাইয়া ভহিয়া বলি, গভীর ডাকই,
করু দশদিক ভেদিতং ।
অমর কিন্নর, নাগ নরলোক,
সর্বচিত্ত-সুদর্শিতং
জয়তি জয়, বসু-জাহ্নবা-প্রিয়,
দেহি মে স্বপদান্তিকং ॥ ৩ ॥
ক্ষণে হুহুঙ্কৃত, লম্ফ ঝম্ফ কৃত,
মেঘ-নিন্দিত-গর্জিতং
সিংহ-ডমরু, ক্ষীণ কটিতট,
নীল-পট্টবাস-শোভিতং ।
সো পঁহু ধুনী-তীরে, সঘনে ধাবই,
চরণ-ভরে মহী কম্পিতং

জয়তি জয়, বসু-জাহ্নবা-প্রিয়,
দেহি মে স্বপদান্তিকং ॥ ৪ ॥
অবনী-মণ্ডল, প্রেমে বাদল,
করল অবধৌত ধাবিতং
তাপী দীন হীন, তার্কিক দুর্জন,
কেহ না ভেল বঞ্চিতং ।
শ্রীপদপল্লব, মধুর-মাধুরী,
ভকত-ভ্রমর-সুখপীতং
জয়তি জয়, বসু-জাহ্নবা-প্রিয়,
দেহি মে স্বপদান্তিকং ॥ ৫ ॥
ও মণিমঞ্জীর, চারু তরলিত,
মধুর মধুর সুনাদিতং
অতুল রাতুল, যুগল পদতল,
অমল-কমল-সুরাজিতং ।
তেজিয়া অমর, অবনী হিমকর,
নিতাই-পদনখ-শোভিতং
জয়তি জয়, বসু-জাহ্নবা-প্রিয়,
দেহি মে স্বপদান্তিকং ॥ ৬ ॥
যাঁহার ভয়ে, কলি-ভুজগ,
ভাগল ভেল সবে হর্ষিতং
তপন-কিরণে জনু, তিমির নাশই,
তৈছে কমল-সুরাজিতং ।
দুরিত-ভয়ে ক্ষিতি, অবহিঁ আতুর,
ভার তার করু নাশিতং

জয়তি জয়, বসু-জাহ্নবা-প্রিয়,
দেহি মে স্বপদান্তিকং ॥ ৭ ॥
ঈষত হসইতে, ঝলকে দামিনী,
কামিনীগণ-মন-মোহিতং
সো পঁহু ধুনী-তীরে, না জানি কার ভাবে,
অবনী উপরে গিরিতং।
বচন বলইতে, অধর কম্পই,
বাহু তুলি ক্ষণে রোদিতং
জয়তি জয়, বসু-জাহ্নবা-প্রিয়,
দেহি মে স্বপদান্তিকং ॥ ৮ ॥

শ্রীগৌরচন্দ্র [৬] তুড়ি

নাচে গোরা, প্রেমে ভোরা,
ক্ষণে বলে হরি হরি ।
ক্ষণে বৃন্দাবন, করয়ে স্মরণ,
ক্ষণে ক্ষণে প্রাণেশ্বরী ॥
যাবকবরণ, কটির বসন,
শোভা করে গোরা গায় ।
কখন কখন, যমুনা বলিয়া,
সুরধুনীতীরে ধায় ॥
তাথই তাথই, মৃদঙ্গ বাজই,
ঝনঝন করতালা ।
নয়নঅম্বুজে, বহে সুরনদী,
গলে দোলে বনমালা ॥

আনন্দ-কন্দ, গৌরচন্দ্র,
অকিঞ্চনে বড় দয়া ।
(দীন) কৃষ্ণদাস, করত আশ,
ও পদপঙ্কজছায়া ॥

[৭] বসন্ত

খেলত ফাগু গোরা দ্বিজরাজ ।
গদাধর নরহরি দোঁহার সমাজ ॥
নিতাই অদ্বৈত সহ খেলই রসাল ।
খেনে গালি খেনে কেলি প্রেমে মাতোয়াল ॥
সার্বভৌম সঙ্গে খেলে রায় রামানন্দ ।
শ্রীবাস স্বরূপ সহ মুরারি মুকুন্দ ॥
দোঁহে দোঁহে খেলে ফাগু করি হরি-ধ্বনি ।
গদাধর সহ খেলে গোরা দ্বিজমণি ॥
কেহ নাচে কেহ গায় করতালি দিয়া ।
দীন কৃষ্ণদাসে কহে আনন্দে ভাসিয়া ॥

[৮]

শরতচান্দ জিনি গোরা-মুখ চান্দ ।
শারদনিশাকর হেরি হেরি কান্দ ॥
সময় শরদ সুখ সোঙরি সোঙরি ।
কান্দয়ে গৌরাঙ্গ পহুঁ ফুকরি ফুকরি ॥
বিদরিয়া যায় হিয়া সে মুখ দেখিতে ।
মূঢ় যেহো নারে সেহো ধৈরজ ধরিতে ॥

কান্দিয়া আকুল যত প্রিয় অনুচর ।
কৃষ্ণদাস কহে মুঞি বড়ই পামর ॥

[৯] তথারাগ

চিরদিনে গোরাচাঁদের আনন্দ অপার ।
কহয়ে ভকতগণে পূরব বিহার ॥
পুলকে পূরল তনু আপাদ-মস্তক ।
সোনার কেশর জনু কদম্বকোরক ॥
ভাবে ভরল মন গদগদ ভায ।
অনেক যতনে বিহি পূরায়ল আশ ॥
শচীর নন্দন গোরা জাতি প্রাণধন ।
শুনি চাঁদমুখের কথা জুড়াইল মন ॥
গোরাচাঁদের লীলায় যার হইল বিশ্বাস ।
দুখী কৃষ্ণদাস তার দাস অনুদাস ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ বন্দনা [১০] ভৈরবী

সোঙরো নব গৌরচন্দ্র,
নাগর বনয়ারি ।
নদীয়া ইন্দু, করুণাসিন্ধু,
ভকতবৎসলকারী ॥ ধ্রু ॥
বদনচন্দ অধর রঙ্গ
নয়নে গলত প্রেম-তরঙ্গ
চন্দ্র কোটি ভানু কোটি
শোভা নিছয়ারি ।

কুসুমশোভিত চিকুর চাঁচর
ললাটে তিলক নাসিকা উজোর
দশন মোতিম অমিয়া হাস
দামিনি ঘনয়ারি ॥
মকরকুণ্ডল ঝলকে গণ্ড
মণিকৌস্তুভদীপ্ত কণ্ঠ
অরুণ বসন করুণ বচন
শোভা অতি ভারি ।
মাল্যচন্দন চর্চিত অঙ্গ
লাজে লজ্জিত কোটি অনঙ্গ
অঙ্গদ বলয়া রতন নূপুর
যজ্ঞসূত্রধারি ॥
ছত্র ধরত ধরাধরেন্দ্র
গাওত যশ ভকতবৃন্দ
কমলা-সেবিত পাদদ্বন্দ্ব
বলিয়ে বলিহারী ।
কহত দীন কৃষ্ণদাস
গৌরচরণে করত আশ
পতিত পাবন নিতাই চান্দ
প্রেম-দানকারী ॥

মঙ্গল-আরতি [১১] ভৈরব

মঙ্গল আরতি গৌরকিশোর ।
মঙ্গল নিত্যানন্দ জোরহি জোর ॥

মঙ্গল শ্রীঅদ্বৈত ভকতহি সঙ্গে ।
মঙ্গল গাওত প্রেম-তরঙ্গে ॥
মঙ্গল বাজত খোল-করতাল ।
মঙ্গল হরিদাস নাচত ভাল ॥
মঙ্গল ধূপ-দীপ লইয়া স্বরূপ ।
মঙ্গল আরতি করে অপরূপ ॥
মঙ্গল গদাধর হেরি পহুঁ হাস ।
মঙ্গল গাওত দীন কৃষ্ণদাস ॥

শ্রীগৌরহরির জন্মলীলা [১২]

নদীয়া-উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি,
কৃপা করি' হইল উদয় ।
পাপতমো হৈল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস,
জগভরি হরিধ্বনি হয় ॥
সেইকালে নিজালয়ে, উঠিয়া অদ্বৈত রায়,
নৃত্য করে আনন্দিত মনে ।
হরিদাসে লঞা সঙ্গে, হুঙ্কার কীর্তন-রঙ্গে,
কেনে নাচে কেহ নাহি জানে ॥
দেখি' উপরাগ হাসি, শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি',
আনন্দে করিল গঙ্গাস্নান ।
পাঞা উপরাগ-ছলে, আপনার মনোবলে,
ব্রাহ্মণেরে দিল নানা দান ॥
জগৎ আনন্দময়, দেখি মনে সবিস্ময়,
ঠারে ঠোরে কহে হরিদাস ।

তোমার ঐছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন,
দেখি কিছু কার্যে আছে ভাস ॥
আচার্য-রত্ন, শ্রীবাস, হৈল মনে সুখোল্লাস,
যাই স্নান কৈল গঙ্গাজলে ।
আনন্দে বিহ্বল মন, করে হরি-সংকীর্তন,
নানা দান কৈল মনোবলে ॥
এইমত ভক্ত-ততি, যার যেই দেশে স্থিতি,
তাঁহা তাঁহা পাঞা মনোবলে ।
নাচে করে সংকীর্তন, আনন্দে বিহ্বল মন,
দান করে গ্রহণের ছলে ॥
ব্রাহ্মণ-সজ্জন-নারী, নানা দ্রব্যে থালী ভরি,
আইলা সবে যৌতুক লইয়া ।
যেন কাঁচা সোনা-দ্যুতি, দেখি বালকের মূর্তি,
আশীর্বাদ করে সুখ পাঞা ॥
সাবিত্রী, গৌরী, সরস্বতী, শচী, রম্ভা, অরুন্ধতী,
আর যত দেবনারীগণ ।
নানা দ্রব্যে পাত্র ভরি', ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি,
আসি সবে করে দরশন ॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, চারণ,
স্তুতি-নৃত্য করে বাদ্য-গীত ।
নর্তক, বাদক, ভাট, নবদ্বীপে যার নাট,
সবে আসি নাচে পাঞা প্রীত ॥
কেবা আসে কেবা যায়, কেবা নাচে কেবা গায়,
সম্ভালিতে নারে কার বোল ।

খণ্ডিলেক দুঃখশোক, প্রমোদপূরিত লোক,
মিশ্র হৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥
আচার্যরত্ন, শ্রীবাস, জগন্নাথমিশ্র পাশ,
আসি তাঁরে করে সাবধান ।
করাইল জাতকর্ম, যে আছিল বিধিধর্ম,
তবে মিশ্র করে নানা দান ॥
যৌতুক পাইল যত, ঘরে বা আছিল কত,
সব ধন বিপ্রে দিল দান ।
যত নর্তক, গায়ন, ভাট, অকিঞ্চন জন,
ধন দিয়া কৈলা সবার মান ॥
শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী, নাম তাঁর মালিনী,
আচার্যরত্নের পত্নী সঙ্গে ।
সিন্দূর, হরিদ্রা, তৈল, খই, কলা, নারিকেল,
দিয়া পূজে নারীগণ রঙ্গে ॥
অদ্বৈত আচার্য-ভার্যা, জগৎ-পূজিতা আর্যা,
নাম তাঁর সীতা-ঠাকুরাণী ।
আচার্যের আজ্ঞা পাঞা, গেলা উপহার লঞা,
দেখিতে বালক-শিরোমণি ॥
সুবর্ণের কড়ি-বউলি, রজতমুদ্রা-পাশুলি,
সুবর্ণের অঙ্গদ, কঙ্কণ ।
দু-বাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মলবঙ্ক,
স্বর্ণমুদ্রার নানা হারগণ ॥
ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি, কটি পট্টসূত্র-ডোরী,
হস্ত-পদের যত আভরণ ।

চিত্রবর্ণ পট্টসাড়ী, বুনি ফোতো পট্টপাড়ী,
স্বর্ণ-রৌপ্য-মুদ্রা বহুধন ॥
দূর্বা, ধান্য, গোরচন, হরিদ্রা, কুঙ্কুম, চন্দন,
মঙ্গল-দ্রব্য পাত্র ভরিয়া ।
বস্ত্র-গুপ্ত দোলা চড়ি, সঙ্গে লঞা দাসী চেড়ী,
বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া ॥
ভক্ষ্য, ভোজ্য, উপহার, সঙ্গে লইল বহুভার,
শচীগৃহে হৈলে উপনীত ।
দেখিয়া বালক-ঠাম, সাক্ষাৎ গোকুল-কান,
বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত ॥
সর্ব অঙ্গ সুনির্মাণ, সুবর্ণ প্রতিমা-ভান,
সর্ব অঙ্গ সুলক্ষণময় ।
বালকের দিব্য-জ্যোতি, দেখি' পাইল বহু প্রীতি,
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয় ॥
দূর্বা, ধান্য দিল শীর্ষে, কৈল বহু আশীষে,
চিরজীবী হও দুই ভাই ।
ডাকিনী-শাঁকিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে,
ডরে নাম থুইল নিমাই ॥
পুত্রমাতা-স্নান-দিনে, দিল বস্ত্র-বিভূষণে,
পুত্র-সহ মিশ্রেরে সম্মানি ।
শচী-মিশ্রেরে পূজা লঞা, মনেতে হরিষ হঞা,
ঘরে আইলা সীতা-ঠাকুরাণী ॥
ঐছে শচী-জগন্নাথ, পুত্র পাঞা লক্ষ্মীনাথ,
পূর্ণ হইল সকল বাঞ্ছিত ।

ধন-ধান্যে ভরে ঘর, লোকমান্য কলেবর,
দিনে দিনে হয় আনন্দিত ॥
মিশ্র—বৈষ্ণব, শান্ত, অলম্পট, শুদ্ধ, দান্ত,
ধনভোগে নাহি অভিমান ।
পুত্রের প্রভাবে যত, ধন আসি মিলে তত,
বিষ্ণুপ্রীতে দ্বিজে দেন দান ॥
লগ্ন গণি' হর্ষমতি, নীলাম্বর চক্রবর্তী,
গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে ।
মহাপুরুষের চিহ্ন, লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন,
দেখি—এই তারিবে সংসারে ॥
ঐছে প্রভু শচীঘরে, কৃপায় কৈল অবতারে,
যেই ইহা করয়ে শ্রবণ ।
গৌরপ্রভু দয়াময়, তাঁরে হয়েন সদয়,
সেই পায় তাঁহার চরণ ॥
পাইয়া মানুষ-জন্ম, যে না শুনে গৌরগুণ,
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল ।
পাইয়া অমৃতধুনী, পিয়ে বিষগর্তপানি,
জন্মিয়া সে কেন নাহি মৈল ॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ, আচার্য-অদ্বৈতচন্দ্র,
স্বরূপ-রূপ-রঘুনাথদাস ।
ইঁহা সবার শ্রীচরণ, শিরে বন্দি নিজধন,
জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস ॥

সংকীর্তন [১৩] রামকেলি

নবদ্বীপে শুনি সিংহনাদ ।
সাজল বৈষ্ণবগণ, করি হরি সংকীর্তন,
মূঢ়মতি গণিল প্রমাদ ॥ ধ্রু ॥
গৌরচন্দ্র মহারথী, নিত্যানন্দ সেনাপতি,
অদ্বৈত যুদ্ধের আগুয়ান ।
প্রেমডোর ফাঁস করি, বান্ধিল অনেক ঐরি,
নিরন্তর গর্জে হরিনাম ॥
শ্রীচৈতন্য করে রণ, কলিগজে আরোহণ,
পাষণ্ডদলন বীরবানা ।
কলিজীব তরাইতে, আইল প্রভু অবনীতে,
চৌদিগে চাপিয়া দিল থানা ॥
উত্তম অধম জন, সবে পাইল প্রেম-ধন,
নিতাই-চৈতন্য কৃপালেশে ।
সমুখে শমন দেখি, কৃষ্ণদাস বড় দুখী,
না পাইয়া প্রেমের উদ্দেশে ॥

[১৪] কৌ

জয় জয় মহাপ্রভু জয় গৌরচন্দ্র ।
জয় বিশ্বম্ভর জয় করুণার সিন্ধু ॥
জয় শচীসুত জয় পণ্ডিত নিমাঞি ।
জয় মিশ্র পুরন্দর জয় শচী আই ॥
জয় জয় নবদ্বীপ জয় সুরধুনী ।
জয় লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর গৃহিণী ॥

জয় জয় নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ ।
জয় জয় নিত্যানন্দ অদ্বৈত-চরণ ॥
নিত্যানন্দপদদ্বন্দ্ব সদা করি আশ ।
নামসংকীর্তন গাইল কৃষ্ণদাস ॥

[১৫]

জয় রাধে, জয় কৃষ্ণ, জয় বৃন্দাবন ।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন ॥
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরি-গোবর্ধন ।
কালিন্দী যমুনা জয়, জয় মহাবন ॥
কেশীঘাট বংশীবট দ্বাদশ কানন ।
যাঁহা সব লীলা কৈল শ্রীনন্দনন্দন ॥
শ্রীনন্দযশোদা জয়, জয় গোপগণ ।
শ্রীদামাদি জয়, জয় ধেনুবৎসগণ ॥
জয় বৃষভানু, জয় কীর্তিদা-সুন্দরী ।
জয় পৌর্ণমাসী, জয় আভীর নগরী ॥
জয় জয় গোপীশ্বর বৃন্দাবন-মাঝ ।
জয় জয় কৃষ্ণসখা বটু দ্বিজরাজ ॥
জয় রামঘাট, জয় রোহিণীনন্দন ।
জয় জয় বৃন্দাবনবাসী যত জন ॥
জয় দ্বিজপত্নী, জয় নাগকন্যাগণ ।
ভক্তিতে যাঁহারা পাইল গোবিন্দচরণ ॥
শ্রীরাসমণ্ডল জয়, জয় রাধাশ্যাম ।
জয় জয় রাসলীলা সর্ব মনোরম ॥

জয় জয়োজ্জ্বল রস সর্বরস-সার ।
পরকীয়া ভাবে যাহা ব্রজেতে প্রচার ॥
শ্রীজাহ্নবাপাদপদ্ম করিয়া স্মরণ ।
দীন কৃষ্ণদাস কহে নাম-সংকীর্তন ॥

শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকম্ [১৬]

কুঙ্কুমাক্ত-কাঞ্চনাব্জ-গর্বহারি-গৌরভা
পীতনাঞ্চিতাব্জগন্ধ-কীর্তি-নিন্দি-সৌরভা ।
বল্লবেশ-সূনু-সর্ব-বাঞ্ছিতার্থ-সাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ১ ॥
কৌরবিন্দকান্তি-নিন্দি-চিত্রপট্ট-শাটিকা
কৃষ্ণ-মত্তভৃঙ্গকেলি-ফুল্লপুষ্প-বাটিকা ।
কৃষ্ণ-নিত্যসঙ্গমার্থ-পদ্মবন্ধু-রাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ২ ॥
সৌকুমার্য-সৃষ্ট-পল্লবালি-কীর্তি-নিগ্রহা
চন্দ্রচন্দনোৎপলেন্দু-সেব্য-শীত-বিগ্রহা ।
স্বাভিমর্ষ-বল্লবীশ-কাম-তাপ-বাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৩ ॥
বিশ্ববন্দ্য-যৌবতাভিবন্দিতাপি যা রমা
রূপ-নব্য-যৌবনাদি-সম্পদা ন যৎসমা ।
শীলহার্দ্দ-লীলয়া চ সা যতোঽস্তি নাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৪ ॥
রাসলাস্য-গীত-নর্ম-সৎকলালিপণ্ডিতা
প্রেমরম্য-রূপবেশ-সদ্গুণালি-মণ্ডিতা ।

বিশ্বনব্য-গোপযোষিদালিতোঽপি যাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৫ ॥
নিত্য-নব্য-রূপ-কেলি-কৃষ্ণভাব-সম্পদা
কৃষ্ণ-রাগবন্ধ-গোপ-যৌবতেষু কম্পদা ।
কৃষ্ণরূপ-বেশ-কেলি-লগ্ন-সৎসমাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৬ ॥
স্বেদ-কম্প-কণ্টকাশ্রু-গদ্‌গদাদি-সঞ্চিতা-
মর্ষ-হর্ষ-বামতাদি-ভাব-ভূষণাঞ্চিতা ।
কৃষ্ণনেত্র-তোষিরত্ন-মণ্ডনালি-দাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৭ ॥
যা ক্ষণার্ধ-কৃষ্ণ-বিপ্রয়োগ-সন্ততোদিতা-
নেকদৈন্য-চাপলাদি-ভাববৃন্দ-মোদিতা ।
যত্নলব্ধ-কৃষ্ণসঙ্গ-নির্গতাখিলাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৮ ॥
অষ্টকেন যস্ত্বনেন নৌতি কৃষ্ণ-বল্লভাং
দর্শনেঽপি শৈলজাদি-যোষিদালি দুর্লভাং ।
কৃষ্ণসঙ্গ-নন্দিতাত্ম-দাস্য-সীধু-ভাজনং
তং করোতি নন্দিতালি-সঞ্চয়াশু সা জনম্ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ

যাঁর অঙ্গের গৌরকান্তি কুঙ্কুমপরিব্যাপ্ত স্বর্ণপদ্মের গৌরকান্তির গর্ব নাশ করে, যাঁর শ্রীঅঙ্গসৌরভ কুঙ্কুমযুক্ত পদ্মগন্ধের কীর্তিকে নিন্দা করে এবং যিনি গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সর্বপ্রকার বাঞ্ছিত প্রয়োজন সাধন করেন, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ১ ॥

যাঁর চিত্রযুক্ত পাটের শাড়ীর কান্তি প্রবালের কান্তিকেও নিন্দা করে, যিনি শ্রীকৃষ্ণরূপ মত্ত ভ্রমরের বিলাসের নিমিত্ত প্রফুল্ল পুষ্পবনস্বরূপা এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্য সঙ্গমের নিমিত্ত সূর্যের আরাধনা করেন, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ২ ॥

যাঁর সুকুমারতা (নব) পল্লবশ্রেণীর সুকুমারতার কীর্তিকেও অপমানিত করে, যিনি চন্দ্র (কর্পূর) সহ চন্দন, পদ্ম ও চন্দ্রের আরাধ্য শৈত্য-গুণের মূর্তবিগ্রহ এবং যিনি নিজাঙ্গ স্পর্শ দ্বারা গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণের কামজনিত তাপ নাশ করেন, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ৩ ॥

শ্রীলক্ষ্মীদেবী বিশ্বের বন্দনীয় যুবতীগণ দ্বারা পূজিতা হলেও রূপ, নব যৌবনাদি সম্পত্তি, সৎ-স্বভাব ও মনোজ্ঞ লীলা বিষয়ে যে শ্রীরাধিকার সমান নন, এবং যে শ্রীরাধিকা অপেক্ষা (জগতে) অধিক (গুণসম্পন্না) কেউ নেই, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ৪ ॥

যিনি রাসে নৃত্য, গীত ও ক্রীড়াদি সদ্বিদ্যাসমূহে পারদর্শিনী, যিনি রমণীয় রূপ, বেশ এবং সদ্‌গুণশ্রেণী দ্বারা শোভিতা এবং যিনি সর্বনবীন গোপরমণীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে তাঁর পাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ৫ ॥

যিনি নিত্য-নতুন রূপ, কেলি ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিজ ভাব রূপ (অথবা নিজের প্রতি কৃষ্ণের ভাব রূপ) সম্পত্তি দ্বারা কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্তা গোপ-যুবতীগণের মধ্যে স্ব-পক্ষীয়গণের হর্ষজনিত ও বিপক্ষীয়গণের কাতরতা জন্য কম্প উৎপাদন করেন এবং যাঁর চিত্ত কৃষ্ণের রূপ, বেশ ও কেলিতে একাগ্রভাবে সমাহিত, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে তাঁর পাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ৬ ॥

যিনি ঘর্ম, কম্প, পুলক, অশ্রু, গদ্‌গদ বাক্যাদি সাত্ত্বিক- ভাববিশিষ্টা, যিনি ক্রোধ, হর্ষ, বাম্যাদি ভাবভূষায় শোভিতা এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণ-নয়নানন্দদায়ক রত্নভূষণাদি ধারণ করেন, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ৭ ॥

যিনি ক্ষণার্ধকালও শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে তজ্জনিত বিপুলভাবে উদিত বহু দৈন্য-চাপল্যাদি ভাববৃন্দ দ্বারা মোদিতা হন এবং দূতী প্রেরণাদি রূপ শ্রীকৃষ্ণের বা নিজের চেষ্টা দ্বারা প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণসঙ্গবশত যাঁর সমস্ত মনঃ পীড়া বিনষ্ট হয়, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ৮ ॥

পার্বতী প্রভৃতি নারীগণের পক্ষেও যাঁর দর্শন সুদুর্লভ, সেই কৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীরাধিকাকে যে ব্যক্তি উপরিউক্ত অষ্টক দ্বারা স্তব করেন, শ্রীরাধিকা সখীগণের সঙ্গে আনন্দিত হয়ে সেই ব্যক্তিকে শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ দ্বারা আনন্দিত নিজের দাস্যামৃত প্রদান করেন ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রাষ্টকম্ [১৭]

অম্বুদাঞ্জনেন্দ্রনীল-নিন্দি-কান্তি-ডম্বরঃ
কুঙ্কুমোদ্যদর্ক-বিদ্যুদংশু-দিব্যদম্বরঃ ।
শ্রীমদঙ্গ-চর্চিতেন্দু-পীতনাক্ত-চন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥ ১ ॥
গণ্ড-তাণ্ডবাতি পণ্ডিতাণ্ডজেশ-কুণ্ডলশ-
চন্দ্র-পদ্মষণ্ড-গর্ব-খণ্ডনাস্য-মণ্ডলঃ ।
বল্লবীষু বর্ধিতাত্ম-গূঢ়ভাব-বন্ধনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥ ২ ॥
নিত্যনব্য-রূপ-বেশ-হার্দ্দ-কেলি-চেষ্টিতঃ
কেলিনর্ম-শর্মদায়ি-মিত্রবৃন্দ-বেষ্টিতঃ ।
স্বীয়-কেলি-কাননাংশু-নির্জিতেন্দ্র নন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥ ৩ ॥
প্রেমহেম-মণ্ডিতাত্ম-বন্ধুতাভিনন্দিতঃ
ক্ষৌণিলগ্ন-ভাল-লোকপাল-পালি-বন্দিতঃ ।

নিত্যকালসৃষ্ট-বিপ্র-গৌরবালি বন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥ ৪ ॥
লীলয়েন্দ্র-কালিয়োষ্ণ-কংস-বৎস-ঘাতক-
স্তত্তদাত্ম-কেলি-বৃষ্টি-পুষ্ট-ভক্তচাতকঃ ।
বীর্যশীল-লীলয়াত্ম-ঘোষবাসি-নন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥ ৫ ॥
কুঞ্জ-রাসকেলি-সীধু-রাধিকাদি-তোষণ-
স্তত্তদাত্ম-কেলি-নর্ম-তত্তদালি-পোষণঃ ।
প্রেম-শীল-কেলি-কীর্তি-বিশ্বচিত্ত-নন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥ ৬ ॥
রাসকেলি-দর্শিতাত্ম-শুদ্ধভক্তি-সৎপথঃ
স্বীয়-চিত্র-রূপবেশ-মন্মথালি-মন্মথঃ ।
গোপিকাসু নেত্রকোণ-ভাববৃন্দ-গন্ধনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥ ৭ ॥
পুষ্পচায়ি-রাধিকাভিমর্ষ-লব্ধি-তর্ষিতঃ
প্রেমবাম্য-রম্য-রাধিকাস্য-দৃষ্টি-হর্ষিতঃ ।
রাধিকোরসীহ লেপ এষ হারিচন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥ ৮ ॥
অষ্টকেন যস্ত্বনেন রাধিকাসু-বল্লভং
সংস্তবীতি দর্শনেঽপি সিন্ধুজাদি-দুর্লভম্ ।
তং যুনক্তি তুষ্টচিত্ত এষ ঘোষ-কাননে
রাধিকাঙ্গ-সঙ্গ-নন্দিতাত্ম-পাদসেবনে ॥ ৯ ॥

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

শ্রীগৌরচন্দ্র [১] বিভাস

ক্ষীরনিধি জলমাঝে, আছিলা শয়ন শেজে,
অনন্ত শ্রীনিত্যানন্দ অঙ্গে ।
অদ্বৈত পিরীতি বশে, আইলা কীর্তন রসে,
হরিভক্তি বিলাইতে রঙ্গে ॥
অবতরি রঘুকুলে, সিন্ধু বাঁধি গিরিমূলে,
দশকন্ধ করিলা সংহার ।
বধিলা রাক্ষসকুলে, আপনার বাহুবলে,
শ্রীরাম লক্ষ্মণ অবতার ॥
যদুসিংহ অবতারে, গোকুল মথুরাপুরে,
কত কত করিল বিহার ।
মোহিয়া সবার মন, বিলাইলা প্রেমধন,
কানাই বলাই অবতার ॥
সব যুগ অবশেষে, কলিযুগ পরবেশে,
ধন্য ধন্য নবদ্বীপ স্থান ।
জয় জয় মঙ্গলধ্বনি, ত্রিভুবন ভরি শুনি,
করিবারে পতিতেরে ত্রাণ ॥
যুগে যুগে অবতার, হরিতে ক্ষিতির ভার,
পাপী পাষণ্ডী নাহি মানে ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ,
বৃন্দাবন দাস গুণগানে ॥

শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব [২]

রাঢ় মাঝে একচাকা নামে আছে গ্রাম ।
তহিঁ অবতীর্ণ নিত্যানন্দ বলরাম ॥
হাড়াই পণ্ডিত নাম শুদ্ধ বিপ্ররাজ ।
মূলে সর্ব পিতা তা' কৈল পিতা-ব্যাজ ॥
মহা জয়জয়ধ্বনি পুষ্পবরিষণ ।
সঙ্গোপে দেবতাগণ করিলা তখন ॥
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা শ্রীবৈষ্ণবধাম ।
অবতীর্ণ হৈলা রাঢ়ে নিত্যানন্দ রাম ॥
সেই দিন হইতে রাঢ়মণ্ডল সকল ।
পুন পুন বাড়িতে লাগিল সুমঙ্গল ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব [৩] ধানশী

জয় জয় রব ভেল নদীয়া নগরে ।
জন্মিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ জগন্নাথ-ঘরে ॥
জগন্মাতা শচীদেবী মিশ্র জগন্নাথ ।
মহানন্দে গগন পাওল জনু হাত ॥
গ্রহণ সময়ে পহুঁ আইলা অবনী ।
শঙ্খনাদ হরিধ্বনি চারি ভিতে শুনি ॥
নদীয়া নাগরীগণ দেয় জয়কার ।
হুলুধ্বনি হরিধ্বনি আনন্দ অপার ॥
পাপ রাহু অবনী করিয়াছিল গ্রাস ।
পূর্ণশশী গৌরপহুঁ তে ভেল প্রকাশ ॥

গৌরচন্দ্রচন্দ্র প্রেমঅমৃত সিঞ্চিবে।
বৃন্দাবনদাস কহে পাপতম যাবে ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ [৪] সুহই

মদনমোহন তনু গৌরাঙ্গসুন্দর।
ললাটে তিলকশোভা ঊর্ধ্বে মনোহর ॥
ত্রিকচ্ছ বসন শোভে কুটিল কুন্তল।
আয়ত নয়ন দুই পরম চঞ্চল ॥
শুক্লযজ্ঞসূত শোভে বেড়িয়া শরীরে।
সূক্ষ্মরূপে অনন্ত যে হেন কলেবরে ॥
অধরে তাম্বুল হাসে অধর চাপিয়া।
যাঙ বৃন্দাবনদাস সে রূপ নিছিয়া ॥

[৫] কেদার

বিশ্বম্ভরমূর্তি যেন মদন সমান।
দিব্য গন্ধ মাল্য দিব্য বাস পরিধান ॥
কি ছার কনকজ্যোতি সে দেহের আগে।
সে বদন দেখিতে চাঁদের সাধ লাগে ॥
সে দন্তের কাছে কোথা মুকুতার দাম।
সে কেশ দেখিয়া মেঘ ভৈগেল মৈলান ॥
দেখিয়া আয়ত দুই কমলনয়ান।
আর কি কমল আছে হেন হয় জ্ঞান ॥
সে আজানু ভুজ দুই অতিহুঁ সুন্দর।
সে ভুজ দেখিয়া লাজ পায় করিকর ॥

প্রশস্ত গগন মত হৃদয় সুপীন।
ছায়াপথ যজ্ঞসূত্র তাহে অতি ক্ষীণ ॥
ললাটে বিচিত্র ঊর্ধ্বতিলক সুন্দর।
আভরণ বিনা সর্ব অঙ্গ মনোহর ॥
কিবা হয় কোটি মণি সে নখ চাহিতে।
সে হাস দেখিতে কিবা করিয়ে অমৃতে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

[৬] ধানশী

বিমল হেম জিনি, তনু অনুপাম রে,
তাহে শোভে নানা ফুল দাম।
কদম্ব কেশর জিনি, একটি পুলক রে,
তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম ॥
চলিতে না পারে গোরা- চান্দ গোসাঞি রে,
বলিতে না পারে আধ বোল।
ভাবে অবশ হইয়া, হরি হরি বোলাইয়া,
আচণ্ডালে ধরি দেই কোল ॥
গমন মন্থরগতি, জিনি মদমত্ত হাতী,
ভাবাবেশে ঢুলি ঢুলি যায়।
অরুণ বসনছবি, জিনি প্রভাতের রবি,
গোরা অঙ্গে লহরী খেলায় ॥
এ হেন সম্পদকালে, গোরা না ভজিলুঁ হেলে,
তুয়া পদে না করিলুঁ আশ।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ,
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস ॥

[৭] তুড়ী

জানুলম্বিত, বাহু যুগল,
কনকপুতলী দেহা ।
অরুণ অম্বর, শোভিত কলেবর,
উপমা দেয়ব কাহাঁ ॥
হাসবিমল, বয়ানকমল,
পীন হৃদয় সাজে ।
উন্নত গীম, সিংহ জিনিয়া,
উদার বিগ্রহ রাজে ॥
চরণ নখর, উজোর শশধর,
কনয়া মঞ্জরী শোহে ।
হেরি দিনমণি, আপনা নিছয়ে,
রূপে জগমন মোহে ॥
কলিযুগের অবতার, চৈতন্য নিতাই,
পাপ পাষণ্ড নাহি মানে ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ঠাকুর নিত্যানন্দ,
বৃন্দাবন দাস গুণগানে ॥

শ্রীনিত্যানন্দের গুণবর্ণন [৮] শ্রীরাগ

চলে নিতাই প্রেমভরে, দিগ টলমল করে,
পদভরে অবনী দোলায় ।

আধ আধ কথা কয়, মুখের বাহির নয়,
নিজ পারিষদে গুণ গায় ॥
দেখ ভাই অবনীমণ্ডলে নিত্যানন্দ ।
ভাইয়ার মুখ হেরি বাঢ়য়ে আনন্দ ॥
পরিধান নীল ধটী, শোভা করে ক্ষীণ কটি,
কনককুণ্ডল এক কানে ।
অঙ্গ হেলি দুলি চলে, গৌর গৌর সদা বলে,
দিবানিশি আন নাহি জানে ॥
জিনি করিবরশুণ্ড, শ্রীভুজে কনকদণ্ড,
পাষণ্ড করিতে বিনাশ ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ, প্রভু মোর নিত্যানন্দ,
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস ॥

[৯] ধানশী

বন্দো প্রভু নিত্যানন্দ, কেবল আনন্দকন্দ,
ঝলমল আভরণ সাজে ।
দুই দিগে শ্রুতিমূলে, মকরকুণ্ডল দোলে,
গলে এক কৌস্তুভ বিরাজে ॥
সুবলিত ভুজদণ্ড, জিনি করিবরশুণ্ড,
তাহাতে শোভয়ে হেমদণ্ড ।
অরুণ অম্বর গায়, সিংহের গমনে ধায়,
দেখি কাঁপে অসুর পাষণ্ড ॥
অঙ্গ দেখি শুদ্ধস্বর্ণ, দুটি আঁখি রক্তবর্ণ,
তাহাতে ঝরয়ে মকরন্দ ।

সুমেরু বাহিয়া যেন, গঙ্গা ধারা বহে হেন,
দেখি সুরলোকের আনন্দ ॥
সর্বাঙ্গে পুলক ছটা, যেন কদম্বের ঘটা,
লম্ফে কম্প হয় বসুমতী ।
বীরদাপ মালশাটে, শবদে ব্রহ্মাণ্ড ফাটে,
দেখি ব্রহ্মালোক করে স্তুতি ॥
চৈতন্যের প্রেমরত্ন, জীবেরে করিয়া যত্ন,
দিল পহুঁ পরম আনন্দে ।
কহে বৃন্দাবন দাসে, আপনার কর্মদোষে,
না ভজিলুঁ নিতাই পদদ্বন্দ্বে ॥

[১০] সিন্ধুড়া

জয় জয় নিত্যানন্দ রোহিণীকুমার ।
পতিত উদ্ধার লাগি দুবাহু পসার ॥
গদগদ মধুর মধুর আধ বোল ।
যারে দেখে তারে প্রেমে ধরি দেই কোল ॥
ডগমগ লোচন ঘুরয়ে নিরন্তর ।
সোনার কমলে যেন ফিরয়ে ভ্রমর ॥
দয়ার ঠাকুর নিতাই পর দুখ জানে ।
হরিনামের মালা গাঁথি দিল জগজনে ॥
পাপ পাষণ্ডী যত করিল দলন ।
দীন হীন জনে কৈলা প্রেম বিতরণ ॥
হা হা গৌরাঙ্গ বলি পড়ে ভূমিতলে ।
শরীর ভিজিল নিতাইর নয়নের জলে ॥

বৃন্দাবন দাস মনে এই বিচারিল ।
ধরণী উপরে কিবা সুমেরু পড়িল ॥

[১১] শ্রীগান্ধার

ওরে ভাই নিতাই আমার দয়ার অবধি ।
জীবেরে করুণা করি, দেশে দেশে ফিরি ফিরি,
প্রেমধন যাচে নিরবধি ॥
অদ্বৈতের সঙ্গে রঙ্গ, ধরণে না যায় অঙ্গ,
গোরাপ্রেমে গড়া তনুখানি ।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া চলে, বাহু তুলি হরি বলে,
দু নয়নে বহে কত পানি ॥
কপালে তিলক শোভে, কুটিল কুন্তল লোভে,
গুঞ্জার আটনি চূড়া তায় ।
কেশরী জিনিয়া কটি, তাহে শোভে নীল ধটী,
বাজননূপুর শোভে পায় ॥
কো কহু নিতাইর গুণ, জীবে দেখি সকরুণ
হরিনামে জগৎ তারিল ।
মদন-মদেতে অন্ধ, বিষয়ে রহলু ধন্দ,
হেন নিতাই ভজিতে না পাইল ॥
ভুবন মোহন বেশ, মাতাইল সকল দেশ,
রসাবেশে অট্ট অট্ট হাস ।
পহুঁ মোর নিত্যানন্দ, কেবল আনন্দকন্দ,
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস ॥

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টকম্ [১২]

শরচ্চন্দ্র-ভ্রান্তিং স্ফুরদমল-কান্তিং গজগতিং
হরি-প্রেমোন্মত্তং ধৃত-পরমসত্ত্বং স্মিতমুখং।
সদা ঘূর্ণন্নেত্রং কর-কলিত-বেত্রং কলিভিদং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ১ ॥
রসনামাগারং স্বজনগণ-সর্বস্বমতুলং
তদীয়ৈক-প্রাণপ্রতিম্-বসুধা-জাহ্নবা-পতিং।
সদা প্রেমোন্মাদং পরম-বিদিতং মন্দ-মনসাং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ২ ॥
শচীসূনু-প্রেষ্ঠং নিখিল-জগদিষ্টং সুখময়ং
কলৌ মজ্জজ্জীবোদ্ধরণ করণোদ্দাম-করুণং।
হরের্ব্যাখ্যানাদ্বা ভব-জলধি-গর্বোন্নতি-হরং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ৩ ॥
অয়ে ভ্রাতর্নৃণাং কলি-কলুষিণাং কিং নু ভবিতা
তথা প্রায়শ্চিত্তং রচয় যদনায়াসত ইমে।
ব্রজন্তি ত্বামিত্থং সহ ভগবতা মন্ত্রয়তি যো
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ৪ ॥
যথেষ্টং রে ভ্রাতঃ! কুরু হরিহরি-ধ্বানমনিশং
ততো বঃ সংসারাম্বুধি-তরণ-দায়ো ময়ি লগেৎ।
ইদং বাহু-স্ফোটৈরটতি রটয়ন্ যঃ প্রতিগৃহং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ৫ ॥
বলাৎ সংসারাম্ভোনিধি-হরণ-কুম্ভোদ্ভবমহো
সতাং শ্রেয়ঃ-সিন্ধুন্নতি-কুমুদ-বন্ধুং সমুদিতং।

খলশ্রেণী-স্ফূর্জত্তিমির-হর-সূর্য-প্রভমহং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ৬ ॥
নটন্তং গায়ন্তং হরিমনুবদন্তং পথি পথি
ব্রজন্তং পশ্যন্তং স্বমপি মদয়ন্তং জনগণম্।
প্রকুর্বন্তং সন্তং সকরুণ-দৃগন্তং প্রকলনাদ্
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ৭ ॥
সুবিভ্রাণং ভ্রাতুঃ কর-সরসিজং কোমলতরং
মিথোবক্ত্রালোকোচ্ছলিত-পরমানন্দ-হৃদয়ম্।
ভ্রমন্তং মাধুর্যৈরহহ! মদয়ন্তং পুরজনান্
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥ ৮ ॥
রসানামাধানং রসিক-বর-সদ্বৈষ্ণব-ধনং
রসাগারং সারং পতিত-ততি-তারং স্মরণতঃ।
পরং নিত্যানন্দাষ্টকমিদমপূর্বং পঠতি যস্ত-
দঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বাব্জং স্ফুরতু নিতরাং তস্য হৃদয়ে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ

যাঁর শ্রীমুখমণ্ডল শরৎকালীন চন্দ্রের শোভাতিশয়কেও তিরস্কার করে, যাঁর সুবিমল অঙ্গকান্তি পরম মনোহর-রূপে শোভা পায়, যিনি মত্ত মাতঙ্গের মতো মৃদুমন্থর গতিতে গমন করেন, যিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, যাঁর শ্রীহস্তে বেত্র শোভা পায়, যিনি কলি-কলুষসমূহ ধ্বংস করেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা করি ॥ ১ ॥

যিনি নিখিল রসের আধার, যিনি ভক্তগণের প্রাণধন, ত্রিজগতে কোথাও যাঁর তুলনা নেই, যিনি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর শ্রীবসুধা ও জাহ্নবা দেবীর প্রাণপতি, যিনি নিরন্তর প্রেমোন্মত্ত, যিনি মন্দমনা ব্যক্তিগণের নিতান্ত

অবিদিত, সেই শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূল-স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা করি ॥ ২ ॥

যিনি শ্রীগৌরাঙ্গের অতি প্রিয়, যিনি সর্ব জগতের মঙ্গল বিধান করেন, যিনি পরম সুখময়, কলিযুগে পাপহত জীবগণের উদ্ধারের জন্য যাঁর করুণার অবধি নেই, যিনি শ্রীহরিনাম সংকীর্তন প্রচার দ্বারা দুস্তর ভবসমুদ্রের গর্ব খর্ব করেছেন অর্থাৎ যিনি সংসার সাগর অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হবার উপায় বিধান করেছেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূল-স্বরূপ সেই নিত্যানন্দ প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা করি ॥ ৩ ॥

"হে ভ্রাতঃ! কলি-পাপাচ্ছন্ন জীবগণের গতি কি হবে? তুমি কৃপা করে ঈদৃশ উপায় বিধান কর, যাতে তারা তোমার শ্রীচরণ লাভ করতে পারে"—এইভাবে যিনি শ্রীগৌর-ভগবানের সঙ্গে কথোপকথন ও যুক্তি-পরামর্শ করতেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা করি ॥ ৪ ॥

"হে ভাই সকল! তোমরা নিরন্তর শ্রীহরিনাম যথেষ্টরূপে কীর্তন কর, তাহলে তোমাদের ভবসমুদ্র পার হবার জন্য আমি দায়ী রইলাম"—এইভাবে বলতে বলতে যিনি বাহু আস্ফালনপূর্বক গৃহে গৃহে ভ্রমণ করতেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা করি ॥ ৫ ॥

আহা মরি! সাধুগণের সংসার-সমুদ্র শোষণ করতে যিনি কুম্ভ থেকে জাত অগস্ত্যস্বরূপ অর্থাৎ যিনি অনায়াসে শ্রীভগবদ্ভক্তগণের উদ্ধার সাধন করেন, যিনি জীবগণের কল্যাণ-সমুদ্র উদ্বেলিত করবার জন্য চন্দ্ররূপে সমুদিত হন অর্থাৎ যিনি অশেষরূপে জীবের মঙ্গল সাধন করেন, যিনি দুর্জনগণের পাপান্ধকার বিনাশ করতে সূর্যস্বরূপ অর্থাৎ যিনি পাপীগণের পাপরাশি বিধ্বংস করেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা করি ॥ ৬ ॥

যিনি নৃত্য করতে করতে, কীর্তন করতে করতে, হরিবোল বলতে বলতে ও শ্রীহরিনাম কীর্তনকারী নিজ ভক্তগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে

করতে পথে পথে বিচরণ করতেন এবং যিনি সজ্জনগণের প্রতি করুণনেত্রে ঈক্ষণ করতেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা করি ॥ ৭ ॥

যিনি শ্রীগৌরাঙ্গের সুকোমল করকমল ধারণপূর্বক পরস্পরের বদনচন্দ্র সন্দর্শন-জনিত পরমানন্দে পরিপূর্ণ হতেন এবং যিনি নগরবাসিগণকে স্বীয় অনির্বচনীয় মাধুর্যে উন্মত্ত করে চতুর্দিকে বিচরণ করতেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা করি ॥ ৮ ॥

যিনি ভক্তিরস-সমূহ প্রদানকারী, যিনি রসিক ভক্তগণের সর্বস্ব-ধন, যিনি নিখিল রসের আধার-ভূত, যিনি ত্রিজগতের সারবস্তু, যাঁর স্মরণ করলে পাপীগণের পরিত্রাণ লাভ হয়ে থাকে, সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর এই অত্যুত্তম ও অপূর্ব অষ্টক যিনি পাঠ করবেন, তাঁর হৃদয়ে তদীয় সুদুর্লভ শ্রীপাদপদ্ম সুচারুরূপে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হবে ॥ ৯ ॥

প্রার্থনা [১৩] সুহই

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ দুই প্রভু ।
এই কৃপা কর যেন না পাসরি কভু ॥
হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হৈল তখনে ।
বঞ্চিত হইলুঁ সেই মুখ-দরশনে ॥
তথাপিহ এই কৃপা কর মহাশয় ।
এ সব বিহার মোর রহুক হৃদয় ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ রায় ।
তোমার চরণধন রহুক হিয়ায় ॥
সপার্ষদে তুমি নিত্যানন্দ যথা যথা ।
কৃপা কর মুঞি যেন ভৃত্য হঙ তথা ॥

সংসারের পার হৈয়া ভক্তির সাগরে ।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে ॥
হেন দিন হইবে চৈতন্য নিত্যানন্দ ।
দেখিব বেষ্টিত কি সকল ভক্তবৃন্দ ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ পহুঁ জান ।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

[১৪]

যাঁর নাম শ্রবণে সংসার-বন্ধ ঘুচে ।
হেন প্রভু অবতরি কলিযুগে নাচে ॥
যাঁর নাম লই শুক-নারদ বেড়ায় ।
সহস্র বদন প্রভু যার গুণ গায় ॥
সর্ব-মহা-প্রায়শ্চিত্ত যে প্রভুর নাম ।
সে প্রভু নাচয়ে দেখে যত ভাগ্যবান ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান ।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

জগাই-মাধাই উদ্ধার [১৫]

কেহ কাঁদে কেহ হাসে, দেখি মহা পরকাশে,
কেহ মূর্চ্ছা পায় সেই ঠাঞি রে ।
কেহ কহে ভাল ভাল, গৌরচন্দ্র ঠাকুরাল,
ধন্য পাপী জগাই-মাধাই রে ॥
নৃত্যগীত কোলাহলে, কৃষ্ণযশ সুমঙ্গলে,
পূর্ণ হৈল সকল আকাশ রে ।

মহা জয় জয় ধ্বনি, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে শুনি,
অমঙ্গল সব হৈল নাশ রে ॥
সত্যলোক আদি জিনি, উঠিল মঙ্গলধ্বনি,
স্বর্গ মর্ত্য পূরিয়া পাতাল রে ।
ব্রহ্মদৈত্য উদ্ধার, বই নাহি শুনি আর,
প্রকট গৌরাঙ্গ ঠাকুরাল রে ॥
কৃষ্ণরসে হেন মতে, যত মহাভাগবতে,
কৃষ্ণাবেশে চলিলেন পুরে রে ।
গৌরাঙ্গচন্দ্রের যশ, বিনা আর কোন রস,
কাহার বদনে নাহি স্ফুরে রে ॥
জয় জয় জগদিন্দ্র, প্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র,
জয় সর্ব-জীব-লোকনাথ রে ।
করুণা যে প্রকাশিলা, ব্রহ্মদৈত্য উদ্ধারিলা,
সবা প্রতি কর দৃষ্টিপাত রে ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য, সংসার করিলা ধন্য,
পতিতপাবন ধন্য বানা রে ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র, জান নিত্যানন্দচন্দ্র,
বৃন্দাবন দাস রস গানা রে ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস [১৬] শ্রীরাগ

শুষ্ক হিয়া জীবের দেখিয়া গৌরহরি ।
আচণ্ডালে দিলা নাম বিতরি বিতরি ॥
অফুরন্ত নাম প্রেম ক্রমে বাড়ি যায় ।
কলসে কলসে সেঁচে তবু না ফুরায় ॥

নামে প্রেমে তরি গেল যত জীব ছিল ।
পড়ুয়া নাস্তিক আদি পড়িয়া রহিল ॥
শাস্ত্রমদে মত্ত হৈয়া নাম না লইল ।
অবতারসার তারা স্বীকার না কৈল ॥
দেখিয়া দয়াল প্রভু করেন ক্রন্দন ।
তাদেরে তরাইতে তার হইল মনন ॥
সেই হেতু গোরাচাঁদ লইলা সন্ন্যাস ।
মরমে মরিয়া রোয় বৃন্দাবন দাস ॥

[১৭] শ্রীরাগ

নিন্দুক পাষণ্ডিগণ প্রেমে না মজিল ।
অযাচিত হরিনাম গ্রহণ না কৈল ॥
না ডুবিল শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমের বাদলে ।
তাদের জীবন যায় দেখিয়া বিফলে ॥
তাদের উদ্ধার হেতু প্রভুর সন্ন্যাস ।
ছাড়িলা যুবতী ভার্য্যা সুখের গৃহবাস ॥
বৃদ্ধা জননীর বুকে শোকশেল দিয়া ।
পরিলা কৌপীন ডোর শিখা মুড়াইয়া ॥
সর্বজীবে সম দয়া দয়ার ঠাকুর ।
বঞ্চিত এ বৃন্দাবন বৈষ্ণবের কুকুর ॥

[১৮] ভাটিয়ারী

না যাইহ ওরে বাপ মায়েরে ছাড়িয়া ।
পাপিনী আছে যে সবে তোর মুখ চাইয়া ॥

কমলনয়ন তোমার শ্রীচন্দ্রবদন ।
অধর সুর কুন্দর মুকুতা দশন ॥
অমিয়া বরিখে যেন সুন্দর বচন ।
না দেখি বাঁচিব কিসে গজেন্দ্রগমন ॥
অদ্বৈত শ্রীবাসাদি যত অনুচর ।
নিত্যানন্দ আছে তোর প্রাণের দোসর ॥
পরম বান্ধব গদাধর আদি সঙ্গে ।
গৃহে থাকি সংকীর্তন কর তুমি রঙ্গে ॥
ধর্ম বুঝাইতে বাপ তব অবতার ।
জননী ছাড়িবা কোন্ ধর্মের বিচার ॥
তুমি ধর্মময় যদি জননী ছাড়িবা ।
কেমনে জগতে তুমি ধর্ম বুঝাইবা ॥
তোমার অগ্রজ আমা ছাড়িয়া চলিলা ।
বৈকুণ্ঠে তোমার বাপ গমন করিলা ॥
তোমা দেখি সকল সন্তাপ পাসরিনু ।
তুমি গেলে জীবন ত্যজিব তোমা বিনু ॥
প্রেমশোকে কহে শচী বিশ্বম্ভর পাশ ।
প্রেমেতে রোধিতকণ্ঠ বৃন্দাবন দাস ॥

[১৯] ভাটিয়ারী

প্রাণের গৌরাঙ্গ হের বাপ
অনাথিনী মায়েরে ছাড়িতে না জুয়ায় ।
সব লৈয়া কর তুমি অঙ্গনে কীর্তন
তোমার নিত্যানন্দ আছয়ে সহায় ॥ ধ্রু ॥

তোমার প্রেমময় দুই আঁখি দীর্ঘভুজ দুই দেখি
বচনেতে অমিয়া বরিষে ।
বিনা দীপে ঘর মোর তোর অঙ্গে উজোর
রাঙ্গা পায় কত মধু বরিষে ॥
প্রেমশোকে কহে শচী বিশ্বম্ভর শুনে বসি
যেন রঘুনাথে কৌশল্যা বুঝায় ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ
বৃন্দাবন দাস রস গায় ॥

[২০] রামকিরি

করিলেন মহাপ্রভু শিখার মুণ্ডন ।
শিখা সোঙরিয়া কাঁদে ভাগবতগণ ॥
কেহ বলে সে সুন্দর চাঁচর চিকুরে ।
আর মালা গাঁথিয়া কি না দিব উপরে ॥
কেহ বলে না দেখিয়া সে কেশ-বন্ধন ।
কি মতে রহিবে এই পাপিষ্ঠ জীবন ॥
সে কেশের দিব্য গন্ধ না লইব আর ।
এত বলি শিরে কর হানয়ে অপার ॥
কেহ বলে সে সুন্দর কেশে আরবার ।
আমলকী দিয়া কি করিব সংস্কার ॥
হরি হরি বলি কেহ কাঁদে উচ্চস্বরে ।
ডুবিলেন ভক্তগণ দুঃখের সাগরে ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ পহুঁ জান ।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগ গান ॥

[২১] ভাটিয়ারী

কাঁদে সব ভক্তগণ, হইয়া অচেতন,
হরি হরি বলি উচ্চৈঃস্বরে ।
কিবা মোর ধন জন, কিবা মোর জীবন,
প্রভু ছাড়ি গেলা সবাকারে ॥
মাথায় দিয়া হাত, বুকে মারে নির্ঘাত,
হরি হরি প্রভু বিশ্বম্ভর ।
সন্ন্যাস করিতে গেলা, আমা সবে না বলিলা,
কাঁদে ভক্ত ধূলায় ধূসর ॥
প্রভুর অঙ্গনে পড়ি, কাঁদে মুকুন্দ মুরারী,
শ্রীধর গদাধর গঙ্গাদাস ।
শ্রীবাসের গণ যত, তারা কাঁদে অবিরত,
শ্রীআচার্য কাঁদে হরিদাস ॥
শুনিয়া ক্রন্দন রব, নদীয়ার লোক সব,
দেখিতে আইসে সবে ধাঞা ।
না দেখি প্রভুর মুখ, সবে পায় মহাশোক,
কাঁদে সবে মাথে হাত দিয়া ॥
নগরিয়া ভক্ত যত, সব শোকে বিগলিত,
বালবৃদ্ধ নাহিক বিচার ।
কাঁদে সব স্ত্রী-পুরুষে, পাষণ্ডিগণ হাসে,
বৃন্দাবন করে হাহাকার ॥

[২২] শ্রীরাগ

নিন্দুক পাষণ্ডী আর নাস্তিক দুর্জন ।
মদে মত্ত অধ্যাপক পড়ুয়ার গণ ॥
প্রভুর সন্ন্যাস শুনি কাঁদিয়া বিকলে ।
হায় হায় কি করিনু আমরা সকলে ॥
লইল হরির নাম জীব শত শত ।
কেবল মোদের হিয়া পাষাণের মত ॥
যদি মোরা নাম-প্রেম করিতাম গ্রহণ ।
না করিত গৌরহরি শিখার মুণ্ডন ॥
হায় কেন হেন বুদ্ধি হৈল মো সবার ।
পতিতপাবনে কেন কৈনু অস্বীকার ॥
এইবার যদি গোরা নবদ্বীপে আসে ।
চরণে ধরিব কহে বৃন্দাবন দাসে ॥

[২৩] শ্রীরাগ

কাঁদয়ে নিন্দুক সব করি হায় হায় ।
একবার নদীয়ায় এলে ধরিব তার পায় ॥
না জানি মহিমা গুণ কহিয়াছি কত ।
এইবার লাগাইল পাইলে হব অনুগত ॥
দেশে দেশে কত জীব তরাইল শুনি ।
চরণে ধরিলে দয়া করিবে আপনি ॥
না বুঝিয়া কহিয়াছি কত কুবচন ।
এইবার পাইলে তার লইব শরণ ॥

গৌরাঙ্গের সঙ্গে যত পারিষদগণ ।
তারা সব শুনিয়াছি পতিতপাবন ॥
নিন্দুক পাষণ্ড যত পাইল প্রকাশ ।
কাঁদিয়া আকুল ভেল বৃন্দাবন দাস ॥

শ্রীনিত্যানন্দের অভিষেক [২৪] তথারাগ

জয় রে জয় রে জয় নিত্যানন্দ রায় ।
পণ্ডিত রাঘবঘরে বিহরে সদায় ॥
পারিষদ সকল দেখয়ে পরতেক ।
ঠাকুর পণ্ডিত সে করেন অভিষেক ॥
নিত্যানন্দ-রূপ যেন মদন সমান ।
দীঘল নয়ান ভাঙ প্রসন্ন বয়ান ॥
নানা আভরণ অঙ্গে ঝলমল করে ।
আজানুলম্বিত মালা অতি শোভা ধরে ॥
অরুণ কিরণ জিনি দু'খানি চরণ ।
হৃদয়ে ধরিয়া কহে দাস বৃন্দাবন ॥

[২৫] মঙ্গল

অপরূপ নিতাইচাঁদের অভিষেকে ।
বামে গদাধর দাস, মনে বড় সুখোল্লাস,
প্রিয় পারিষদগণ দেখে ॥
শত ঘট জল ভরি, পঞ্চগব্য আদি করি,
নিতাইচাঁদের শিরে ঢালে ।
চৌদিগে রমণীগণ, জজকার ঘন ঘন,
আর সবে হরি হরি বোলে ॥

বামপাশে গৌরীদাস, হেরই দক্ষিণ পাশ,
আবেশে নাচয়ে উদ্ধারণ ।
বাসু আদি তিন ভাই, আনন্দ মঙ্গল গাই,
ধনঞ্জয় মৃদঙ্গ বায়ন ॥
ঘন হরি হরি বোল, গগনে উঠিছে রোল,
প্রেমায় সকল লোক ভাসে ।
সঙরি পরমানন্দ, ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ,
গুণ গায় বৃন্দাবন দাসে ॥

শ্রীনাম-সংকীর্তনের অধিবাস [২৬] মঙ্গল

নানাদ্রব্য আয়োজন, করি করে নিমন্ত্রণ,
কৃপা করি কর আগমন ।
তোমরা বৈষ্ণবগণ, মোর এই নিবেদন,
দৃষ্টি করি কর সমাপন ॥
করি এত নিবেদন, আনিল মোহান্তগণ,
কীর্তনের করে অধিবাস ।
অনেক ভাগ্যের ফলে, বৈষ্ণব আসিয়া মিলে,
কালি হবে মহোৎসববিলাস ॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলাগান, করিবেন আস্বাদন,
পূরিবে সবার অভিলাষ ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র, সকল ভকতবৃন্দ,
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস ॥

[২৭] বরাড়ী

আগে রম্ভা আরোপণ, পূর্ণঘট স্থাপন,
আম্রপল্লব সারি সারি ।
দ্বিজ বেদধ্বনি পড়ে, নারীগণ জয়কারে,
আর সবে বলে হরি হরি ॥
দধি ঘৃত মঙ্গল, করি সবে উতরোল,
করিয়া আনন্দ পরকাশ ।
আনিয়া বৈষ্ণবগণ, দিয়া মালাচন্দন,
কীর্তন মঙ্গল অধিবাস ॥
সবার আনন্দমন, বৈষ্ণবের আগমন,
কালি হবে চৈতন্যকীর্তন ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম, শ্রীনিত্যানন্দ ধাম,
গুণ গায় দাস বৃন্দাবন ॥

শ্রীনাম-সংকীর্তন [২৮]

শ্রীহরি-বাসরে হরিকীর্তন বিধান ।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ ॥
পূর্ণবন্ত শ্রীবাস-অঙ্গনে শুভারম্ভ ।
উঠিল কীর্তন-ধ্বনি গোপাল-গোবিন্দ ॥
সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন-মালা ।
আনন্দে নাচয়ে সবে হইয়া বিহ্বলা ॥
মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজে শঙ্খ-করতাল ।
সংকীর্তন সঙ্গে সব হইল মিশাল ॥
ব্রহ্মাণ্ডে উঠিল ধ্বনি পূরিয়া আকাশ ।
চৌদিকের অমঙ্গল সব যায় নাশ ॥

চতুর্দিকে শ্রীহরি মঙ্গল সংকীর্তন ।
মধ্যে নাচে জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন ॥
যাঁর নামানন্দে শিব বসন না জানে ।
যাঁর রসে নাচে শিব, সে নাচে আপনে ॥
যাঁর নামে বাল্মিকী হইল তপোধন ।
যাঁর নামে অজামিল পাইল মোচন ॥
যাঁর নাম শ্রবণে সংসার-বন্ধন ঘুচে ।
হেন প্রভু অবতরি কলিযুগে নাচে ॥
যাঁর নাম লইয়া শুক-নারদ বেড়ায় ।
সহস্র বদনে প্রভু যার গুণ গায় ॥
সর্ব মহাপ্রায়শ্চিত্ত যে প্রভুর নাম ।
সেই প্রভু নাচয়ে দেখে যত ভাগ্যবান ॥
নিজানন্দে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর ।
চরণের তালি শুনি অতি মনোহর ॥
ভাবাবেশে মালা নাহি রহয়ে গলায় ।
ছিণ্ডিয়া পড়য়ে গিয়া ভকতের গায় ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান ।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

[২৯]

নাচেরে নাচেরে নিতাই-গৌর দ্বিজমনিয়া ।
বামে প্রিয় গদাধর, শ্রীবাস অদ্বৈত বর,
পারিষদ তারাগণ জিনিয়া ॥
বাজে খোল-করতাল, মধুর সংগীত ভাল,
গগন ভরিল হরি ধনিয়া ।

চন্দন-চর্চিত কায়, ফাগু বিন্দু বিন্দু তায়,
বনমালা দোলে ভালে বনিয়া ॥
গলে শুভ্র উপবীত, রূপ কোটি কামজিত,
চরণে নূপুর রণ রণিয়া ।
দুই ভাই নাচি যায়, সহচরগণ গায়,
গদাধর অঙ্গে পড়ে ঢুলিয়া ॥
পূরব রহস্য লীলা, এবে পহুঁ প্রকাশিলা,
সেই বৃন্দাবন এই নদীয়া ।
বিহরে গঙ্গার তীরে, সেই ধীর সমীরে,
বৃন্দাবন দাস কহে জানিয়া ॥

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব [৩০]

সুহিনী—দশপাহাড়িয়া

প্রকাশ হইলা গৌর চন্দ ।
দশদিকে বাড়িল আনন্দ ॥
রূপ কোটি মদন জিনিয়া ।
হাসে নিজ কীর্ত্তন শুনিয়া ॥
অতি সুমধুর মুখ আঁখি ।
মহারাজ চিহ্ন সব দেখি ॥
শ্রীচরণে ধ্বজ বজ্র শোহে ।
সব অঙ্গে জগমন মোহে ॥
দূরে গেল সকল আপদ ।
ব্যক্ত হৈল সকল সম্পদ ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জান ।
বৃন্দাবন তছু পদে গান ॥

শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর

শ্রীগৌরচন্দ্র [১] সুহই

নিরমল হেম জলদ জিনি দেহ ।
বরিখয়ে সঘনে মধুর নবনেহ ॥
পেখহ অপরূপ গৌরকিশোর ।
সুর নরনারী নয়নমন চোর ॥ ধ্রু ॥
গায়ত ভকতবৃন্দ তহি মাঝ ।
রাজত জনু উডুগণে উডুরাজ ॥
পৈঠত শ্রবণে বরজ পরসঙ্গ ।
ধরই না থেহ উলসে ভরু অঙ্গ ॥
সুঘটন নটনে ঘটই দিঠিলোর ।
লহু লহু হাসি পতিতে দেই কোর ॥
বিতরত দুলহ প্রেম মহী ভাসি ।
নরহরি পহুঁ কি করুণা পরকাশি ॥

[২] ধানশী

ফাল্গুন-পূর্ণিমা, মঙ্গলের সীমা,
প্রকট গোকুল-ইন্দু ।
নদীয়া-নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
উথলে আনন্দ-সিন্ধু ॥
কিবা কৌতুক পরস্পরে ।
শচীদেবী ভালে, পুত্র লইয়া কোলে,
বিলসে সূতিকা-ঘরে ॥ ধ্রু ॥
বালকে দেখিতে, ধায় চারি ভিতে,
কেহ না ধরয়ে ধৃতি ।

গ্রহণান্ধকারে, কে চিনে কাহারে,
অসংখ্য লোকের গতি ॥
বালক-মাধুরী, দেখি' আঁখি ভরি,
পাসরে আপন দেহা ।
নরহরি কয়, শচীর তনয়,
প্রকাশে কি নব লেহা ॥

[৩] তোড়ী

ভুবন মনচোরা, গোকুলপতি গোরা-
চাঁদের জনম কি শুভক্ষণে ।
দেখিয়া পুত্রমুখ, শচীর যত সুখ,
তাহা কি কহিবারে পারে আনে ॥
নদীয়া-পুরনারী, আইসে সারি সারি,
লইয়া থারি ভরি দ্রব্য বহু ।
সুসজ্জে সুরপ্রিয়া, মানুষে মিশাইয়া,
বালকে নিরখিয়া থির নহু ॥
শ্রীসীতাদেবী আসি', সূতিকা-গৃহে পশি,
দেখিয়ে শিশু উলসিত হিয়া ।
মালিনী আদি সঙ্গে, ভাসয়ে নানা রঙ্গে,
করয়ে কত না মঙ্গল-ক্রিয়া ॥
গোয়ালিনী বা কত, গোয়ালা শত শত,
লইয়া দধি আসে চারু সাজে ।
সবে বিহ্বল-চিতে, পূরব স্বভাবেতে,
ছড়ায় দধি আঙ্গিনার মাঝে ॥

রচিয়া করতালি, হাসিয়া নাচে ভালি,
তা দেখি' দেবে গোপ-বেশ ধরি' ।
নাচয়ে আঙ্গিনাতে, কেবা না নাচে তা'তে,
সঘনে জয় জয়-ধ্বনি করি' ॥
বাজয়ে বাদ্য হেন, কৌতুক নাহি যেন,
মিশ্রালয়ে সে নন্দালয়-রীতি ।
নরহরি কি কব, প্রভু জনমোৎসব,
উৎসাহে কারু কিছু নাহি স্মৃতি ॥

[৪] বিভাষ

নদীয়ার অতি, পুণ্যবতী পতি-
ব্রতাগণের কি মনের গতি ।
নিজ-পুত্রে মন, নাহি অনুখন,
ভণে শচীসুত-চরিত-রীতি ॥
নিশি শেষ দেখি', শয়ন উপেখি',
তিল আধ নাহি ধৈরয বাঁধে ।
নানা দ্রব্যে থারি, ভরি সারি সারি,
লৈয়া চলে দিতে নদীয়া-চাঁদে ॥
শচীর গৃহেতে, প্রবেশিতে চিতে,
উথলয়ে কত কৌতুকসিন্ধু ।
দেখয়ে সকলে, জননীর কোলে,
খেলে বসি' গোরা গোকুল-ইন্দু ॥
জুড়ায় নয়ন, নারীগণ-প্রাণ,
পা'য়া কোলে করি পাসরে দেহা ।

কহে নরহরি, আহা মরি মরি,
কেবা সিরজিল এহেন লেহা ॥

শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র [৫] ধানশী

গোরাপ্রেমে গরগর নিতাই আমার ।
অরুণ নয়ানে বহে সুরধুনী ধার ॥
বিপুল পুলকাবালি শোহে হেম গায় ।
গজেন্দ্রগমনে হেলি দুলি চলি যায় ॥
পতিতেরে নিরখিয়া দুবাহু পসারি ।
কোরে করি সঘনে বোলায় হরি হরি ॥
এমন দয়ার নিধি কে হইবে আর ।
নরহরি অধমে তারিতে অবতার ॥

[৬] সুহই

প্রভু নিত্যানন্দ, আনন্দের কন্দ,
পূরবে রোহিণীতনয় যেঁহো ।
ধন্য কলি কৈলা, শুভক্ষণে হৈলা,
পদ্মাবতীগর্ভে প্রকট তেঁহো ॥
জয় জয় জয়, ধ্বনি অতিশয়,
মঙ্গল হাড়াই পণ্ডিত-ঘরে ।
একচক্রাবাসী, লোক সুখে ভাসি',
ধা'য়া আসে ধৃতি ধরিতে নারে ॥
সুতিকা-মন্দিরে, ঝলমল করে,
নিতাইর মুখচন্দ্রমা চারু ।

সে শোভা দেখিতে, কত সাধ চিতে,
দেখে, আঁখি নাই নিমিখ কারু ॥
হর্ষে দেবগণ, বর্ষে পুষ্প ঘন,
অলখিত নৃত্য-ভঙ্গিমা ভালে।
নরহরি গায়, নানা বাদ্য বায়,
ধা ধা ধিকি ধিকি, ধেন্না না তালে ॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপ [৭] ধানশী

কিবা কালিয়া রূপের ছটা।
কুবলয়দল, দলিত অঞ্জন,
জিনিয়া জলদঘটা ॥
কিবা বদনে মধুর হাসি।
ঝরঝর ঝর, ঝরয়ে অমিয়া,
জিনি শরদের শশী ॥
কিবা তেরছ নয়ানে চায়।
ভেদয়ে অন্তর, করে জর জর,
কি দিব উপমা তায় ॥
কিবা ভুরু ভ্রমরের পাঁতি।
চন্দন তিলক, ভালে ঝলমল,
মজায় যুবতি জাতি ॥
কিবা মকর কুণ্ডল কানে।
দোলে ঘন ঘন, ভুবন ভুলয়ে,
মদন না জিয়ে প্রাণে ॥
কিবা ময়ূর চন্দ্রিকা মাথে।

কহে নরহরি, হেরি কুলবতী,
দাঁড়াইল কলঙ্ক পথে ॥

শ্রীরাধার রূপ [৮] মালবশ্রী

রমণিরমণি, রঙ্গিণী জিনি,
কনক-নবনীত অঙ্গ।
গঞ্জি খঞ্জন', নয়ন চাহনি,
নিরখি মুরুছে অনঙ্গ ॥
ভাঙ যুগবর, ভঙ্গি মধুরিম,
অধরে মৃদু মৃদু হাস।
বলিত কুন্তলে, কুন্দকলি জনু,
জলদে উড়ু পরকাশ ॥
সরস সিন্দূর, বিন্দু ললিত,
ললাট অলকে উজোর।
শ্রবণে মণি, তাড়ঙ্ক ঝলমল,
চিবুকে মৃগমদ থোর ॥
গীম বলনি, সুচারু করযুগ,
নীল বলয় বিরাজ।
অসিত কঞ্চুক, রচিত উচ কুচ,
হার উরে বর সাজ ॥
উদর নিরুপম, নাভিপঙ্কজ,
লোম ভ্রমর বিথারি।
বলিত কিঙ্কিণী, ক্ষীণ কটিতট,
সিংহমদভরহারি ॥

মঞ্জু বিপুল, নিতম্ব সুগঠন,
জানু যুগ ছবি ভূরি ।
নিন্দি বিধুপদ, নখর নরহরি,
হৃদয় তম করু দূরি ॥

[৯] আশাবরী

রাই-রূপ অমিয়ার ধারা ।
সুকোমল তনু কিয়ে নবনীতপারা ॥
ঝলমল করে মুখশশী ।
ঈষৎ হাসিতে সুধা ঢালে রাশি রাশি ॥
নাসায়ে বেসর ভাল সাজে ।
উপমা দিবার ঠাঁই নাই জগমাঝে ॥
অঞ্জনে রঞ্জিত দুটি আঁখি ।
সদাই চঞ্চল জিনি খঞ্জনীয়া পাখী ॥
চাঁচর চিকুরে বনি বেণী ।
পিঠেতে লোটায় কিয়ে কালভুজঙ্গিনী ॥
ভুজযুগ চারু করাঙ্গুলি ।
কনক মৃণালে কি বিলসে চাঁপা কলি ॥
কিবা ভঙ্গি রসের হিলোলে ।
মণিময় মালা সুললিত গলে দোলে ॥
অসিত কাঁচুলি কুচে শোভে ।
ঝাঁপিল কি অলিকুল কমলের লোভে ॥
অতিশয় ক্ষীণ মাজাখানি ।
ভাঙ্গিয়া পড়িবে তেঞিঃ বেড়িল কিঙ্কিণী ॥

নরহরি নিছনি চরণে ।
জগত করয়ে আলো নখের কিরণে ॥

[১০]

মনরে! কহনা গৌর কথা ।
গৌরের নাম অমিয়ার ধাম
পীরিতি মূরতি দাতা ॥
শয়নে গৌর স্বপনে গৌর
গৌর নয়নের তারা ।
জীবনে গৌর মরণে গৌর
গৌর গলার হার ॥
হিয়ার মাঝারে গৌরাঙ্গে রাখিয়ে
বিরলে বসিয়া র'ব ।
মনের সাধেতে সে রূপ-চাঁদেরে
নয়নে নয়নে থোব ॥
গৌর বিহনে না বাঁচি পরানে
গৌর করেছি সার ।
গৌর বলিয়া যাউক জীবন
কিছু না চাহিব আর ॥
গৌর গমন গৌর গঠন
গৌর মুখের হাসি ।
গৌর পীরিতি গৌর মূরতি
হিয়ায় রহল পশি ॥

গৌর ধরম গৌর করম
গৌর বেদের সার ।
গৌর চরণে পরাণ সঁপিনু
গৌর করিবেন পার ॥
গৌর শবদ গৌর সম্পদ
যাহার হিয়ায় জাগে ।
নরহরি দাস তার দাসের দাস
চরণে শরণ মাগে ॥

শ্রীল গোবিন্দদাস ঠাকুর

[১] মালসী

ভজহুঁ রে মন, শ্রীনন্দনন্দন,
অভয় চরণারবিন্দ রে ।
দুর্লভ মানব- জনম সৎসঙ্গে,
তরহ এ ভবসিন্ধু রে ॥
শীত আতপ, বাত বরিষণ,
এ দিন যামিনী জাগি রে ।
বিফলে সেবিনু, কৃপণ দুরজন,
চপল সুখ লব লাগি' রে ॥
এ ধন যৌবন, পুত্র-পরিজন,
ইথে কি আছে পরতীতি রে ।
কমলদলজল, জীবন টলমল,
ভজহুঁ হরিপদ নিতি রে ॥

শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন,
পাদসেবন, দাস্য রে ।
পূজন, সখীজন, আত্মনিবেদন,
গোবিন্দদাস-অভিলাষ রে ॥

[২] শ্রীরাগ

ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-পঙ্কজ-কলিতম্ ।
ব্রজ-বনিতা-কুচ-কুঙ্কুম-ললিতম্ ॥
বন্দে গিরিবর-ধর-পদকমলম্ ।
কমলা-কর-কমলাঞ্চিতমমলম্ ॥ ধ্রু ॥
মঞ্জুল-মণি-নূপুর-রমণীয়ম্ ।
অচপল-কুল-রমণী-কমনীয়ম্ ॥
অতিলোহিতমতিরোহিত-ভাসম্ ।
মধু-মধুপীকৃত-গোবিন্দদাসম্ ॥

[৩] সুহই

জয় জয় যদুকুল জলনিধিচন্দ ।
ব্রজকুল গোকুল আনন্দকন্দ ॥
জয় জয় জলধর শ্যামরঅঙ্গ ।
হিলন কল্পতরু ললিতত্রিভঙ্গ ॥
মুরতি মদনধনু ভাঙুবিভঙ্গ ।
বিষম কুসুমশর নয়নতরঙ্গ ॥
চূড়ায় উড়য়ে মত্ত মউর শিখণ্ড ।
টলমল কুণ্ডল ঝলমল গণ্ড ॥

সুধই সুধাময় মুরলিবিলাস ।
জগজনমোহন মধুরিম হাস ॥
অবনিবিলম্বিত বনি বনমাল ।
মধুকর ঝঙ্করু ততহি রসাল ॥
তরুণ অরুণ রুচি পদ-অরবিন্দ ।
নখমণিনীছনি দাস গোবিন্দ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ বন্দনা [৪] তথারাগ

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম ।
কলিমদমথন নিত্যানন্দ রাম ॥
অপরূপ হেমকলপতরু জোড় ।
প্রেমরতন ফল ধয়ল উজোর ॥
অযাচিত বিতরই কাহে না উপেখি ।
ঐছন সদয় হৃদয় নাহি দেখি ॥
যে নাচিতে নাচয়ে বধির জড় অন্ধ ।
কান্দিতে অখিল ভুবনজন কান্দ ॥
তেঞি অনুমানিয়ে দুহুঁ পরমেশ ।
প্রতি দরপণে জনু রবির আবেশ ॥
তাহে যে না দেখি কোন জনেতে প্রকাশ ।
মলিন মুকুরে নহে বিম্ব বিকাশ ॥
গোবিন্দদাস কহে তাহে বিচার ।
কোটি কলপে তার নাহিক নিস্তার ॥

শ্রীনরোত্তম বন্দনা [৫] ভাটিয়ারি

জয় রে জয় রে জয় ঠাকুর নরোত্তম,
প্রেমভকতি মহারাজ ।
যাকো মন্ত্রী, অভিন্ন কলেবর,
রামচন্দ্র কবিরাজ ॥ ধ্রু ॥
প্রেমমুকুটমণি- ভূষণ ভাবাবলি,
অঙ্গহি অঙ্গ বিরাজ ।
নৃপ আসন, খেতরি মাহা বৈঠত,
সঙ্গহি ভকত সমাজ ॥
সনাতন-রূপকৃত, গ্রন্থ ভাগবত,
অনুদিন করত বিচার ।
রাধামাধব, যুগলউজ্জ্বলরস,
পরমানন্দ সুখসার ॥
শ্রীসংকীর্তন- বিষয়-রসে উনমত,
ধর্মাধর্ম নাহি মান ।
যোগ দান ব্রত, আদি ভয়ে ভাগত,
রোয়ত করম গেয়ান ॥
ভাগবত শাস্ত্রগণ, যো দেই ভকতি-ধন,
তাক গৌরব করু আপ ।
সাংখ্য মীমাংসক, তর্কাদিক যত,
কম্পিত দেখি পরতাপ ॥
অভকত-চৌর, দূরহিঁ ভাগি রহু,
নিয়ড়ে নাহি পরকাশ ।

দীন-হীন জনে, দেয়ল ভকতি-ধনে,
বঞ্চিত গোবিন্দদাস ॥

ঝুলনলীলা [৬] মাথুর—তেওট

বৃষভানু-নন্দিনী, নব অনুরাগিনী,
তুরিতে করল অভিসার ।
সঙ্গিনী রঙ্গিণী, প্রেম তরঙ্গিনী,
মন্দির হোই বাহার ॥
চলইতে চরণ, নুপুর তহিঁ বোলত,
সুমধুর রসাল ।
হংস গমনে ধনী, আওল বিনোদিনী
সখীগণ করি সেই সাথ ॥
রসিক নাগর বর, বিদগধ শেখর,
তুরিতে মিলল ধনী পাশ ।
দুঁহু দোঁহা দরশনে, উলসিত লোচনে,
নিরখত গোবিন্দদাস ॥

[৭] কামোদ মিশ্র—মধ্যম দশকুশি

নব ঘন কানন শোহন কুঞ্জ ।
বিকশিথ কুসুম মধুকর গুঞ্জ ॥
নব নব পল্লবে শোভিত ডাল ।
সারি শুক পিক গাওয়ে রসাল ॥
তহিঁ বনি অপরূপ রতন হিঁডোর ।
তা পর বৈঠল যুগল কিশোর ॥

ব্রজ রমণীগণ দেওত ঝকোর ।
গিরত জানি ধনী করতহিঁ কোর ॥
কত কত উপজিল রস পরসঙ্গ ।
গোবিন্দদাস তহি দেখত রঙ্গ ॥

গোষ্ঠলীলা [৮] মাথুর—তিরট্

অরুণ উদয় বেলা, যত শিশু হইয়া মেলা,
সবে গেল নন্দের দুয়ার ।
শিঙ্গা বেণু বাঁশীরব, করয়ে রাখাল সব,
গোঠে আইস নন্দের কুমার ॥
গোপাল তুমি যাবে কি না যাবে আজি মাঠে ।
এক বোল বলিল, আমরা যাইব চ'লে
ধবলী শাঙলী গেল গোঠে ॥
যদি বা এড়িয়া যাই, অন্তরেতে ব্যথা পাই,
চিত নিবারিতে মোরা নারি ।
কিবা গুণ-জ্ঞান জান, সদাই অন্তরে টান,
একতিল না দেখিলে মরি ॥
শুনিয়া শিশুর বাণী, হাসে দেব চূড়ামণি,
মুদিত নয়ান পরকাশে ।
গোবিন্দদাস পঁহু, হাসিয়া হাসিয়া রহু,
চলিলেন বিহারের রসে ॥

নৌকাবিহার [৯] আড়ানা সুহই—লোফা

সখাগণ সঙ্গ ছাড়ি যদুনন্দন,
চলতহি নাগর রাজে ।

ভাবিনী মনোরথে, চলল বিপিন পথে,
সাধিতে মনোরথ কাজে ॥
চতুর শিরোমণি কান ।
হেরি যমুনা জল, মনমথ উথলল,
পুরল মুরলী নিশান ॥
সিরজিলা তরীখানি, প্রবাল মুকুতা আনি,
মাঝে মাঝে হীরার গাঁথনি ।
শিখিপুচ্ছ গুঞ্জাছড়া, রজত কাঞ্চনে মোড়া,
কেরোয়ালে রজত কিঙ্কিণী ॥
তপন-তনয়া-তীরে, তরুণী লইয়া ফিরে,
বিদগধ নাগর রাজ ।
গোবিন্দদাস ভণে, কি আনন্দ হইল মনে,
রুনু ঝুনু নূপুর বাজ ॥

শ্রীল বাসুদেব ঘোষ

শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব [১] তুড়ী বা করুণা

জয় জয় কলরব নদীয়া নগরে ।
জনম লভিলা গোরা শচীর উদরে ॥
ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফাল্গুনী ।
শুভক্ষণে জনমিলা গোরা দ্বিজমণি ॥
পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি কিরণ প্রকাশ ।
দূরে গেল অন্ধকার পাইয়া নৈরাশ ॥

দ্বাপরে নন্দের ঘরে কৃষ্ণ অবতার ।
যশোদা উদরে জন্ম বিদিত সংসার ॥
শচীর উদরে এবে জন্ম নদীয়াতে ।
কলিযুগের জীব সব নিস্তার করিতে ॥
বাসুদেব ঘোষ কহে মনে করি আশা ।
গৌরপদদ্বন্দ্ব হৃদে করিয়া ভরসা ॥

[২] কল্যাণ

নদীয়া আকাশে আসি, উদিল গৌরাঙ্গশশী,
ভাসিল সকলে কুতূহলে ।
লাজেতে গগনশশী, মাখিল বদনে মসী,
কাল পেয়ে গ্রহণের ছলে ॥
বামাগণ উচ্চস্বরে, জয় জয় ধ্বনি করে,
ঘরে ঘরে বাজে ঘণ্টা শাঁখ ।
দামামা দগড় কাঁসি, সানাই ভেউড় বাঁশী,
তুরী ভেরী আর জয়ঢাক ॥
মিশ্র জগন্নাথ মন, মহানন্দে নিমগন,
শচীর সুখের সীমা নাই ।
দেখিয়া নিমাইমুখ, ভুলিলা প্রসব দুখ,
অনিমিখে পুত্রমুখ চাই ॥
গ্রহণের অন্ধকারে, কেহ না চিহ্নয়ে কারে,
দেব নরে হৈল মিশামিশি ।
নদীয়া নাগরী সঙ্গে, দেবনারী আসি রঙ্গে,
হেরিছে গৌরাঙ্গ রূপরাশি ॥

পুত্রের বদন দেখি, জগন্নাথ মহাসুখী,
করে দান দরিদ্র সকলে।
ভুবন আনন্দময়, গৌরবিধু সমুদয়,
বাসু কহে জীবভাগ্যফলে ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যলীলা [৩] সুহই

মিশ্র পুরন্দর কিছু মনে বিচারিয়া।
পুরোহিত দ্বিজবরে আনিলা ডাকিয়া ॥
ধনরত্ন অলঙ্কার দ্বিজবরে দিল।
স্বস্তি বচন বলি দান তুলি নিল ॥
অর্ঘ্য আশিস দ্বিজ ধরি নিজ হাতে।
সন্তোষে তুলিয়া দিল গোরাচাঁদের মাথে ॥
শচী ঠাকুরাণী কিছু কহিতে লাগিল।
সাত পুত্রের পরে এই পুত্র বিধি দিল ॥
নিমাই বলিয়া নাম দেহ দ্বিজবর।
বাসুদেব ঘোষ কহে জুড়ি দুই কর ॥

[৪] তুড়ী

একমুখে কি কহিব গোরাচাঁদের লীলা।
হামাগুড়ি নানা রঙ্গে যায় শচীবালা ॥
লালে মুখ ঝর ঝর দেখিতে সুন্দর।
পাকা বিম্বফল জিনি সুন্দর অধর ॥
অঙ্গদ বলয়া শোভে সুবাহুযুগলে।
চরণে মগরা খাড়ু বাঘনখ গলে ॥

সোনার শিকলি পীঠে পাটের থোপনা।
বাসুদেব ঘোষ কহে নিছনি আপনা ॥

[৫] বেলোয়ার—দশকোশি

মায়ের অঙ্গুলি ধরি শিশু গৌরহরি।
হাঁটি হাঁটি পায় পায় যায় গুড়ি গুড়ি ॥
টানি লৈএগ মার হাত চলে ক্ষণে জোরে।
পদ আধ যাইতে ঠেকাড় করি পড়ে ॥
শচীমাতা কোলে লৈতে যায় ধূলি ঝাড়ি।
আখটি করিয়া গোরা ভূমে দেয় গড়ি ॥
আহা আহা বলি মাতা মুছায় অঞ্চলে।
কোলে করি চুমা দেয় বদন কমলে ॥
বাসু কহে এ ছাবাল ধূলায় লোটাবা।
স্নেহভরে তুমি মাগো কত ঠেকাইবা ॥

[৬] বেলোয়ার—দশকোশি

পূর্ণিমা রজনী চাঁদ গগনে উদয়।
চাঁদ হেরি গোরাচাঁদের হরিষ হৃদয় ॥
চাঁদ দে মা বলি শিশু কাঁদে উভরায়।
হাত তুলি শচী ডাকে আয় চাঁদ আয় ॥
না আসে নিঠুর চাঁদ নিমাই ব্যাকুল।
কাঁদিয়া ধূলায় পড়ে হাতে ছিঁড়ে চুল ॥
রাধাকৃষ্ণচিত্র এক মিশ্রগৃহে ছিল।
পুত্র শান্তাইতে শচী তাহা হাতে দিল ॥

চিত্র পাঞা গোরাচাঁদের মনে বড় সুখ।
বাসু কহে পটে পহুঁ হের নিজমুখ ॥

[৭] তথারাগ

ভালিরে নাচেরে মোর শচীর দুলাল।
চঞ্চল বালক মেলি, সুরধুনী তীরে কেলি,
হরিবোল দিয়া করতাল ॥
কুটিল কুন্তল শিরে, বদনে অমিয়া ঝরে,
রূপ জিনি সোনা শত বাণ।
যতন করিয়া মায়, ধড়া পরাইছে তায়,
কাজরে উজোর দু'নয়ান ॥
ভুজে শোভে তাড় বালা, গলে মুকুতার মালা,
কর পদ কোকনদ যিনি।
বাসু কহে মরি মরি, সাগরে কামনা করি,
হেন সুত পাইল শচীরাণী ॥

[৮] তথারাগ

গোরা নাচে শচীর দুলালিয়া।
চৌদিকে বালক মেলি, সভে দেয় করতালি,
হরি বোল হরি বোল বলিয়া ॥
গলায় সোনার কাঁঠি, সুরঙ্গ চতুনা আঁটি,
ঝোঁটা বাঁধা সুচাঁচর কেশ।
কত সাধ করি শচী, পরায়েছে ধড়াগাছি,
ভুবনমোহন নব বেশ ॥

রজত কাঞ্চনে গড়া, নানা আভরণে জড়া,
সুবলিত তনুখানি সাজে।
রাতা উতপল জিনি, চরণ যুগল জানি,
চলিতে নূপুর ঘন বাজে ॥
শচীর অঙ্গন তলে, আনন্দে নাচিয়া খেলে,
মুখে বোলে আধ আধ বাণী।
বাসুদেব ঘোষে বলে, ধর ধর কর কোলে,
গোরা মোর পরাণের পরাণী ॥

[৯] বেলোয়ার—দশকোশি

কিয়ে হাম পেখলুঁ কনক পুতলিয়া।
শচীর আঙ্গিনায় নাচে ধূলি ধূসরিয়া ॥
চৌদিকে দিগম্বর বালক বেড়িয়া।
তার মাঝে গোরা নাচে হরি হরি বলিয়া ॥
রাতুল কমল পদে ধায় দিনমণিয়া।
জননী শুনয়ে ভাল নূপুর সুধ্বনিয়া ॥
বাসুদেব ঘোষ কহে শিশুরস জানিয়া।
ধন্য নদীয়ার লোক নবদ্বীপ ধনিয়া ॥

[১০] বেলোয়ার—দশকোশি

শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায় ॥
বয়নে বসন দিয়া বলে লুকাইনু।
শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিনু ॥

মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে ।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জনগমনে ॥
বাসুদেব ঘোষ কয় অপরূপ শোভা ।
শিশুরূপ দেখি হয় জগমন লোভা ॥

[১১] কামোদ

গৌরাঙ্গ বিহরই পরম আনন্দে ।
নিত্যানন্দ করি' সঙ্গে, গঙ্গা-পুলিন রঙ্গে,
হরি হরি বলে নিজবৃন্দে ॥
কাঁচা কাঞ্চন মণি, গোরারূপ তাহা জিনি',
ডগমগি প্রেম-তরঙ্গে ।
ও নব-কুসুম দাম, গলে দোলে অনুপাম,
হেলন নরহরি-অঙ্গে ॥
প্রিয়তম গদাধর, ধরিয়াছে বাম কর,
নিজ-গুণ গাওয়ে গোবিন্দে ।
ভাবে ভরল তনু, পুলক কদম্ব জনু,
গরজন যৈছন সিংহে ॥
ঈষৎ হাসিয়া ক্ষণে, অরুণ-নয়ন-কোণে,
রোয়ত কিবা অভিলাষে?
সঙরি সে সব খেলা, বৃন্দাবন রসলীলা,
কি বলিব বাসুদেব ঘোষে ॥

[১২] মল্লার

গোরাগুণ গাও শুনি ।
বহু পুণ্য ফলে, সো পহুঁ মিলল,
প্রেম পরশমণি ॥

অখিল জীবের, এ শোক-সাগর,
নয়ন নিমেষে শোষে ।
ওই প্রেম লেশ, পরশ না পাইলে,
পরাণ জুড়াবে কিসে ॥
অরুণ নয়নে, বরুণ আলয়,
করুণায় নিরিখণে ।
মধুর আলাপে, আখরে আখরে,
সুধাধারা বরিষণে ॥
প্রেমে ঢল ঢল, পুলকে পূরল,
আপাদ মস্তক তনু ।
বাসুদেব কহে, শত ধারা বহে,
সুমেরু সিঞ্চিত জনু ॥

[১৩]

(যদি) গৌর না হইত, তবে কি হইত,
কেমনে ধরিতাম দে' ।
রাধার মহিমা, প্রেম-রসসীমা,
জগতে জানাত কে?
মধুর বৃন্দা- বিপিন-মাধুরী,
প্রবেশ চাতুরী সার ।
বরজ-যুবতী- ভাবের ভকতি,
শকতি হইত কা'র?
গাও গাও পুনঃ, গৌরাঙ্গের গুণ,
সরল করিয়া মন ।

এ ভব-সাগরে, এমন দয়াল,
না দেখিয়ে একজন ॥
(আমি) গৌরাঙ্গ বলিয়া, না গেনু গলিয়া,
কেমনে ধরিনু দে' ।
বাসুর হিয়া, পাষাণ দিয়া,
(বিধি) কেমনে গড়িয়াছে ॥

শ্রীনিত্যানন্দ [১৪] শ্রীরাগ

সংকীর্তনে নিত্যানন্দ নাচে ।
প্রিয় পারিষদগণ কাছে ॥
গোবিন্দ মাধব ঘোষ গান ।
শুনি কেবা ধরয়ে পরাণ ॥
পতিতের গলায় ধরিয়া ।
কাঁদে পহুঁ সকরুণ হৈয়া ॥
গদগদ কহে পতিতেরে ।
শুনি যাহা পাষাণ বিদরে ॥
তো সবার ধারি বহু ধার ।
ধর ধর প্রেমের পসার ॥
তো সবার দুর্গতি নাশিব ।
ব্যাজের সহিত প্রেম দিব ॥
যারে পায় চায় মুখচাঁদে ।
গলায় ধরিয়া তার কাঁদে ॥
সে হেন করুণা সোঙরিয়া ।
বাসু ঘোষ মরয়ে ঝুরিয়া ॥

[১৫] সিন্ধুড়া

নিতাই কেবল পতিত জনার বন্ধু ।
জীবের চির পুণ্যফলে, বিধি আনি মিলাইলে,
তরঙ্গিত পিরীতের সিন্ধু ॥ ধ্রু ॥
দিগ্ নেহারিয়া যায়, ডাকে পহুঁ গোরা রায়,
ধরণীতে পড়য়ে মুরছিয়া ।
প্রিয় সহচর মেলে, নিতাই করিয়া কোলে,
কান্দে প্রভু চাঁদ-মুখ হেরিয়া ॥
নব-গুঞ্জারুণ আঁখি, প্রেমে ছল ছল দেখি,
সুমেরু উপরে মন্দাকিনী ।
মেঘ-গম্ভীর-স্বরে, 'ভাই ভাই' রব করে,
পদভরে কম্পিত মেদিনী ॥
নিতাই করুণাময়, জীবে দিল প্রেমচয়,
যে প্রেম বিধির অবিদিত ।
নিজ-নাম-সংকীর্তনে, উদ্ধারিল জগজনে,
বাসু কেনে হইল বঞ্চিত ॥

[১৬] সিন্ধুড়া

নিতাই আমার পরম দয়াল ।
আনিয়া প্রেমের বন্যা, জগত করিল ধন্যা,
ভরিল প্রেমেতে নদী খাল ॥ ধ্রু ॥
লাগিয়া প্রেমের ঢেউ, বাকি না রহিল কেউ,
পাপী-তাপী চলিল ভাসিয়া ।

সকল ভকত মেলি, সে প্রেমেতে করে কেলি,
কেহ কেহ যায় সাঁতারিয়া ॥
ডুবিল নদীয়াপুর, ডুবে প্রেমে শান্তিপুর,
দোহে মিলি বাইছ খেলায় ।
তা দেখি নিতাই হাসে, সকলেই প্রেমে ভাসে,
বাসু ঘোষ হাবুডুবু খায় ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের অভিষেক [১৭]

জয় জয় ধ্বনি উঠে নদীয়া নগরে ।
গোরা অভিষেক আজি পণ্ডিতের ঘরে ॥
এনেছি এনেছি বলে অদ্বৈত গোসাঞী ।
মহা হুহুঙ্কার ছাড়ে বাহ্যজ্ঞান নাই ॥
বাহু তুলে নাচে নাড়া তাধিয়া তাধিয়া ।
পাছে পাছে হরিদাস ফিরেন নাচিয়া ॥
শ্রীবাস শ্রীপতি আর শ্রীনিধি শ্রীরাম ।
হর্ষভরে নৃত্য করে নয়নাভিরাম ॥
জয় রে গৌরাঙ্গ জয় অদ্বৈত নিতাই ।
বলি ভক্তগণ আসে করি ধাওয়াধাই ॥
কেহ প্রেমে নাচে গায় কেহ প্রেমে হাসে ।
গোরা অভিষেকলীলা গায় বাসুঘোষে ॥

[১৮] ধানশী

গোরা অভিষেক কথা অদ্ভুত কথন ।
শুনিয়া পণ্ডিত ঘরে ধায় ভক্তগণ ॥

ধাওয়াধাই করি আসি নাচে কুতুহলে ।
দুবাহু তুলিয়া জয় গোরাচাঁদ বলে ॥
চাঁদ নাচে সূর্য নাচে নাচে তারাগণ ।
ব্রহ্মা নাচে বায়ু নাচে সহস্র লোচন ॥
অরুণ বরুণ নাচে সব সুরগণ ।
পাতালে বাসুকি নাচে নাচে নাগগণ ॥
স্বর্গ নাচে মর্ত্য নাচে নাচয়ে পাতাল ।
পরম আনন্দে নাচে দশ দিক্‌পাল ॥
আনন্দে ভকতগণ করয়ে হুঙ্কার ।
এ বাসু ঘোষের মনে আনন্দ অপার ॥

[১৯] বরাড়ী

তৈল হরিদ্রা আর কুঙ্কুম কস্তুরী ।
গোরা অঙ্গে লেপন করে নব নব নারী ॥
সুবাসিত জল আনি কলসি পূরিয়া ।
সুগন্ধি চন্দন আনি তাহে মিশাইয়া ॥
জয় জয় ধ্বনি দিয়া ঢালে গোরাগায় ।
শ্রীঅঙ্গ মুছাঞা কেহ বসন পরায় ॥
সিনান মণ্ডপে দেখ গোরা নটরায় ।
মনের হরিষে বাসুদেব ঘোষ গায় ॥

শ্রীরাধার পূর্বরাগ [২০]

তদুচিত গৌরচন্দ্র—কামোদ

নিরমল গোরাতনু, কষিল কাঞ্চন জনু,
হেরইতে ভৈ গেলুঁ ভোর ।

ভাঙ ভুজঙ্গমে, দংশল মঝু মন,
অন্তর কাঁপয়ে মোর ॥
সজনি যব হাম পেখলুঁ গোরা ।
আকুল দিগ্, বিদিগ্ নাহি পাইয়ে,
মদন লালসে মন ভোরা ॥ ধ্রু ॥
অরুণিত লোচনে, তেরছ অবলোকনে,
বরিযে কুসুম শর সাধে ।
জীবইতে জীবনে, থেহ নাহি পাওলুঁ,
ডুবলুঁ গঙ্গা অগাধে ॥
মন্ত্র মহৌষধি, তুহুঁ যদি জানসি,
মঝু লাগি করবি উপায় ।
বাসুদেব ঘোষে কহে, শুন শুন ওহে সখি,
গোরা লাগি প্রাণমোর যায় ॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ [২১]

তদুচিত গৌরচন্দ্র—জয়জয়ন্তী

আরে মোর, আরে মোর গোরা দ্বিজমণি ।
রাধা রাধা বলি কাঁদে লোটায় ধরণী ॥
রাধানাম জপে গোরা পরম যতনে ।
কত সুরধুনী বহে অরুণ নয়নে ॥
ক্ষণে ক্ষণে গোরা অঙ্গ ভূমে গড়ি যায় ।
রাধা নাম বলি ক্ষণে ক্ষণে মূরছায় ॥
পুলকে পূরল তনু গদগদ বোল ।
বাসু কহে গোরা কেনে এত উতরোল ॥

রূপানুরাগ [২২] টোরী

চিতচোর গৌর মোর
প্রেমে মত্ত মগন ভোর
অকিঞ্চন জন করই কোর
পতিত অধম বন্ধুয়া ।
ভুবনতারণকারণ নাম
জীব লাগিয়া তেজল ধাম
প্রকট হইলা নদীয়ানগরে
যৈছে শারদ ইন্দুয়া ॥
অসীম মহিমা কো করু ওর
যুবতী-যৌবন জীবন চোর
বিধি নিরমিল কি দিয়া গৌর
বড়ই রসের সিন্ধুয়া ।
দেখিতে দেখিতে লাগয়ে সুখ
হরল সকল মনের দুখ
বাসু ঘোষ কহে কিবা সে রূপ
নিরখি চিত সানন্দুয়া ॥

[২৩]

গৌরাঙ্গ তুমি মোরে দয়া না ছাড়িহ ।
আপন করিয়া রাঙ্গা চরণে রাখিহ ॥
তোমার চরণ লাগি সব তেয়াগিলুঁ ।
শীতল চরণ পাঞা শরণ লইলুঁ ॥

এ কুলে ও কুলে মুঞি দিলুঁ তিলাঞ্জলি ।
রাখিহ্ চরণে মোরে আপনার বলি ॥
বাসুদেব ঘোষ বলে চরণে ধরিয়া ।
কৃপা করি রাখ মোরে পদছায়া দিয়া ॥

[২৪]

জয় জয় জগন্নাথ শচীর নন্দন ।
ত্রিভুবন করে যার চরণ বন্দন ॥
নীলাচলে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর ।
নদীয়া নগরে দণ্ড-কমণ্ডলু কর ॥
কেহো বলে পুরবেতে রাবণ বধিলা ।
গোলোকের বৈভব-লীলা প্রকাশ করিলা ॥
শ্রীরাধার ভাবে এবে গোরা অবতার ।
হরেকৃষ্ণ নাম গৌর করিলা প্রচার ॥
বাসুদেব ঘোষ বলে করি জোড় হাত ।
যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ ॥

ঝুলনলীলা [২৫] গান্ধার মিশ্রদেশ—তেওট

দেখত ঝুলত, গৌরচন্দ্র,
অপরূপ দ্বিজমণিয়া ।
বিধির অবধি, রূপ নিরুপম,
কষিত কাঞ্চন জিনিয়া ॥
ঝুলাওত কত, ভক্তবৃন্দ,
গৌরচন্দ্র বেড়িয়া ।

আনন্দে সঘন, জয় জয় রব,
উথলে নগর নদীয়া ॥
নয়ন কমল, মুখ নিরমল,
শরদ চাঁদ জিনিয়া ।
নগরের লোক, ধায় একমুখ,
হরি হরি ধ্বনি শুনিয়া ॥
ধন্য কলিযুগ, গোরা অবতার,
সুরধনী ধনি ধনিয়া ।
গোরাচাঁদ বিনে, আন নাহি মানে,
বাসুঘোষ কহে জানিয়া ॥

নৌকাবিহার [২৬] সুহই—জোত সোমতাল

না জানিয়ে গোরাচাঁদের কোন ভাব মনে ।
সুরধুনী তীরে গেলা সহচর সনে ॥
প্রিয় গদাধর আদি সঙ্গেতে করিয়া ।
নৌকায় চড়িল গোরা প্রেমাবেশ হইয়া ॥
আপনি কাণ্ডারী হয়ে বায় নৌকাখানি ।
ডুবিল ডুবিল বলি সিঞ্চে সবে পানি ॥
পারিষদগণ সবে হরি হরি বলে ।
পূরব সোঙরি কহে ভাসে প্রেমজলে ॥
গদাধর মুখ হেরি মৃদু মৃদু হাসে ।
বাসুদেব ঘোষ কহে মনের উল্লাসে ॥

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর

[১] শ্রীশ্রীগুর্বষ্টকম্

সংসার-দাবানল-লীঢ় লোক-
ত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বম্ ।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ১ ॥

মহাপ্রভোঃ কীর্তন-নৃত্য-গীত-
বাদিত্রমাদ্যন্মনসো রসেন ।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-তরঙ্গভাজো
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ২ ॥

শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য-নানা-
শৃঙ্গার-তন্মন্দিরমার্জনাদৌ ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৩ ॥

চতুর্বিধ শ্রীভগবৎপ্রসাদ-
স্বাদন্নতৃপ্তান্ হরিভক্তসঙ্ঘান্ ।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীরাধিকামাধবয়োরপার-
মাধুর্যলীলা গুণ-রূপ-নাম্নাম্ ।
প্রতিক্ষণাস্বাদন-লোলুপস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৫ ॥

নিকুঞ্জযুনো রতিকেলিসিদ্ধ্যৈ-
র্যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া ।

তত্রাতিদাক্ষ্যাদতিবল্লভস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৬ ॥

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৭ ॥

যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি ।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীমদ্গুরোরষ্টকমেতদুচ্চৈ-
র্ব্রাহ্মেমুহূর্তে পঠতি প্রযত্নাৎ ।
যস্তেন বৃন্দাবননাথসাক্ষাৎ-
সেবৈব লভ্যা জনুষোঽন্ত এব ॥ ৯ ॥

অনুবাদ

সংসার-দাবানল-সন্তপ্ত সমস্ত লোকের পরিত্রাণের জন্য যিনি কারুণ্য-বারিবাহ তরলত্ব প্রাপ্ত হয়ে কৃপাবারি বর্ষণ করেন, আমি সেই কল্যাণগুণনিধি শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করি ॥ ১ ॥

সংকীর্তন, নৃত্য গীত ও বাদ্যাদি দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমরসে উন্মত্ত-চিত্ত যাঁর রোমাঞ্চ, কম্প, অশ্রু-তরঙ্গ উদ্গত হয়, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি ॥ ২ ॥

যিনি শ্রীবিগ্রহের বেশ-রচনা ও শ্রীমন্দির-মার্জন প্রভৃতি নানাবিধ সেবায় স্বয়ং নিযুক্ত থাকেন এবং (অনুগত) ভক্তগণকে নিযুক্ত করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি ॥ ৩ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণভক্তবৃন্দকে চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য ও পেয়—এই চতুর্বিধ রসসমন্বিত সুস্বাদু প্রসাদান্ন দ্বারা পরিতৃপ্ত করে (অর্থাৎ প্রসাদ-সেবন জনিত প্রপঞ্চ-নাশ ও প্রেমানন্দের উদয় করিয়ে) স্বয়ং তৃপ্তি লাভ করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি ॥ ৪ ॥

যিনি শ্রীশ্রীরাধামাধবের অনন্ত মাধুর্যময় নাম, রূপ, গুণ ও লীলাসমূহ আস্বাদন করার নিমিত্ত সর্বদা লুব্ধচিত্ত, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি ॥ ৫ ॥

নিকুঞ্জবিহারী ব্রজযুবযুগলের রতিক্রীড়া সাধনের নিমিত্ত সখীগণ যে যে যুক্তির অপেক্ষা করে থাকেন, সেই সমস্ত বিষয়ে অতি নিপুণতাপ্রযুক্ত যিনি তাঁদের অতিশয় প্রিয়, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি ॥ ৬ ॥

নিখিলশাস্ত্র যাঁকে সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্ন-বিগ্রহরূপে কীর্তন করেছেন এবং সাধুগণও যাঁকে সেইরূপেই চিন্তা করে থাকেন, কিন্তু যিনি ভগবানের একান্ত প্রেষ্ঠ, সেই (ভগবানের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ-বিগ্রহ) শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি ॥ ৭ ॥

একমাত্র যাঁর কৃপাতেই ভগবদ্-অনুগ্রহ লাভ হয়, এবং যিনি অপ্রসন্ন হলে জীবের আর কোথাও গতি থাকে না, আমি ত্রিসন্ধ্যা সেই শ্রীগুরুদেবের কীর্তিসমূহ স্তব ও ধ্যান করতে করতে তাঁর পাদপদ্ম বন্দনা করি ॥ ৮ ॥

যে ব্যক্তি এই গুরুদেবাষ্টক ব্রাহ্মমুহূর্তে অতিশয় যত্নের সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করেন, তিনি বস্তুসিদ্ধিকালে বৃন্দাবননাথের সাক্ষাৎ সেবাধিকার প্রাপ্ত হন ॥ ৯ ॥

[২] শ্রীশ্রীবৃন্দাদেব্যষ্টকম্

গাঙ্গেয়-চাম্পেয়-তড়িদ্বিনিন্দি-
রোচিঃ-প্রবাহ-স্নপিতাত্মবৃন্দেঃ ।
বন্ধূক-বন্ধু-দ্যুতি-দিব্যবাসো
বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দম্ ॥ ১ ॥

বিম্বাধরোদিত্বর-মন্দহাস্য-
নাসাগ্র-মুক্তাদ্যুতি-দীপিতাস্যে ।
বিচিত্র-রত্নাভরণশ্রিয়াঢ্যে
বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দম্ ॥ ২ ॥

সমস্ত-বৈকুণ্ঠ-শিরোমণৌ
শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন-ধন্য-ধাম্নি ।
দত্তাধিকারে বৃষভানু-পুত্র্যা
বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দম্ ॥ ৩ ॥

ত্বদাজ্ঞয়া পল্লব-পুষ্প-ভৃঙ্গ-
মৃগাদিভির্মাধব-কেলিকুঞ্জাঃ ।
মধ্বাদিভির্ভান্তি বিভূষ্যমাণা
বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দম্ ॥ ৪ ॥

ত্বদীয়-দূত্যেন নিকুঞ্জ-যূনো-
রত্যুৎকয়োঃ কেলি-বিলাস-সিদ্ধিঃ ।
ত্বৎ-সৌভাগ্যং কেন নিরুচ্যতাং তদ্
বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দম্ ॥ ৫ ॥

রাসাভিলাষো বসতিশ্চ বৃন্দা-
বনে ত্বদীশাঙ্ঘ্রি-সরোজ-সেবা ।
লভ্যা চ পুংসাং কৃপয়া তবৈব
বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দম্ ॥ ৬ ॥

ত্বং কীর্ত্যসে সাত্বত-তন্ত্রবিদ্ভি-
লীলাভিধানা কিল কৃষ্ণ শক্তিঃ ।
তবৈব মূর্তিস্তুলসী নৃলোকে
বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দম্ ॥ ৭ ॥

ভক্ত্যা বিহীনা অপরাধ-লক্ষৈঃ
ক্ষিপ্তাশ্চ কামাদি-তরঙ্গ-মধ্যে ।
কৃপাময়ি! ত্বাং শরণং প্রপন্না
বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দম্ ॥ ৮ ॥
বৃন্দাষ্টকং যঃ শৃণুয়াৎ পঠেদ্ বা
বৃন্দাবনাধীশ-পদাব্জ-ভৃঙ্গঃ ।
স প্রাপ্য বৃন্দাবন-নিত্যবাসং
তৎ-প্রেমসেবাং লভতে কৃতার্থ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ

হে অত্যুজ্জ্বল-রক্তবর্ণ-বসন-ধারিণি বৃন্দে! তুমি স্বীয় পরম সুন্দর অঙ্গ-কান্তি দ্বারা স্বর্ণ, চম্পকপুষ্প ও সৌদামিনীকেও তিরস্কার করছ এবং তার দ্বারা স্বজনগণ অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তগণকে অভিষিক্ত করছ। তোমার শ্রীচরণারবিন্দে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

হে বৃন্দে! তোমার বিম্ব-সদৃশ রক্তবর্ণ অধরোদ্গত মৃদু-মধুর হাস্য ও নাসিকাগ্রবর্তী মুক্তা-কান্তি দ্বারা ত্বদীয় বদনমণ্ডল পরিশোভিত হয়েছে এবং তুমি বিচিত্র রত্নাভরণে সৌন্দর্যান্বিতা হয়েছ। তোমার শ্রীচরণারবিন্দে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

হে বৃন্দে! বৃষভানুরাজ-নন্দিনী শ্রীরাধিকা নিখিল-বৈকুণ্ঠ-সমূহের শিরোমণি ও অশেষ-গুণ-সমন্বিত পরম পবিত্র শ্রীকৃষ্ণ-ধাম শ্রীবৃন্দাবনে তোমাকে অধিকার প্রদান করেছেন। তোমার শ্রীচরণারবিন্দে নমস্কার করি ॥ ৩ ॥

হে বৃন্দে! তোমারই আদেশে শ্রীবৃন্দাবনে পত্র, পুষ্প এবং ভ্রমর, মৃগ, ময়ূর, শুক-সারী প্রভৃতি পশু-পক্ষিগণে ও চির-বসন্তে শ্রীকৃষ্ণের কেলিকুঞ্জসমূহ বিভূষিত হয়ে পরম শোভা পাচ্ছে। তোমার শ্রীচরণারবিন্দে নমস্কার করি ॥ ৪ ॥

হে বৃন্দে! তোমার দূতীত্বের চাতুর্য-প্রভাবেই বিলাস-বাসনাময়ী শ্রীরাধাকৃষ্ণের কেলি-বিলাস সম্পন্ন হয়ে থাকে, অর্থাৎ তুমিই দূতীরূপে শ্রীরাধাগোবিন্দের সুদুর্ঘট মিলন সম্পাদন করিয়ে তাঁদের লীলা-বিলাসের সহায়তা করে থাক; অতএব এ সংসারে তোমার সৌভাগ্যের সীমা বর্ণনা করতে কে সক্ষম হবে? তোমার শ্রীচরণারবিন্দে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥

হে বৃন্দে! কৃষ্ণভক্তগণ তোমারই কৃপায় শ্রীরাসলীলা-দর্শনাভিলাষ, শ্রীবৃন্দাবনে বাস ও ত্বদীয় প্রাণবল্লভ শ্রীরাধামাধবের চরণ-সেবা লাভ করে থাকেন। তোমার শ্রীচরণারবিন্দে নমস্কার করি ॥ ৬ ॥

হে বৃন্দে! শ্রীনারদাদি ভক্তগণ-বিরচিত তন্ত্রসমূহে সুনিপুণ পণ্ডিতগণ তোমাকে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-শক্তি বলে বর্ণনা করেছেন এবং এই নরলোকে সুপ্রসিদ্ধ বৃক্ষরূপিণী শ্রীতুলসীদেবী হচ্ছেন তোমারই মূর্তি। তোমার শ্রীচরণারবিন্দে নমস্কার করি ॥ ৭ ॥

হে কৃপাময়ি দেবি! আমরা ভক্তিহীন বলে শত শত অপরাধ-প্রযুক্ত ভব-সমুদ্রের কাম-ক্রোধাদি-রূপ ভীষণ তরঙ্গমধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছি; অতএব তোমার শরণাগত হলাম, তুমি কৃপা করে আমাদের এই সুদুস্তর ভবজলধি থেকে উদ্ধার কর। তোমার শ্রীচরণারবিন্দে নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

যে ব্যক্তি বৃন্দাবনাধিপতি শ্রীরাধাগোবিন্দের চরণকমলের ভৃঙ্গ-স্বরূপ হয়ে শ্রীবৃন্দাদেবীর এই অষ্টক পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি শ্রীবৃন্দাবনে নিত্যবাস প্রাপ্ত হয়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা লাভ করতে কৃতার্থ হয়ে থাকেন ॥ ৯ ॥

[৩] শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভোরষ্টকম্

(শ্রীস্বরূপ-চরিতামৃতম্)

স্বরূপ! ভবতো ভবত্বয়মিতি স্মিত-স্নিগ্ধয়া
গিরৈব রঘুনাথমুৎপুলকিগাত্রমুল্লাসয়ন্ ।
রহস্যুপদিশন্নিজ-প্রণয়-গূঢ়-মুদ্রাং স্বয়ং
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥ ১ ॥

স্বরূপ! মম হৃদ্‌ব্রণং বত! বিবেদ রূপঃ কথং
লিলেখ যদয়ং পঠ ত্বমপি তালপত্রেঽক্ষরম্ ।
ইতি প্রণয়-বেল্লিতং বিদধদাশু রূপান্তরং
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥ ২ ॥
স্বরূপ! পরকীয়-সৎপ্রবর-বস্তু-নাশেচ্ছতাং
দধজ্জন ইহ ত্বয়া পরিচিতো নবেতীক্ষয়ন্ ।
সনাতনমুদিত্য বস্মিতমুখং মহাবিস্মিতং
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥ ৩ ॥
স্বরূপ! হরিনাম যজ্জগদঘোষয়ং তেন কিং
ন বাচয়িতুমপ্যথাশকমিমং শিবানন্দজম্ ।
ইতি স্বপদ-লেহনৈঃ শিশুমচীকরৎ যং কবিং
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥ ৪ ॥
স্বরূপ! রসরীতিরম্বুজদৃশাং ব্রজে ভন্যতাং
ঘন-প্রণয়-মানজা শ্রুতিযুগং মমোৎকণ্ঠতে ।
রমা যদিহ মানিনী তদপি লোকয়েতি ব্রুবন্
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥ ৫ ॥
স্বরূপ! রস-মন্দিরং ভবসি মন্মুদামাস্পদং
ত্বমত্র পুরুষোত্তমে ব্রজভুবীব মে বর্তসে ।
ইতি স্বপরিরম্ভণৈঃ পুলকিনং ব্যধাৎ তঞ্চ যো
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥ ৬ ॥
স্বরূপ! কিমপীক্ষিতং ক্ব নু বিভো! নিশি স্বপ্নতঃ
প্রভো! কথয় কিন্নু তন্নবযুবা বরাম্ভোধরঃ ।
ব্যধাৎ কিময়মীক্ষ্যতে কিমু ন ইত্যগাৎ তাং দশাং
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥ ৭ ॥

স্বরূপ! মম নেত্রয়োঃ পুরত এব কৃষ্ণো হস-
ন্নপৈতি ন করগ্রহং বত! দদাতি হা! কিং সখে!
ইতি স্খলতি ধাবতি শ্বসিতি ঘূর্ণতে যঃ সদা
বিরাজতু চিরায় মে হৃদি স গৌরচন্দ্রঃ প্রভুঃ ॥ ৮ ॥
স্বরূপ-চরিতামৃতং কিল মহাপ্রভোরষ্টকং
রহস্যতমমদ্ভুতং পঠতি যঃ কৃতী প্রত্যহম্ ।
স্বরূপ-পরিবারতাং নয়তি তং শচীনন্দনো
ঘন-প্রণয়-মাধুরীং স্বপদয়োঃ সমাস্বাদয়ন্ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ

"হে স্বরূপ! এই রঘুনাথ তোমার অধিকারে থাকুক",—এইরকম সহাস্য-মধুর-বাক্যে রঘুনাথ দাসকে যিনি আহ্লাদিত ও পুলকিত-গাত্র করেছিলেন এবং যিনি স্বয়ং নির্জনে নিজ প্রণয়-মহিমার গূঢ় প্রণালী তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য বিরাজ করুন ॥ ১ ॥

"হে স্বরূপ! রূপ কিভাবে আমার মনোব্যথা অবগত হল? যেহেতু এই রূপ আমার মনোগত ভাব লিখেছে, তুমিও তালপত্রে লিখিত ঐ শ্লোক পাঠ কর,"—এইভাবে যিনি কখন প্রেম-প্রকাশ, কখন বা আত্মগোপন করেন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য বিরাজ করুন ॥ ২ ॥

"হে স্বরূপ! এখানে পরকীয়া নিত্যসিদ্ধ সর্বোৎকৃষ্ট বস্তুনাশে অভিলাষী কোন ব্যক্তি বিরাজ করছে, তুমি তাকে চিনতে পেরেছ কি?"—এইভাবে যিনি মহাবিস্মিত ও আহ্লাদভরে হাস্যযুক্ত, লজ্জায় অবনতবদন শ্রীসনাতনকে সমস্ত প্রদর্শন করান, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকাল বিরাজ করুন ॥ ৩ ॥

"হে স্বরূপ! আমি সমগ্র জগদ্বাসীকে হরিনাম উচ্চারণ করালাম, কিন্তু এতে আমার কি ফল হল? কারণ অবশেষে এই শিবানন্দ-পুত্রকে হরিনাম

উচ্চারণ করাতে পারলাম না",—এই বলে যিনি আপন চরণ লেহন করিয়ে সেই শিশুকে কবিশ্রেষ্ঠ করেছেন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য বিরাজ করুন ॥ ৪ ॥

"হে স্বরূপ! ব্রজে কমলাক্ষীগণের গাঢ়-প্রণয় মানজনিতা রস-পরিপাটী বর্ণনা কর, আমার কর্ণযুগল তা শুনবার জন্য উৎকণ্ঠিত হচ্ছে। দেখ, এই প্রণয়মর্যাদা লাভ করতে না পেরে লক্ষ্মী মানিনী হয়েছেন",—এইভাবে যিনি স্বরূপ-সমীপে মর্মোদঘাটন করেন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য বিরাজ করুন ॥ ৫ ॥

"হে স্বরূপ! তুমি আমার প্রিয়পাত্র এবং রস-মন্দির-স্বরূপ। তুমি এই শ্রীপুরুষোত্তমে অবস্থান করাতে শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রকেও আমার শ্রীবৃন্দাবন বলে প্রতীতি হচ্ছে,"—এই বলে সাগ্রহে কণ্ঠালিঙ্গন করে তাঁকে যিনি পুলকিত করেছেন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে বিরাজ করুন ॥ ৬ ॥

"হে স্বরূপ! আমি কি দেখলাম?" স্বরূপ বললেন, "হে প্রভো! কখন দেখলেন?" প্রভু বললেন, "রাত্রিতে স্বপ্নযোগে।" স্বরূপ বললেন, "প্রভো! কি প্রকার সে?" প্রভু বললেন, "নবীন-নীরদ-সদৃশ তরুণ যুবা।" স্বরূপ বললেন, "তিনি কি করছিলেন? আর কি তাঁর দর্শন পাওয়া যাবে?" প্রভু বললেন, "আর দর্শন পাওয়া যাবে না।" —এই বলে যিনি শোকভরে অপূর্ব দশাপ্রাপ্ত হন, সেই শ্রীগৌরচন্দ্র প্রভু আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য বিরাজ করুন ॥ ৭ ॥

"হে স্বরূপ! আমার নয়ন-সম্মুখে কৃষ্ণ হাস্য করে পলায়ন করলেন, ধরা দিলেন না। হায় হায় সখে! কি উপায় হবে?" এই বলে যিনি সর্বদা ভূপতিত হন, ইতস্তত ধাবিত হন, দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, কখনও বা ঘূর্ণিত হন, সেই মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র আমার হৃদয়ে চিরকালের জন্য বিরাজ করুন ॥ ৮ ॥

যিনি এই অদ্ভুত রহস্যতম স্বরূপ-চরিতামৃত নামক শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টক পাঠ করবেন, শ্রীশচীনন্দন মহাপ্রভু তাঁকে গাঢ় প্রেমের মাধুর্য আস্বাদন করিয়ে স্বরূপের পরিকররূপে গ্রহণ করবেন ॥ ৯ ॥

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী

[১] শ্রীশ্রীরাধামাধব মহোৎসব

স্মরতু মনো মম নিরবধি রাধাম্ । ধ্রু ।
মধুপতিরূপ-গুণশ্রবণোদিত-সহজ-মনোভব-বাধাম্ ॥
সুরুচির-কবরী-বিরাজিত-কোমল-পরিমল-মল্লিসুমালাম্ ।
মদচলখঞ্জন-খেলন-গঞ্জন-লোচন-কমল-বিশালাম্ ॥
মদকরিরাজ-বিরাজদনুত্তম-চলিত-ললিত-গতিভঙ্গীম্ ।
অতিসুকুমার-কনক-নবচম্পক-গৌরমধুর মধুরাঙ্গীম্ ॥
মণিকেয়ুর-ললিত-বলয়াবলী-মণ্ডিতমৃদুভুজবল্লীম্ ।
প্রতিপদমদ্ভুত-রূপচমৎকৃতি-মোহন-যুবতীমতল্লীম্ ॥
মৃদুমৃদুহাস-ললিতমুখমণ্ডল-কৃতশশিবিম্ব-বিড়ম্বাম্ ।
কিঙ্কিণিজাল-খচিতপৃথুসুন্দর-নবরসরাশি-নিতম্বাম্ ॥
চিত্রিত-কঞ্চুলিকা-স্থগিতোদ্ভট-কুচহাটক ঘটশোভাম্ ।
স্ফুরদরুণাধর-স্বাদুসুধারস-কৃতহরি-মানসলোভাম্ ॥
সুন্দরচিবুক বিরাজিতমোহন-মেচক-বিন্দুবিলাসাম্ ।
সকনকরত্ন-খচিত-পৃথুমৌক্তিক-রুচি-রুচিরোজ্জ্বল-নাসাম্ ॥
উজ্জ্বলরাগ-রসামৃতসাগর-সারতনুং সুখরূপাম্ ।
নিপতিতমাধব-মুগ্ধমনো-মৃগনাভিসুধারস-কূপাম্ ॥
নূপুরহার-মনোহরকুণ্ডল-কৃতরুচিমরুণ-দুকূলাম্ ।
পথি পথি মদনমদাকুল-গোকুলচন্দ্র-কলিত পদমূলাম্ ॥
রসিকসরস্বতী-গীতমহাদ্ভুত-রাধা-রূপরহস্যম্ ।
বৃন্দাবন-রসলালস-মনসামিদমুপগেয়মবশ্যম্ ॥

[২] বৃন্দাবনোৎসব

বসতু মনো মম মদনগোপালে । ধ্রু ।
নবরতিকেলি-বিলাসপরাবধি-রাধা-সুরত-রসালে ॥
মদশিখিপিঞ্ছমুকুটপরিলাঞ্ছিতকুঞ্চিতকচনিকুরম্বে ।
মুখরিতবেণু-হৃতত্রপধাবিত-নবনবযুবতীকদম্বে ॥
কলিতকলিন্দসুতা-পুলিনোজ্জ্বল-কল্পমহীরুহমূলে ।
কিঙ্কিণীকলরব-রঞ্জিতকটিতট-কোমলপীতদুকূলে ॥
মুরলীমনোহর-মধুরতরাধর-ঘনরুচিচৌরকিশোরে ।
শ্রীবৃষভানু-কুমারীমোহন-রুচি-মুখচন্দ্রচকোরে ॥
গুঞ্জাহার-মকরমণিকুণ্ডল-কঙ্কন-নূপুরশোভে ।
মৃদুমধুরস্মিত চারুবিলোকন রসিকবধূকৃতলোভে ॥
মত্তমধুব্রত-গুঞ্জিতরঞ্জিত-গলদোলিতবনমালে ।
গন্ধোদ্বর্তিত-সুবলিতসুন্দর-পুলকিতবাহুবিশালে ॥
উজ্জ্বলরত্ন-তিলকললিতালক সকনকমৌক্তিকনাসে ।
শারদকোটি-সুধাকিরণোজ্জ্বল-শ্রীমুখকমলবিকাশে ॥
গ্রীবাকটি-পদভঙ্গিমনোহর-অতিসুকুমারশরীরে ।
বৃন্দাবন-নবকুঞ্জগৃহান্তর-রতিরণ-রঙ্গসুধীরে ॥
পরিমল-সারসকেশর-চন্দন-চর্চিততর-লসদঙ্গে ।
পরমানন্দ-রসৈকঘনাকৃতি-প্রবহদনঙ্গতরঙ্গে ॥
পদনখচন্দ্র-মণিচ্ছবিলজ্জিত-মনসিজকোটিসমাজে ।
অদ্ভুতকেলি-বিলাস-বিশারদ-ব্রজপুরনবযুবরাজে ॥
রসিকসরস্বতী-বর্ণিত-মাধব-রূপসুধারসসারে ।
রময়ত সাধু বুধা নিজহৃদয়ং ভ্রমথ মুধা কিমসারে ॥

শ্রীল বল্লভাচার্য

[১] মধুরাষ্টকম্

অধরং মধুরং বদনং মধুরং
নয়নং মধুরং হসিতং মধুরং ।
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং
মধুরাধিপতে'খিলং মধুরং ॥ ১ ॥
বচনং মধুরং চরিতং মধুরং
বসনং মধুরং বলিতং মধুরং ।
চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥ ২ ॥
বেণুর্মধুরো রেণুর্মধুরঃ
পাণির্মধুরঃ পাদৌ মধুরৌ ।
নৃত্যং মধুরং সখ্যং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥ ৩ ॥
গীতং মধুরং পীতং মধুরং
ভুক্তং মধুরং সুপ্তং মধুরং ।
রূপং মধুরং তিলকং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥ ৪ ॥
করণং মধুরং তরণং মধুরং
হরণং মধুরং রমণং মধুরং ।
বমিতং মধুরং শমিতং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥ ৫ ॥
গুঞ্জা মধুরা মালা মধুরা
যমুনা মধুরা বীচী মধুরা ।

সলিলং মধুরং কমলং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥ ৬ ॥
গোপী মধুরা লীলা মধুরা
যুক্তং মধুরং ভুক্তং মধুরং ।
হৃষ্টং মধুরং শিষ্টং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥ ৭ ॥
গোপা মধুরা গাবো মধুরা
যষ্টির্মধুরা সৃষ্টির্মধুরা ।
দলিতং মধুরং ফলিতং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥ ৮ ॥

[২] শ্রীচৌরাগ্রগণ্যপুরুষাষ্টকম্

ব্রজে প্রসিদ্ধং নবনীতচৌরং
গোপাঙ্গনানাং চ দুকূলচৌরম্ ।
অনেক-জন্মার্জিত-পাপচৌরং
চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামী ॥ ১ ॥
শ্রীরাধিকায়া হৃদয়স্য চৌরং
নবাম্বুদশ্যামলকান্তিচৌরম্ ।
পদাশ্রিতানাং চ সমস্তচৌরং
চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামী ॥ ২ ॥
অকিঞ্চনীকৃত্য পদাশ্রিতং যঃ
করোতি ভিক্ষুং পথি গেহহীনম্ ।
কেনাপ্যহো ভীষণচৌর ঈদৃগ
দৃষ্টঃ শ্রুতো বা ন জগত্রয়েঽপি ॥ ৩ ॥

যদীয় নামাপি হরত্যশেষং
গিরি-প্রসারানপি পাপরাশীন্ ।
আশ্চর্যরূপো ননু চৌর ঈদৃগ্
দৃষ্টঃ শ্রুতো বা ন ময়া কদাপি ॥ ৪ ॥
ধনং চ মানং চ তথেন্দ্রিয়াণি
প্রাণাংশ্চ হৃত্বা মম সর্বমেব ।
পলায়সে কুত্র ধৃতোঽদ্য চৌর
ত্বং ভক্তিদাম্নাসি ময়া নিরুদ্ধঃ ॥ ৫ ॥
ছিনৎসি ঘোরং যমপাশবন্ধং
ভিনৎসি ভীমং ভবপাশবন্ধম্ ।
ছিনৎসি সর্বস্য সমস্তবন্ধং
নৈবাত্মনো ভক্তকৃতং তু বন্ধম্ ॥ ৬ ॥
মন্মানসে তামসরাশিঘোরে
কারাগৃহে দুঃখময়ে নিবদ্ধঃ ।
লভস্ব হে চৌর! হরে! চিরায়
স্বচৌর্যদোষোচিতমেব দণ্ডম্ ॥ ৭ ॥
কারাগৃহে বস সদা হৃদয়ে মদীয়ে
মদ্ভক্তিপাশদৃঢ়বন্ধন-নিশ্চলঃ সন্ ।
ত্বাং কৃষ্ণ হে! প্রলয়কোটিশতান্তরেঽপি
সর্বস্ব-চৌর হৃদয়ান্নহি মোচয়ামি ॥ ৮ ॥

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী

[১] প্রার্থনা

সুবলসখাধরপল্লব সমুদিতমুগ্ধ মাধুরীলুব্ধাং।
রুচি জিতকাঞ্চনচিত্রাং কাঞ্চনচিত্রাং পিকীং বন্দে ॥ ১ ॥
বৃষরবিজাধরবিম্বী ভলরসপানোৎকমদ্ভুতং ভ্রমরং।
ধৃতশিখিপিঞ্ছকচূলং পীতদুকূলং চিরং নৌমি ॥ ২ ॥
জিতঃ সুধাংশুর্যশসা মমেতি গর্বং মুধা মাবহ গোষ্ঠবীর।
তবারীনারীনয়নাম্বুপালীজিগায়তাস্তং প্রসভং যতোহস্য ॥ ৩ ॥
কুঞ্জে কুঞ্জে পশুপবনিতাবাহিনীভিঃ সমন্তাৎ
স্বৈরং কৃষ্ণঃ কুসুমধনুষোরাজ্যচর্চাং করোতু।
এতৎ প্রার্থ্যং সখি মম যথা চিত্তহারী স ধূর্তো
বদ্ধং চেতস্ত্যজতি কি বা প্রাণমোষং করোতি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ

যিনি সুবলসখা শ্রীকৃষ্ণের অধর-পল্লব সমুদ্ভূত মধুর সুন্দর মাধুর্যে লুব্ধ হয়েছেন এবং যিনি নিজের দেহ-কান্তির প্রভায় সুবর্ণ রুচিকেও পরাজিত করেছেন, সেই কাঞ্চন-কোকিলা স্বরূপা শ্রীরাধিকাকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

যিনি বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধার অধররূপ বিম্বফলের আস্বাদনার্থ উৎসুক, সেই আশ্চর্য ভ্রমররূপী ময়ূরপুচ্ছধারী পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি ॥ ২ ॥

হে গোষ্ঠবীর শ্রীকৃষ্ণ! "আমার যশোরাশি চন্দ্রকে জয় করেছে"—এই বলে মিথ্যা গর্ব আর বহন করো না, যেহেতু তোমার শত্রুদের স্ত্রীগণের নেত্রস্থ অবিচ্ছিন্ন জলধারা ঐ চন্দ্রের পিতা সমুদ্রকে জয় করেছে ॥ ৩ ॥

হে সখি! সেনারূপ গোপপত্নীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জে কুঞ্জে ক্রমশঃ কন্দর্পরাজ্যের আলোচনা করছেন করুন, কিন্তু আমার এই প্রার্থনা যে,

চিত্তচৌর মূর্ত শ্রীকৃষ্ণ যদি প্রাণ চুরি করেন তাতে কষ্ট নেই, কিন্তু যেন বদ্ধ মনকে ত্যাগ না করেন ॥ ৪ ॥

[২] শ্রীশ্রীশচীসূন্বষ্টকম্

হরির্দৃষ্ট্বা গোষ্ঠে মুকুর গতমাত্মানমতুলং
স্বমাধুর্যং রাধাপ্রিয়তরসখী বাপ্তুমভিতঃ।
অহো গৌড়ে জাতঃ প্রভুরপরগৌরৈক-তনুভাক্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ১ ॥
পুরীদেবস্যান্তঃ প্রণয়মধুনা স্নানমধুরো
মুহুর্গোবিন্দোদ্যদ্বিশদ-পরিচর্যার্চিতপদঃ।
স্বরূপস্য প্রাণার্বুদ-কমল-নীরাজিতমুখঃ
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ২ ॥
দধানঃ কৌপীনং তদুপরি বহির্বস্ত্রমরুণং
প্রকাণ্ডো হেমাদ্রি-দ্যুতিভিরভিতঃ সেবিততনুঃ।
মুদা গায়ন্নুচ্চৈর্নিজমধুর-নামাবলিমসৌ
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৩ ॥
অনাবেদ্যাং পূর্বৈরপি মুনিগণৈর্ভক্তি-নিপুণৈঃ
শ্রুতের্গূঢ়াং প্রেমোজ্জ্বলরস-ফলাং ভক্তিলতিকাম্।
কৃপালুস্তাং গৌড়ে প্রভুরতিকৃপাভিঃ প্রকটয়ন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৪ ॥
নিজত্বে গৌড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমান্
হরেকৃষ্ণেত্যেবং গণন-বিধিনা কীর্তয়ত ভোঃ।
ইতিপ্রায়াং শিক্ষাং জনক ইব তেভ্যঃ পরিদিশন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৫ ॥

পুরঃ পশ্যন্ নীলাচলপতিমুরুপ্রেম-নিবহৈঃ
ক্ষরন্নেত্রাম্ভোভিঃ স্নপিত-নিজদীর্ঘোজ্জ্বল-তনুঃ।
সদা তিষ্ঠন্ দেশে প্রণয়ি-গরুড়স্তম্ভ-চরমে
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন-শরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৬ ॥
মুদা দন্তৈর্দষ্টা দ্যুতিবিজিত-বন্ধূকমধরং
করং কৃত্বা বামং কটি-নিহিতমন্যং পরিলসন্।
সমুত্থাপ্য প্রেম্না গণিত-পুলকো নৃত্যকুতুকী
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৭ ॥
সরিত্তীরারামে বিরহ-বিধুরো গোকুলবিধো-
র্নদীমন্যাং কুর্বন্নয়ন-জলধারাবিততিভিঃ।
মুহুর্মূর্চ্ছাং গচ্ছন্মৃতকমিব বিশ্বং বিরচয়ন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥ ৮ ॥
শচীসূনোরস্যাষ্টকমিদমভীষ্টং বিরচয়ৎ
সদা দৈন্যোদ্রেকাদতিবিশদ-বুদ্ধিঃ পঠতি যঃ।
প্রকামং চৈতন্যঃ প্রভুরতিকৃপাবেশবিবশঃ
পৃথু প্রেমাম্ভোধৌ প্রথিতরসদে মজ্জয়তি তম্ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ

যে হরি (শ্রীকৃষ্ণ) দর্পণগত আপনার নিরুপম শ্রীঅঙ্গ দর্শন করে প্রেয়সী সখী শ্রীমতী রাধিকার মতো আত্ম-মাধুর্যকে সর্বতোভাবে আপনাতে অনুভব করবার নিমিত্ত গৌড়দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আহা (কি আশ্চর্য) যে প্রভু শ্রীমতী রাধিকার গৌরকান্তি দ্বারা স্বয়ং স্বীয় শরীরের সুন্দর গৌরবর্ণত্ব স্বীকার করেছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্বার আমার নয়ন-পথ প্রাপ্ত হবেন? ১ ॥

যিনি পুরীদেব অর্থাৎ শ্রীল ঈশ্বরপুরী গোস্বামীর অন্তঃকরণস্থিত প্রেম-মধুতে স্নাত হয়ে তাঁর প্রতি স্নেহবিশিষ্ট এবং গোবিন্দ নামক কোন ভক্ত কর্তৃক মুহুর্মুহুঃ প্রকাশমানা নির্মলা পরিচর্যা দ্বারা যাঁর শ্রীচরণদ্বয় নিরন্তর সেবিত এবং শ্রীস্বরূপগোস্বামীর অসংখ্য প্রাণপদ্ম দ্বারা যাঁর শ্রীমুখ নীরাজিত হয়েছিল, সেই শচীনন্দন কি পুনর্বার আমার নয়ন-পথ প্রাপ্ত হবেন? ২ ॥

যিনি পরমেশ্বর হয়েও ভক্তশিক্ষার নিমিত্ত স্বয়ং কৌপীন এবং তদুপরি অরুণবর্ণ বহির্বাস ধারণ করেছিলেন এবং যাঁর আকৃতি অতি উচ্চ এবং সুমেরু পর্বতের কান্তি-কর্তৃক সর্বতোভাবে সেবিত (অর্থাৎ যাঁর গলিত সুবর্ণ-সদৃশ শরীরের শোভা দর্শন করে সুমেরু আপন শরীরের সৌন্দর্যভিমান পরিত্যাগ করে আপন কান্তি দ্বারা যাঁর শ্রীঅঙ্গের কান্তিকে সেবা করেছে) এবং যিনি এইরূপ বেশ ধারণ করে উচ্চৈঃস্বরে স্বীয় মধুর নামসমূহ অতি আহ্লাদে গান করে ভক্তের মতো ভ্রমণ করেছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্বার আমার নয়ন-পথ প্রাপ্ত হবেন? ৩ ॥

পূর্ব পূর্ব মুনিগণ ভক্তি নিপুণতায়ও যাঁর সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করতে পারেননি এবং শ্রুতিগণ যাঁকে অমূল্য রত্নের মতো গোপন করে রেখেছিলেন এবং উজ্জ্বল প্রেমরস যাঁর ফল—এমন ভক্তিলতা যিনি গৌড়দেশে অতি কৃপায় বিস্তার করে পরম কৃপালু হয়েছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্বার আমার নয়ন-পথ প্রাপ্ত হবেন? ৪ ॥

যিনি আমার স্মরণ-পথে সর্বদা বিদ্যমান গৌড়ীয়-জনগণকে সংসারের মধ্যে আত্মীয়রূপে স্বীকার করে গণন-বিধি দ্বারা অর্থাৎ সংখ্যা করে তাঁদের দ্বারা "হরে কৃষ্ণ" এই প্রকার হরিনাম-কীর্তন করিয়েছিলেন এবং যিনি গৌড়দেশীয় জনসমূহকে পিতার মতো এইরকম প্রিয়শিক্ষা উপদেশ দিয়েছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্বার আমার নয়ন-পথ প্রাপ্ত হবেন? ৫ ॥

যিনি প্রণয়িগরুড়-স্তম্ভের চরমদেশে অর্থাৎ পশ্চাদ্দেশে সর্বদা অবস্থান করত সম্মুখবর্তী নীলাচলপতি শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করে মহাপ্রেমসমূহ দ্বারা ক্ষরিত নয়ননীর-নিকরে স্বকীয় দীর্ঘোজ্জ্বল তনু স্নপিত করেছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্বার আমার নয়ন-পথ প্রাপ্ত হবেন? ৬ ॥

যে অধরের কান্তি দ্বারা বন্ধুক (রক্তবর্ণ পুষ্প-বিশেষ) পরাজয় প্রাপ্ত হয়, সেই স্বীয় অধরকে দন্তসমূহ দ্বারা আবরণ করত স্বীয় বামহস্ত কটিতটে অর্পণ করে যিনি অপর দক্ষিণ হস্ত উত্তোলনপূর্বক ভঙ্গি দ্বারা চালন করত হর্ষ-সহকারে নর্তন-কৌতুক বিশিষ্ট হয়েছিলেন এবং মাথুরবিরহিণী শ্রীরাধার ভাব হেতু যিনি অসংখ্য রোমাঞ্চ ধারণ করেছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্বার আমার নয়ন-পথ প্রাপ্ত হবেন? ৭ ॥

যিনি নদীর তীরস্থ উপবনে গোকুলবিধুর (কৃষ্ণচন্দ্রের) বিরহে ব্যাকুল হয়ে নয়ন জলধারা-সমূহে অন্য একটি নদী নির্মাণ করিয়েছিলেন এবং যিনি বারংবার মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হয়ে তত্রস্থ জনসমূহকে মৃতকের মতো অচেতন করেছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্বার আমার নয়ন-পথ প্রাপ্ত হবেন? ৮ ॥

যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ-বুদ্ধি হয়ে দৈন্যাতিশয়-সহকারে স্বীয় অভীষ্টপ্রদ শ্রীশচীনন্দনের এই অষ্টক পাঠ করেন, শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর প্রতি কৃপাবিষ্ট হয়ে তাঁকে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক রসের আস্বাদন-স্বরূপ বিস্তীর্ণ প্রেম-সমুদ্রে নিমগ্ন করেন ॥ ৯ ॥

[৩] শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকম্

রসবলিত-মৃগাক্ষী-মৌলিমাণিক্য-লক্ষ্মীঃ
প্রমুদিত-মুরবৈরি-প্রেমবাপী-মরালী ।
ব্রজবর-বৃষভানোঃ পুণ্য-গীর্বাণবল্লী
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ১ ॥
স্ফুরদরুণ-দুকূল-দ্যোতিতোদ্যন্নিতম্ব-
স্থলমভি বরকাঞ্চী-লাস্যমুল্লাসয়ন্তী ।
কুচকলস-বিলাস-স্ফীত-মুক্তাসর-শ্রীঃ
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ২ ॥

সরসিজবর-গর্ভাখর্ব-কান্তিঃ সমুদ্যৎ
তরুণিম-ঘনসারাশ্লিষ্ট-কৈশোর-সীধুঃ ।
দর-বিকশিত-হাস-স্যন্দি-বিম্বাধরাগ্রা
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৩ ॥
অতি-চটুলতরং তং কাননান্তর্মিলন্তং
ব্রজ-নৃপতি-কুমারং বীক্ষ্য শঙ্কাকুলাক্ষী ।
মধুর-মৃদুবচোভিঃ সংস্তুতা নেত্রভঙ্গ্যা
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৪ ॥
ব্রজকুল-মহিলানাং প্রাণভূতাখিলানাং
পশুপপতি-গৃহিণ্যাঃ কৃষ্ণবৎ প্রেমপাত্রম্ ।
সুললিত-ললিতান্তঃস্নেহ-ফুল্লান্তরাত্মা
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৫ ॥
নিরবধি সবিশাখা শাখিযূথ-প্রসূনৈঃ
স্রজমিহ রচয়ন্তী বৈজয়ন্তীং বনান্তে ।
অঘবিজয়-বরোরঃপ্রেয়সী শ্রেয়সী সা
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৬ ॥
প্রকটিত-নিজবাসং-স্নিগ্ধবেণু-প্রণাদৈ-
র্দ্রুতগতি হরিমারাৎ প্রাপ্য কুঞ্জে স্মিতাক্ষী ।
শ্রবণকুহর-কণ্ডুং তন্বতী নম্র-বক্ত্রা
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৭ ॥
অমল-কমলরাজিস্পর্শি-বাত-প্রশীতে
নিজ-সরসি নিদাঘে সায়মুল্লাসিনীয়ম্ ।
পরিজনগণ-যুক্তা ক্রীড়য়ন্তী বকারিং
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৮ ॥

পঠতি বিমলচেতা মৃষ্ট-রাধাষ্টকং যঃ
পরিহৃতনিখিলাশা-সন্ততিঃ কাতরঃ সন্ ।
পশুপপতি-কুমারঃ কামমামোদিতস্তং
নিজ-জনগণ-মধ্যে রাধিকায়াস্তনোতি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ

যিনি সুরসিকা মৃগাক্ষী স্ত্রীগণের শিরোমাণিক্যের শোভাস্বরূপা এবং আনন্দিত মুরবৈরি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমদীর্ঘিকার হংসী, যিনি ব্রজশ্রেষ্ঠ শ্রীবৃষভানুরাজের পবিত্র কল্পলতা-স্বরূপা, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমাকে নিজ দাস্যে অভিষিক্ত করবেন ॥ ১ ॥

রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র সুশোভিত নিতম্বোপরি ইতস্ততঃ দোদুল্যমান ক্ষুদ্র-ঘণ্টিকা দ্বারা যিনি নৃত্য প্রকাশ করছেন এবং কুচ-কুম্ভোপরি সঞ্চলিত সুদীর্ঘ মুক্তামালার দ্বারা যাঁর শোভা সম্পন্ন হচ্ছে, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমায় নিজ দাস্যে অভিষিক্ত করবেন ॥ ২ ॥

যাঁর মধ্যদেশ উৎকৃষ্ট পদ্ম-কর্ণিকার মতো অত্যন্ত কান্তিবিশিষ্ট, যাঁর কৈশোরামৃত সমুজ্জ্বল তারুণ্যরূপ কর্পূর দ্বারা মিশ্রিত হয়েছে এবং যাঁর বিম্বাধরাগ্র ঈষৎ-প্রকাশিত হাস্য-রস বিস্তার করছে, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমাকে নিজ দাস্যে অভিষিক্ত করবেন ॥ ৩ ॥

কাননাগত অতি চপল সেই ব্রজরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে যাঁর নেত্রদ্বয় শঙ্কাকুল হয়েছে এবং যিনি নেত্রভঙ্গি বিস্তার করে সুমধুর মৃদুবাক্য দ্বারা কৃষ্ণকে স্তব করে থাকেন, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমায় নিজদাস্যে অভিষিক্ত করবেন ॥ ৪ ॥

যিনি নিখিল ব্রজমহিলাগণের প্রাণ-স্বরূপা এবং নন্দরাজ-পত্নী যশোদাদেবীর কৃষ্ণ-তুল্য স্নেহের পাত্রী, যাঁর অন্তরাত্মা ললিতা-সখীর সুললিত আন্তরিক স্নেহে প্রফুল্লিত হয়, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমাকে নিজ দাস্যে অভিষিক্ত করবেন ॥ ৫ ॥

এই বনমধ্যে যিনি নিরন্তর বিশাখার সঙ্গে নানা বৃক্ষের বিবিধ পুষ্প দ্বারা বৈজয়ন্তী-মালা রচনা করছেন, যিনি শ্রেয়সী অর্থাৎ মঙ্গলস্বরূপা, অতএব অঘবিজেতা শ্রীকৃষ্ণের উৎকৃষ্ট বক্ষঃস্থলে পরম প্রেয়সীরূপা হয়েছেন, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমায় নিজ দাস্যে অভিষিক্ত করবেন ॥ ৬ ॥

যিনি বেণুধ্বনি শ্রবণপূর্বক কুঞ্জমধ্যে কৃতনিবাস শ্রীকৃষ্ণের কাছে দ্রুত গমন করে নেত্রদ্বয় ঈষৎ উন্মীলন করত নত-বদনা হয়ে কর্ণ-কুহরে কণ্ডূয়ণ বিস্তার করেছিলেন, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমাকে নিজ দাস্যে অভিষিক্ত করবেন ॥ ৭ ॥

নির্মল পদ্মরাজি-সংস্পর্শশীল বায়ুদ্বারা সুশীতল নিজ সরোবর রাধাকুণ্ডে যে শ্রীরাধিকা গ্রীষ্ম-সময়ের সায়ংকালে পরমানন্দ লাভ করত সখীগণ-পরিবেষ্টিত হয়ে বকাসুরবিনাশী শ্রীকৃষ্ণকে ক্রীড়া করাচ্ছেন, সেই শ্রীরাধিকা কবে আমায় নিজ দাস্যে অভিষিক্ত করবেন ॥ ৮ ॥

যিনি নিখিল আশা-পরম্পরা পরিত্যাগ করত কাতরস্বভাবে নির্মল-চিত্ত হয়ে এই পরিশুদ্ধ শ্রীরাধিকাষ্টক পাঠ করেন, গোপরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত হৃষ্ট হয়ে তাঁকে শ্রীরাধিকার নিজগণ-মধ্যে পরিগণিত করেন ॥ ৯ ॥

[৪] শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকম্

বৃষভদনুজ-নাশান্নর্ম-ধর্মোক্তিরঙ্গৈ-
র্নিখিল-নিজসখীভির্যৎ স্বহস্তেন পূর্ণম্ ।
প্রকটিতমপি বৃন্দারণ্যরাজ্ঞা প্রমোদৈ-
স্তদতি সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ১ ॥
ব্রজভুবি মুরশত্রোঃ প্রেয়সীনাং নিকামৈ-
রসুলভমপি তূর্ণং প্রেমকল্পদ্রুমং তম্ ।
জনয়তি হৃদি ভূমৌ স্নাতুরুচ্চৈঃ প্রিয়ং যৎ
তদতি সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ২ ॥

অঘরিপুরপি যত্নাদত্র দেব্যাঃ প্রসাদ
প্রসর কৃতকটাক্ষ প্রাপ্তিকামঃ প্রকামং।
অনুসরতি যদুচ্চৈঃ স্নানসেবানুবন্ধৈ-
স্তদতি সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৩ ॥
ব্রজভুবন সুধাংশোঃ প্রেমভূমির্নিকামং
ব্রজমধুর-কিশোরী-মৌলিরত্ন প্রিয়েব।
পরিচিতমপি নাম্না যচ্চ তেনৈব তস্যা
স্তদতি সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৪ ॥
অপি জন ইহ কশ্চিদ্ যস্য সেবাপ্রসাদৈঃ
প্রণয়সুরলতা স্যাত্তস্য গোষ্ঠেন্দ্রসূনোঃ।
সপদি কিল মদীশা-দাস্য-পুষ্প-প্রশস্যা
তদতি সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৫ ॥
তট-মধুর-নিকুঞ্জাঃ ক্লিপ্তনামান উচ্চৈ-
র্নিজপরিজনবর্গৈঃ সংবিভজ্যাশ্রিতাস্তৈঃ।
মধুকর-রুত-রম্যা যস্য রাজন্তি কাম্যা-
স্তদতি সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৬ ॥
তটভুবি বরবেদ্যাং যস্য নর্মাতিহৃদ্যাং
মধুরমধুরবার্তাং গোষ্ঠচন্দ্রস্য ভঙ্গ্যা।
প্রথয়তি মিথ ঈশা প্রাণসখ্যালিভিঃ সা
তদতি সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৭ ॥
অনুদিনমতিরঙ্গৈঃ প্রেমমত্তালি সংঘৈ-
র্বরসরসিজ-গন্ধৈর্হারি-বারিপ্রপূর্ণে।
বিহরত ইহ যস্মিন্ দম্পতী তৌ প্রমত্তৌ
তদতি সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৮ ॥

অবিকলমতি দেব্যাশ্চারুকুণ্ডাষ্টকং যঃ
পরিপঠতি তদীয়োল্লাসি দাস্যার্পিতাত্মা।
অচিরমিহ শরীরে দর্শয়ত্যেব তস্মৈ
মধুরিপুরতিমোদৈঃ শ্লিষ্যমাণাং প্রিয়াং তাম্ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ

যে রাধাকুণ্ড বৃন্দাবনাধীশ্বর শ্রীনন্দনন্দন কর্তৃক আমোদপূর্বক প্রকাশিত হলেন, বৃষাসুরনাশ হেতু পরিহাসগর্ভ বাক্যে রঙ্গ করতে করতে নিজের সমস্ত সখীগণ-কর্তৃক স্বহস্ত আনীত জলদ্বারা পূর্ণ হয়েছে এবং যা অতিশয় রমণীয়, সেই রাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হোন ॥ ১ ॥

যে রাধাকুণ্ড স্নাতৃজনের হৃদয়প্রদেশে শীঘ্র প্রসিদ্ধ প্রেমরূপ কল্পদ্রুম উৎপাদন করছেন, যে প্রেমবৃক্ষ ব্রজভূমি তথা মুরনাশন শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীসমূহ কর্তৃকও অসুলভ এবং যে রাধাকুণ্ড অতিশয় প্রিয়, সেই রাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হোন ॥ ২ ॥

অন্যের কথা কি বলব, স্বয়ং অঘশত্রু শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নাতিশয় হেতু শ্রীরাধাকর্তৃক প্রকাশিত কটাক্ষের প্রাপ্তি বিষয়ে অভিলাষী হয়ে স্নানসেবানুবর্তন হেতু যে রাধাকুণ্ডের অনুসরণ করছেন, সেই অতিশয় কমনীয় রাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হোন ॥ ৩ ॥

ব্রজের মধুর-কিশোরী গোপসুন্দরীদিগের মস্তকস্থিত রত্নস্বরূপা প্রিয়া রাধিকার ন্যায় যে রাধাকুণ্ড ব্রজভুবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রেমাস্পদ এবং শ্রীরাধার নাম দ্বারা সঙ্কেতিত হয়ে যে কুণ্ড শ্রীকৃষ্ণের পরিচিত হয়েছে, সেই অতিরম্য রাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হোন ॥ ৪ ॥

এই সংসারে বিবেকাদি শূন্য যে কেউ রাধাকুণ্ডের সেবাজনিত প্রসাদে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাস্পদরূপ কল্পলতা হয়, যে কল্পলতা মদীশ্বরী শ্রীরাধার দাস্যরূপ পুষ্প দ্বারা শোভিত, অতএব সকলের প্রশংসনীয়, এইরকম গুণান্বিত অতি মনোরম রাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হোন ॥ ৫ ॥

স্বীয় পরিজনবর্গ অর্থাৎ ললিতাদি সখীগণ কর্তৃক স্থাপিত নাম অর্থাৎ পূর্বতটে চিত্রাসুখদ অগ্নিকোণে ইন্দুলেখাসুখদ ইত্যাদি রূপে সমস্তদিকে সেই সেই নামেতে বিখ্যাত এবং বিভাগ করে পরিজনবর্গ কর্তৃক আশ্রিত, এবং ভ্রমর-গুঞ্জন হেতু রমণীয়, অতএব সকলেরই বাঞ্ছনীয় তটস্থিত শৃঙ্গাররসোদ্দীপক যে রাধাকুণ্ডের নিকুঞ্জসমূহ দীপ্তি পাচ্ছে, সেই অতি কমনীয় রাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হোন ॥ ৬ ॥

যে রাধাকুণ্ডের বেদীবিশিষ্ট তটস্থানে ঈশ্বরী রাধিকাদেবী প্রাণসখীদের সঙ্গে গোষ্ঠচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় মধুর বাক্য ভঙ্গিক্রমে বলছেন, সেই সর্বজন মনোহর রাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হোন ॥ ৭ ॥

মনোহর জলপূর্ণ যে রাধাকুণ্ডে সেই প্রমত্ত দম্পতি রাধাকৃষ্ণযুগল প্রতিদিন পদ্মগন্ধ বিরাজিত, প্রেমমত্ত সখীগণের সঙ্গে অতিরঙ্গে বিহার করছেন, সেই অতি রম্য রাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হোন ॥ ৮ ॥

যে ব্যক্তি সেই শ্রীরাধার দাস্যকর্মে আত্মসমর্পণপূর্বক স্থিরবুদ্ধি হয়ে শ্রীরাধার মনোহর রাধাকুণ্ডাষ্টক সর্বতোভাবে পাঠ করেন, তাঁকে এই সাধক শরীরেই শীঘ্র সেই মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণ আহ্লাদিত হয়ে পরমহর্ষযুতা প্রেয়সী শ্রীরাধাকে দেখিয়ে দেন ॥ ৯ ॥

[৫] শ্রীশ্রীগোবর্ধনবাস-প্রার্থনা দশকম্

নিজপতি-ভুজদণ্ড-চ্ছত্রভাবং প্রপদ্য
প্রতিহত-মদধৃষ্টোদ্দণ্ড-দেবেন্দ্রগর্ব ।
অতুল-পৃথুল-শৈলশ্রেণীভূপ প্রিয়ং মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্ধন ত্বম্ ॥ ১ ॥

প্রমদ-মদন-লীলাঃ কন্দরে-কন্দরে তে
রচয়তি নবযূনোর্দ্বন্দ্বমস্মিন্নমন্দম্ ।
ইতি কিল কলনার্থং লগ্নকস্তদ্দ্বয়োর্মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্ধন ত্বম্ ॥ ২ ॥

অনুপম-মণিবেদী-রত্নসিংহাসনোর্বী-
রুহঝর-দরশানুদ্রোণি-সংঘেষু রঙ্গৈঃ ।
সহবলসখিভিঃ সংখেলয়ন্ স্বপ্রিয়ং মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্ধন ত্বম্ ॥ ৩ ॥

রসনিধিনবযূনোঃ সাক্ষিণীং দানকেলে-
র্দ্যুতিপরিমলবিদ্ধাং শ্যামবেদীং প্রকাশ্য ।
রসিকবরকুলানাং মোদমাস্ফালয়ন্মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্ধন ত্বম্ ॥ ৪ ॥

হরিদয়িতপূর্বং রাধিকাকুণ্ডমাত্ম-
প্রিয়সখমিহ কণ্ঠে নর্মণালিঙ্গ্য গুপ্তঃ ।
নবযুবযুগখেলাস্তত্র পশ্যন্ রহো মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্ধন ত্বম্ ॥ ৫ ॥

স্থল-জল-তল শষ্পৈর্ভূরুহচ্ছায়য়া চ
প্রতিপদমনুকালং হন্ত সংবর্দ্ধয়ন্ গাঃ ।
ত্রিজগতি নিজগোত্রং সার্থকং খ্যাপয়ন্মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্ধন ত্বম্ ॥ ৬ ॥

সুরপতিকৃত-দীর্ঘদ্রোহতো গোষ্ঠরক্ষাং
তব নব-গৃহরূপ স্যান্তরে কুর্বতৈব ।
অঘবকরিপুণোর্চৈর্দত্তমান দ্রুতং মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্ধন ত্বম্ ॥ ৭ ॥

গিরিনৃপ! হরিদাস-শ্রেণিবর্যেতি-নামা-
মৃতমিদমুদিতং শ্রীরাধিকাবক্ত্রচন্দ্রাৎ ।
ব্রজনব-তিলকত্বে কপ্ত বেদৈঃ স্ফুটং মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্ধন ত্বম্ ॥ ৮ ॥

নিজজন-যুতরাধাকৃষ্ণমৈত্রীরসাক্ত-
ব্রজনর-পশু-পক্ষি-ব্রাতসৌখ্যৈকদাতঃ ।
অগণিত-করুণত্বান্মামুরীকৃত্য তান্তং
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্ধন ত্বম্ ॥ ৯ ॥
নিরুপধি-করুণেন শ্রীশচীনন্দনেন
ত্বয়ি কপটি-শঠোঽপি ত্বৎপ্রিয়েণার্পিতোঽস্মি ।
ইতি খলু মম যোগ্যাযোগ্যতাং তামগৃহ্নন্
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্ধন ত্বম্ ॥ ১০ ॥
রসদ-দশকমস্য শ্রীল-গোবর্ধনস্য
ক্ষিতিধর-কুলভর্তুর্যঃ প্রযত্নাদধীতে ।
স সপদি সুখদেঽস্মিন্ বাসমাসাদ্য সাক্ষা-
চ্ছুভদ-যুগলসেবারত্নমাপ্নোতি তূর্ণম্ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ

হে গোবর্ধন! আমাকে অতিশয় প্রিয় ও অভীষ্ট (শ্রীরাধাকুণ্ড তটে) তোমার নিকট বাস দান কর। তুমি শ্রীকৃষ্ণের হস্তরূপ-দণ্ডের ছত্রভাব প্রাপ্ত হয়ে মদমত্ত এবং উদ্ধত দেবরাজ ইন্দ্রের অহঙ্কার চূর্ণ করেছ এবং বৃহৎ বৃহৎ গিরিসমূহের রাজা হয়েছ ॥ ১ ॥

হে গোবর্ধন! রাধাকৃষ্ণযুগল তোমার প্রতি কন্দরে, আহ্লাদের সঙ্গে উৎকর্টরূপে রতিক্রীড়া করছেন, এই জন্য আমিও সেই রাধাকৃষ্ণযুগল দর্শনার্থ উৎসুক হয়েছি, অতএব আমাকে তোমার নিকট বাস দান কর ॥ ২ ॥

হে গোবর্ধন! তুমিও নিরুপম সুখ অনুভব করছ, যেহেতু উৎকৃষ্ট মণিময় বেদীরূপ সিংহাসনে এবং বৃক্ষের নীচে, গর্তে ও সমান দেশে কাষ্ঠাম্বুবাহিনী সমূহে শ্রীকৃষ্ণকে সখীগণের সঙ্গে রঙ্গ ক্রীড়া করাচ্ছ। তুমি আমাকে আমার নিতান্ত প্রীতিকর তোমার নিকট বাস প্রদান কর ॥ ৩ ॥

হে গোবর্ধন! আমাকে তোমার নিকট বাস দান কর। তুমি রসিকশ্রেষ্ঠ রাধাকৃষ্ণের দানক্রীড়ার সাক্ষীস্বরূপ এবং কান্তিমতী ও সুগন্ধি শ্যামবেদী প্রকাশ করে রসিক কৃষ্ণভক্তগণের আনন্দ বর্ধন করছ ॥ ৪ ॥

হে গোবর্ধন! তুমি আমাকে তোমার নিজের নিকট সেইরকম স্থান দান কর, যে স্থানে তুমি নিজের অতীব প্রিয় রাধাকুণ্ডকে কৌতুকবশতঃ আলিঙ্গনপূর্বক গুপ্তভাবে অবস্থান করে নির্জনে নব-যুবযুগলের লীলা দেখছ ॥ ৫ ॥

হে গোবর্ধন! তুমি স্থল, জল, তল, ঘাস এবং বৃক্ষচ্ছায়া এই সকলের দ্বারা গো-সকলকে সংবর্ধনা করতঃ ত্রিভুবনে নিজের নাম খ্যাপন করছ। অতএব আমাকে তোমার নিজের নিকট বাস প্রদান কর, তাহলে গোচারণপর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কোন না কোন কালে আমার অবশ্যই দেখা হবে ॥ ৬ ॥

হে গোবর্ধন! অঘাসুর-বকাসুরশত্রু শ্রীকৃষ্ণ নবগৃহ স্বরূপ তোমার মধ্যস্থানে স্বকীয় গোষ্ঠকে ইন্দ্রদ্রোহ থেকে রক্ষা করতঃ তোমার মান সংবর্দ্ধন করেছেন। অতএব আমাকে তোমার নিকট নিবাস প্রদান কর ॥ ৭ ॥

হে গিরিরাজ! যখন শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্র থেকে "হে অবলাগণ! এই পর্বত হরিদাসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ" এই ভাগবতীয় পদ্যে তোমার নামরূপ অমৃত প্রকাশ পেয়েছে, তখন তুমি বেদাদিসমূহ শাস্ত্র কর্তৃক ব্রজের নতুন তিলক স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছ, অতএব আমার এই প্রার্থনা যে তুমি আমাকে নিজ নিকটে বাস প্রদান কর ॥ ৮ ॥

হে গোবর্ধন! তুমি সখীগণবেষ্টিত রাধাকৃষ্ণের মিত্রতারূপ রসযুক্ত যে সমস্ত ব্রজস্থিত নর, পশু, পক্ষিসমূহ, তাদের একমাত্র সুখদাতা। অতএব এইরকম দয়ালু স্বভাববশতঃ অতিশয় দীন আমাকেও অঙ্গীকার করে তোমার নিজ নিকটে নিবাস প্রদান কর ॥ ৯ ॥

হে গোবর্ধন! যদিও তোমার যোগ্যাযোগ্য পাত্রভেদে নিজ নিকটে বাস দানে আপত্তি থাকে, তবে সে আশঙ্কাও নেই, যেহেতু কপটী এবং শঠ

হয়েও আমি তোমার অতিশয় প্রিয় সেই পরমদয়াল শ্রীশচীনন্দন কর্তৃক তোমাতে সমর্পিত হয়েছি। সুতরাং আমার যোগ্যতা-অযোগ্যতা সম্বন্ধে কিছু বিচার না করে নিজ নিকটে নিবাস প্রদান কর ॥ ১০ ॥

যে ব্যক্তি মহীধরপতি গোবর্ধনের রসপ্রদ এই দশটি শ্লোক যত্নপূর্বক অধ্যয়ন করেন, তিনি শীঘ্রই সুখপ্রদ এই গোবর্ধনে বাস লাভ করে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পদসেবা রূপ সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন ॥ ১১ ॥

শ্রীল রূপ গোস্বামী

[১] শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকম্

উপাসিত-পদাম্বুজস্তমনুরক্ত-রুদ্রাদিভিঃ
প্রপদ্য পুরুষোত্তমং পদমদভ্রমুদ্রাজিতঃ ।
সমস্ত-নত-মণ্ডলী-স্ফুরদভীষ্ট-কল্পদ্রুমঃ
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥ ১ ॥
নু বর্ণয়িতুমীশতে গুরুতরাবতারায়িতা
ভবন্তমুরুবুদ্ধয়ো ন খলু সার্বভৌমাদয়ঃ ।
পরোভবতু তত্র কঃ পটুরতো নমস্তে পরং
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥ ২ ॥
ন যৎ কথমপি শ্রুতাবুপনিষদ্ভিরপ্যাহিতং
স্বয়ঞ্চ বিবৃতং ন যদ্গুরুতরাবতারান্তরে ।
ক্ষিপন্নসি রসাম্বুধে তদিহ ভক্তিরত্নং ক্ষিতৌ
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥ ৩ ॥
নিজ প্রণয়বিস্ফুরন্নটনরঙ্গ বিস্মাপিত
ত্রিনেত্র নতমণ্ডল প্রকটিতানুরাগামৃত ।

অহঙ্কৃতি কলঙ্কিতোদ্ধতজনাদি দুর্বোধ হে
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥ ৪ ॥
ভবন্তি ভুবি যে নরাঃ কলিত-দুষ্কুলোৎপত্তয়-
স্ত্বমুদ্ধরসি তানপি প্রচুর-চারু-কারুণ্যতঃ ।
ইতি প্রমুদিতান্তরঃ শরণমাশ্রিতস্ত্বামহং
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥ ৫ ॥
মুখাম্বুজ-পরিস্খলন্মৃদুলবাঙ্মধুলীরস
প্রসঙ্গ-জনিতাখিল-প্রণত-ভৃঙ্গরঙ্গোৎকর ।
সমস্ত-জনমঙ্গল-প্রভব-নাম-রত্নাম্বুধে
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥ ৬ ॥
মৃগাঙ্কমধুরানন-স্ফুরদনিদ্র-পদ্মেক্ষণ
স্মিতস্তবক-সুন্দরাধর বিশঙ্কটোরস্তট ।
ভুজোদ্ধত-ভুজঙ্গম-প্রভা মনোজ-কোটিদ্যুতে
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥ ৭ ॥
অহঙ্কনক-কেতকী-কুসুমগৌরদুষ্টঃ ক্ষিতৌ
ন দোষলবদর্শিতা বিবিধদোষ-পূর্ণেঽপি তে ।
অতঃ প্রবণয়া ধিয়া কৃপণবৎসল ত্বাং ভজে
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥ ৮ ॥
ইদং ধরণিমণ্ডলোৎসব ভবৎপদাঙ্কেষু যে
নিবিষ্ট-মনসো নরাঃ পরিপঠন্তি পদ্যাষ্টকম্ ।
শচীহৃদয়নন্দন প্রকটকীর্তিচন্দ্রপ্রভো
নিজপ্রণয়নির্ভরং বিতর দেবতেভ্যঃ শুভম্ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ

হে শচীনন্দন! হে প্রভো! হে মুকুন্দ! তুমি আমাকে কৃপা কর। প্রকট স্বরূপ তোমাকে অন্যত্র অন্বেষণ করছিলাম, অতএব আমি মন্দ। তোমার অনুরক্ত রুদ্রাদি দেবতা আচার্যাদিরূপে তোমার পাদপদ্ম উপাসনা করছেন। পুরুষোত্তম স্থান প্রাপ্ত হয়ে তুমি অতি শ্রেষ্ঠরূপে বিদ্যোতমান হয়েছ। তুমি সমস্ত প্রণত জীবের অভীষ্টদাতারূপ কল্পবৃক্ষ হয়ে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়েছ। আমি তোমার শরণাপন্ন হলাম ॥ ১ ॥

দত্তাত্রেয়, বাদরায়ণ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ মুনিগণের অবতার স্বরূপ যাঁদের আচরণ, সেই পরম বুদ্ধিশালী সার্বভৌমাদি তোমার স্তব বর্ণনে যখন শক্ত হননি, তখন অন্য কেই বা সেই কার্যে সমর্থ হবে? অতএব হে শচীসুত! হে প্রভো! হে মুকুন্দ! আমি প্রণতিপূর্বক তোমার শরণাপন্ন হলাম, তুমি আমাকে কৃপা কর ॥ ২ ॥

বেদ শাস্ত্রে উপনিষদগণও যে বিশুদ্ধ ভক্তিরত্নের স্পষ্ট বর্ণনা করেননি এবং স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্রও ব্যাসাদি গুরুতরাবতারে যার স্পষ্ট বিবরণ দেননি, সেই অতি গোপনীয় রসসমুদ্রের ভক্তিরত্ন তুমি পৃথিবীতে ধান্যরাশির মতো নিক্ষেপ করছ, অতএব তোমার তুল্য আর কৃপালু কেউই নেই। হে শচীসুত! হে প্রভো! হে মুকুন্দ! এই মন্দজীব যে আমি, আমাকে কৃপা কর ॥ ৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ যে তুমি, তোমার নিজ প্রণয় দ্বারা উদিত নৃত্যরঙ্গ দর্শন করে শিবাবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন। সমস্ত ভক্তমণ্ডলের কাছে তোমার অনুরাগামৃত স্বরূপ প্রকট হয়েছে। জাতিবিদ্যাদি অহঙ্কারজনিত লাঞ্ছনা দ্বারা যারা মোহিত তুমি তাদের বোধগম্য নও। এমন যে শচীনন্দন তুমি হে প্রভো! হে মুকুন্দ! ক্ষুদ্র বুদ্ধিস্বরূপ আমাকে কৃপা কর ॥ ৪ ॥

জগতে যারা দুষ্কুলে জন্মগ্রহণ করেছে তুমি প্রচুর কমনীয় কারুণ্যবশতঃ তাদের সকলকে উদ্ধার করেছ। এই সংবাদ দ্বারা অত্যন্ত আনন্দিত অন্তঃকরণে তোমার শরণাপন্ন হলাম। হে শচীসুত! হে প্রভো! হে মুকুন্দ! অতি মন্দ যে আমি, আমাকে কৃপা কর ॥ ৫ ॥

তোমার মুখাব্জ থেকে স্খলিত কোমল বাক্য-মকরন্দ দ্রব প্রসঙ্গ দ্বারা অখিল ভক্ত ভৃঙ্গসমূহের বিস্ময়পদরূপে উদিত হয়েছ। তুমি সমস্ত জনগণের মঙ্গলপ্রসূ নামরত্নের সমুদ্র স্বরূপ। হে শচীসুত! হে প্রভো! হে মুকুন্দ! অত্যন্ত মন্দ যে আমি, আমাকে কৃপা কর ॥ ৬ ॥

তোমার আনন্দ বিস্তারি মুখচন্দ্র থেকে প্রফুল্ল কমল নেত্রদ্বয় স্ফূর্তি লাভ করছে। তোমার মন্দ মন্দ হাসিযুক্ত সুন্দর অধর ও বিশাল বক্ষঃস্থল শোভা পাচ্ছে। উদ্ধত ভুজঙ্গের মতো ভুজদ্বয় নয়নানন্দ বর্ধন করছে। হে কোটিচন্দ্রদ্যুতিমান শচীসুত! হে প্রভো! হে মুকুন্দ! মন্দ রূপ আমাকে কৃপা কর ॥ ৭ ॥

হে কনক কেতকী কুসুম গৌর! পৃথিবী মধ্যে কামক্রোধাদি দ্বারা আমি দুষ্ট। বিবিধ দোষ-পূর্ণ জনেও তুমি কখনও দোষ দর্শন কর না। সমস্ত দোষ ক্ষমাপূর্বক তুমি দুষ্ট জীবকে উদ্ধার করতে প্রস্তুত আছ। অতএব আমার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ বিশেষ আছে। নম্রবুদ্ধির দ্বারা আমি তোমাকে ভজন করি। হে কৃপণ বৎসল! হে শচীসুত! হে প্রভো! হে মুকুন্দ! এই মন্দজন স্বরূপ আমাকে কৃপা কর ॥ ৮ ॥

হে ধরণিমণ্ডলোৎসব! হে শচীনন্দন! হে প্রকটকীর্তিচন্দ্র! হে প্রভো! যে সকল ব্যক্তি তোমার চরণচিহ্নে নিবিষ্টমনা হয়ে এই পদ্যাষ্টক পাঠ করেন তাঁদের মঙ্গলাত্মক স্বপ্রেম প্রদান কর ॥ ৯ ॥

[২] শ্রীশ্রীরাধিকা-স্তুতিঃ

রাধে জয় জয় মাধবদয়িতে ।
গোকুলতরুণীমণ্ডলমহিতে ॥ ধ্রু ॥ ১ ॥
দামোদর-রতিবর্ধনবেশে ।
হরিনিষ্কুটবৃন্দাবিপিনেশে ॥ ২ ॥
বৃষভানুদধি নবশশিলেখে ।
ললিতাসখি গুণরমিতবিশাখে ॥ ৩ ॥

করুণাং কুরু ময়ি করুণাভরিতে ।
সনক-সনাতনবর্ণিতচরিতে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ

হে রাধে, হে মাধবপ্রিয়ে, হে গোকুলতরুণী-মণ্ডল-পূজিতে, তোমার জয় হোক। হে দামোদররতিবর্ধন-বেশধারিণি, নন্দনন্দনের গৃহারামস্বরূপ বৃন্দাবনের অধীশ্বরি, তুমি বৃষভানুরাজরূপ বারিধির নবোদিত-চন্দ্রলেখাস্বরূপা, তুমি ললিতার প্রিয়সখী এবং সৌহার্দ্য, কারুণ্য, কৃষ্ণানুকূল্যাদি গুণে বিশাখাকেও বশীভূত করিয়াছ, কারুণ্যরসে তুমি সর্বদা পরিপূর্ণ, সনক সনাতনও তোমার গুণবর্ণনা করেন, সম্প্রতি আমাকে করুণা কর।

[৩] শ্রীশ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকম্

নিখিল-শ্রুতি-মৌলিরত্নমালা-
দ্যুতি-নীরাজিত-পাদপঙ্কজান্ত ।
অয়ি! মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি ॥ ১ ॥
জয় নামধেয়! মুনিবৃন্দ গেয়!
জন-রঞ্জনায় পরমক্ষরাকৃতে ।
ত্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং
নিখিলোগ্রতাপ-পটলীং বিলুম্পসি ॥ ২ ॥
যদাভাসোঽপ্যুদ্যন্ কবলিত-ভবধ্বান্ত-বিভবো
দৃশং তত্ত্বান্ধানামপি দিশতি ভক্তি-প্রণয়িনীম্ ।
জনস্তস্যোদাত্তং জগতি ভগবন্নাম-তরণে
কৃতী তে নির্বক্তুং ক ইহ মহিমানং প্রভবতি ॥ ৩ ॥
যদ্ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ-কৃতিনিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ ।

অপৈতি নাম! স্ফুরণেন তত্তে
প্রারব্ধ-কর্মেতি বিরৌতি বেদঃ ॥ ৪ ॥
অঘদমন-যশোদানন্দনৌ নন্দসূনো
কমলনয়ন-গোপীচন্দ্র-বৃন্দাবনেন্দ্রাঃ ।
প্রণতকরুণাকৃষ্ণাবিত্যনেক-স্বরূপে
ত্বয়ি মম রতিরুচ্চৈর্বর্ধিতাং নামধেয় ॥ ৫ ॥
বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নামস্বরূপ-দ্বয়ং
পূর্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে ।
যস্তস্মিন্ বিহিতাপরাধানিবহঃ প্রাণীসমন্তাদ্ভবে
দাস্যেনেদমুপাস্য সোঽপি হি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি ॥ ৬ ॥
সূদিতাশ্রিতজনার্ত্তিরাশয়ে
রম্য-চিদঘন-সুখ-স্বরূপিণে ।
নাম! গোকুল-মহোৎসবায়তে
কৃষ্ণ পূর্ণ-বপুষে নমো নমঃ ॥ ৭ ॥
নারদ-বীণোজ্জীবন! সুধোর্মি-নির্যাস-মাধুরীপুর ।
ত্বং কৃষ্ণনাম কামং স্ফুর মে রসনে রসেন সদা ॥ ৮ ॥

অনুবাদ

হে হরিনাম! তুমি শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ থেকে অভিন্ন বলে নিখিল উপনিষদ-রূপ রত্নমালার কিরণ দ্বারা তোমার শ্রীপাদপদ্মের নখরসমূহ নির্মঞ্ছিত হচ্ছে, অর্থাৎ সমস্ত বেদগণ তোমার পাদপদ্ম প্রান্তেরও মহিমা কীর্তন পূর্বক স্তব করছে এবং যোগী, ঋষি প্রভৃতি মুক্তপুরুষগণও তোমার উপাসনা করছেন; অতএব আমি সর্বতোভাবে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি ॥ ১ ॥

হে কৃষ্ণনাম! মুনিগণ সর্বদা তোমাকে কীর্তন করছেন, তুমি নিখিল জনমণ্ডলীর চিত্ত বিনোদনার্থে পরম-অক্ষর-রূপ আকৃতি অর্থাৎ বিগ্রহ ধারণ

করেছ এবং অবহেলাপূর্বকও যদি কেউ তোমাকে একবার মাত্র উচ্চারণ করে, তাহলে তুমি তার ভীষণ পাপরাশি ধ্বংস করে থাক; অতএব হে নাম! তোমার জয় হোক ॥ ২ ॥

হে কৃষ্ণনাম-রূপ সূর্য! যদি কেউ কোনও সঙ্কেতে বা আভাসেও তোমাকে উচ্চারণ করে, তাহলে তুমি তার সংসারাসক্তি-রূপ অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করে থাক এবং তুমি তত্ত্বজ্ঞান-বিহীন ব্যক্তিকেও কৃষ্ণভক্তি বিষয়িণী জ্ঞান-দৃষ্টি প্রদান করে থাক; অতএব হে নাম! এ জগতে এমন বিদ্বান্ কে আছেন যে তিনি তোমার মহিমা বর্ণন করতে সমর্থ হবেন? ৩ ॥

অবিচ্ছিন্ন তৈল-ধারার মতো নিষ্ঠা সহকারে অবিরাম ব্রহ্মচিন্তা করলেও ভোগ ব্যতিরেকে যে প্রারব্ধ কর্মের অর্থাৎ অনাদিকাল সঞ্চিত পাপ ও পুণ্যজনিত কর্মসমূহের ফলাফল বিনষ্ট হয় না, হে নাম! জিহ্বাগ্রে তোমার স্পন্দন মাত্রেই অর্থাৎ মুখে তোমার উচ্চারণ করা মাত্রই সেই প্রারব্ধ-কর্ম বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে থাকে ॥ ৪ ॥

হে অঘদমন! হে যশোদানন্দন! হে নন্দসূনো! হে কমল-নয়ন! হে গোপীকান্ত! হে বৃন্দাবনেন্দ্র! হে প্রণতকরুণ! হে কৃষ্ণ! ইত্যাদি অনেক স্বরূপে হে নাম! তুমি জীবের ভববন্ধ-মোচনের জন্য প্রকটিত থেকে অপার করুণা প্রদর্শন করছ; অতএব হে নাম! তোমাতে আমার অনুরাগ প্রচুর পরিমাণে বর্ধিত হোক ॥ ৫ ॥

হে নাম! তোমার দুইটি স্বরূপ—(১) বাচ্য অর্থাৎ বিভু-চৈতন্যানন্দময় বিগ্রহ (মূর্তিমান শ্রীবিগ্রহ) ও (২) বাচক অর্থাৎ কৃষ্ণ, গোবিন্দ প্রভৃতি বর্ণাত্মক বিগ্রহ (অক্ষরময় নাম-বিগ্রহ); তুমি এই দুইটি স্বরূপে বিরাজ করছ; পরন্তু আমি তোমার বিভু-চৈতন্যাত্মক বাচ্য-স্বরূপ থেকে কৃষ্ণ-গোবিন্দাদি-নামাত্মক বাচক-স্বরূপকেই অধিকতর সদয় বিবেচনা করি, যেহেতু যদি কোন ব্যক্তি তোমার বিভু-চৈতন্যাত্মক বাচ্য-স্বরূপ অবলম্বন করে অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহ আশ্রয় করে তোমার উপাসনা করতে করতে অপরাধী হয়ে পড়েন এবং তখন যদি তিনি মুখে তোমার কৃষ্ণ-গোবিন্দাদি-নামোচ্চারণাত্মক বাচক-স্বরূপ অবলম্বন করে অর্থাৎ অক্ষরময় 'নাম' আশ্রয় পূর্বক 'নাম' কীর্তন

করে উপাসনা করতে থাকেন, তাহলে হে নাম! তোমার প্রভাবে তিনি সব রকম অপরাধ থেকে অব্যাহতি লাভ করে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দসাগরে নিমগ্ন হন ॥ ৬ ॥

হে নাম! হে কৃষ্ণ-স্বরূপ! তুমি আশ্রিত জনগণের নামাপরাধ-জনিত দুর্গতি বিনাশ করে থাক, তুমি পরম চিদানন্দ-ঘন-রূপ বিগ্রহে বিরাজিত, তুমি গোকুলবাসিগণের সাক্ষাৎ আনন্দ-স্বরূপ এবং তুমি স্বীয় মহিমা ও মাধুর্যে পরিপূর্ণরূপে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছ; অতএব হে নাম! আমি তোমাকে বার বার নমস্কার করি ॥ ৭ ॥

হে কৃষ্ণনাম! তুমি দেবর্ষি নারদের বীণার জীবনস্বরূপ এবং তুমি অমৃতময় মাধুর্য-তরঙ্গে পরিপূর্ণ; তুমি কৃপাপূর্বক আমাকে তোমাতে অনুরক্ত করে আমার জিহ্বায় অবিশ্রান্ত স্ফূর্তি লাভ কর অর্থাৎ আমাকে এই কৃপা কর যেন আমি মুখে সর্বদা তোমাকে উচ্চারণ করতে পারি ॥ ৮ ॥

[৪] শ্রীশ্রীকুঞ্জবিহার্যষ্টকম্

ইন্দ্রনীলমণি মঞ্জুল বর্ণঃ
ফুল্লনীপ কুসুমাঞ্চিত কর্ণঃ ।
কৃষ্ণলাভির কৃশোরসিহারী
সুন্দরো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ১ ॥
রাধিকা-বদন-চন্দ্র-চকোরঃ
সরু-বল্লববধূ-ধৃতি-চৌরঃ ।
চর্চরী-চতুরতাঞ্চিত-চারী
চারুতো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ২ ॥
সর্বতঃ প্রথিত-কৌলিক পর্ব
ধ্বংসনেন হৃত-বাসব-গর্বঃ ।
গোষ্ঠ-রক্ষণ-কৃতে গিরিধারী
লীলয়া জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ৩ ॥

রাগমণ্ডল-বিভূষিতবংশী
বিভ্রমেণ মদনোৎসবশংসী ।
স্তূয়মান চরিতঃ শুকশারী
শ্রেণিভির্জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ৪ ॥
শাতকুম্ভ-রুচি-হারি-দুকূলঃ
কেকিচন্দ্রক-বিরাজিত-চূলঃ ।
নব্যযৌবন-লসদ্‌ব্রজনারী
রঞ্জনো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ৫ ॥
স্থাসকীকৃত সুগন্ধিপটীরঃ
স্বর্ণকাঞ্চিপরিশোভিকটীরঃ ।
রাধিকোন্নতপয়োধরবারী
কুঞ্জরো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ৬ ॥
গৌরধাতু-তিলকোজ্জ্বল-ভাল
কেলি-চঞ্চলিত-চম্পক-মালঃ ।
অদ্রি-কন্দরগৃহে স্বভিসারী
সভ্রুবাং জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ৭ ॥
বিভ্রমোচ্চল-দৃগঞ্চল-নৃত্য
ক্ষিপ্ত-গোপললনাখিল-কৃত্যঃ ।
প্রেমমত্ত-বৃষভানুকুমারী
নাগরো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥ ৮ ॥
অষ্টকং মধুর কুঞ্জবিহারী-
ক্রীড়য়া পঠতি যঃ কিল হারি ।
স প্রয়াতি বিলসৎপরভাগং
তস্য পাদ কমলার্চনরাগম্ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ

ইন্দ্রনীলমণির মতো অতি মনোহর যাঁর বর্ণ, বিকশিত কদম্ব-কুসুম দ্বারা যাঁর কর্ণযুগল সুশোভিত, যাঁর বিশাল বক্ষঃস্থলে গুঞ্জাহার শোভা পাচ্ছে, সেই পরমসুন্দর কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হোক ॥ ১ ॥

যিনি শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্রের চকোর-স্বরূপ, যিনি নিখিল ব্রজরমণীর ধৈর্যচ্যুতি করে থাকেন এবং যিনি চর্চরী-তালে সুন্দর নৃত্য-কৌশল বিস্তার করেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হোক ॥ ২ ॥

যিনি সর্বত্র বিখ্যাত গোপদিগের ইন্দ্রপূজারূপ কৌলিকপর্বের ধ্বংসহেতু অতি ক্রুদ্ধ দেবরাজের গর্ব হরণ ও গোষ্ঠরক্ষার জন্য গোবর্ধন-ধারণ করেছেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হোক ॥ ৩ ॥

সমূহ রাগ-রাগিণী-বিভূষিত বংশীর মধুর স্বরে যিনি প্রেয়সীবৃন্দের প্রতি মদনোৎসব ঘোষণা করেছেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হোক ॥ ৪ ॥

যাঁর পীতাম্বর সুবর্ণের কান্তি অপেক্ষাও উজ্জ্বল, যাঁর চূড়া ময়ূরপুচ্ছে বিরাজিত এবং যিনি নবযৌবনে সুশোভিত ব্রজনারীগণের চিত্তরঞ্জনে তৎপর, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হোক ॥ ৫ ॥

সুগন্ধি চন্দনাদি দ্বারা যাঁর অঙ্গ অনুলিপ্ত, স্বর্ণময় কাঞ্চী দ্বারা যাঁর কটিদেশ সুশোভিত এবং যিনি শ্রীরাধিকার উন্নত বক্ষোজরূপ হস্তিবন্ধন-শৃঙ্খলে কুঞ্জর-স্বরূপ, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হোক ॥ ৬ ॥

যাঁর ললাট গৈরিক ধাতুদ্বারা তিলকাঙ্কিত হওয়ায় অতি উজ্জ্বল হয়েছে, যাঁর বক্ষঃস্থলে বিলাসময়ী চম্পকমালা দোদুল্যমান হচ্ছে, গোপাঙ্গনাগণের সঙ্গে অদ্রি-কন্দররূপ সঙ্কেত-স্থানে যিনি গমন করেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হোক ॥ ৭ ॥

যিনি স্মরবিলাসে চঞ্চল-কটাক্ষপাত দ্বারা গোপ-ললনাবৃন্দের নিখিল কার্য বিদূরিত করেছেন এবং যিনি প্রেমোন্মত্ত বৃষভানুসুতা শ্রীরাধিকার চিত্তরঞ্জনে রসিক নায়ক-স্বরূপ, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হোক ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণলীলাময়ী অতি মধুর ও মনোহর এই পদাষ্টক যিনি পাঠ করেন, তাঁর শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম পূজনে বিলক্ষণ অনুরাগ লাভ হয় ॥ ৯ ॥

[৫] আনন্দচন্দ্রিকা মহানাখ্যস্তোত্র

শ্রীকৃষ্ণঃ পরমানন্দো গোবিন্দো নন্দনন্দনঃ ।
তমালশ্যামলরুচিঃ শিখণ্ডকৃতশেখরঃ ॥ ১ ॥
পীতকৌশেয়বসনো মধুরস্মিতশোভিতঃ ।
কন্দর্পকোটিলাবণ্যো বৃন্দারণ্যমহোৎসবঃ ॥ ২ ॥
বৈজয়ন্তী স্ফুরদ্বক্ষাঃ কক্ষাত্তলগুড়োত্তমঃ ।
কুঞ্জার্পিতরতির্গুঞ্জাপুঞ্জ মঞ্জুলকণ্ঠকঃ ॥ ৩ ॥
কর্ণিকারাঢ্যকর্ণ-শ্রীধৃতস্বর্ণাভবর্ণকঃ ।
মুরলীবাদনপটুবল্লবকলবল্লভঃ ॥ ৪ ॥
গান্ধর্বাপ্তিমহাপর্বা রাধারাধনপেশলঃ ।
ইতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য নাম বিংশতিসংজ্ঞিতম্ ॥ ৫ ॥
আনন্দাখ্য মহাস্তেত্রং যঃ পঠেত শৃণুয়াচ্চ যঃ ।
স পর সোখ্যমাসাদ্য কৃষ্ণপ্রেমসন্বিতঃ ॥ ৬ ॥
সর্বলোকপ্রিয়ো ভূত্বা সদ্গুণাবলিভূষিতঃ ।
ব্রজরাজকমারস্য সন্নিকর্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭ ॥

[৬] বিশ্বম্ভর বন্দনা

বন্দে বিশ্বম্ভর পদ কমলম্
খণ্ডিত কলিযুগ জনমলমমলম্ ।
সৌরভ কর্ষিত নিজজন মধুপম্
করুণাখণ্ডিত বিরহ বিতাপম্ ॥

নাশিত হৃদ্গত মায়া-তিমিরম্
সতত বিরাজিত নিরুপম্ শোভম্ ।
রাধা-মোহন কল্পিত বিলোভম্ ॥

[৭]

(সখে!) কলয় গৌরমুদারম্ ॥ ১ ॥
নিন্দিত হাটক (স্বর্ণ) কান্তি কলেবর
গর্বিত মারক মারম্ ।
মধুকর রঞ্জিত মালতী মণ্ডিত
জিতঘন কুঞ্চিত কেশম্ ॥ ২ ॥
তিলকবিনিন্দিত-শশধর রূপক
ভুবন মনোহর বেশম্ ।
মধু মধুরস্মিত লোভিত তনু-ভৃত
অনুপম ভাব (বিমোহন) বিলাসম্ ॥ ৩ ॥
নিখিল-নিজ-জন-মোহিত মানস,
বিকথিত গদগদ ভাষম্ ।
পরমাকিঞ্চন কিঞ্চন নরগণ
করুণা বিতরণ শীলম্ ॥ ৪ ॥

[৮] শ্রীশ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে প্রার্থনা

বন্দে কৃষ্ণং নন্দকুমারং
নন্দকুমারং নবনীত-চৌরং
মুনিজন-লোভং মোহন-রূপং
মুরলী-লোলং মদনগোপালং ।
শ্রীধরণীশং জগদাধারং
বেণু-বিলোলং বেদান্তসারং

উপাত্ত কবলং পরাগ সবলং
বন্দে কৃষ্ণং নন্দকুমারং ॥

[৯]

জয় জয় সুন্দর নন্দকুমার ।
সৌরভ সঙ্কট, বৃন্দাবনতট, বিহিত বসন্ত বিহার ॥
অভিনব কুট্মল, গুচ্ছ সমুজ্জ্বল, কুঞ্চিত কুন্তল ভার ।
প্রণয়ি জনোরিত, বন্দন সহকৃত, চূর্ণিত বরঘন সার ॥
অধর বিরাজিত মন্দতরাস্মিত, লোভিত নিজ পরিবার ।
চটুল দৃগঞ্চল, রচিত রসোচ্চল, রাধামদন বিকার ॥
ভুবন বিমোহন, মঞ্জুল নর্তন, গতি বল্গিত মণিহার ।
নিজ বল্লভজন, সুহৃদ সনাতন চিত্ত বিহরদবতার ॥

[১০]

(জয়) শঙ্খচক্রগদাধর, নীল কলেবর
পীত-পটাম্বর, দেহি পদম্ ।
(জয়) চন্দন চর্চিত, কুণ্ডল মণ্ডিত
কৌস্তুভ-লাঞ্ছিত দেহি পদম্ ॥
(জয়) পঙ্কজ লোচন, ভুরুত সুশোভন
পাপবিমোচন দেহি পদম্ ।
(জয়) বেণু নিনাদক, রাস-বিহারক
বঙ্কিম সুন্দর দেহি পদম্ ॥
(জয়) ধীর ধুরন্ধর, অদ্ভুত সুন্দর,
দেব সুদুর্লভ দেহি পদম্ ।

(জয়) বিশ্ব বিমোহন, মানস মোহন
সংস্থিতি কারণ দেহি পদম্ ॥
(জয়) সত্য সনাতন, মঙ্গল কারণ,
অন্তিম বান্ধব দেহি পদম্ ।
(জয়) দুর্জয় আসন, কেলি পরায়ণ,
কালীয় দমন দেহি পদম্ ॥
(জয়) ভক্তজনাশ্রয়, দীন দয়াময়,
চিন্ময় অচ্যুত দেহি পদম্ ।
(জয়) পরম পাবন, ধর্ম-পরায়ণ,
দৈত্য নিসুদন দেহি পদম্ ॥
(জয়) বেদ বিমোহন, শ্রীরাধা-রমণ,
বৃন্দাবনধন দেহি পদম্ ।
(জয়) নিত্য নিরঞ্জন, দুর্গতি ভঞ্জন
সজ্জন রঞ্জন দেহি পদম্ ॥

[১১]

দেব ভবন্তং বন্দে ।
মন্মানস-মধুকরমর্পয় নিজপদ-পঙ্কজ-মকরন্দে ॥
যদপি সমাধিষু বিধিরপি পশ্যতি
ন তব নখাগ্রমরীচিম্ ।
ইদমিচ্ছামি নিশম্য তবাচ্যুত
তদপি কৃপাদ্ভুত-বীচিম্ ॥ ১ ॥
ভক্তিরুদঞ্চতি যদ্যপি মাধব
ন ত্বয়ি মম তিলমাত্রী ।

পরমেশ্বরতা তদপি তবাধিক-
দুর্ঘটঘটন-বিধাত্রী ॥ ২ ॥
অয়মবিলোলতয়াদ্য সনাতন
কলিতাদ্ভুত-রসভারম্ ।
নিবসতু নিত্যমিহামৃতনিন্দিনি
বিন্দন্ মধুরিমসারম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ

হে দেব! (কৃষ্ণ) তোমাকে বন্দনা করি। আমার মানস-মধুকরকে নিজপাদপদ্মের মকরন্দে (মধুতে) অর্পণ কর। যদিও ব্রহ্মা সমাধিযোগে তোমার নখাগ্র-কিরণ পর্যন্ত দর্শনে অক্ষম, তথাপি হে অচ্যুত! তোমার অদ্ভুত কৃপাতরঙ্গ শ্রবণ করে এই ইচ্ছা করছি ॥ ১ ॥

হে মাধব! যদিও তোমাতে আমার তিলমাত্রও ভক্তির উদয় হয় নি, তথাপি তোমাতে অঘটনঘটন-কারিণী পরমেশ্বরতা বিদ্যমান বলে কৃপা পাবার আশা করি ॥ ২ ॥

হে সনাতন! তোমার পাদপদ্ম অমৃতকেও নিন্দা করছে, অতএব আমার মানস-মধুকর মকরন্দ-পানে লুব্ধ হয়ে মাধুর্যসার প্রাপ্তির জন্য তোমার পাদপদ্মে নিশ্চলরূপে বাস করুক; এটিই আমার প্রার্থনা ॥ ৩ ॥

শ্রীল সনাতন গোস্বামী

[১] শ্রীশ্রীজগন্নাথ-স্তব

শ্রীজগন্নাথ নীলাদ্রিশিরোমুকুটরত্ন হে ।
দারুব্রহ্মন্ ঘনশ্যাম প্রসীদ পুরুষোত্তম ॥
প্রফুল্ল-পুণ্ডরীকাক্ষ লবণাব্ধিতটামৃত ।
গুটিকোদর মাং পাহি নানাভোগ-পুরন্দর ॥

নিজাধর-সুধাদায়িন্নিন্দ্রদ্যুম্ন-প্রসাদিত ।
সুভদ্রা-লালন-ব্যগ্র রামানুজ নমোঽস্তু তে ॥
গুণ্ডিচা-রথযাত্রাদি-মহোৎসব-বিবর্ধন ।
ভক্তবৎসল বন্দে ত্বাং গুণ্ডিচারথ-মণ্ডনম্ ॥
দীনহীন-মহানীচ-দয়ার্দ্রীকৃত-মানস ।
নিত্য-নূতন-মাহাত্ম্যদর্শিন্ চৈতন্যবল্লভ ॥

[২] শ্রীশ্রীরাধাষ্টক

রাধিকা শরদ-ইন্দু-নিন্দি মুখ মণ্ডলী
কুন্তলে বিচিত্র বেণী চম্পক-পুষ্প-শোভনী ।
নীলপট্ট অঙ্গে শোভে তাহে আধ ওড়নী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানু-নন্দিনী ॥ ১ ॥
তরুণ অরুণ জিনি সিন্দুরের মণ্ডলী
যৈছি অলি মত্ত ভরে মলয়জ-গন্ধিনী ।
ভুরুর ভঙ্গিম কোটী কোটী কাম-গঞ্জিনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানু-নন্দিনী ॥ ২ ॥
খঞ্জন-গঞ্জন দিঠি বঙ্কিম-সুচাহনী
অঞ্জন রঞ্জিত তাহে কামশর-সন্ধিনী ।
তিল-পুষ্প জিনি নাসা বেসর-সুদোলনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানু-নন্দিনী ॥ ৩ ॥
পক্ব বিম্বফল জিনি অধর সুরঙ্গিণী
দশন দাড়িম্ব-বীজ জিনি অতি শোভনী ।
বসন্ত কোকিল জিনি সুমধুর-বোলনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানু-নন্দিনী ॥ ৪ ॥

কনক-মুকুর জিনি গণ্ডযুগ-শোভনী
রতন-মঞ্জীর পায়ে বঙ্করাজ-দোলনী ।
কেশর মুকতা হার উর'পর ঝোলনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানু-নন্দিনী ॥ ৫ ॥
কনক কলস জিনি কুচযুগ-শোভনী
করিবর-কর জিনি বাহুযুগ-দোলনী ।
সুললিত অঙ্গুলিতে মুদ্রিকার সাজনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানু-নন্দিনী ॥ ৬ ॥
গজ-অরি জিনি মাজা গুরুয়া নিতম্বিনী
তা'পর শোভিত ভাল কনকের কিঙ্কিনী ।
কনক-উলট-রম্ভা জানুযুগ-শোভনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানু-নন্দিনী ॥ ৭ ॥
হংসরাজ-গতি জিনি সুমন্থর-চলনী
রাতুল চরণে রাজে কনয়া সুপঞ্জিনী ।
যুগল চরণে শোভে যাবক সুরঞ্জিনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানু-নন্দিনী ॥ ৮ ॥

[৩] শ্রীগুরুবন্দনা

আশ্রয় করিয়া বন্দোঁ শ্রীগুরু-চরণ ।
যাহা হৈতে মিলে ভাই কৃষ্ণপ্রেমধন ॥
জীবের নিস্তার লাগি নন্দসুত হরি ।
ভুবনে প্রকাশ হন গুরুরূপ ধরি ॥
মহিমায় গুরুকৃষ্ণ এক করি জান ।
গুরু-আজ্ঞা হৃদে সব সত্য করি মান ॥

সত্যজ্ঞানে গুরুবাক্যে যাহার বিশ্বাস ।
অবশ্য তাহার হয় ব্রজভূমে বাস ॥
যার প্রতি গুরুদেব হন পরসন্ন ।
কোন বিঘ্নে সেই নাহি হয় অবসন্ন ॥
কৃষ্ণ রুষ্ট হলে গুরু রাখিবারে পারে ।
গুরু রুষ্ট হলে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে ॥
গুরু মাতা, গুরু পিতা, গুরু হন পতি ।
গুরু বিনা এ সংসারে নাহি অন্য গতি ॥
গুরুকে মনুষ্যজ্ঞান না করিহ কখন ।
গুরুনিন্দা কভু কর্ণে না কর শ্রবণ ॥
গুরু-নিন্দুকের মুখ কভু না হেরিবে ।
যথা হয় গুরুনিন্দা তথা না যাইবে ॥
গুরুর বিক্রিয়া যদি দেখহ কখন ।
তথাপি অবজ্ঞা নাহি কর কদাচন ॥
গুরুপাদপদ্মে রহে যার নিষ্ঠা ভক্তি ।
জগৎ তারিতে সেই ধরে মহাশক্তি ॥
হেন গুরুপাদপদ্ম করহ বন্দনা ।
যাহা হৈতে ঘুচে ভাই সকল যন্ত্রণা ॥
গুরুপাদপদ্ম নিত্য যে করে বন্দন ।
শিরে ধরি বন্দি আমি তাঁহার চরণ ॥
শ্রীগুরুচরণপদ্ম হৃদে করি আশ ।
শ্রীগুরু-বন্দনা করে সনাতন দাস ॥

শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য

[১] শ্রীশচীতনয়াষ্টকম্

উজ্জ্বল-বরণ-গৌরবর-দেহং
বিলসিত-নিরবধি-ভাব-বিদেহম্ ।
ত্রিভুবন-পাবন-কৃপায়াঃ লেশং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥ ১ ॥
গদ-গদ-অন্তর-ভাববিকারং
দুর্জন-তর্জন-নাদ-বিলাসম্ ।
ভব-ভয়-ভঞ্জন-কারণ-করুণং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥ ২ ॥
অরুণাম্বর-ধর-চারু-কপোলং
ইন্দু-বিনিন্দিত-নখচয়-রুচিরম্ ।
জল্পিত-নিজগুণ-নাম-বিনোদং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥ ৩ ॥
বিগলিত-নয়ন-কমল-জলধারং
ভূষণ-নবরস-ভাববিকারম্ ।
গতি-অতি-মন্থর-নৃত্য-বিলাসং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥ ৪ ॥
চঞ্চল-চারু-চরণ-গতি-রুচিরং
মঞ্জীর-রঞ্জিত পদযুগ-মধুরম্ ।
চন্দ্র-বিনিন্দিত-শীতল-বদনং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥ ৫ ॥
ধৃত-কটি-ডোর-কমণ্ডলু দণ্ডং
দিব্য-কলেবর মুণ্ডিত-মুণ্ডং ।

দুর্জন কল্মষ-খণ্ডন-দণ্ডং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥ ৬ ॥
ভূষণ ভূরজ-অলকাবলিতং
কম্পিত-বিম্বাধরবর-রুচিরম্ ॥
মলয়জ-বিরচিত-উজ্জ্বল-তিলকং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥ ৭ ॥
নিন্দিত-অরুণ-কমল-দল-লোচনং
আজানুলম্বিত-শ্রীভুজযুগলম্ ।
কলেবর কৈশোর নর্তকবেশং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ

যাঁর উজ্জ্বল বরণ, গৌরবর্ণ সুন্দর দেহখানি নিরবধি অসীম ভাবসমূহে বিশেষরূপে উপচিত হয়ে শোভা পাচ্ছে, যাঁর কৃপা ত্রিলোক পবিত্র করে, সেই (কলিযুগ-পাবনাবতারী রাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু ভগবান) শ্রীশচীতনয়কে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

যাঁর বাক্য গদগদ, অন্তর ভাববিকারে দ্রবীভূত, যাঁর হুঙ্কারে (সিংহনাদে) দুর্জনগণ ভীত হয়, যাঁর করুণা সংসারভীতি খণ্ডন করে, সেই শ্রীশচীতনয়কে প্রণাম করি ॥ ২ ॥

যাঁর পরিধানে অরুণবসন, যাঁর সুন্দর গণ্ডদেশ ও নখকান্তি চন্দ্রকে নিন্দা করে, যিনি নিজের (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের) নাম, গুণ ও লীলা কীর্তন করেন অথবা নিজ নাম গুণকীর্তনে উল্লসিত হন, সেই শ্রীশচীতনয়কে প্রণাম করি ॥ ৩ ॥

যাঁর নয়নপদ্ম থেকে জলধারা বিগলিত হচ্ছে, নব নব অপ্রাকৃত রসাস্বাদজনিত ভাববিকারসমূহ যাঁর ভূষণ, যাঁর গমন অতি ধীর, যাঁর নৃত্য বিচিত্র, সেই শ্রীশচীতনয়কে প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

যাঁর চঞ্চলপদের গমনভঙ্গী মনোহর, (মঞ্জীর) নূপুর যাঁর পদদ্বয়ের (মাধুর্য) শোভা সম্পাদন করছে, যাঁর বদন চন্দ্র অপেক্ষা শীতল, সেই শ্রীশচীতনয়কে প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

কটিদেশে ডোর (কৌপিন-বহির্বাস), হস্তে দণ্ড, কমণ্ডলু প্রভৃতি ভূষণে বিভূষিত যাঁর দিব্য কলেবর, মস্তক মুণ্ডিত, যাঁর দণ্ড (ধারণ) দুর্জনগণের পাপ খণ্ডনের জন্য, সেই শ্রীশচীতনয়কে প্রণাম করি ॥ ৬ ॥

ধরণীর ধূলি নির্মিত অলকাসমূহ যাঁর ভূষণ, যাঁর বিম্বফলের মতো অধর কম্পিত হচ্ছে, যাঁর ললাটে উজ্জ্বল মলয়জ-চন্দনের তিলক শোভা পাচ্ছে, সেই শ্রীশচীতনয়কে প্রণাম করি ॥ ৭ ॥

যাঁর নেত্র-যুগল রক্তপদ্মের পত্রতুল্য, বাহুযুগল জানুদেশ পর্যন্ত বিলম্বিত, কিশোর শরীর, নর্তকবেশ, সেই শ্রীশচীতনয়কে প্রণাম করি ॥ ৮ ॥

[২] শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাষ্টকম্

হুহুঙ্কার-গর্জনাদি-অহোরাত্র-সদ্‌গুণং
হা কৃষ্ণ-রাধিকানাথ-প্রার্থনাদি-ভাবনম্ ।
ধূপ-দীপ-কস্তুরী চ চন্দনাদি লেপনং
সীতানাথাদ্বৈত-চরণারবিন্দ-ভাবনম্ ॥ ১ ॥
গঙ্গাবারি মনোহারী তুলস্যাদি মঞ্জরী
কৃষ্ণজ্ঞান-সদাধ্যান-প্রেমবারি ঝর্ঝরী ।
কৃপাব্ধি করুণানাথ ভবিষ্যতি প্রার্থনং
সীতানাথাদ্বৈত-চরণারবিন্দ-ভাবনম্ ॥ ২ ॥
মুহুর্মুহুঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ উচ্চৈঃস্বরে গায়তং
অহে নাথ জগত্রাতঃ মম দৃষ্টিগোচরম্ ।
দ্বিভুজ করুণানাথ দীয়তাং সুদর্শনং
সীতানাথাদ্বৈত-চরণারবিন্দ-ভাবনম্ ॥ ৩ ॥

শ্রীঅদ্বৈত-প্রার্থনার্থ জগন্নাথ-আলয়ং
শচীমাতুর্গর্ভজাত চৈতন্যকরুণাময়ম্ ।
শ্রীঅদ্বৈত-সঙ্গ-রঙ্গ-কীর্তন-বিলাসনং
সীতানাথাদ্বৈত-চরণারবিন্দ-ভাবনম্ ॥ ৪ ॥
অদ্বৈত-চরণারবিন্দ-জ্ঞান-ধ্যান-ভাবনং
সদাদ্বৈত-পাদপদ্ম-রেণুরাশি-ধারণম্ ।
দেহি ভক্তিং জগন্নাথ রক্ষ মামভাজনং
সীতানাথাদ্বৈত-চরণারবিন্দ-ভাবনম্ ॥ ৫ ॥
সর্বদাতঃ সীতানাথ-প্রাণেশ্বর সদ্‌গুণং
যে জপন্তি সীতানাথ-পাদপদ্ম কেবলম্ ।
দীয়তাং করুণানাথ ভক্তিযোগঃ তৎক্ষণং
সীতানাথাদ্বৈত-চরণারবিন্দ-ভাবনম্ ॥ ৬ ॥
শ্রীচৈতন্য জয়াদ্বৈত-নিত্যানন্দ করুণাময়ং
এক অঙ্গ ত্রিধামূর্তি কৈশোরাধি সদা বরম্ ।
জীবত্রাণ-ভক্তিজ্ঞান-হুঙ্কারাদি-গর্জনং
সীতানাথাদ্বৈত-চরণারবিন্দ-ভাবনম্ ॥ ৭ ॥
দীন-হীন-নিন্দকাদি প্রেমভক্তি-দায়কং
সর্বদাতঃ সীতানাথ শান্তিপুর-নায়কম্ ।
রাগরঙ্গ-সঙ্গদোষ কর্মযোগ-মোক্ষণং
সীতানাথাদ্বৈত-চরণারবিন্দ-ভাবনম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীল অদ্বৈত আচার্য প্রভু

শ্রীশ্রীগৌরস্তুতি

জয় জয় সর্বপ্রাণনাথ বিশ্বম্ভর ।
জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণা-সাগর ॥
জয় জয় ভকতবচন-সত্যকারী ।
জয় জয় মহাপ্রভু মহা-অবতারী ॥
জয় জয় সিন্ধুসুতা-রূপ-মনোরম ।
জয় জয় শ্রীবৎস-কৌস্তুভ-বিভূষণ ॥
জয় জয় 'হরে কৃষ্ণ' মন্ত্রের প্রকাশ ।
জয় জয় নিজভক্তি-গ্রহণ-বিলাস ॥
জয় জয় মহাপ্রভু অনন্ত-শয়ন ।
জয় জয় জয় সর্ব জীবের শরণ ॥

শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিত

শ্রীগৌরাঙ্গ-স্তুতি

বিশ্বম্ভর-চরণে আমার নমস্কার ।
নব-ঘন বর্ণ পীতবসন যাঁহার ॥
শচীর নন্দন পা'য়ে মোর নমস্কার ।
নব-গুঞ্জা শিখিপিচ্ছ ভূষণ যাঁহার ॥
গঙ্গাদাস-শিষ্য-পা'য়ে মোর নমস্কার ।
বনমালা করে দধি-ওদন যাঁহার ॥
জগন্নাথ-পুত্র পা'য়ে মোর নমস্কার ।
কোটিচন্দ্র যিনি রূপ বদন যাঁহার ॥
শৃঙ্গ, বেত্র, বেণু-চিহ্ন ভূষণ যাঁহার ।
সেই তুমি, তোমার চরণে নমস্কার ॥

শ্রীল রায় রামানন্দ

[১] শ্রীকৃষ্ণের রূপ

মৃদুল-মলয়জ- পবন-তরলিত-
চিকুর-পরিগত-কলাপকম্ ।
সাচি-তরলিত- নয়ন-মন্মথ-
শঙ্কু-সঙ্কুল-চিত্ত-সুন্দরী-জনিত কৌতুকম্ ॥
মনসিজ-কেলি নন্দিত-মানসম্ ।
ভজত মধুরিপু- মিন্দু-সুন্দর-
বল্লবীমুখ-লালসম্ ॥ ধ্রু ॥
লঘু-তরলিত-কন্ধরং হসিত-লবমতিসুন্দরম্ ।
সরসং রচয়তি রামানন্দরায়
ইতি চারু সঙ্গীতং ॥

[২] কলহান্তরিতা—ভৈরবী

(শ্রীকৃষ্ণের দূতীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি)

পহিলহি রাগ নয়ন-অঙ্গ ভেল ।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥
না সো রমণ না হাম রমণী ।
দুহুঁ মন মনোভাব পেশল জানি ॥
এ সখি সো সব প্রেম-কাহিনী ।
কানুঠামে কহবি বিছুরহ জনি ॥ ধ্রু ॥
না খোঁজলুঁ দূতি না খোঁজলুঁ আন ।
দুহঁক মিলনে মধ্যত পাঁচ-বাণ ॥
অব সো বিরাগে তুহুঁ ভেলি দূতি ।
সুপুরুখ-প্রেমক ঐছন রীতি ॥
বর্দ্ধন-রুদ্র-নরাধিপ-মান ।
রামানন্দরায় কবি ভাণ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু

[১] শিক্ষাষ্টকম্

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্বাপণম্
শ্রেয়ঃকৈরব-চন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্ ॥ ১ ॥

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ ২ ॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৩ ॥

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ৪ ॥

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং
মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-স্থিত-
ধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥ ৫ ॥

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং
গদগদরুদ্ধয়া গিরা ।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব
নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্ ।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥ ৭ ॥

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্
অদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা ।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব না পরঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ

চিত্তরূপ দর্পণের মার্জনকারী, ভবরূপ মহাদাবাগ্নির নির্বাপণকারী, জীবের মঙ্গলরূপ কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণকারী, বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ, আনন্দ-সমুদ্রের বর্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদনস্বরূপ এবং সর্বস্বরূপের শীতলকারী শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হোন ॥ ১ ॥

হে ভগবান! তোমার নামই জীবের সর্বমঙ্গল বিধান করেন। এইজন্য তোমার 'কৃষ্ণ', 'গোবিন্দ'-আদি বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করেছ। সেই নামে তুমি তোমার সর্বশক্তি অর্পণ করেছ এবং সেই নাম স্মরণের কালাদিনিয়ম (বিধি বা বিচার) করনি। হে প্রভু! এইভাবে কৃপা করে জীবের পক্ষে তুমি তোমার নামকে সুলভ করেছ, তবুও আমার নামাপরাধরূপ দুর্দৈব এমনই প্রবল যে তোমার সুলভ নামেও আমার অনুরাগ জন্মাতে দেয় না ॥ ২ ॥

যিনি নিজেকে তৃণাপেক্ষা ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, যিনি তরুর মতো সহিষ্ণু হন, নিজে মানশূন্য হয়ে অপর লোককে সম্মান প্রদান করেন, তিনিই সর্বদা হরিকীর্তনের অধিকারী ॥ ৩ ॥

হে জগদীশ! আমি ধন, জন বা সুন্দরী রমণী কামনা করি না; আমি কেবল এই কামনা করি যে, জন্মে-জন্মে তোমাতেই আমার অহৈতুকী ভক্তি হোক ॥ ৪ ॥

ওহে নন্দনন্দন! আমি তোমার নিত্য কিঙ্কর (দাস) হয়েও স্বকর্ম-বিপাকে বিষম ভব-সমুদ্রে পড়েছি। তুমি কৃপা করে আমাকে তোমার পাদপদ্মস্থিত-ধূলিসদৃশ চিন্তা কর ॥ ৫ ॥

হে নাথ! তোমার নাম গ্রহণে কবে আমার নয়ন-যুগল গলদশ্রুধারায় শোভিত হবে? বাক্য-নিঃসরণের সময়ে বদনে গদগদ-স্বর নির্গত হবে এবং আমার সমস্ত শরীর পুলকিত হবে? ৬ ॥

হে গোবিন্দ! তোমার অদর্শনে আমার 'নিমেষ'-সমূহ 'যুগ'-বৎ বোধ হচ্ছে, চক্ষুদ্বয় মেঘের মতো অশ্রুবর্ষণ করছে এবং সমস্ত জগৎ শূন্যপ্রায় বোধ হচ্ছে ॥ ৭ ॥

এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গনপূর্বক পেষণ করুন, অথবা অদর্শন দ্বারা মর্মাহতই করুন, তিনি আমার সঙ্গে যেরকম আচরণই করুন না কেন, তিনি সর্বদা আমারই প্রাণনাথ ॥ ৮ ॥

[২] শ্রীশ্রীজগন্নাথাষ্টকম্

কদাচিৎ কালিন্দীতট-বিপিন-সঙ্গীত-তরলো
মুদাভীরী-নারী-বদন-কমলাস্বাদ-মধুপঃ ।
রমা-শম্ভু-ব্রহ্মামরপতি-গণেশার্চিতপদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ১ ॥
ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপিচ্ছং কটীতটে
দুকুলং নেত্রান্তে সহচর-কটাক্ষং বিদধতে ।
সদা শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন-বসতি লীলা-পরিচয়ো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ২ ॥
মহাম্ভোধেস্তীরে কনক-রুচিরে নীলশিখরে
বসন্ প্রাসাদান্তঃ সহজ-বলভদ্রেণ বলিনা ।
সুভদ্রা-মধ্যস্থঃ সকল-সুর-সেবাবসরদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৩ ॥
কৃপা-পারাবারঃ সজল-জলদ-শ্রেণিরুচিরো
রমা-বাণী-রামঃ স্ফুরদমল-পঙ্কেরুহ-মুখঃ ।

সুরেন্দ্রৈরারাধ্যঃ শ্রুতিগণশিখা-গীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৪ ॥
রথারূঢ়ো গচ্ছন্ পথি মিলিত-ভূদেব-পটলৈঃ
স্তুতি-প্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ ।
দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকল-জগতাং সিন্ধু-সুতয়ো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৫ ॥
পরব্রহ্মাপীড়ঃ কুবলয়-দলোৎফুল্ল-নয়নো
নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিত-চরণোঽনন্ত-শিরসি ।
রসানন্দী রাধা-সরস-বপুরালিঙ্গন-সুখো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৬ ॥
ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কনক-মাণিক্য-বিভবং
ন যাচেঽহং রম্যাং সকল-জন-কাম্যাং বরবধূম্ ।
সদা কালে কালে প্রমথ-পতিনা গীত-চরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৭ ॥
হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে!
হর ত্বং পাপানাং বিততিমপরাং যাদবপতে!
অহো দীনেঽনাথে নিহিতচরণো নিশ্চিতমিদং
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৮ ॥
জগন্নাথাষ্টকং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ ।
সর্বপাপ-বিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ

যিনি কখনও কখনও যমুনা-তীরস্থ বনমধ্যে সঙ্গীত করতে করতে ভ্রমরের মতো আনন্দে ব্রজগোপীদের মুখারবিন্দের মধু পান করেন এবং

লক্ষ্মী, শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও গণেশ প্রমুখ দেবদেবীগণ যাঁর চরণ-যুগল অর্চনা করে থাকেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হোন ॥ ১ ॥

যিনি বাম হস্তে বেণু, শিরে শিখিপুচ্ছ, কটিতটে পীতাম্বর ও নয়ন প্রান্তে সহচরগণের প্রতি কটাক্ষ ধারণ করে সর্বদা শ্রীবৃন্দাবনে বাস ও লীলা করছেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হোন ॥ ২ ॥

যিনি মহাসমুদ্রের তীরে কনকোজ্জ্বল-নীলাচল-শিখরে প্রাসাদাভ্যন্তরে বলিষ্ঠ সহোদর শ্রীবলদেব সহ সুভদ্রাকে মধ্যে স্থাপনপূর্বক অবস্থান করছেন এবং সমস্ত দেবগণকে যিনি স্বীয় সেবা করবার সুযোগ প্রদান করেছেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হোন ॥ ৩ ॥

যিনি দয়ার সাগর, সজল জলধরের মতো যাঁর অঙ্গকান্তি, যিনি লক্ষ্মী সরস্বতীর সঙ্গে বিহার করছেন, যাঁর বদনমণ্ডল অমল কমলের ন্যায় শোভা পাচ্ছে, যিনি সমস্ত দেবগণের আরাধ্য-ধন এবং বেদ, পুরাণ তন্ত্রাদি শাস্ত্রসমূহ যাঁর চরিত্র গান করছেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন পথের পথিক হোন ॥ ৪ ॥

রথে আরোহণ করে গমন করতে থাকলে পথিমধ্যে ব্রাহ্মণগণ যাঁর স্তব করতে থাকেন এবং সেই স্তব শ্রবণ করে যিনি পদে পদে প্রসন্ন হন, যিনি দয়ার সাগর, যিনি নিখিল জগতের বন্ধু এবং যিনি সমুদ্রের প্রতি সদয় হয়ে তদুপকূলে বিরাজ করছেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হোন ॥ ৫ ॥

যিনি পরমার্চনীয় পরব্রহ্ম, যাঁর নেত্রযুগল নীল-কমলদলের ন্যায় উৎফুল্ল, যিনি নীলাচলে অবস্থান করছেন, যিনি অনন্তের শিরে পদার্পণ করে রয়েছেন, যিনি প্রেমানন্দময় এবং যিনি শ্রীরাধিকার রসময় দেহালিঙ্গনসুখে সুখী, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হোন ॥ ৬ ॥

আমি রাজ্য চাই না, স্বর্ণ-মাণিক্যাদি বৈভব চাই না, সর্বজনের স্পৃহণীয় সুন্দরী নারীও চাই না, কেবল এই চাই যে, প্রমথনাথ মহাদেব সর্বক্ষণ যাঁর চরিত্র গান করেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হোন ॥ ৭ ॥

হে সুরপতে! অতি শীঘ্র আমাকে এ অসার সংসার থেকে উদ্ধার কর; হে যদুপতে! আমার দুঃসহ পাপভার বিমোচন কর। অহো! দীন ও অনাথ ব্যক্তিগণকে যিনি নিশ্চিতরূপে নিজ শ্রীচরণ সমর্পণ করে থাকেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হোন ॥ ৮ ॥

যিনি সংযত ও শুদ্ধ-চিত্তে এই পরম পবিত্র জগন্নাথাষ্টক পাঠ করেন, তাঁর আত্মা সবরকম পাপ থেকে বিমুক্ত হয়ে থাকে এবং তিনি বিষ্ণুলোক অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠধামে গমন করেন ॥ ৯ ॥

শ্রীল জয়দেব গোস্বামী

[১] শ্রীশ্রীদশাবতার-স্তোত্রম্

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিত-বহিত্রচরিত্রমখেদম্ ।
কেশব ধৃত-মীনশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ১ ॥

ক্ষিতিরিহ-বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে
ধরণিধরণকিণচক্রগরিষ্ঠে ।
কেশব ধৃত-কূর্মশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ২ ॥

বসতি দশন-শিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না ।
কেশব ধৃত-শূকররূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৩ ॥

তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং
দলিতহিরণ্যকশিপুতনু-ভৃঙ্গম্ ।
কেশব ধৃত-নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৪ ॥

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন-
পদনখনীরজনিতজনপাবন ।
কেশব ধৃত-বামনরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৫ ॥
ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিত-ভবতাপং ।
কেশব ধৃত-ভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৬ ॥
বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতিকমনীয়ং
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্ ।
কেশব ধৃত-রামশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ৭ ॥
বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভম্ ।
কেশব ধৃত-হলধররূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৮ ॥
নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাত
সদয়-হৃদয়দর্শিত-পশুঘাতম্ ।
কেশব ধৃত-বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ৯ ॥
ম্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে কলয়সি করবাল
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্ ।
কেশব ধৃত-কল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ১০ ॥
শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারং
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্ ।
কেশব ধৃত-দশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ১১ ॥

অনুবাদ

হে কেশব! হে জগদীশ! হে হরে! প্রলয়কালে যখন বেদরাশি সমুদ্রজলে ভাসমান হতে লাগল, তখন আপনি মীনশরীর ধারণ করে

অক্লেশে নৌকার ন্যায় সেই বেদরাশি ধারণ করে রেখেছিলেন। মীনশরীরধারী আপনার জয় হোক ॥ ১ ॥

হে কেশব! আপনার অতি বিপুলতর পৃষ্ঠদেশে পৃথিবী ধারণ জনিত ব্রণচিহ্ন জাত হয়েছে। আপনি কূর্ম (কচ্ছপ) রূপ ধারণ করলে আপনার সেই পৃষ্ঠদেশে এই পৃথিবী অবস্থিতা ছিল। হে কূর্মশরীরধারী জগদীশ! হে হরে! আপনি জয়যুক্ত হোন ॥ ২ ॥

হে কেশব! আপনি যখন শূকরমূর্তি ধারণ করেছিলেন, তখন চন্দ্রের কলঙ্ক-রেখার ন্যায় আপনার দন্তাগ্রে এই পৃথিবী সংলগ্না ছিল। হে শূকররূপী জগদীশ! হে হরে! আপনার জয় হোক ॥ ৩ ॥

হে কেশব! যখন আপনি নৃসিংহরূপ ধারণ করেছিলেন, তখন আপনার করকমলের নখাবলী অতীব আশ্চর্যাবহ অগ্রভাগযুক্ত হয়েছিল। আপনি ঐ নখদ্বারা দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর তনুভৃঙ্গটিকে বিদলিত করেছিলেন। হে নৃসিংহরূপী জগদীশ! হে হরে! আপনার জয় হোক ॥ ৪ ॥

হে জগদীশ! আপনার পদনখচ্যুত সলিলে নিখিল লোকের পবিত্রতা সম্পাদিত হয়। আপনি অদ্ভুত বামনরূপ ধারণ করে পদক্ষেপে (ত্রিপাদভূমি প্রার্থনায়) বলিরাজাকে ছলনা করেছিলেন। হে বামনরূপী কেশব! হে হরে! আপনার জয় হোক ॥ ৫ ॥

হে জগদীশ! আপনি পরশুরাম মূর্তি পরিগ্রহ করে ক্ষত্রিয়রুধিরময় সলিলে জগৎ আপ্লুত করতঃ জগতের পাপ হরণ করেছিলেন। হে ভৃগুপতিরূপী কেশব! হে হরে! আপনার জয় হোক ॥ ৬ ॥

হে কেশব! আপনি রাম আকৃতি পরিগ্রহ করে রাবণের দশমুণ্ড ছেদনপূর্বক রমণীয় বলিস্বরূপ দিক্‌পতিগণকে উপহার প্রদান করেছিলেন। হে জগদীশ! হে হরে! রামশরীরধারী আপনার জয় হোক ॥ ৭ ॥

হে কেশব! আপনি হলধরমূর্তি ধারণ করে স্বীয় শুভ্র কলেবরে জলদ-শ্যামল বর্ণ বস্ত্র ধারণ করেছিলেন এবং তা আপনার হলাকর্ষণ-ভয়ে ভীতা যমুনার নীলকান্তিই প্রকাশ করেছিল। হে জগদীশ! হে হরে! হলধররূপী আপনি জয়যুক্ত হোন ॥ ৮ ॥

হে কেশব! হে জগদীশ! পশুবধদর্শনে আপনার সকরুণ হৃদয় আর্দ্রীভূত হলে আপনি হিংসার দোষ প্রদর্শনপূর্বক (পশুবধাত্মক) যজ্ঞবিধান-প্রবর্তক বেদের অপবাদ দিয়েছিলেন। হে হরে! বুদ্ধশরীরধারী আপনি জয়যুক্ত হোন ॥ ৯ ॥

হে কেশব! আপনি যুগাবসানে ম্লেচ্ছকুলের সংহারার্থ ধূমকেতুর ন্যায় আবির্ভূত হয়ে করকমলে ভীষণ-দর্শন অসি ধারণ করেন। হে জগদীশ! হে হরে! কল্কিশরীরধারী আপনি জয়যুক্ত হোন ॥ ১০ ॥

কবি শ্রীজয়দেবের এই বর্ণনা পরম মহৎ, জগন্মঙ্গলপ্রদ, পরম সুখকর ও সংসারের সারভূত; হে জীবগণ! তোমরা তা শ্রবণ কর। হে কেশব! হে দশাবতারদেহধারী! হে জগদীশ! আপনি জয়যুক্ত হোন ॥ ১১ ॥

[২] নায়ক নারায়ণ

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল কলিতললিতবনমাল ।
জয় জয় দেব হরে ॥ ১ ॥
দিনমণিমণ্ডলমণ্ডন ভবখণ্ডন মুনিজনমানসহংস ।
জয় জয় দেব হরে ॥ ২ ॥
কালিয়বিষধরগঞ্জন জনরঞ্জন যদুকুলনলিনদিনেশ ।
জয় জয় দেব হরে ॥ ৩ ॥
মধুমুরনরকবিনাশন গরুড়াসন সুরকুলকেলিনিদান ।
জয় জয় দেব হরে ॥ ৪ ॥
অমলকমলদললোচন ভবমোচন ত্রিভুবনভবননিধান ।
জয় জয় দেব হরে ॥ ৫ ॥
জনকসুতাকৃতভূষণ জিতদূষণ সমরশমিতদশকণ্ঠ ।
জয় জয় দেব হরে ॥ ৬ ॥

অভিনবজলধরসুন্দর ধৃতমন্দর শ্রীমুখচন্দ্রচকোর ।
জয় জয় দেব হরে ॥ ৭ ॥
তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেষু ।
জয় জয় দেব হরে ॥ ৮ ॥
শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি ।
জয় জয় দেব হরে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ

কমলার বক্ষঃস্থলাশ্রিত, কুণ্ডলধারী, মনোহর বনমালা-পরিশোভিত হে দেব, হে হরে, তোমার জয় হোক ॥ ১ ॥

সবিতৃমণ্ডলের ভূষণ, ভববন্ধনখণ্ডনকারী মুনিজন-মানস-সরোবরের হংসস্বরূপ, হে দেব, হে হরে, তোমার জয় হোক ॥ ২ ॥

কালিয়সর্পদমনকারী, জনমনোরঞ্জন, যদুকুলকমলের সূর্যস্বরূপ, হে দেব, হে হরে, তোমার জয় হোক ॥ ৩ ॥

মধু, মুর ও নরকাসুরের বিনাশকারী, গরুড়বাহন, সুরকুলের সর্বস্বাচ্ছন্দ্যের মূল কারণস্বরূপ, হে দেব, হে হরে, তোমার জয় হোক ॥ ৪ ॥

বিমল কমলনয়ন, ভববন্ধন-মোচনকারী, ত্রিভুবন-ভবনের আধার (আশ্রয়), হে দেব, হে হরে, তোমার জয় হোক ॥ ৫ ॥

জানকীকৃতভূষণ, দূষণ-বিজয়ী, সমরে দশাননের শাসনকারী, হে দেব, হে হরে, তোমার জয় হোক ॥ ৬ ॥

নব-জলধর-সুন্দর-কান্তি, মন্দর-পর্বতধারী, কমলা-মুখচন্দ্রের চকোর, হে দেব, হে হরে, তোমার জয় হোক ॥ ৭ ॥

আমরা তোমার চরণকমলে প্রণত রয়েছি, তা জেনে আমাদের কুশল বিধান কর। হে দেব, হে হরে, তোমার জয় হোক ॥ ৮ ॥

শ্রীজয়দেব কবির এই উজ্জ্বলরসের মঙ্গলগান সকলের আনন্দ বর্ধন করুক ॥ ৯ ॥

[৩] শ্রীকৃষ্ণের বসন্তলীলা

চন্দনচর্চিতনীলকলেবর পীতবসনবনমালী ।
কেলিচলন্মণিকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডযুগস্মিতশালী ॥
হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে ।
বিলাসিনী বিলসতি কেলিপরে ॥ ধ্রু ॥ ১ ॥
পীনপয়োধরভারভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগম্ ।
গোপবধূরনুগায়তি কাচিদুদঞ্চিতপঞ্চমরাগম্ ॥ ২ ॥
কাপি বিলাসবিলোলবিলোচনখেলনজনিতমনোজম্ ।
ধ্যায়তি মুগ্ধবধূরধিকং মধুসূদনবদনসরোজম্ ॥ ৩ ॥
কাপি কপোলতলে মিলিতা লপিতুং কিমপি শ্রুতিমূলে ।
চারু চুচুম্ব নিতম্ববতী দয়িতং পুলকৈরনুকূলে ॥ ৪ ॥
কেলিকলাকুতুকেন চ কাচিদমুং যমুনাজলকূলে ।
মঞ্জুলবঞ্জুলকুঞ্জগতং বিচকর্ষ করেণ দুকূলে ॥ ৫ ॥
করতলতালতরলবলয়াবলিকলিতকলস্বনবংশে ।
রাসরসে সহনৃত্যপরা হরিণা যুবতিঃ প্রশংসে ॥ ৬ ॥
শ্লিষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি কামপি রময়তি রামাম্ ।
পশ্যতি সস্মিতচারু পরামপরামনুগচ্ছতি বামাম্ ॥ ৭ ॥
শ্রীজয়দেবভণিতমিদমদ্ভুতকেশবকেলিরহস্যম্ ।
বৃন্দাবনবিপিনে ললিতং বিতনোতু শুভানি যশস্যম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ

পীতবসনপরিহিত বনমালীর নীলকলেবর শুভ্র চন্দনে অনুলিপ্ত। তিনি ক্রীড়ামত্ত হওয়ায় তাঁর মণিময় কুণ্ডল দুলছে এবং ঈষৎহাস্যে উজ্জ্বল কপোলযুগল সেই কুণ্ডলচ্ছটায় শোভিত হয়েছে। বিলাসমত্তা মুগ্ধা বধূগণকে নিয়ে শ্রীহরি এই বৃন্দাবনে কেলিবিলাসে রত হয়েছেন ॥ ১ ॥

কোন গোপবধূ অনুরাগভরে পীনপয়োধরপীড়নে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গনপূর্বক তাঁর সঙ্গে উদাত্ত পঞ্চমরাগে গান করছেন ॥ ২ ॥

কোন মুগ্ধা বধূ মধুসূদনের বদনসরোজ ধ্যান করছেন। তাঁর বিলাসবিলোল দৃষ্টিনিক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণের মুখশ্রী মদনমদে উল্লসিত হচ্ছে ॥ ৩ ॥

কোন নিতম্বিনী শ্রীকৃষ্ণের কানে কানে কিছু বলবার ছলে তাঁর কপোলে বদন (কপোল) মিলিত করলে শ্রীকৃষ্ণ পুলকিত হচ্ছেন, অনুকূল জেনে সেই সুন্দরী অমনি তাঁকে মধুর চুম্বন দান করছেন ॥ ৪ ॥

কোন কামিনী কেলিকলাকৌতুকে যমুনার তীরবর্তী মনোহর বেতসকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের বসনপ্রান্ত আকর্ষণ করছেন ॥ ৫ ॥

কোন যুবতী মুরলীর কলধ্বনির সঙ্গে করতালি দিয়ে তাল রক্ষা করছেন, তাতে তাঁর বলয়গুলি মৃদুভাবে শিঞ্জিত হচ্ছে। শ্রীহরি রাসরসে নৃত্যপরা সেই সহচারিণী যুবতীর প্রশংসা করছেন ॥ ৬ ॥

শ্রীহরি কাউকে আলিঙ্গন করছেন, কাউকে বা চুম্বন করছেন, কারো সঙ্গে রমণ করছেন, কারো প্রতি সহাস্যে কটাক্ষ নিক্ষেপ করছেন এবং (মানভঞ্জনের জন্য) কারো (কোন প্রতিকূলা গোপীর) অনুগমন করছেন ॥ ৭ ॥

শ্রীজয়দেব কবি বৃন্দাবনের বনে বিলসিত কেশবের এই অদ্ভুত কেলিরহস্য বর্ণনা করলেন। এই যশস্কর মধুর লীলা সকলের মঙ্গল বিধান করুক ॥ ৮ ॥

প্রকীর্ণক

[১] শ্রীশ্রীগুরু-পরম্পরা

কৃষ্ণ হৈতে চতুর্মুখ, হয় কৃষ্ণসেবোন্মুখ,
ব্রহ্মা হইতে নারদের মতি ।

নারদ হৈতে ব্যাস, মধ্ব কহে ব্যাসদাস,
পূর্ণপ্রজ্ঞ পদ্মনাভ গতি ॥
নৃহরি মাধব-বংশে, অক্ষোভ্য-পরমহংসে,
শিষ্য বলি' অঙ্গীকার করে ।
অক্ষোভ্যের শিষ্য জয়- তীর্থ নামে পরিচয়,
তাঁর দাস্যে জ্ঞানসিন্ধু তরে ॥
তাঁহা হৈতে দয়ানিধি, তাঁর দাস বিদ্যানিধি,
রাজেন্দ্র হইল তাঁহা হৈতে ।
তাঁহার কিঙ্কর জয়- ধর্ম নামে পরিচয়,
পরম্পরা জান ভালমতে ॥
জয়ধর্মদাস্যে খ্যাতি, শ্রীপুরুষোত্তম যতি,
তা' হ'তে ব্রহ্মণ্যতীর্থ-সূরি ।
ব্যাসতীর্থ তাঁর দাস, লক্ষ্মীপতি ব্যাসদাস,
তাহা হৈতে মাধবেন্দ্রপুরী ॥
মাধবেন্দ্রপুরীবর, শিষ্যবর শ্রীঈশ্বর,
নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত বিভু ।
ঈশ্বরপুরীকে ধন্য, করিলেন শ্রীচৈতন্য,
জগদ্‌গুরু গৌর-মহাপ্রভু ॥
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য,
রূপানুগজনের জীবন ।
বিশ্বম্ভর প্রিয়ঙ্কর, শ্রীস্বরূপ দামোদর,
শ্রীগোস্বামী রূপ-সনাতন ॥
রূপপ্রিয় মহাজন, জীব-রঘুনাথ হন,
তাঁর প্রিয় কবি কৃষ্ণদাস ।

কৃষ্ণদাস প্রিয়বর, নরোত্তম সেবাপর,
যাঁর পদ বিশ্বনাথ আশ ॥
বিশ্বনাথ ভক্তসাথ, বলদেব জগন্নাথ,
তাঁর প্রিয় শ্রীভক্তিবিনোদ ।
মহাভাগবতবর, শ্রীগৌরকিশোরবর,
হরিভজনেতে যাঁর মোদ ॥
শ্রীবার্ষভানবীবরা, সদা সেব্যসেবাপরা,
তাহার দয়িত দাস নাম ।
তাঁর প্রধান অনুগামী, শ্রীভক্তিবেদান্ত স্বামী,
পতিতজনের দয়া ধাম ॥
তাঁ সবার পাদপদ্ম, ভকত-জনের সদ্ম,
সেই মোর একমাত্র ঠাম ।
এই সব হরিজন, গৌরাঙ্গের নিজজন,
তাঁদের উচ্ছিষ্টে মোর কাম ॥

[২] শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম

জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর ।
কৃষ্ণচন্দ্র কর কৃপা করুণা সাগর ॥
জয় জয় গোবিন্দ গোপাল বনমালী ।
শ্রীরাধার প্রাণধন মুকুন্দ মুরারি ॥
হরিনাম বিনে রে (ভাই) গোবিন্দনাম বিনে ।
বিফলে মনুষ্য-জন্ম যায় দিনে দিনে ॥
দিন গেল মিছা কাজে রাত্রি গেল নিদ্রে ।
না ভজিনু রাধাকৃষ্ণ-চরণারবিন্দে ॥

কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু ।
মিছা-মায়ায় বদ্ধ হয়ে বৃক্ষসম হৈনু ॥
ফলরূপে পুত্র-কন্যা ডাল ভাঙ্গি' পড়ে ।
কালরূপে সংসারেতে পক্ষী বাসা করে ॥
যখন কৃষ্ণ জন্ম নিলেন দেবকী উদরে ।
মথুরাতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে ॥
বসুদেব রাখি' আইল নন্দের মন্দিরে ।
নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে ॥
শ্রীনন্দ রাখিল নাম 'নন্দের নন্দন' । ১
যশোদা রাখিল নাম 'যাদু বাছাধন' ॥ ২
উপানন্দ নাম রাখে 'সুন্দর গোপাল' । ৩
ব্রজবালক নাম রাখে 'ঠাকুর রাখাল' ॥ ৪
সুবল রাখিল নাম 'ঠাকুর কানাই' । ৫
শ্রীদাম রাখিল নাম 'রাখালরাজা-ভাই ॥ ৬
'ননীচোরা' নাম রাখে যতেক গোপিনী । ৭
'কালোসোনা' নাম রাখে রাধাবিনোদিনী ॥ ৮
কুব্জা রাখিল নাম 'পতিতপাবন হরি' । ৯
চন্দ্রাবলী নাম রাখে 'মোহন-বংশীধারী' ॥ ১০
'অনন্ত' রাখিল নাম অন্ত না পাইয়া । ১১
'কৃষ্ণ' নাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া ॥ ১২
কণ্বমুনি রাখে নাম 'দেব চক্রপাণি' । ১৩
'বনমালী' নাম রাখে বনের হরিণী ॥ ১৪
গজরাজ নাম রাখে 'শ্রীমধুসূদন' । ১৫
অজামিল নাম রাখে 'দেব নারায়ণ' ॥ ১৬

পুরন্দর নাম রাখে 'দেব শ্রীগোবিন্দ' । ১৭
দ্রৌপদী রাখিল নাম 'দেব দীনবন্ধু' ॥ ১৮
সুদাম রাখিল নাম 'দারিদ্র্যভঞ্জন' । ১৯
ব্রজবাসী নাম রাখে 'ব্রজের জীবন' ॥ ২০
'দর্পহারী' নাম রাখে অর্জুন সুধীর । ২১
'পশুপতি' নাম রাখে গরুড় মহাবীর ॥ ২২
যুধিষ্ঠির নাম রাখে 'দেব যদুবর' । ২৩
বিদুর রাখিল নাম 'কাঙ্গালের ঠাকুর' ॥ ২৪
বাসুকী রাখিল নাম 'দেব সৃষ্টি-স্থিতি' । ২৫
ধ্রুবলোকে নাম রাখে 'ধ্রুবের সারথী' ॥ ২৬
নারদ রাখিল নাম 'ভক্তপ্রাণধন' । ২৭
ভীষ্মদেব নাম রাখে 'লক্ষ্মীনারায়ণ' ॥ ২৮
সত্যভামা নাম রাখে 'সত্যের সারথী' । ২৯
জাম্ববতী নাম রাখে 'দেব যোদ্ধাপতি' ॥ ৩০
বিশ্বামিত্র নাম রাখে 'সংসারের সার' । ৩১
অহল্যা রাখিল নাম 'পাষাণ-উদ্ধার' ॥ ৩২
ভৃগুমুনি নাম রাখে 'জগতের হরি' । ৩৩
পঞ্চমুখে 'রাম'-নাম গান ত্রিপুরারি ॥ ৩৪
কুঞ্জকেশী নাম রাখে 'বলী সদাচারী' । ৩৫
প্রহ্লাদ রাখিল নাম 'নৃসিংহ মুরারি' ॥ ৩৬
বশিষ্ঠ রাখিল নাম 'মুনি-মনোহর' । ৩৭
বিশ্বাবসু নাম রাখে 'নব-জলধর' ॥ ৩৮
সম্বর্তক নাম রাখে 'গোবর্ধনধারী' । ৩৯
প্রাণপতি নাম রাখে 'যত ব্রজনারী' ॥ ৪০

অদিতি রাখিল নাম 'অরাতি-সূদন' । ৪১
গদাধর নাম রাখে 'যমল-অর্জুন' ॥ ৪২
'মহাযোদ্ধা' নাম রাখে ভীম মহাবল । ৪৩
'দয়ানিধি' রাখে নাম দরিদ্র সকল ॥ ৪৪
'বৃন্দাবন-চন্দ্র' নাম রাখে বৃন্দাদূতী । ৪৫
বিরজা রাখিল নাম 'যমুনার পতি' ॥ ৪৬
'বাণীপতি' নাম রাখে গুরু বৃহস্পতি । ৪৭
'লক্ষ্মীপতি' রাখে নাম সুমন্ত্র সারথী ॥ ৪৮
সন্দীপনি নাম রাখে 'দেব অন্তর্যামী' । ৪৯
পরাশর নাম রাখে 'ত্রিলোকের স্বামী' ॥ ৫০
পদ্মযোনি নাম রাখে 'অনাদির আদি' । ৫১
'নট-নারায়ণ' নাম রাখিল সম্বাদি ॥ ৫২
'হরেকৃষ্ণ' নাম রাখে প্রিয় বলরাম । ৫৩
ললিতা রাখিল নাম 'দুর্বাদল-শ্যাম' ॥ ৫৪
বিশাখা রাখিল নাম 'অনঙ্গমোহন' । ৫৫
সুচিত্রা রাখিল নাম 'শ্রীবংশীবদন' ॥ ৫৬
আয়ান রাখিল নাম 'ক্রোধ-নিবারণ' । ৫৭
চণ্ডকেশী নাম রাখে 'কৃতান্ত-শাসন' ॥ ৫৮
জ্যোতিষ্ক রাখিল নাম 'নীলকান্তমণি' । ৫৯
'গোপীকান্ত' নাম রাখে সুদাম ঘরণী ॥ ৬০
ভক্তগণ নাম রাখে 'দেব জগন্নাথ' । ৬১
দুর্বাসা রাখেন নাম 'অনাথের নাথ' ॥ ৬২
'রাসেশ্বর' নাম রাখে যতেক মালিনী । ৬৩
'সর্ব-যজ্ঞেশ্বর' নাম রাখেন শিবানী ॥ ৬৪

উদ্ধব রাখিল নাম 'মিত্র-হিতকারী' । ৬৫
অক্রূর রাখিল নাম 'ভব-ভয়হারী' ॥ ৬৬
গুঞ্জমালী নাম রাখে 'নীল-পীতবাস' । ৬৭
'সর্ববেত্তা' নাম রাখে দ্বৈপায়ন ব্যাস ॥ ৬৮
অষ্টসখী নাম রাখে 'ব্রজের ঈশ্বর' । ৬৯
সুরলোক নাম রাখে 'অখিলের সার' ॥ ৭০
বৃষভানু নাম রাখে 'পরম-ঈশ্বর' । ৭১
স্বর্গবাসী নাম রাখে 'দেব পরাৎপর' ॥ ৭২
পুলোমা রাখেন নাম 'অনাথের সখা' । ৭৩
'রসসিন্ধু' নাম রাখে সখী চিত্রলেখা ॥ ৭৪
চিত্ররথ নাম রাখে 'অরাতি-দমন' । ৭৫
পুলস্ত্য রাখিল নাম 'নয়ন-রঞ্জন' ॥ ৭৬
কশ্যপ রাখিল নাম 'রাস-রাসেশ্বর' । ৭৭
ভাণ্ডারীক নাম রাখে 'পূর্ণ-শশধর' ॥ ৭৮
সুমালী রাখিল নাম 'পুরুষ-প্রধান' । ৭৯
পুরঞ্জন নাম রাখে 'ভক্তগণ-প্রাণ' ॥ ৮০
রজকিনী নাম রাখে 'নন্দের দুলাল' । ৮১
আহ্লাদিনী নাম রাখে 'ব্রজের গোপাল' ॥ ৮২
দেবকী রাখিল নাম 'নয়নের মণি' । ৮৩
জ্যোতির্ময় নাম রাখে 'যাজ্ঞবল্ক্য মুনি' ॥ ৮৪
অত্রিমুনি নাম রাখে 'কোটি চন্দ্রেশ্বর' । ৮৫
গৌতম রাখিল নাম 'দেব বিশ্বম্ভর' ॥ ৮৬
মরীচি রাখিল নাম 'অচিন্ত্য-অচ্যুত' । ৮৭
'জ্ঞানাতীত' নাম রাখে সৌনকাদি সূত ॥ ৮৮

রুদ্রগণ নাম রাখে 'দেব মহাকাল' । ৮৯
বসুগণ রাখে নাম 'ঠাকুর দয়াল' ॥ ৯০
সিদ্ধগণ নাম রাখে 'পুতনা-নাশন' । ৯১
সিদ্ধার্থ রাখিল নাম 'কপিল তপোধন' ॥ ৯২
ভাগুরি রাখিল নাম 'অগতির গতি' । ৯৩
মৎস্যগন্ধা নাম রাখে 'ত্রিলোকের পতি' ॥ ৯৪
শুক্রাচার্য রাখে নাম 'অখিল-বান্ধব' । ৯৫
বিষ্ণুলোক নাম রাখে 'দেব শ্রীমাধব' ॥ ৯৬
যদুগণ নাম রাখে 'যদুকুলপতি' । ৯৭
অশ্বিনীকুমার রাখে নাম 'সৃষ্টি-স্থিতি' ॥ ৯৮
অর্যমা রাখিল নাম 'কাল-নিবারণ' । ৯৯
সত্যবতী নাম রাখে 'অজ্ঞান-নাশন' ॥ ১০০
'পদ্মাক্ষ' রাখিল নাম ভ্রমর-ভ্রমরী । ১০১
'ত্রিভঙ্গ' রাখিল নাম যত সহচরী ॥ ১০২
'বঙ্কচন্দ্র' নাম রাখে শ্রীরূপমঞ্জরী । ১০৩
মাধুরী রাখিল নাম 'গোপী-মনোহারী' ॥ ১০৪
মঞ্জুমালী নাম রাখে 'অভীষ্ট-পূরণ' । ১০৫
কুটিলা রাখিল নাম 'মদনমোহন' ॥ ১০৬
মঞ্জরী রাখিল নাম 'কর্মবন্ধ-নাশ' । ১০৭
ব্রজবধূ নাম রাখে 'পূর্ণ অভিলাষ' ॥ ১০৮
দৈত্যারি দ্বারকানাথ দারিদ্র্যভঞ্জন ।
দয়াময় দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ ॥
স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি ।
বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠনাথ কমলার পতি ॥

বাসুদেব-প্রদ্যুম্নাদি-চতুর্ব্যূহ-সহ ।
মহৈশ্বর্যপূর্ণ হয়ে বিহার করহ ॥
অনিরুদ্ধ সঙ্কর্ষণ নৃসিংহ বামন ।
মৎস্য-কূর্ম-বরাহাদি অবতারগণ ॥
ক্ষীরোদকশায়ী হরি গর্ভোদবিহারী ।
কারণসাগরে শক্তি মায়াতে সঞ্চারী ॥
বৃন্দাবনে কর লীলা ধরি গোপবেশ ।
সে লীলার অন্ত প্রভু নাহি পায় 'শেষ' ॥
পুতনাবিনাশকারী শকটভঞ্জন ।
তৃণাবর্ত-বক-কেশী-ধেনুক-মর্দন ॥
অঘারি গোবৎসহারী ব্রহ্মার মোহন ।
গিরিগোবর্ধনধারী অর্জুনভঞ্জন ॥
কালীয়দমনকারী যমুনাবিহারী ।
গোপীকুলবস্ত্রহারী শ্রীরাসবিহারী ॥
ইন্দ্রদর্পনাশকারী কুব্জামনোহারী ।
চাণুর-কংসাদি-নাশী অক্রূরনিস্তারী ॥
নবীন-নীরদ-কান্তি শিশুগোপবেশ ।
শিখিপুচ্ছবিভূষিত ব্রহ্ম-পরমেশ ॥
পীতাম্বর-বেণুধর শ্রীবৎসলাঞ্ছন ।
গোপগোপীপরিবৃত কমল-নয়ন ॥
বৃন্দাবন-বনচারী মদনমোহন ।
মথুরামণ্ডলচারী শ্রীযদুনন্দন ॥
সত্যভামাপ্রাণপতি রুক্মিণীরমণ ।
প্রদ্যুম্নজনক শিশুপাল্যাদি-দমন ॥

উদ্ধবের গতিদাতা দ্বারকার পতি।
ত্রিভুবনপরিত্রাতা অখিলের গতি ॥
শাল্ব-দন্তবক্র-নাশী মহিষীবিলাসী।
সাধুজন-ত্রাণকর্তা ভূভার-বিনাশী ॥
পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ বিদুরের প্রভু।
ভীষ্মের উপাস্যদেব ভুবনের বিভু ॥
দেবের আরাধ্যদেব মুনিজনগতি।
যোগিধ্যেয়-পাদপদ্ম রাধিকার পতি ॥
রসময় রসিক নাগর অনুপম।
নিকুঞ্জবিহারী হরি নবঘনশ্যাম ॥
শালগ্রাম দামোদর শ্রীপতি শ্রীধর।
তারক-ব্রহ্ম সনাতন পরম ঈশ্বর ॥
কল্পতরু কমললোচন হৃষীকেশ।
পতিতপাবন গুরু জ্ঞান-উপদেশ ॥
চিন্তামণি চতুর্ভুজ দেব চক্রপাণি।
দীনবন্ধু দেবকীনন্দন যদুমণি ॥
অনন্ত কৃষ্ণের নাম অনন্ত মহিমা।
নারদাদি ব্যাসদেব দিতে নারে সীমা ॥
নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার।
অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার ॥
শতভার-সুবর্ণ-গো-কোটি-কন্যাদান।
তথাপি না হয় কৃষ্ণনামের সমান ॥
যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি ॥

শুন শুন ওরে ভাই নাম-সংকীর্তন।
যে নাম শ্রবণে হয় পাপ-বিমোচন ॥
কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে ॥
কৃষ্ণনাম হরিনাম বড়ই মধুর।
যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর ॥
ব্রহ্মা-আদি দেব যাঁরে ধ্যানে নাহি পায়।
সে-হরি-বঞ্চিত হ'লে কি হবে উপায় ॥
হিরণ্যকশিপুর করি উদর বিদারণ।
প্রহ্লাদে করিলা রক্ষা দেব নারায়ণ ॥
বলিরে ছলিতে প্রভু হইলা বামন।
দ্রৌপদীর লজ্জা হরি কৈলা নিবারণ ॥
অষ্টোত্তর শতনাম যে করে পঠন।
অনায়াসে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করে নন্দের নন্দন।
মথুরায় কংসধ্বংস, লঙ্কায় রাবণ ॥
বকাসুরবধ আদি কালীয়দমন।
দ্বিজ হরিদাস কহে নাম-সংকীর্তন ॥

[৩] প্রার্থনা

তাতল সৈকতে, বারিবিন্দু সম,
সুত-মিত-রমণী সমাজে।
তোহে বিসরি মন, তাহে সমর্পিলুঁ,
অব মঝু হব কোন্ কাজে ॥

মাধব! হাম পরিণাম নিরাশা।
তুহুঁ জগতারণ, দীন দয়াময়,
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা॥
আধ জনম হাম, নিদে গোঙায়লুঁ,
জরা, শিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণী- রসরঙ্গে মাতলুঁ,
তোহে ভজব কোন্ বেলা॥
কত চতুরানন, মরি মরি যাওত,
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত,
সাগর লহরী সমানা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমন-ভয়,
তুয়া বিনা গতি নাহি আরা।
আদি-অনাদিক, নাথ কহাওসি,
অব তারণভার তোহারা॥

[৪]

মাধব! বহুত মিনতি করোঁ তোয়।
দেই তুলসী তিল, দেহ সমর্পিল,
দয়া জানি না ছাড়বি মোয়॥
গণইতে দোষ গুণ- লেশ না পাওবি,
তুহু যব করব বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ, জগতে কহায়সি,
জগ-বাহির নহ মুঞিঃ ছার॥

কিয়ে মানুয-পশু- পাখী জনমিয়ে,
অথবা কীটপতঙ্গ।
করম-বিপাকে, গতাগতি কেবল,
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, অতিশয় কাতর,
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদপল্লব, করি অবলম্বন,
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥

[৫] শ্রীহরি-মহিমা

হরি হে দয়াল মোর জয় রাধানাথ।
বার বার এইবার লহ নিজ সাথ॥
বহু যোনি ভ্রমি' নাথ লইনু শরণ।
নিজগুণে কৃপা কর অধমতারণ॥
জগত-কারণ তুমি জগত-জীবন।
তোমা ছাড়া কার নহি হে রাধারমণ॥
ভুবনমঙ্গল তুমি ভুবনের পতি।
তুমি উপেখিলে নাথ, কি হইবে গতি॥
ভাবিয়া দেখিনু এই জগত-মাঝারে।
তোমা বিনা কেহ নাহি এ দাসে উদ্ধারে॥

[৬] শ্রীগৌর-মহিমা

অবতার সার, গোরা-অবতার,
কেননা ভজিলি তাঁরে।

করি' নীরে বাস, গেল না পিয়াস,
আপন করম ফেরে ॥
কণ্টকের তরু, সদাই সেবিলি (মন),
অমৃত পাইবার আশে ।
প্রেমকল্পতরু, শ্রীগৌরাঙ্গ আমার,
তাহারে ভাবিলি বিষে ॥
সৌরভের আশে, পলাশ শুঁকিলি (মন),
নাসাতে পশিল কীট ।
'ইক্ষুদণ্ড' ভাবি', কাঠ চুষিলি (মন),
কেমনে পাইবি মিঠ ॥
'হার' বলিয়া, গলায় পরিলি (মন),
শমন-কিঙ্কর সাপ ।
'শীতল' বলিয়া, আগুন পোহালি (মন),
পাইলি বজর-তাপ ॥
সংসার ভজিলি, শ্রীগৌরাঙ্গ ভুলিলি,
না শুনিলি সাধুর কথা ।
ইহ-পরকাল, দু'কাল খোয়ালি (মন),
খাইলি আপন মাথা ॥

[৭]

ভুবনমঙ্গল অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ আমার ।
কলিযুগ-বারণ-মদবিনিবারণ রে,
হরিধ্বনি জগতে বিথার গৌরাঙ্গ আমার ॥

নিজ রসে ভাসি হাসে ক্ষণে রোওই রে,
গদ গদ আকুল বোল গৌরাঙ্গ আমার ।
পুলকে বলিত অতি লভিত হেমতনু রে,
অনুক্ষণ নটনবিভোর গৌরাঙ্গ আমার ॥
কত অনুভাব অবধি না পাইয়ে রে,
প্রেমসিন্ধু নয়নহি লোর গৌরাঙ্গ আমার ।
প্রেমভরে গর গর না চিনে আপন পর রে,
পতিত জনেরে দেয় কোল গৌরাঙ্গ আমার ॥
ইহ রসসাগরে মগন সুরাসুর রে,
দিবস-রজনী নাহি জান গৌরাঙ্গ আমার ।
গোবিন্দদাস্যসিন্ধু-বিন্দু লাগি রোওত রে,
শ্রীবল্লভ পরমাণ গৌরাঙ্গ আমার ॥

[৮] অভিষেক

বসিলা গৌরাঙ্গ রত্ন-সিংহাসনে ।
শ্রীবাস পণ্ডিত অঙ্গে লেপয়ে চন্দনে ॥
গদাধর দিল গলে মালতীর মালা ।
রূপের ছটায় দিগ হৈল আলা ॥
বহু উপহার যত মিষ্টান্ন পক্কান্ন ।
নিত্যানন্দ সহ বসি করিলা ভোজন ॥
তাম্বুল ভক্ষণ করি বসিলা সিংহাসনে ।
শচীদেবী যাইলেন মালিনীর সনে ॥
পঞ্চদীপ জ্বালি তেহ আরতি করিলা ।
নির্মঞ্ছন করি শিরে ধান্য-দুর্বা দিলা ॥

ভক্তগণ করে সভে পুষ্প-বরিষণ ।
অদ্বৈত আচার্য দেই তুলসী-চন্দন ॥
দেখিতে আইসে দেব নরে এক সঙ্গে ।
নিত্যানন্দ ডাইনে বসিয়া দেখে রঙ্গে ॥
গোরা অভিষেক এই অপরূপ লীলা ।
গোবিন্দ মাধব বাসু প্রেমেতে ভাসিলা ॥

[৯] প্রার্থনা

ভোলা মন একবার ভাব পরিণাম ।
ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণনাম ॥
কৃষ্ণ ভজিবারে সেথা প্রতিজ্ঞা করিলে ।
সংসারে আসিবা মাত্র সকল ভুলিলে ॥
কত কষ্টে পাল ভাই ভার্যা বেটি-বেটা ।
কৃষ্ণপদ ভজিতেই বাধে সব লেঠা ॥
শত জিহ্বা পরনিন্দা পর তোষামোদে ।
কৃষ্ণনাম কহিতেই রসনায় বাধে ॥
পরপদ ধরি সদা করিছ লেহনে ।
নিযুক্ত না কর কর সে পদ সেবনে ॥
আরে মন ভব রোগে ঘিরিল তোমারে ।
হাঁসফাঁস করিতেছ বিষম বিকারে ॥
কৃষ্ণপদ না ভজিয়া মর উপসর্গে ।
কৃষ্ণপদ ভজ লাভ হবে চতুর্বর্গে ॥
লইতে মধুর নাম কেন রে কাতর ।
কেন ভাই মিছামিছি হইছ ফাঁফর ॥

কহে দীন বলরাম ঘুচিবে বিকার ।
নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার ॥

[১০]

এ মন! গৌরাঙ্গ বিনে নাহি আর ।
হেন অবতার, হবে কি হয়েছে,
হেন প্রেম পরচার ॥
দুরমতি অতি, পতিত পাষণ্ডী,
প্রাণে না মারিল কারে ।
হরিনাম দিয়ে, হৃদয় শোধিল,
যাচি গিয়া ঘরে ঘরে ॥
ভব-বিরিঞ্চির, বাঞ্ছিত প্রেম,
জগতে ফেলিল ঢালি ।
কাঙালে পাইয়ে, খাইল নাচিয়ে,
বাজাইয়ে করতালি ॥
হাসিয়ে কাঁদিয়ে, প্রেমে গড়াগড়ি,
পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে, করে কোলাকুলি,
কবে বা ছিল এ রঙ্গ ॥
ডাকিয়ে হাঁকিয়ে, খোল-করতালে,
গাইয়ে ধাইয়ে ফিরে ।
দেখিয়া শমন, তরাস পাইয়ে,
কপাট হানিল দ্বারে ॥

এ তিন ভুবন, আনন্দে ভরিল,
উঠিল মঙ্গল-সোর ।
কহে প্রেমানন্দ, এমন গৌরাঙ্গে,
রতি না জন্মিল মোর ॥

[১১]

এ মন! 'হরিনাম' কর সার ।
এ ভব-সাগর, হবে বালি-চর,
হাঁটিয়া হইবি পার ॥
ধরম করম, এ জপ এ তপ,
জ্ঞান-যোগ-যাগ-ধ্যান ।
নহি নহি নহি, কলিতে কেবল,
উপায় 'গোবিন্দ' নাম ॥
ভুকতি-মুকতি, যে গতি সে গতি,
তাহে না করিহ রতি ।
মেঘের ছায়ায়, জুড়ায় যেমন,
কহ না সে কোন্ গতি ॥
বদন ভরিয়া, 'হরি হরি' বল,
এমন সুলভ কবে ।
ভারত-ভূমেতে, মানুষ-জনম,
আর কি এমন হবে ॥
যতেক পুরাণ- প্রমাণ দেখ না,
নামের সমান নাই ।

নামে রতি হৈলে, প্রেমের উদয়,
প্রেমেতে হরিকে পাই ॥
শ্রবণ কীর্তন, কর অনুক্ষণ,
অসত পচাল ছাড়ি ।
কহে প্রেমানন্দ, মানুষ-জনম,
সফল কর না ভাড়ি ॥

[১২]

এ মন! কি লাগি আইলি ভবে ।
এমন জনমে, হরি না ভজিলি,
সে তুই মানুষ কবে ॥
মানুষ-আকার, হইলে কি হয়,
করহ ভূতের কাম ।
নহিলে বদনে, কেন না বলহ,
'শ্রীকৃষ্ণ'-'গোবিন্দ' নাম ॥
পাখীরে যে নাম, লওয়াইলে লয়,
শারী শুক আদি কত ।
তুমি যে ইহাতে, আলস্য করহ,
এ হয় কেমন মত ॥
দিবস-রজনী, আবোল-তাবোল,
পচাল পাড়িতে পার ।
তাহার ভিতরে, কখন কেন কি,
'গোবিন্দ' বলিতে নার ॥

ভজিব বলিয়ে, কহিয়া আইলি,
ভুলিলি কি সুখ পাইয়ে।
বুঝিনু আবার, শমন-নগরে,
নরকে মজিবি যাইয়ে॥
বদন ভরিয়া, 'হরি' বল যদি,
ক্ষতি না হইবে তায়।
কহে প্রেমানন্দ, তবে যে নিতান্ত,
এড়াবে কৃতান্ত-দায়॥

[১৩] শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর শোচক

ও মোর জীবন গতি, শ্রীরূপ গোসাঞি অতি,
গুণের সমুদ্র দয়াময়।
যাঁহার করুণা হৈলে, চৈতন্য চরণ মিলে,
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়॥
পরম বৈরাগ্য যাঁর, চরিত্রের নাহি পার,
অসীম ঐশ্বর্য পরিহরি'।
চৈতন্যের আগমন, শুনি হরষিত মন,
প্রয়াগে চলিলা ত্বরা করি'॥
অনুজ বল্লভ সনে, শীঘ্র গেলা সেই স্থানে,
মহাপ্রভু যথায় বসিয়া।
চৈতন্যের শ্রীচরণ, দর্শনে আনন্দ মন,
ভূমে দোঁহে পড়ে লোটাইয়া॥
পুনঃ পুনঃ দুইজনে, নিরখিয়া প্রভু-পানে,
প্রেমজলে ভরিল নয়ন।

দন্তে তৃণ-গুচ্ছ ধরে, বিধিমতে স্তব করে,
শুনিলে ব্যাকুল হয় মন॥
শ্রীরূপেরে নিরখিয়ে, প্রভু প্রেমে মত্ত হয়ে,
প্রিয়বাক্য অনেক কহিলা।
অজ, ভব, দেবগণ, আরাধয়ে যে চরণ,
সে চরণ মস্তকে ধরিলা॥
প্রেমে বশ গৌররায়, উঠ উঠ বলি' তায়,
মহাসুখে কৈলা আলিঙ্গন।
শ্রীরূপ জুড়িয়ে কর, স্তুতি করে বহুতর,
তাহা কিছু না হয় বর্ণন॥
তবে প্রভু রূপে লৈয়ে, নিকটেতে বসাইয়ে,
সনাতনের পুছে সমাচার।
শ্রীরূপ কহিল সব, শুনিয়া চৈতন্য দেব,
কহে কিছু চিন্তা নাহি আর॥
শ্রীরূপে প্রসন্ন হৈয়া, কিছু দিন কাছে থুয়া,
রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব জানাইলা।
পরম আনন্দ মন, রূপে করি' আলিঙ্গন,
বৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞা দিলা॥
কাতরে শ্রীরূপ কয়, সঙ্গে থাকি আজ্ঞা হয়,
শুনি প্রভু মহা হর্ষ-চিত্তে।
কহেন মধুর বাণী, সদা সঙ্গে আছ তুমি,
পুনশ্চ আসিবে ব্রজ হৈতে॥
এই মত কহে যত, তবে প্রভু শচীসুত,
কাশী চলে নৌকায় চড়িয়া।

প্রভুর শ্রীচন্দ্রমুখ, নয়নে হেরিয়ে রূপ,
ভূমে পড়ে মূর্ছিত হইয়া ॥
সে সময় ভেল যাহা, কহিতে না পারি তাহা,
কতক্ষণে কিছু সম্বরিলা ।
মহাপ্রভুর শ্রীচরণ, তাহে সমর্পিয়া মন,
বৃন্দাবন গমন করিলা ॥
অত্যন্ত আনন্দ চিতে, শীঘ্র আইলা মথুরাতে,
সুবুদ্ধি রায়ের দেখা পাইলা ।
মিশ্র আনন্দিত হৈয়া, দুইজনে সঙ্গে লৈয়া,
দ্বাদশ কানন দেখাইলা ॥
বিস্তারিতে নারি আর, গমনাগমন তাঁর,
কতদিন পরে বৃন্দাবনে ।
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, হৈল দোঁহে সুমিলন,
দোঁহে প্রেমে আপ্ত নাহি জানে ॥
আলিঙ্গন করি দোঁহে, চৈতন্যের গুণ কহে,
যাহা শুনি' পাষাণ গলয় ।
আনন্দ হইল চিত্তে, নাহি পারে সম্বরিতে,
কাঁদি' দোঁহে ধরণী লোটায় ॥
অতি অনুরাগ মনে, শ্রীরূপ শ্রীবৃন্দাবনে,
রহে সদা প্রেমের উল্লাসে ।
ফল-মূল মাধুকরী, বিপ্রগৃহে ভিক্ষা করি',
ভুঞ্জে, কভু থাকে উপবাসে ॥
ছিঁড়া কাঁথা বহির্বাস, এইমাত্র বহে পাশ,
তরুতলে করেন শয়ন ।

দিবানিশি অবিশ্রাম, জপয়ে মধুর নাম,
ভাব-ভরে করয়ে নর্তন ॥
ক্ষণে করে সংকীর্তন, অন্তর্মনা অনুক্ষণ,
কি কব ভজন রীতি তাঁর ।
প্রভুর আজ্ঞায় কত, বর্ণিলা অমৃত গ্রন্থ,
প্রেম-সম অক্ষর যাঁহার ॥
মহাধীর অত্যুদার, কে বুঝে হৃদয় তাঁর,
কভু যমুনার তটে যাঞা ।
'হা শচীনন্দন' বলি', কাঁদয়ে দু' বাহু তুলি,
ডাকে রাধাকৃষ্ণ নাম লৈয়া ॥
অতি সুকোমল দেহ, সদা প্রেমে নাচে সেহ,
আর কি বলিব এক মুখে ।
অধম পামরগণ, পতিত দুঃখিত জন,
নিজগুণে কৃপা করেন তাকে ॥
নরহরি দুরাচার, কর মোরে অঙ্গীকার,
তাপেতে হইল সদা ভোর ।
তুয়া পাদপদ্মে মন, রহে যেন অনুক্ষণ,
এই নিবেদন শুন মোর ॥

[১৪] শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর শোচক

রূপের বৈরাগ্যকালে, সনাতন বন্দিশালে,
বিষাদ ভাবয়ে মনে মনে ।
"শ্রীরূপে করুণা করি, ত্রাণ কৈল গৌরহরি,
মো অধমে নহিল স্মরণে ॥

মোর কর্ম্মদড়ি-ফান্দে, মোর হাতে গলে বান্ধে,
রাখিয়াছে কারাগারে ফেলি' ।
আপন করুণা-ফাঁসে, দৃঢ় বান্ধি' মোর কেশে,
চরণ-নিকটে লহ তুলি' ॥
পশ্চাতে অগাধ-জল, দুই পাশে দাবানল,
সম্মুখে যুড়িল ব্যাধ বাণ ।
কাতরে হরিণী ডাকে, পড়িয়া বিষম পাকে,
তুমি নাথ মোরে কর ত্রাণ ॥
জগাই মাধাই হেলে, বাসুদেবে অজামিলে,
অনায়াসে করিলে উদ্ধার ।
করুণা-আভাস করি, সনাতনে পদতরী,
দেহ যেন ঘোষয়ে সংসার ॥
এ দুঃখ-সমুদ্র-ঘোরে, নিস্তার করহ মোরে,
তোমা বিনা নাহি অন্যজন ।"
হেনকালে অন্যজনে, অলক্ষিতে সনাতনে,
পত্র দিল রূপের লিখন ॥
রূপের লিখন পেয়ে, মনে আনন্দিত হ'য়ে,
সদা করে গৌরাঙ্গ ধেয়ান ।
শ্রীরাধাবল্লভ দাস, মনে করে অভিলাষ,
পত্র পেয়ে করিলা পয়ান ॥

[১৫] শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর শোচক

যবে রূপ-সনাতন, ব্রজে গেলা দুই জন,
শুনিয়া তা রঘুনাথ দাস ।

নিজ রাজ্য অধিকার, ইন্দ্রসম সুখ যাঁ'র,
ছাড়িয়া চলিলা প্রভু-পাশ ॥
উঠি' রাত্রে নিশা-ভাগে, দুয়ারে প্রহরী জাগে,
পথ ছাড়ি' বিপথে গমন ।
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি পায়, মনোদ্বেগে চলি যায়,
সদা চিন্তে চৈতন্য চরণ ॥
একদিন এক গ্রামে, সন্ধ্যাকালে গোবাথানে,
'হা চৈতন্য' বলিয়া বসিলা ।
এক গোপ দুগ্ধ দিলা, তাহা খেয়ে বিশ্রামিলা,
সেই রাত্রে তথাই রহিলা ॥
যে অঙ্গ পালঙ্ক বিনে, ভূমি-শয্যা নাহি জানে,
সে অঙ্গ বাথানে গড়ি যায় ।
যিনি ঘোড়া-দোলা বিনে, পথশ্রম নাহি জানে,
কন্টকে হাঁটয়ে সেই পায় ॥
যিঁহো বেলা দণ্ডচারি, তোলা জলে স্নান করি,
যড়্‌রস করিত ভোজন ।
এবে যদি কিছু পান, সন্ধ্যাকালে তাহা খান,
না পাইলে অমনি শয়ন ॥
বার দিনের পথ যান, তিন সন্ধ্যা অন্ন খান,
প্রবেশিলা নীলাচল-পুরে ।
দেখিয়া সে শ্রীমন্দির, দু'নয়নে বহে নীর,
'হা চৈতন্য' বলে উচ্চস্বরে ॥
এ রাধাবল্লভ দাস, মনে করি অভিলাষ,
কোথা মোর রঘুনাথদাস ।

তাঁহার প্রসঙ্গ-মাত্র, পুলকিত হয় গাত্র,
তাঁহার পদরেণু করি আশ ॥

[১৬] শ্রীবৈষ্ণব-শরণ

বৃন্দাবনবাসী যত বৈষ্ণবের গণ ।
প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ ॥
নীলাচলবাসী যত মহাপ্রভুর গণ ।
ভূমিতে পড়িয়া বন্দোঁ সবার চরণ ॥
নবদ্বীপবাসী যত মহাপ্রভুর ভক্ত ।
সবার চরণ বন্দোঁ হঞা অনুরক্ত ॥
মহাপ্রভুর ভক্ত যত গৌড়দেশে স্থিতি ।
সবার চরণ বন্দোঁ করিয়া প্রণতি ॥
যে দেশে যে দেশে বৈসে গৌরাঙ্গের গণ ।
ঊর্ধ্ববাহু করি' বন্দোঁ সবার চরণ ॥
হঞাছেন হবেন প্রভুর যত দাস ।
সবার চরণ বন্দোঁ দন্তে করি' ঘাস ॥
ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে ।
এ বেদ-পুরাণে গুণ গায় যেবা শুনে ॥
মহাপ্রভুর গণ-সব পতিত-পাবন ।
তাই লোভে মুই পাপী লইনু শরণ ॥
বন্দনা করিতে মুই কত শক্তি ধরি ।
তমো বুদ্ধি দোষে মুই দম্ভ মাত্র করি ॥
তথাপি মূকের ভাগ্য মনের উল্লাস ।
দোষ ক্ষমি' মো অধমে কর নিজ দাস ॥

সর্ব বাঞ্ছা সিদ্ধি হয় যম-বন্ধ ছুটে ।
জগতে দুর্লভ হঞা প্রেমধন লুটে ॥
মনের বাসনা পূর্ণ অচিরাতে হয় ।
দেবকীনন্দন দাস এই লোভে কয় ॥

[১৭]

ওহে প্রেমের ঠাকুর গোরা ।
প্রাণের যাতনা কিবা ক'ব নাথ
হয়েছি আপন হারা ॥
কি আর বলিব যে কাজের তরে,
এনেছিলে নাথ! জগতে আমারে,
এতদিন পরে কহিতে সে কথা
খেদে দুঃখে হই সারা ।
তোমার ভজনে না জন্মিল রতি,
জড় মোহে মত্ত সদা দুরমতি,
বিষয়ীর কাছে থেকে থেকে আমি
হইনু বিষয়ী পারা ॥
কে আমি, কেন যে এসেছি এখানে,
সে কথা কখনো নাহি ভাবি মনে,
কখনো ভোগের, কখনো ত্যাগের
ছলনায় মন নাচে ।
কি গতি হইবে কখনো ভাবি না,
হরি-ভকতের কাছেও যাই না,
হরি-বিমুখের কুলক্ষণ যত
আমাতেই সব আছে ॥

শ্রীগুরুকৃপায় ভেঙেছে স্বপন,
বুঝেছি এখন তুমিই আপন,
তব নিজজন পরম বান্ধব,
সংসার-কারাগারে।
আর না ভজিব ভক্ত-পদ বিনু,
(ঐ) রাতুল চরণে শরণ লইনু,
উদ্ধারহ নাথ! মায়াজাল হ'তে
এ দাসের কেশে ধ'রে ॥
পাতকীরে তুমি কৃপা কর নাকি?
জগাই মাধাই ছিল যে পাতকী,
তাহাতে জেনেছি, প্রেমের ঠাকুর!
পাতকীরে তার' তুমি ॥
আমি ভাগ্যহীন, দীন, অকিঞ্চন
অপরাধী-শিরে দাও দু'চরণ।
তোমার অভয় শ্রীচরণে চির
শরণ লইনু আমি ॥

[১৮]

গৌরাঙ্গ সুন্দর প্রেম জলধর
তপত কাঞ্চন কায়।
নদীয়া নগরে হরিপ্রেম-ভরে
নাচিয়া নাচিয়া যায় ॥
রকত-কমল করপদতল
শতদল মুখশশী।

নখরে নখরে সতত বিহরে
শশধর রাশি রাশি ॥
বেণু-বীণা রব মানে পরাভব
কণ্ঠে মধুর ভাষা।
তাহে অবিরাম গায় হরিনাম
জাগায়ে প্রেম-পিপাসা ॥
শ্রীবাস-অঙ্গনে নিতায়ের সনে
নাম সংকীর্তনে নাচে।
ঘরে ঘরে গিয়া, জীব উদ্ধারিয়া
যারে তারে প্রেম যাচে ॥
ভারত ভ্রমিয়া পদ পরশিয়া
পূত করিল ধূলি।
সে চরণ রজ হর-কমলজ
সদা শিরে লয় তুলি ॥
লীলার তুলনা মেলেনা মেলেনা
তুমি লীলাময় হরি।
হরিনাম দিলে জীব উদ্ধারিলে
নদীয়াতে অবতরি ॥

[১৯]

যার মুখে ভাই, হরিকথা নাই
তার কাছে তুমি যেও না।
যার মুখ দেখি ভুলে যাবে হরি
তার মুখপানে চেও না ॥

কদিন রহিবে ভবমাঝে আর
অবিলম্বে কর যাহা করিবার ।
পরের কথায় কিবা আসে যায়?
মিছে দাগা তুমি পেও না ॥
কে তোমাকে কবে কী কথা কহিবে
সে কথা ভাবিলে আর কি চলিবে ।
বিপদে সম্পদে রাখিবে যে পদে
তাঁর পদ কেন ভাব না ॥
(কেবল) হরিকথা কহ, হরিগুণ গাও
হরিনাম-রসে সদা মত্ত হও ।
হরিনাম-গীতি গাও নিতি নিতি
অন্য কোন গীতি গেও না ॥

[২০]

গুরুদেব! দয়াময়!
প্রাণের যাতনা জানাব কি তোমা
হয়েছে জীবন যন্ত্রণাময় ।
শ্রীকৃষ্ণে ভজিতে নাহি চাহে মতি,
বিষয়ে ভোগেতে প্রবলা আসক্তি,
বিষয়ের আশা নাহি ছাড়ে মন,
বিষয়েতে সদা ধায় ॥
কৃষ্ণদাস্য ভুলি' মায়ারে ভজিনু,
আপন স্বরূপ কভু না চিন্তিনু,

বিরূপে স্বরূপ ভাবি মূঢ় মন,
মায়াতে আকৃষ্ট হয় ।
দুষ্ট-সঙ্গ-ফল না বুঝিনু হায়,
সাধু-কাছে যেতে চিত্ত নাহি চায়,
অসতের সঙ্গে থাকিয়া সতত,
চিত্ত হল বজ্র প্রায় ॥
কনক-কামিনী-লাভ-পূজা-আশা,
চাহে মোর চিত্ত আর প্রতিষ্ঠাশা,
কিরূপে শোধিত হবে মোর চিত—
এই চিন্তা সদা হয় ।
তব কৃপাকণা আমার সম্বল,
তব কৃপা বিনা নাহি অন্য বল,
কৃপা কর প্রভু দিয়া চিদ্‌বল,
দাস তোমা প্রণময় ॥
সাধুসঙ্গে থাকি' ছয় বেগ দমি'
শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবি যেন আমি,
হেন মতি যাচে তব দাসাধম,
বন্দি তব রাঙ্গা পায় ।
ওহে গুরুদেব! তব শ্রীচরণ,
সেবি যেন আমি জনম জনম,
এই আশীর্বাদ যাচি' অভাজন,
তব পদে স্থান চায় ॥
—শ্রীমৎ ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ

[২১]

কে গো তুমি কাঙ্গাল-বেশে
দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াও।
অতি বড় ব্যথার ব্যথি
(তাই) নয়ন-জলে বক্ষ ভাসাও ॥
অধম পতিত আচণ্ডালে
স্নেহের কোলে লওগো তুলে, ।
দিব্য-প্রেমের আঁখি খুলে
ভব-বাঞ্ছিত-পদ দেখায়ে দাও ॥
এমন দয়াল কে গো তুমি
বিলালে প্রেম-চিন্তামণি, ।
ধর লও ব'লে প্রেমের খনি
আচণ্ডালে বিলায়ে দাও ॥
আচণ্ডালে প্রেম বিলালে,
ত্রিতাপ-জ্বালা জুড়াইলে, ।
(মায়া-) মুগ্ধ-জীবের ভবক্ষুধা
চিরতরে মিটিয়ে দাও ॥
যমুনার কূলে কদম্বের মূলে
বাজাতে বাঁশী রাধা ব'লে।
সেই না তুমি গৌর হয়ে
নদে' এসে জীব তরাও ॥

[২২]

এ ঘোর-সংসারে পড়িয়া মানব
না পায় দুঃখের শেষ।
সাধু-সঙ্গ করি হরি ভজে যদি
তবে হয় অন্ত ক্লেশ ॥
সংসার-অনলে জ্বলিছে হৃদয়
অনলে বাড়য়ে অনল।
অপরাধ ছাড়ি' কৃষ্ণনাম লয়
অনলে পড়য়ে জল ॥
নিতাই চৈতন্য চরণ-কমলে
আশ্রয় লইল যেই।
কালীদাস বলে জীবনে মরণে
আমার আশ্রয় সেই ॥

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর জন্মলীলা [২৩] সিন্ধুরা—দশকুশি

এ তিন ভুবন মাঝে অবনী মণ্ডল সাজে
তাহে পুনঃ অতি অনুপাম।
শোক দুঃখ তাপত্রয় যার নাম শান্তি হয়
হেন সেই শান্তিপুর গ্রাম ॥
কুবের পণ্ডিত তায় শুদ্ধ সত্ত্ব দ্বিজরায়
নাভাদেবী তাহার গৃহিণী।
শান্তিপুরে করে স্থিতি কৃষ্ণপূজা করে নিতি
ভক্তিহীন দেখিয়া অবনী ॥

কলিহত জীব দেখি মনে দুঃখ পায় অতি
ভকতে আরাধয়ে ভগবান ।
সে আরাধন কাজে নাভাদেবীর গর্ভমাঝে
মহাবিষ্ণু হইলেন অধিষ্ঠান ॥
মাঘমাসে শুভক্ষণে শুক্লা সপ্তমী দিনে
অবতীর্ণ হইলেন মহাশয় ।
দেখিয়া পণ্ডিত অতি হইল হরষিত মতি
নয়নে আনন্দধারা বয় ॥
আচম্বিতে জগজনে আনন্দ পাইল মনে
কি লাগিয়া কেহ নাহি জানে ।
এ বৈষ্ণবদাসে বলে উদ্ধার হইব বলে
পতিত পাষণ্ডী দীন হীনে ॥

[২৪] কল্যাণ—একতালী

কুবের পণ্ডিত, অতি হরষিত,
দেখিয়া পুত্রের মুখ ।
করি জাতকর্ম, অছিল ধর্ম,
বাড়য়ে মনের সুখ ॥
সর্ব সুলক্ষণ, বরণ কাঞ্চন,
বন্দন কমল শোভা ।
আজানুলম্বিত, বাহু সুললিত,
জগজন মনলোভা ॥
নাভি সুগভীর, পরম সুন্দর,
নয়ন কমল জিনি ।

অরুণ চরণ, নখ দরপণ,
জিনি কত বিধু মণি ॥
মহাপুরুষের, চিহ্ন মনোহর,
দেখিয়া বিস্ময় সবে ।
বুঝি ইহা হৈতে জগত তরিবে,
এই করে অনুভবে ॥
যত পুরনারী, শিশুমুখ হেরি,
আনন্দ সায়রে ভাসে ।
না ধরয়ে হিয়া, পুনঃ পুনঃ গিয়া,
নিরখয়ে অনিমিযে ॥
তাহার মাতারে, করে পরিহাসে,
কহে হেন সুত যার ।
তার ভাগ্য সীমা, কে দিব উপমা,
ভুবনে কে সম তার ॥
এতেক বচন, সব নারীগণ,
কহে গদ্‌গদ্ ভায ।
জগত তারণ, বুঝল কারণ,
দাস বৈষ্ণবের আশ ॥

[২৫] সুহই—ছোট দশকুশি

বিযয়ে সকল মত্ত নাহি কৃষ্ণনাম-তত্ত্ব
ভক্তিশূন্য হইল অবনী ।
কলি-কালসর্প-বিষে দগ্ধ জীব মিথ্যারসে
না জানয়ে কেবা সে আপনি ॥

নিজ কন্যা-পুত্রোৎসবে নানা ব্যয় করে সবে
নাহি অন্য শুভ কর্মলেশ।
যক্ষ পূজে মদ্য-মাংসে নানামতে জীব হিংসে
এইমত হৈল সর্বদেশ॥
দেখিয়া করুণা করি কমলাক্ষ নাম ধরি
অবতীর্ণ হৈলা গৌড়দেশে।
ব্রজরাজ-কুমার সাঙ্গোপাঙ্গ অবতার
করাইব এই অভিলাষে॥
সর্বআগে আগুয়ান জীবের করিতে ত্রাণ
শান্তিপুরে করিলা প্রকাশ।
সকল দুষ্কৃতি যাবে, সবে কৃষ্ণপ্রেম পাবে
কহে দীন বৈষ্ণবদাস॥

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব [২৬] ভাটিয়ারী—লোফা

ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি সুভগ সকলি।
জনম লভিলা গোরা পড়ে হুলাহুলি॥
অম্বরে অমর সভে ভেল উনমুখ।
লভিলা জনম গোরা যাবে সব দুঃখ॥
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে পরম হরিষে।
জয়ধ্বনি সুর-কুলে কুসুম বরিষে॥
জগভরি হরি ধ্বনি উঠে ঘন ঘন।
আবালবনিতা আদি নরনারীগণ॥
শুভক্ষণ জানি গোরা জনম লভিল।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় হইল॥

সেই কালে চন্দ্রে রাহু করিলা গ্রহণ।
হরি হরি ধ্বনি উঠে ভরিয়া ভুবন॥
দীন হীন উদ্ধার হইবে ভেল আশ।
দেখিয়া আনন্দে ভাসে জগন্নাথ দাস॥

শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব [২৭] বিভাষ—দোঠুকি

পূরব জনম, দিবস দেখিয়া,
আবেশে গৌররায়।
নিজগণ লৈয়া, হরষিত হৈয়া,
নন্দ মহোৎসব গায়॥
খোল করতাল, বাজয়ে রসাল,
কীর্তন জনম লীলা।
আবেশে আমার, গৌরাঙ্গসুন্দর,
গোপবেশ নিরমিলা॥
ঘৃত ঘোল দধি, গোরস হলদি,
অবনী মাঝারে ঢালি।
কান্ধে ভার করি, তাহার উপরি,
নাচে গোরা বনমালী॥
করেতে লগুড়, নিতাইসুন্দর,
আনন্দ আবেশে নাচে।
রামাই মহেশ, রাম গৌরীদাস,
নাচে তাঁর পাছে পাছে॥
হেরিয়া যতেক, নীলাচল লোক,
প্রেমের পাথারে ভাসে।

দেখিয়া বিভোর, আনন্দ সাগর,
এ রাধামোহন দাসে ॥

[২৮] ভাটিয়ারী—লোফা

শঙ্খ দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ ।
জয় জয় হরিধ্বনি ভরিলা ভুবন ॥
ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী তিথি নক্ষত্র রোহিণী ।
দশদিক সুমঙ্গল শুভক্ষণ জানি ॥
জনমিলা ব্রজপুরে ব্রজেন্দ্র নন্দন ।
অন্তরীক্ষে দেবী করে পুষ্প বরিষণ ॥
পঞ্চগব্য পঞ্চামৃতে গন্ধাদি সাজায়া ।
অভিষেক করে দেবী জয় জয় দিয়া ॥
অপ্সরা নাচয়ে গান করয়ে গন্ধর্ব ।
মঙ্গল জয়কার দেই দেবপত্নী সর্ব ॥
কত কত কোটি চাঁদ জিনিয়া উদয় ।
এ দ্বিজ মাধবে কহে আনন্দ হৃদয় ॥

[২৯] বিভাষ—দোঠুকি

নিশি অবশেষে, জাগি বরজেশ্বরী,
হেরই বালক মুখ চাঁদে ।
কতহু উল্লাস, কহই না পারিয়ে,
উথলই হিয়া নাহি বান্ধে ॥
আনন্দ কো কহু ওর ।
শুনি ধ্বনি নন্দ, ব্রজেশ্বর আওল,
শিশুমুখ হেরিয়া বিভোর ॥

চলতহি খলত, উঠত কেনে গিরত,
কহি সব গোকুল লোকে ।
আইলা বন্দীগণ, ব্রাহ্মণ সজ্জন,
করতহি জাত বৈদিকে ॥
দধি দুগ্ধ নবনী, হরিদ্রা হৈয়ঙ্গব,
ঢালত অঙ্গন মাঝে ।
কহে শিবরাম, দাস অব আনন্দে,
নাচত গাওত ব্রজরাজে ॥

[৩০] ধানশী—ধামালী

স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ ।
হরি হরি হরি ধ্বনি ভরিল ভুবন ॥
ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র ।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ ॥
নন্দের মন্দিরে সব গোয়ালা আইল ধাএয়া ।
হাতে লড়ি কাঁধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া ।
নাচেরে নাচেরে নন্দ গোবিন্দ পাইয়া ॥
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল ।
এ দাস শিবাইর মন ভুলিয়া রহিল ॥

[৩১] বেলোয়ার—একতালী

নন্দের মন্দিরে রে গোয়ালা আইল ধাইয়া ।
হাতে লড়ি কান্ধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া ॥

দধি ঘৃত নবনীত গোরস হলদি ।
আনন্দে আকাশে ঢালে নাহিক অবধি ॥
গোয়ালা গোয়ালা মেলি করে হুড়াহুড়ি ।
হাতে লড়ি করি নাচে যত বুড়াবুড়ি ॥
গোকুলের লোক সব বালবৃদ্ধ করি ।
নয়নে বহয়ে ধারা শিশুমুখ হেরি ॥
লক্ষ লক্ষ ধেনুগাভী অলঙ্কৃত করি ।
ব্রাহ্মণে করয়ে দান যত ইচ্ছা ভরি ॥
দেহ দেহ বাণী বই নাহি আর বোল ।
সঘনে সবাই বলে হরি হরি বোল ॥

[৩২]

জয় জয় রব ব্রজ ভরিয়া ।
উপানন্দ অভিনন্দ সানন্দ নন্দন,
পাঁচ ভাই নাচে দু'বাহু তুলিয়া ॥
যশোধর যশোদেব, সুদেব আদি গোপ সব,
আনন্দে নাচয়ে সবে মাতিয়া ।
নাচেরে নাচেরে নন্দ, সঙ্গে নাচে গোপবৃন্দ,
হাতে লড়ি কান্ধে ভার করিয়া ॥
খেনে নাচে খেনে গায়, সুতিকা মন্দিরে যায়,
গীরয়ে বালক মুখ হেরিয়া ।
দধি দুগ্ধ ভারে ভারে, ঢালিয়া আঙ্গিনা পারে,
কেহ শিরে ঢালে দধি তুলিয়া ॥
লগুড় লইয়া করে, নাচয়ে ধীরে ধীরে,
নন্দের জননী বড়িয়সী বুড়িয়া ।

যত ব্রজ গোপনারী, জয়কার ধ্বনি করি,
আশীষ করয়ে শিশু বেড়িয়া ॥
নর্তক বাদক যত, ধাওত শত শত,
ধেনু ধায় উচ্চ পুচ্ছ করিয়া ।
ভোর হৈল গোপ সব, অপরূপ নন্দোৎসব,
এ দাস শিবাই নাচে ফিরিয়া ॥

শ্রীরাধিকার জন্মোৎসব [৩৩] কল্যাণ—বড় দশকুশী

প্রিয়ার জনম, দিবস আবেশে,
আনন্দে ভরল তনু ।
নদীয়া নগরে, বৃষভানু পুরে,
উদয় করল জনু ॥
গদাধর মুখ, হেরি পুনঃপুনঃ,
নাচে গোরা নটরায় ।
ভাব অনুভব, করি সঙ্গী সব,
মহা মহোৎসব গায় ॥
দধির সহিত, হলদি মিলিত,
কলসে কলসে ঢালি ।
প্রিয়গণ নাচে, নানা কাচ কাচে,
ঘন দিয়া হুলাহুলি ॥
গৌরাঙ্গ নাগর, রসের সাগর,
ভাবের তরঙ্গ তায় ।
জগৎ ভাসিল, এ হেন আনন্দ,
এ দাস বল্লভী গায় ॥

[৩৪] কল্যাণী—একতালী

ভাদ্র শুক্লাষ্টমী তিথি, বিশাখা নক্ষত্র তিথি
শ্রীমতী জনম যোই কালে ।
মধ্য দিন গত রবি, দেখিয়া বালিকা ছবি,
জয় জয় দেই কুতূহলে ॥
বৃষভানুপুরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
জয় রাধে শ্রীরাধে বলে ।
কন্যার চাঁদ মুখ দেখি, রাজা হইল মহাসুখী,
দান দেই ব্রাহ্মণ সকলে ॥
নানা দ্রব্য হস্তে করি, নগরের যত নারী,
আইল সবে কীর্তিদা মন্দিরে ।
অনেক পুণ্যের ফলে, দৈব হৈলা অনুকূলে,
এ হেন বালিকা মিলে তোরে ॥
মোদের মনে হেন লয়, এহো ত মানুষ নয়,
কোন ছলে কেবা জনমিলা ।
ঘনশ্যাম দাস কয়, না করিহ সংশয়,
কৃষ্ণপ্রিয়া সদয়া হইলা ॥

[৩৫] ধানশী—দাশপাহাড়িয়া

বৃষভানুপুরে আজ আনন্দ বাধাই ।
রত্নভানু সুভানু নাচয়ে তিন ভাই ॥
দধি ঘৃত নবনীত গোরস হলদি ।
আনন্দে অঙ্গনে ঢালে নাহিক অবধি ॥

গোপ গোপী নাচে গায় যায় গড়াগড়ি ।
মুখরা নাচয়ে বুড়ী হাতে লৈয়া নড়ি ॥
বৃষভানু রাজা নাচে অন্তর উল্লাসে ।
আনন্দ বাধাই গীত গায় চারিপাশে ॥
লক্ষ লক্ষ গাভী তখন অলঙ্কৃত করি ।
ব্রাহ্মণে করয়ে দান আপনা পাসরি ॥
গায়ক নর্তন ভাট করে উতরোল ।
দেহ দেহ লেহ শুনি এই বোল ॥
কন্যার বদন দেখি কীর্তিদা জননী ।
আনন্দে অবশ দেহ আপনা না জানি ॥
কত কত পূর্ণচন্দ্র জিনিয়া উদয় ।
এ দাস উদ্ধব হেরি আনন্দ হৃদয় ॥

[৩৬] কল্যাণ—একতালী

আজু কি আনন্দ ব্রজ ভরিয়া ।
নব বাসভুষা পরি, ধায়ত গোপনারী,
না পারে ধৃতি ধরিয়া ॥
কিবা অপরূপ সাজে, প্রবেশে ভবন মাঝে,
গোপগণ কান্ধে ভার করিয়া ।
বৃষভানু নৃপমণি, আপনা মানয়ে ধনী,
বালিকা বদন বিধু হেরিয়া ॥
সুভানু সুচন্দ্র ভানু, ধরিতে নারয়ে তনু,
নাচে সব গোপ তায় ঘেরিয়া ।

বাজে বাদ্য নানা ভাতি গীতি গায় প্রেমে মাতি,
বসন উড়ায় ফিরি ফিরিয়া ॥
ঘৃত দধি দুগ্ধ সহ, হরিদ্রা সলিল কেহ,
ঢালে কারু মাথে ছল করিয়া ।
মুখরার সাধ কত, করয়ে মঙ্গল যত,
কৌতুকে দেখয়ে নরহরিয়া ॥

ঝুলনলীলা [৩৭] কল্যাণী—লোফা

ঝুলত শ্যাম, গৌরী বাম, আনন্দ রঙ্গে মাতিয়া ।
ঈষত হসিত রভস কেলি, ঝুলায়ত কত সখিনী মেলি
গাওত কত ভাঁতিয়া ॥
হেম মণি যুতবর হিণ্ডোর, রচিত কুসুম গন্ধে ভোর,
পড়ত ভ্রমর পাঁতিয়া ।
নবীন লতায় জড়িত ডাল, বৃন্দাবিপিন শোভিত ভাল,
চাঁদ উজোর রাতিয়া ॥
নব ঘন তনু দোলয়ে শ্যাম, রাই সঙ্গে ঝুলত বাম,
তড়িত জড়িত কাঁতিয়া ।
তারামণি যুত চন্দ্র হার, ঝুলিতে দুলিছে গলে দোঁহার,
হিলন দুহুক গাঁতিয়া ॥
ধিধি কট ধিয়া তাথৈয়া বোল, বাজে মৃদঙ্গ মোহন রোল,
তিতিনা তিতিনা তাতিয়া ।
ভেদ পড়ল গ্রাম পুর, ধীর শবদ জিতসুর,
বরণ নাহিক যাতিয়া ॥

মণি আভরণ কিঙ্কিনী বঙ্ক, ঝুলনে বাজয়ে ঝুনুর ঝঙ্ক,
ঝন ঝন ঝন ঝাঁতিয়া ।
রাধামোহন চরণে আশ, কেবল ভরসা উদ্ধব দাস,
রচিত পূরিত হাতিয়া ॥

[৩৮] তেওড়া

ঝুকি ঝুকি ঝুলায়ত, সকল সখীগণ,
হেরি আনন্দে মাতিয়া ।
দুহুঁক গুণ সব, গাওত বাওত,
হেমপুতলি পাঁতিয়া ॥
কোই মৃদু মৃদু, হাসি হিলোলত,
দুহুঁ দুহুঁ গুণ গাহিয়া ।
দুহুঁক মন মাহা, উয়ল মনসিজ,
হেরত আনন্দে মাতিয়া ॥
কপোত কীর শুক, সারি কোকিল,
ময়ূর নাচে মাতিয়া ।
রতি রভস রসে হৃদয় গরগর,
বিছুর প্রেম সাঙ্গাতিয়া ॥
বদনে লহু লহু, হাস উপজত,
দুহুঁ দুহুঁ প্রেমে মাতিয়া ।
কহে শিবরাম, দুহুঁকার প্রেম,
বরণ না হোয়ত যাতিয়া ॥

[৩৯] শ্রীরাগ মিশ্র—দোঠুকি

ঝুলনা হইতে নামিল তুরিতে,
রসবতী রসরাজ ।
রতন আসনে, বসিয়া দু'জনে,
রতন মন্দির মাঝ ॥
সুচামর লেই, কোই বীজই,
সেবাপরায়ণা সখী ।
সুবাসিত জলে, বদন পাখালে,
বসনে মোছায় আঁখি ॥
থারি ভরি কোই, বিবিধ মিঠাই,
ধরি মুহঁ সমমুখে ।
সখীগণ সনে, কতই কৌতুকে,
ভোজন করিল সুখে ॥
তাম্বুল সাজাইয়া, কোন সখী লইয়া,
দোঁহার বদনে দিল ।
এ কেশ কুসুমে, আপাদ বদনে,
নিছিয়া নিছিয়া নিল ॥
কুসুম তলপে, অলপে অলপে,
বসিলা রাধিকা-শ্যাম ।
অলসে ঈষৎ, নয়ন মুদিত,
হেরিয়া মোহিত কাম ॥
দেখি সখীগণে, কতহুঁ যতনে,
শুতায়ল দোঁহে তায় ।

সখীর ইঙ্গিতে, চরণ সেবিতে,
এ দাস বৈষ্ণব ধায় ॥

গোষ্ঠলীলা [৪০] বেলোয়ার—মধ্যম একতালী

শচীর নন্দন গোরা ও চাঁদ বয়ানে ।
ধবলী শাঙলী বলি ডাকে ঘনে ঘনে ॥
বুঝিয়া ভাবের গতি নিত্যানন্দ রায় ।
শিঙ্গার শবদ করি বদনে বাজায় ॥
নিতাই চাঁদের মুখে শৃঙ্গার নিশান ।
শুনিয়া ভকতগণ প্রেমে অগেয়ান ॥
ধাইল পণ্ডিত গৌরীদাস যার নাম ।
ভাইয়ারে ভাইয়ারে বলি ধায় অভিরাম ॥
দেখিয়া গৌরাঙ্গ রূপ প্রেমের আবেশ ।
শিরে চূড়া শিখি-পাখা নটবর বেশ ॥
চরণে নূপুর বাজে সর্বাঙ্গে চন্দন ।
বংশীবদনে কহে চল গোবর্ধন ॥

[৪১] ধামালী

শ্রীদাম বলে ওগো রাণী, বিদায় দে তোর নীলমণি,
লয়ে যাব গোষ্ঠ বিহারে ।
গোধন চারণ করি, আমি দিব তোমার হরি,
নিবেদন করি জোড় করে ॥
রাণী বলে কি বলিলি, না পাঠাব বনমালী,
তোমরা সবাই যাও বনে ।

বড় হ'লে লালনে, ল'য়ে যেও কাননে,
পাঠাইব তোমা সবা সনে ॥
শুনরে শ্রীদাম ভাই, আমার যাওয়া হ'ল নাই,
মা বিদায় নাহি দিল মোরে ।
জ্ঞান দাস কহে শুন, যশোদার জীবন,
জানি কি না জানি বিদায় করে ॥

নৌকাবিহার [৪২] মাথুর—তিওট্

রাই-কানু যমুনার মাঝে । ধ্রু
ফিরয়ে তরণী, জলের ঘূরণী
দূরে গেল কুল লাজে ॥
কুম্ভীর মকর, মীন উঠত,
সঘনে বদন তুলি ।
হরিষে যমুনা, উথলে দ্বিগুণা,
রাই কানু রূপে ভুলি ॥
কহয়ে ললিতা, হয়ে সচকিতা,
শুন লো মুখরা বুড়ী ।
তোমারি কথায়, চড়ি ভাঙ্গা নায়,
পরাণ সহিত মরি ॥
মুখরা কহয়ে, যা মাগে কাণ্ডারী,
তাহাই করহ দান ।
এ ভাঙ্গা তরণী, পার হবে এখনি,
কেন বা যাইবে প্রাণ ॥

এ সব বচন, শুনিয়া কাণ্ডারী,
কহয়ে ললিতা পাশে ।
তোমার সখীর পরশ মাগিয়ে,
বংশী শুনিয়া হাসে ॥

[৪৩] শ্রীল প্রভুপাদ বন্দনা—শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী

প্রভুপাদ চরণাশ্রয়, শুদ্ধভক্তিভাবোদয়,
প্রণমামি শরণ লয়ে ।
ভক্তগোষ্ঠী যাঁহার দেহ, সর্বজীব আশ্রয় গেহ,
গৌরাঙ্গের পাশ আমারে নিজয়ে ॥
কৃষ্ণকথামৃত-লেখক, গৌরতত্ত্ব জগৎ শিক্ষক,
করি তোমার নিত্যসঙ্গের আশা ।
প্রভুপাদের পথ বাহিরে, কলিকালের মায়া ভাইরে,
উদ্ধার পাইবার নাহি কোন আশা ॥
প্রচার অমৃত দিল যে, গুরুগৌরাঙ্গ প্রাণ সে,
কীর্তন করিবে রাধাদাস ।
প্রভুপাদ দিব্য দৃষ্টি সংসার গৌর প্রেমবৃষ্টি
হোক প্রভু তোমার আজ্ঞা চির দাস ॥
পাশ্চাত্যদেশ শূন্যবাদী, দুরাচারী মায়াবাদী,
উদ্ধার পাইল তোমার দয়ায় ।
প্রভুপাদ দয়া কর, কৃষ্ণভক্ত এবার কর,
তোমার দয়ায় অসম্ভব সম্ভব হয়রে ॥

[৪৪] শ্রীতুলসী আরতি

নমো নমঃ তুলসী! কৃষ্ণপ্রেয়সী!
রাধাকৃষ্ণ-সেবা পাব এই অভিলাষী ॥
যে তোমার শরণ লয়, তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়,
কৃপা করি কর তারে বৃন্দাবনবাসী ।
মোর এই অভিলায, বিলাস-কুঞ্জে দিও বাস,
নয়নে হেরিব সদা যুগলরূপরাশি ॥
এই নিবেদন ধর, সখীর অনুগত কর,
সেবা-অধিকার দিয়ে কর নিজ দাসী ।
দীন কৃষ্ণদাসে কয়, এই যেন মোর হয়,
শ্রীরাধাগোবিন্দ-প্রেমে সদা যেন ভাসি ॥

হিন্দী-কীর্তন

[১]

সুন্দরলালা শচীদুলালা,
নাচত শ্রীহরি-কীর্তন মেঁ ।
ভালে চন্দন তিলক মনোহর,
অলকা শোভে কপোলন মেঁ ॥
সুন্দরলালা শচীদুলালা,
নাচত শ্রীহরি-কীর্তন মেঁ ।
শিরে চূড়া দরশীবালে,
বনফুলমালা হিয়াপর দোলে ॥

পহিরন পীত-পটাম্বর শোভে,
(নূপুর) রুণু ঝনু চরণো মেঁ ।
রাধা-কৃষ্ণ এক তনু হ্যায়,
নিধুবন মাঝে বংশী বাজায় ॥
বিশ্বরূপ কি প্রভুজী সহি
আওত প্রকটহি নদীয়ামে ।
সুন্দরলালা শচীদুলালা,
নাচত শ্রীহরি-কীর্তন মেঁ ॥
কোই গায়ত হ্যায় রাধাকৃষ্ণ নাম,
কোই গায়ত হ্যায় হরিগুণ গান ।
মঙ্গলতান—মৃদঙ্গ রসাল,
বাজত হ্যায় কোই রঙ্গণ মে ॥

[২]

কৃষ্ণ জিন্‌কা নাম হ্যায়,
গোকুল জিন্‌কা ধাম হ্যায়,
এয়সে শ্রীভগবানকো বারম্বার প্রণাম হ্যায় ।
যশোদা জিন্‌কী মাইয়া হ্যায়,
নন্দজী বাপাইয়া হ্যায়,
এয়সে শ্রীগোপালকো বারম্বার প্রণাম হ্যায় ॥
রাধা জিন্‌কী জায়া হ্যায়,
অদ্ভুত জিন্‌কী মায়া হ্যায়,
এয়সে শ্রীঘনশ্যামকো বারম্বার প্রণাম হ্যায় ।

লুট লুট দধি মাখন খায়ো,
গোয়ালবাল-সঙ্গ ধেনু চরায়ো,
এয়সে লীলাধামকো বারম্বার প্রণাম হ্যায় ॥
দ্রুপদসুতাকো লাজ বচায়ো,
গ্রাহসে গজকো ফন্দ ছোড়ায়ো,
এয়সে কৃপাধামকো বারম্বার প্রণাম হ্যায় ।
কুরু-পাণ্ডবকা যুদ্ধ মচায়ো,
অর্জুনকো উপদেশ শুনায়ো,
এয়সে দীননাথকো বারম্বার প্রণাম হ্যায় ॥

[৩]

হে গোবিন্দ রাখ শরণ আপ্‌তো জীবন হারে ।
আপ্‌তো জীবন হারে ॥
নীর পিয়ন হেতো গেয়ো সিন্ধু কি কিনারে ।
সিন্ধুবীচে বসত গ্রাহো চরণ ধরি পধারে ॥
চার প্রহরো যুদ্ধ ভয়ো লেগয়ো মাঝারে ।
নাকে কানে চুয়ানে লাগে কৃষ্ণকে ফুকারে ॥
দ্বারকা সে চলে গোপাল গরুড় কি বিছারে ।
চক্রসে গ্রাহকো মারি গজরাজকো উদ্ধারে ॥
শূরদাস শরণো ভয়ো কৃষ্ণকি ফুকারে ।
আব্ হামারে পার করহে নন্দকি দুলারে ॥

[৪]

হে নাথ, নারায়ণ, হরি,
জয় গোপাল, কৃষ্ণ, মুরারি ।

জয় যাদব, মাধব, মুকুন্দ,
কৃষ্ণ, কেশব, গোবিন্দ,
বাসুদেব, গিরিধারী ॥
সত্য সনাতন প্রভু,
হে নিত্য নিরঞ্জন বিভু ।
দীনবন্ধু দুঃখহারী,
হে নাথ, নারায়ণ হরি ॥

[৫]

ভজ গোবিন্দ, ভজ গোবিন্দ,
ভজ গোবিন্দ কী নাম রে ।
গোবিন্দকা নাম বিনা তেরা
কোই না আওয়ে কাম রে ॥
এ জীবন হ্যায় সুখ-দুঃখ কী মেলা,
দুনিয়াদারী স্বপন কী খেলা ।
যাতে তুঝকো পড়ে একেলা,
ভজ রে হরিকা নাম রে ॥
গোবিন্দ কী মহিমা গাকে,
প্রেমকৈ উস্‌পর ফাগ লাগাকে ।
জীবন আপনা সফল বানালে,
চল ঈশ্বর কী ধাম রে ॥

[৬]

জয় মাধব মদন-মুরারি রাধে-শ্যাম শ্যামা শ্যাম ।
জয় কেশব কলিমলহারী রাধেশ্যাম শ্যামা শ্যাম ॥

সুন্দর কুণ্ডল নয়ন বিশালা,
গলে সোহে বৈজন্তী মালা ।
ইয়া ছবি ক বলিহারী—রাধে শ্যাম....॥
কবহুঁ লুট লুট দধি খায়ো,
কবহুঁ নিধুবন রাস-রচায়ো ।
নিরতত বিপিনবিহারী—রাধে শ্যাম....॥
গোয়াল-বাল সঙ্গ ধেনু চরাই,
বন বন ভ্রমিত ফিরে যদুরাই ।
কাঁধে কামর কারী—রাধে শ্যাম....॥
চুরা চুরা নবনীত জু খায়ো,
বৃজ বনিতন পৈ নাম ধরায়ো ।
মাখন-চোর মুরারি—রাধে শ্যাম....॥
দুর্যোধন কা ভোগ না ভায়ো,
শুখা শাগ বিদুর-ঘর খায়ো ।
এয়সে প্রেম-পূজারী—রাধে শ্যাম....॥
করুণা কর দ্রৌপদী ফুকারী,
পটমে লিপট গয়ে বনবারী ।
নিরখ রহে নরনারী—রাধে শ্যাম... ॥
অর্জ্জুনকে রথ হাঁকন হারে,
গীতাকে উপদেশ তুমহারে ।
চক্র সুদর্শন ধারী—রাধে শ্যাম.... ॥
ভক্তাভক্ত সব তুম্‌নে তারে
বিনা ভক্তি হম ঠাড়ে দ্বারে ।
লীজো খবর হমারী রাধে শ্যাম শ্যামা শ্যাম ॥

[৭]

মনুয়া, রাধেকৃষ্ণ বোল, মনুয়া, রাধেকৃষ্ণ বোল ।
তেরা ক্যা লাগেগা মূল?
মাতা কহে পুত্র হামারা,
বহিন কহে এ বীরা ।
ভাই কহে—ভুজা হামারি,
নারী কহে—নর মেরা ॥
মনুয়া, রাধেকৃষ্ণ বোল ।
যব নর রোগশয্যামে হ্যায়,
তব্ সব রোনে লাগি ।
যব পিঞ্জরসে প্রাণ নিকলি হ্যায়,
তব্ লেচল লেচল হৈ (লাগিরে) ॥
মনুয়া, রাধেকৃষ্ণ বোল ।
পেট পাকড়কর মাতা রোয়ে,
বাহা পাকড়কর ভাই ।
লপটি-ঝাপটিকর স্ত্রীয়া রোয়ে,
হন্‌সে একেলা যাই ॥
রে মনুয়া, রাধেকৃষ্ণ বোল ।
চারিগজ কি চাদর মাঙ্গাওয়ে,
বনে কাঠ কি ঘোড়ী ।
চারো ওরসে আগ লাগাওয়ে,
ফুক দিয়ে য্যায়সে হোরি ॥

[৮]

প্রভু ম্যায়হুঁ দাস তুঁহারা,
মুঝেনা আপনা দিল্‌সে বিশারো ।
ভবজলধারা দুস্তর পারা,
ডুব্‌রহা হুঁ পার উতারো ॥
পরম কৃপালা, দীন দয়ালা,
করুণা কর্ নিজ নয়ন নিহারো ।
ম্যায়হুঁ দাস তুঁহারা,
ক্ষমা কীজিয়ে, তেরী সেবা দীজিয়ে ॥
মেরে অপগুণ লাখ হাজারো,
পতিতকা বন্ধু তুহুঁ, ম্যায় চরণকে চেরো ।
দীনজন-ভব-বন্ধন নিবারো,
ম্যায়হু দাস তুঁহারা ॥

[৯]

জয় গোবিন্দ, জয় গোপাল,
কেশব, মাধব, দীনদয়াল ।
শ্যামসুন্দর, কানাইয়ালাল,
গিরিবরধারী, নন্দদুলাল ॥
অচ্যুত, কেশব, শ্রীধর, মাধব,
গোপাল, গোবিন্দ, হরি ।
যমুনা পুলিনমে বংশী বাজাওয়ে,
নটবর বেশধারী ॥

[১০]

শ্যামল বংশীওয়ালা, নন্দলালা,
মাতোয়ালা হো ।
ব্রজকী মন মাতোয়ালা ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি' সাঁঝ-সবেরে,
কৃষ্ণনামমে সব দুঃখ হরে ।
কৃষ্ণনাম ভবসাগর পারে,
পার লাগানেওয়ালা ॥

[১১]

রাধারাণী কী জয় মহারাণী কী জয় ।
বোলো বরষাণে বালী কী জয় জয় জয় ॥
ঠাকুরাণী কী জয় হরি-পিয়ারী কী জয় ।
বৃষভানু-দুলালী কী জয় জয় জয় ॥
গৌরাঙ্গী কী জয় হেমাঙ্গী কী জয় ।
ব্রজরাজকুমারী কী জয় জয় জয় ॥
ব্রজরাণী কী জয় ব্রজদেবী কী জয় ।
গহ্বর বনবারী কী জয় জয় জয় ॥

[১২] শ্রীরামচন্দ্র—তুলসী দাস

ঠুমক চলত রামচন্দ্র বাজত পৈঞ্জনিয়া ।
কিলক কিলক ওঠত ধাএ,
গিরত ভূমি লটপটাএ
ধায় মাত গোদ্ লেত দশরথ কী রনিয়া ॥

বিদ্রুম সে অরুণ অধর,
বোলত মুখ মধুর-মধুর
সুভগ নাসিকা মে চারু লটকত লটকনিয়া।
তুলসীদাস অতি আনন্দ,
দেখি কৈ মুখারবিন্দ
রঘুবর ছবি কে সমান রঘুবর ছবি বনিয়া ॥

[১৩]

শ্রীরামচন্দ্র কৃপালু ভজু মন হরণ ভবভয় দারুণম্।
নবকঞ্জ-লোচন, কঞ্জ-মুখ কর-কঞ্জ পদ-কঞ্জারুণম্ ॥
কন্দর্প অগণিত অমিত ছবি, নবনীল-নীরদ-সুন্দরম্।
পটপীত মানুহ তড়িত রুচিশুচি নৌমি জনক সুতা-বরম্ ॥
ভজু দীনবন্ধু দিনেশ দানব-দৈত্যবংশ-নিকন্দনম্।
রঘুনন্দ আনন্দকন্দ কৌসলচন্দ দশরথ-নন্দনম্ ॥
শিরমুকুট কুণ্ডল তিলক চারু উদার অঙ্গ বিভূষণম্।
আজানুভুজ শর-চাপ-ধর সংগ্রাম-জিত-খর-দূষণম্ ॥
ইতি বদতি তুলসীদাস শংকর-শেষ-মুনি-মন-রঞ্জনম্।
মম হৃদয়কঞ্জ নিবাস কুরু কামাদি-খল-দল-গঞ্জণম্ ॥

গুরুবন্দনা [১৪]

শ্রীগুরুচরণ-কমল ভজ মন।
গুরু কৃপা বিনা নাহি কোই সাধন বল
ভজ মন ভজ অনুক্ষণ ॥
মিলতা নাহি এ্যায়সা দুর্লভ জনম্
ভ্রমত হুঁ চৌদ্দ ভুবন।

কিসি-কো মিলতা হ্যায় অহো ভাগ্যসে
হরিভক্তকে দরশন ॥
কৃষ্ণ কিরপাকি আনন্দ মূরতি
দীনজন করুণা-নিধান।
জ্ঞান-ভক্তি-প্রেম তিনো প্রকাশত
প্রভু গুরু পতিত পাবন ॥
শ্রুতি-স্মৃতি ইতিহাস সভী মিলে হ্যায়
তিনো স্পষ্ট প্রমাণ।
তনু মন জীবন গুরুপদে অর্পণ
সদা হরিনাম রটন ॥

[১৫]

ম্যায়লি চাদর ওড়কে ক্যায়সে
দ্বার তুম্হারি আঁউ
হে পাবন পরমেশ্বর ম্যায়নে
মনহিমন শরণাউ।
তুমনে মুঝকো জগমে ভেজা
নিরমল দে কর পায়া
আকর কে সংসার ম্যায়নে
কিসিকো দাগ লাগায়া
জনম্ জনম্ কি ম্যায়লি চাদর
ক্যায়সি দাগ ছুড়াঁউ ॥
নিরমল বাণী পাকর তুঝ্ সে
নাম্ না তেরা গায়া

নয়ন মুদ্‌কর হে পরমেশ্বর
কভিন তুঝ্‌কো ধ্যায়া
মনবিনা কি তারে তুটি
আর ক্যায়া গীত শুনাউ ॥
কৃপণ রোষে চল কর তেরী
মন্দিরে কভি ন আয়া
যাঁহা যাঁহা হো পূজা তেরী
কভি ন শির ছুঁকায়া
হে হরিহর ম্যাঁ বারেক আয়া
অব কিঁউ বার চড়াউঁ ॥

[১৬]

নমো নমঃ তুলসী মহারাণী বৃন্দে মহারাণী ।
যাঁকো দরশে পরশে অঘ নাশই,
মহিমা বেদ-পুরাণে বাখানি ॥
যাঁকো পত্র-মঞ্জরী কোমল,
শ্রীপতি-চরণ-কমলে লপটানি ।
ধন্য তুলসী, পূরণ তপ কিয়ে,
শ্রীশালগ্রাম-মহাপাটরাণী ॥
ধুপ, দীপ, নৈবেদ্য, আরতি,
ফুলনা কিয়ে বরখা বরখানি ।
ছাপ্পান্ন ভোগ, ছত্রিশ ব্যঞ্জন,
বিনা তুলসী প্রভু এক নাহি মানি ॥
শিব-শুক-নারদ আউর ব্রহ্মাদিক,
ঢুঁড়ত ফিরত মহামুনি জ্ঞানী ।

চন্দ্রশেখর মাইয়া তেরা যশ গাওয়ে,
ভকতি দান দীজিয়ে মহারাণী ॥

শ্রীনৃসিংহদেবের প্রণাম ও স্তব

নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদ-দায়িনে ।
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃ শিলাটঙ্ক-নখালয়ে ॥
ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে ॥
তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্ ।
কেশব ধৃত-নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥
বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি ।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সংবিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে ॥
শ্রীনৃসিংহ জয় নৃসিংহ জয় জয় নৃসিংহ ।
প্রহ্লাদেশ! জয় পদ্মামুখ-পদ্মভৃঙ্গ ॥

শ্রীশ্রীনৃসিংহ-কবচম্

শ্রীনারদ উবাচ—

ইন্দ্রাদিদেববৃন্দেশ! তাতেশ্বর! জগৎপতে!
মহাবিষ্ণোর্নৃসিংহস্য কবচং ব্রূহি মে প্রভো!
যস্য প্রপঠনাদ্ বিদ্বান্ ত্রৈলোক্য-বিজয়ী ভবেৎ ॥ ১ ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

শৃণু নারদ! বক্ষ্যামি পুত্রশ্রেষ্ঠ! তপোধন!
কবচং নরসিংহস্য ত্রৈলোক্য-বিজয়াভিধম্ ॥ ২ ॥
যস্য প্রপঠনাদ্বাগ্মী ত্রৈলোক্য-বিজয়ী ভবেৎ।
স্রষ্টাহং জগতাং বৎস! পঠনাদ্ধারণাদ্ যতঃ ॥ ৩ ॥
লক্ষ্মীর্জগত্রয়ং পাতি সংহর্ত্তা চ মহেশ্বরঃ।
পঠনাদ্ধারণাদ্দেবা বভূবুশ্চ দিগীশ্বরাঃ ॥ ৪ ॥
ব্রহ্মমন্ত্রময়ং বক্ষ্যে ভূতাদি-বিনিবারকম্।
যস্য প্রসাদাদ্দুর্ব্বাসাস্ত্রৈলোক্য-বিজয়ী মুনিঃ।
পঠনাদ্ধারণাদ্ যস্য শাস্তা চ ক্রোধভৈরবঃ ॥ ৫ ॥
ত্রৈলোক্য-বিজয়স্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ।
ঋষিশ্ছন্দশ্চ গায়ত্রী নৃসিংহো দেবতা বিভুঃ ॥ ৬ ॥
ক্ষ্রৌং বীজং মে শিরঃ পাতুঃ চন্দ্রবর্ণো মহামনুঃ।
উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখম্ ॥ ৭ ॥
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যু-মৃত্যুং নমাম্যহম্।
দ্বাত্রিংশদক্ষরো মন্ত্রো মন্ত্ররাজঃ সুরদ্রুমঃ ॥ ৮ ॥
কণ্ঠং পাতু ধ্রুবং ক্ষ্রৌং হৃদ্ভগবতে চক্ষুষী মম।
নরসিংহায় চ জ্বালামালিনে পাতু মস্তকম্ ॥ ৯ ॥
দীপ্তদংষ্ট্রায় চ তথাগ্নিনেত্রায় চ নাসিকাম্।
সর্ব্বরক্ষোঘ্নায় সর্ব্বভূত-বিনাশনায় চ ॥ ১০ ॥
সর্ব্বজ্বর-বিনাশায় দহ দহ পচ দ্বয়ম্।
রক্ষ রক্ষ সর্ব্বমন্ত্র স্বাহা পাতু মুখং মম ॥ ১১ ॥
তারাদি-রামচন্দ্রায় নমঃ পায়াদ্গুদং মম।

ক্লীং পায়াৎ পাণিযুগ্মঞ্চ তারং নমঃ পদং ততঃ।
নারায়ণায় পার্শ্বঞ্চ আং হ্রীং ক্রৌং ক্ষ্রৌং চ হুং ফট্ ॥১২॥
ষড়ক্ষরঃ কটিং পাতু ওঁ নমো ভগবতে পদম্।
বাসুদেবায় চ পৃষ্ঠং ক্লীং কৃষ্ণায় ঊরুদ্বয়ম্ ॥ ১৩ ॥
ক্লীং কৃষ্ণায় সদা পাতু জানুনী চ মনূত্তমঃ।
ক্লীং গ্লৌং ক্লীং শ্যামলাঙ্গায় নমঃ পায়াৎ পদদ্বয়ম্ ॥ ১৪ ॥
ক্ষ্রৌং নরসিংহায় ক্ষ্রৌঞ্চ সর্ব্বাঙ্গং মে সদাবতু ॥ ১৫ ॥
ইতি তে কথিতং বৎস সর্ব্বমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্।
তব স্নেহান্ময়াখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ ॥ ১৬ ॥
গুরুপূজাং বিধায়াথ গৃহ্ণীয়াৎ কবচং ততঃ।
সর্ব্বপুণ্যযুতো ভূত্বা সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ ॥ ১৭ ॥
শতমষ্টোত্তরঞ্চৈব পুরশ্চর্য্যাবিধিঃ স্মৃতঃ।
হবনাদীন্ দশাংশেন কৃত্বা সাধক-সত্তমঃ ॥ ১৮ ॥
ততস্তু সিদ্ধকবচঃ পুণ্যাত্মা মদনোপমঃ।
স্পর্দ্ধামুদ্ধূয় ভবনে লক্ষ্মীবাণী বসেৎ ততঃ ॥ ১৯ ॥
পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্ত্বা মূলেনৈব পঠেৎ সকৃৎ।
অপি বর্ষ-সহস্রাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ২০ ॥
ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুটিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্ যদি।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ নরসিংহো ভবেৎ স্বয়ম্ ॥ ২১ ॥
যোষিদ্ বামভুজে চৈব পুরুষো দক্ষিণে করে।
বিভৃয়াৎ কবচং পুণ্যং সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ ॥ ২২ ॥
কাকবন্ধ্যা চ যা নারী মৃতবৎসা চ যা ভবেৎ।
জন্মবন্ধ্যা নষ্টপুত্রা বহুপুত্রবতী ভবেৎ ॥ ২৩ ॥

কবচস্য প্রসাদেন জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়ত্যেব ত্রৈলোক্য-বিজয়ী ভবেৎ ॥ ২৪ ॥
ভূত-প্রেত-পিশাচাশ্চ রাক্ষসা দানবাশ্চ যে।
তং দৃষ্ট্বা প্রপলায়ন্তে দেশাদ্দেশান্তরং ধ্রুবম্ ॥ ২৫ ॥
যস্মিন্ গেহে চ কবচং গ্রামে বা যদি তিষ্ঠতি।
তং দেশন্তু পরিত্যজ্য প্রযান্তি চাতিদূরতঃ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং ত্রৈলোক্য-বিজয়ং নাম
শ্রীশ্রীনৃসিংহকবচং সম্পূর্ণম্ ॥

শ্রীশ্রীসঙ্কটনাশন-লক্ষ্মীনৃসিংহ-স্তোত্রম্

[শ্রীপাদ-শঙ্করাচার্য-বিরচিতম্]

শ্রীমৎপয়োনিধিনিকেতনচক্রপাণে,
ভোগীন্দ্রভোগমণিরঞ্জিতপুণ্যমূর্ত্তে।
যোগীশ শাশ্বত শরণ্য ভবাব্ধিপোত,
লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ১ ॥
ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রমরুদর্ককিরীটকোটি-
সঙ্ঘট্টিতাঙ্ঘ্রিকমলামলকান্তিকান্ত।
লক্ষ্মীলসৎকুচসরোরুহরাজহংস,
লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ২ ॥
সংসারঘোরগহনে চরতো মুরারে,
আরোগভীকরমৃগপ্রসরার্দ্দিতস্য।
আর্ত্তস্য মৎসরনিদাঘনিপীড়িতস্য,
লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৩ ॥

সংসারকূপমতিঘোরমগাধমূলং,
সংপ্রাপ্য দুঃখশতসর্পসমাকুলস্য।
দীনস্য দেব কৃপণাপদমাগতস্য,
লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৪ ॥
সংসারসাগরবিশালকরালকাল-
নক্রগ্রহগ্রসননিগ্রহবিগ্রহস্য।
ব্যগ্রস্য রাগরসনোর্ম্মিনিপীড়িতস্য,
লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৫ ॥
সংসারবৃক্ষমঘবীজমনন্তকর্ম্ম,
শাখাশতং করণপত্রমনঙ্গপুষ্পম্।
আরুহ্য দুঃখফলিতং পততো দয়ালো,
লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৬ ॥
সংসারসর্পঘনবক্ত্রভয়োগ্রতীব্র-
দংষ্ট্রাকরালবিষদগ্ধবিনষ্টমূর্ত্তেঃ।
নাগারিবাহন সুধাব্ধিনিবাস শৌরে,
লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৭ ॥
সংসারদাবদহনাতুরভীরোরুরু
জ্বালাবলীভিরতিদগ্ধতনূরুহস্য।
ত্বৎপাদপদ্মসরসীশরণাগতস্য,
লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৮ ॥
সংসারজালপতিতস্য জগন্নিবাস,
সর্বেন্দ্রিয়ার্থবড়িশার্থঝষোপমস্য।
প্রোৎখণ্ডিতপ্রচুরতালুকমস্তকস্য,
লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৯ ॥

সংসারভীকরকরীন্দ্রকরাভিঘাত-
নিষ্পিষ্টমর্ম্মবপুষঃ সকলার্ত্তিনাশ।
প্রাণপ্রয়াণভবভীতিসমাকুলস্য,
লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ১০ ॥
অন্ধস্য মে হৃতবিবেকমহাধনস্য,
চৌরৈঃ প্রভো বলিভিরিন্দ্রিয়নামধেয়ৈঃ।
মোহান্ধকূপকুহরে বিনিপাতিতস্য,
লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ১১ ॥
লক্ষ্মীপতে কমলনাভ সুরেশ বিষ্ণো,
বৈকুণ্ঠ কৃষ্ণ মধুসূদন পুষ্করাক্ষ।
ব্রহ্মণ্য কেশব জনার্দ্দন বাসুদেব,
দেবেশ দেহি কৃপণস্য করাবলম্বম্ ॥ ১২ ॥
যন্মায়য়োর্জ্জিতবপুঃ প্রচুরপ্রবাহ-
মগ্নার্থমাত্রনিবহোরুকরাবলম্বম্।
লক্ষ্মীনৃসিংহচরণাব্জমধুব্রতেন,
স্তোত্রং কৃতং সুখকরং ভুবি শঙ্করেণ ॥ ১৩ ॥
ইতি সঙ্কটনাশন-লক্ষ্মীনৃসিংহস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

অনুবাদ

হে ক্ষীরসমুদ্রনিবাসিন! হে শ্রীমৎ-চক্রপাণে! হে নাগগণাগ্রগণ্য-অনন্তের ফণাস্থিত মনিসমূহে সুরঞ্জিত পুণ্যমূর্তে! হে যোগীশ্বর! হে সনাতন! হে সকলের শরণ্য! হে সংসারসমুদ্র-পারের পোত (নৌকা)! হে লক্ষ্মীনৃসিংহ! তুমি আমাকে হস্তাবলম্বন প্রদান কর অর্থাৎ হস্তপ্রসারণদ্বারা আমাকে অনুগৃহীত কর ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র, মরুদ্গণ ও আদিত্যগণের কোটি কোটি কিরীট দ্বারা প্রণমিত-পাদপদ্ম! হে অমলকান্তিবিশিষ্ট! হে কমলার সরোজের রাজহংস! হে সলক্ষ্মীক শ্রীনৃসিংহদেব! তুমি আমাকে হস্তাবলম্বন প্রদান কর ॥ ২ ॥

হে মুরারে! আমি সংসাররূপ ঘোর-গহন বনে পরিভ্রমণ করিতেছি। রোগরূপ ভীষণ হিংস্র জন্তুসকল আমাকে পীড়ন করিতেছে। আমি মাৎসর্য্যরূপ গ্রীষ্মের পীড়নে পীড়িত হইয়া অতীব আর্ত্ত হইয়াছি। হে শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহদেব! তুমি আমাকে হস্তাবলম্বন প্রদান কর ॥ ৩ ॥

হে দেব! আমি অতি ঘোর অতলস্পর্শ ভবকূপে নিমগ্ন হইয়া শত শত দুঃখরূপ সর্পসমূহে সমাকুল হইয়াছি। হে শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহ! দীন এবং নিতান্ত ক্লেশকর অবস্থায় পতিত আমাকে তুমি স্বীয় করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ৪ ॥

হে শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহ! সংসার-সাগরে বিশাল করাল কালরূপ কুম্ভীর মুখব্যাদন করিয়া আমাকে গ্রাস করিতেছে, আমি নিয়ত নানাক্লেশে অভিভূত হইয়াছি এবং রাগরসনা অর্থাৎ লোভরূপ তরঙ্গে পতিত হইয়া নিপীড়িত হইতেছি, তুমি আমাকে হস্তাবলম্বন প্রদান কর ॥ ৫ ॥

হে দয়ালু শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহ! পাপসমূহ যাহার বীজ, অনন্ত কর্ম যাহার শত শত শাখা, ইন্দ্রিয়গ্রাম যাহার পত্র এবং মদন যাহার পুষ্প ও দুঃখ যাহার ফল, আমি সেই সংসার-বৃক্ষে আরোহণ করিয়া এখন পতিত হইতেছি। হস্তাবলম্বন প্রদান পূর্বক তুমি আমাকে রক্ষা কর ॥ ৬ ॥

হে গরুড়বাহন! হে সুধাসমুদ্রনিবাসিন! হে শৌরে! সংসাররূপ সর্প মুখব্যাদন করিয়া আমাকে দংশন করিয়াছে। তাহার করাল দন্তের উগ্রতর বিষে আমার সর্বাঙ্গ দগ্ধ হওয়ায় আমি বিনষ্ট হইতেছি। আমাকে হস্তাবলম্বন প্রদান কর ॥ ৭ ॥

হে শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহ! আমি সংসাররূপ দাবানলের দহনে অতিশয় আতুর হইয়াছি। সে দাবানলের ভয়ঙ্কর শিখাসমূহ মদীয় গাত্র-রোমাবলী দগ্ধ করিতেছে। আমি তোমার পাদপদ্মরূপ সরোবরে আশ্রয় লইলাম। তুমি আমাকে হস্তাবলম্বন প্রদান কর ॥ ৮ ॥

হে জগন্নিবাস শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহ! আমি সংসারজালে পতিত হইয়াছি। ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকল বড়িশরূপে আমার তালুপ্রদেশ ও মস্তক খণ্ড খণ্ড করিতেছে। আমাকে হস্তাবলম্বন প্রদান কর ॥ ৯ ॥

হে সকল-আর্তি-নাশন্ শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহ! সংসাররূপ ভীষণ হস্তী স্বীয় শুণ্ডবিঘাতে আমার দেহের মর্মস্থল নিষ্পেষণ করিতেছে। আমি মৃত্যুভয়ে অতীব ব্যাকুল হইয়াছি, আমাকে হস্তাবলম্বন প্রদান কর ॥ ১০ ॥

হে প্রভো! আমি অজ্ঞান-অন্ধ। ইন্দ্রিয়নামক প্রবল তস্করগণ আমার বিবেকরূপ মহাধন হরণ করিয়া মহা অন্ধকূপের গভীর বিবরে আমাকে নিপাতিত করিয়াছে। হে সলক্ষ্মীক শ্রীনৃসিংহদেব! আমাকে হস্তাবলম্বন প্রদান কর ॥ ১১ ॥

হে লক্ষ্মীপতে! হে কমলনাভ! হে সুরেশ! হে বিষ্ণো! হে বৈকুণ্ঠনাথ! হে কৃষ্ণ! হে মধুসূদন! হে পদ্মলোচন! হে ব্রহ্মণ্যদেব! হে কেশব! হে জনার্দন! হে বাসুদেব! হে দেবেশ! এই দীনকে হস্তাবলম্বন প্রদান কর ॥ ১২ ॥

যাহার মায়াতে আক্রান্ত হইয়া পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিগ্রহ করিতে হয়, সেই শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহের পাদপদ্মের মধুব্রত শঙ্কর প্রচুরপ্রবাহ মগ্ন অর্থ সম্বলিত সুখকর 'করাবলম্বন'-নামক স্তব রচনা করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

শ্রীশ্রীব্রহ্মসংহিতা

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥ ১ ॥
চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্ ।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২৯ ॥

বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্ ।
কন্দর্পকোটিকমনীয়বিশেষশোভং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩০ ॥
আলোলচন্দ্রক লসদ্বনমাল্যবংশী-
রত্নাঙ্গদং প্রণয়কেলিকলাবিলাসম্ ।
শ্যামং ত্রিভঙ্গললিতং নিয়তপ্রকাশং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩১ ॥
অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি ।
আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩২ ॥
অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-
মাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ ।
বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩৩ ॥
পন্থাস্তু কোটিশতবৎসরসংপ্রগম্যো
বায়োরথাপি মনসো মুনিপুঙ্গবানাম্ ।
সোঽপ্যস্তি যৎপ্রপদসীম্ন্যবিচিন্ত্যতত্ত্বে
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩৪ ॥
একোঽপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং
যচ্ছক্তিরস্তি জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ ।
অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩৫ ॥

যদ্ভাবভাবিতধিয়ো মনুজাস্তথৈব
সংপ্রাপ্য রূপমহিমাসনযানভূষাঃ ।
সূক্তৈর্যমেব নিগমপ্রথিতৈঃ স্তুবন্তি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩৬ ॥
আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩৭ ॥
প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি ।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩৮ ॥
রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু ।
কৃষ্ণ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩৯ ॥
যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্ ।
তদ্ ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪০ ॥
মায়া হি যস্য জগদণ্ডশতানি সূতে
ত্রৈগুণ্যতদ্বিষয়বেদবিতায়মানা ।
সত্ত্বাবলম্বিপরসত্ত্ববিশুদ্ধসত্ত্বং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪১ ॥

আনন্দচিন্ময়রসাত্মতয়া মনঃসু
যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলন্ স্মরতামুপেত্য ।
লীলায়িতেন ভুবনানি জয়ত্যজস্রং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪২ ॥
গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য
দেবী-মহেশ হরি-ধামসু তেষু তেষু ।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৩ ॥
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা ।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৪ ॥
ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্যাদ্-
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৫ ॥
দীপার্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্মা ।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৬ ॥
যঃ কারণার্ণবজলে ভজতি স্ম যোগ-
নিদ্রামনন্তজগদণ্ডসরোমকূপঃ ।
আধারশক্তিমবলম্ব্য পরাং স্বমূর্তিং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৭ ॥

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলোজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৮ ॥
ভাস্বান যথাশ্মশকলেষু নিজেষু তেজঃ
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি যদ্বদত্র।
ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ডবিধানকর্তা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৯ ॥
যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভ-
দ্বন্দ্বে প্রণামসময়ে স গণাধিরাজঃ।
বিঘ্নান্ বিহন্তুমলমস্য জগত্রয়স্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫০ ॥
অগ্নির্মহী গগনমম্বু মরুদ্দিশশ্চ
কালস্তথাত্মমনসীতি জগত্রয়াণি।
যস্মাত্তবন্তি বিভবন্তি বিশন্তি যঞ্চ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫১ ॥
যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্তিরশেষতেজাঃ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫২ ॥
ধর্মোঽথ পাপনিচয়ঃ শ্রুতয়স্তপাংসি
ব্রহ্মাদিকীটপতগাবধয়শ্চ জীবাঃ।
যদ্দত্তমাত্রবিভবপ্রকটপ্রভাবা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫৩ ॥

যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম-
বন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি।
কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫৪ ॥
যং ক্রোধকামসহজপ্রণয়াদিভীতি-
বাৎসল্যমোহগুরুগৌরবসেব্যভাবৈঃ।
সঞ্চিন্ত্য তস্য সদৃশীং তনুমাপুরেতে
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫৫ ॥
শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ॥
স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ স্রবতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্
নিমেষার্ধাখ্যো বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ

সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ গোবিন্দ কৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি—অনাদি, সকলেরই আদি এবং সকল কারণের কারণ ॥ ১ ॥

লক্ষ-লক্ষ কল্পবৃক্ষে আবৃত চিন্তামণিকর-গঠিত গৃহ-সমূহে সুরভি অর্থাৎ কামধেনুগণকে যিনি পালন করিতেছেন এবং শতসহস্র লক্ষ্মীগণ কর্তৃক সাদরে পরিসেবিত হইতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ২৯ ॥

মুরলীগান-তৎপর, কমলদলের ন্যায় প্রফুল্লচক্ষু, ময়ূর-পুচ্ছ শিরোভূষণ, নীলমেঘবর্ণ সুন্দর-শরীর কোটি-কন্দর্পমোহন বিশেষ-শোভা-বিশিষ্ট সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ৩০ ॥

দোলায়িত চন্দ্রক-শোভিতা বনমালা যাঁহার গলদেশে, বংশী ও রত্নাঙ্গদ যাঁহার করদ্বয়ে, সর্বদা প্রণয়কেলি-বিলাসযুক্ত যিনি ললিত-ত্রিভঙ্গ শ্যামসুন্দর রূপই যাঁহার নিত্যপ্রকাশ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ৩১ ॥

সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি; তাঁহার বিগ্রহ— আনন্দময়, চিন্ময় ও সন্ময়, সুতরাং পরমোজ্জ্বল; সেই বিগ্রহগত অঙ্গসকল প্রত্যেকেই সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিবিশিষ্ট এবং চিদচিৎ অনন্ত জগৎসমূহকে নিত্যকাল দর্শন, পালন এবং কলন করেন ॥ ৩২ ॥

বেদেরও অগম্য, কিন্তু শুদ্ধ আত্মভক্তিরই লভ্য সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। তিনি—অদ্বৈত, অচ্যুত, অনাদি, অনন্তরূপ, আদ্য, পুরাণ-পুরুষ হইয়াও নবযৌবনসম্পন্ন সুন্দর পুরুষ। ॥ ৩৩ ॥

সেই প্রাকৃত চিন্তাতীত তত্ত্বে গমনেচ্ছু প্রাণায়ামগত যোগীদিগের বায়ু-নিয়মনপথ অথবা অতন্নিরসনকারী নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানকারী মুনিশ্রেষ্ঠদিগের জ্ঞানচর্চারূপ পন্থা শত-কোটি বৎসর চলিয়াও যাঁহার চরণারবিন্দের অগ্রসীমামাত্র প্রাপ্ত হয়, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ৩৪ ॥

শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব-প্রযুক্ত তিনি এক-তত্ত্ব। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রচনা-কার্যে তাঁহার শক্তি অপৃথগ্‌রূপে আছে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণ তাঁহার মধ্যে বর্তমান এবং তিনি যুগপৎ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগত সমস্ত পরমাণুতে পূর্ণরূপে অবস্থিত। এবম্ভূতে আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ৩৫ ॥

যাহার ভাবরূপ ভক্তিদ্বারা বিভাবিত-চিত্ত মনুষ্যগণ রূপমহিমা, আসন, যান ও ভূষণ লাভ করতঃ নিগমোক্ত মন্ত্রসূক্ত দ্বারা তাঁহাকে স্তব করেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ৩৬ ॥

আনন্দ চিন্ময়রস কর্তৃক প্রতিভাবিতা, স্বীয় চিদ্রূপের অনুরূপা চতুঃষষ্টি-কলাযুক্তা হ্লাদিনী-শক্তিরূপা রাধা ও তৎকায়ব্যূহরূপা সখীবর্গের সহিত যে অখিলাত্মভূত গোবিন্দ নিত্য স্বীয় গোলোকধামে বাস করেন, সেই আদিপুরুষকে আমি ভজন করি ॥ ৩৭ ॥

প্রেমাঞ্জন দ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষুবিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্য-গুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দর-কৃষ্ণকে হৃদয়েও অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ৩৮ ॥

যে পরমপুরুষ স্বাংশ কলাদি নিয়মে রামাদি মূর্তিতে স্থিত হইয়া ভুবনে নানাবতার প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং কৃষ্ণরূপে প্রকট হইয়াছিলেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ৩৯ ॥

যাঁহার প্রভা হইতে উৎপত্তি-নিবন্ধন উপনিষদুক্ত নির্বিশেষব্রহ্ম কোটিব্রহ্মাণ্ডগত বসুধাদি বিভূতি হইতে পৃথক হইয়া নিষ্কল অনন্ত অশেষ-তত্ত্বরূপে প্রতীত হন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ৪০ ॥

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ ত্রৈগুণ্যময়ী এবং জড় ব্রহ্মাণ্ড-সম্বন্ধি বেদজ্ঞান-বিস্তারিণী মায়া—যাঁহার অপরাশক্তি, সেই সত্ত্বাশ্রয়রূপ পরসত্ত্বনিবন্ধন বিশুদ্ধসত্ত্বরূপ আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ৪১ ॥

যিনি আনন্দচিন্ময়রস-স্বরূপে স্মরণকারি-প্রাণীদিগের মনে প্রতিফলিত হইয়া নিজলীলাচেষ্টিত দ্বারা নিরন্তর ভুবন-বিজয়ী হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ৪২ ॥

দেবীধাম, তদুপরি মহেশধাম, তদুপরি হরিধাম এবং সর্বোপরি গোলোক-নামা নিজ ধাম। সেই সেই ধামে সেই সেই প্রভাবসকল যিনি বিধান করিয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ৪৩ ॥

স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তির ছায়া-স্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিনী মায়া-শক্তিই ভুবন-পূজিতা 'দুর্গা', তিনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ৪৪ ॥

দুগ্ধ যেরূপ বিকারবিশেষ-যোগে দধি হয়, তথাপি কারণরূপ দুগ্ধ হইতে পৃথক তত্ত্ব হয় না, সেইরূপ যিনি কার্যবশতঃ 'শম্ভুতা' প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ৪৫ ॥

এক মূল প্রদীপের জ্যোতিঃ যেরূপ অন্য বর্তি বা বাতি-গত হইয়া বিবৃত (বিস্তার) হেতু সমান ধর্মের সহিত পৃথক প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ (বিষ্ণুর) চরিষ্ণু-ভাবে যিনি প্রকাশ পান, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ৪৬ ॥

আধার-শক্তিময়ী শেষাখ্যা শ্রেষ্ঠ স্বমূর্তি অবলম্বন-পূর্বক যিনি স্বীয় রোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত কারণার্ণবে শুইয়া যোগনিদ্রা সম্ভোগ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ৪৭ ॥

মহাবিষ্ণুর একটি নিঃশ্বাস বাহির হইয়া যে কাল পর্যন্ত অবস্থিতি করে, তাঁহার লোমকূপজাত ব্রহ্মাণ্ডপতি ব্রহ্মাদি সেই কালমাত্র জীবিত থাকেন। সেই মহাবিষ্ণু—যাঁহার কলাবিশেষ অর্থাৎ অংশের অংশ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ৪৮ ॥

সূর্য যেরূপ সূর্যকান্তাদি মণিসমূহে নিজ তেজঃ কিয়ৎ-পরিমাণে প্রকট করেন, সেইরূপ বিভিন্নাংশ-স্বরূপ ব্রহ্মা যাঁহা হইতে প্রাপ্তশক্তি হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের বিধান করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ৪৯ ॥

গণেশ ত্রিজগতের বিঘ্ন বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে তৎকার্যকালে শক্তিলাভের জন্য যাঁহার পাদপদ্ম স্বীয় মস্তকের কুম্ভযুগলের উপর নিয়ত ধারণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ৫০ ॥

অগ্নি, ক্ষিতি, আকাশ, জল, বায়ু, দিক, কাল, আত্মা ও মন-এই নয়টি পদার্থে ত্রিজগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। যাঁহা হইতে ইহারা উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহাতে অবস্থিতি করে এবং প্রলয়কালে যাঁহাতে প্রবেশ করে, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ৫১ ॥

গ্রহসকলের রাজা, অশেষ তেজোবিশিষ্ট, সুরমূর্তি সবিতা বা সূর্য—জগতের চক্ষুস্বরূপ; তিনি যাঁহার আজ্ঞায় কালচক্রারূঢ় হইয়া ভ্রমণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ৫২ ॥

ধর্ম, অধর্ম অর্থাৎ পাপসকল, শ্রুতিগণ, তপঃসমূহ এবং ব্রহ্মা হইতে কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত জীবসকল যাঁহার প্রদত্তমাত্র বিভবকর্তৃক প্রকটিত-প্রভাব হইয়া বর্তমান আছে, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ৫৩ ॥

'ইন্দ্রগোপ'-নামক ক্ষুদ্রকীটই হউন, বা দেবতাদিগের ইন্দ্রই হউন, কর্মমার্গি-জীবদিগকে যিনি পক্ষপাতশূন্য হইয়া তাহাদের স্ব-স্ব কর্মবন্ধানুরূপ ফলভাজন করিতেছেন অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভক্তিমানদিগের কর্মসকল সমূলে দহন করিতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ৫৪ ॥

ক্রোধ, কাম, সখ্যরূপ সহজ প্রণয়, ভয়, বাৎসল্য, মোহ, গুরুগৌরব ও সেব্যভাবদ্বারা যাঁহাকে চিন্তা করিয়া তদনুশীলন-কারিগণ তত্তদ্ভাবনা-যোগ্য রূপ-গুণ-লাভ তারতম্যের সহিত তুল্য-তনু প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥ ৫৫ ॥

যে-স্থলে চিন্ময়ী লক্ষ্মীগণ কান্তারূপা, পরমপুরুষ কৃষ্ণই একমাত্র কান্ত, বৃক্ষমাত্রই চিদ্গত-কল্পতরু, ভূমিমাত্রই চিন্তামণি অর্থাৎ চিন্ময় মণিবিশেষ, জলমাত্রই অমৃত, কথামাত্রই গান, গমন-মাত্রই নাট্য, বংশী—প্রিয়সখী, জ্যোতি—চিদানন্দময়, পরম চিৎপদার্থ মাত্রই আস্বাদ্য বা ভোগ্য; যে-স্থলে কোটি কোটি সুরভী হইতে চিন্ময় মহা-ক্ষীরসমুদ্র নিরন্তর স্রাবিত হইতেছে, তথা ভূত ও ভবিষ্যদ্রূপ খণ্ডত্ব-রহিত চিন্ময়কাল—নিত্য-বর্তমান, সুতরাং নিমেষার্ধ ও ভূতধর্ম প্রাপ্ত হয় না, সেই শ্বেতদ্বীপরূপ পরমপীঠকে আমি ভজন করি। সেই ধামকে এই জড় জগতে বিরলচর অতি স্বল্পসংখ্যক সাধুব্যক্তিই গোলোক বলিয়া জানেন ॥ ৫৬ ॥

ইতি—সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্তৃক মূল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ।

গঙ্গাস্তোত্রম্

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে
ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে ।

শঙ্করমৌলিনিবাসিনি বিমলে
মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে ॥ ১ ॥
ভাগীরথি সুখদায়িনি মাতস্তব
জলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ ।
নাহং জানে তব মহিমানং
ত্রাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানম্ ॥ ২ ॥
হরিপাদপদ্মতরঙ্গিনি গঙ্গে
হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙ্গে
দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং
কুরু কৃপয়া ভবসাগরপারম্ ॥ ৩ ॥
তব জলমমলং যেন নিপীতং
পরমপদং খলু তেন গৃহীতম্ ।
মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ
কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্ত ॥ ৪ ॥
পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে
খণ্ডিতগিরিবরমণ্ডিতভঙ্গে ।
ভীষ্মজননি খলু মুনিবর কন্যে
পতিতনিবারিণি ত্রিভুবনধন্যে ॥ ৫ ॥
কল্পলতামিব ফলদাং লোকে
প্রণমতি যস্ত্বাং ন পতিত লোকে ।
পারাবারবিহারিণি গঙ্গে
বিবুধবধূকৃততরলাপাঙ্গে ॥ ৬ ॥
তব কৃপয়া চেৎ স্রোতঃস্নাতঃ
পুনরপি জঠরে সোঽপি ন জাতঃ ।

নরকনিবারিণি জাহ্নবি গঙ্গে
কলুষবিনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে ॥ ৭ ॥
পরিলসদঙ্গে পুণ্যতরঙ্গে
জয় জয় জাহ্নবি করুণাপাঙ্গে ।
ইন্দ্রমুকুটমণিরাজিতচরণে
সুখদে শুভদে সেবকশরণে ॥ ৮ ॥
রোগং শোকং পাপং তাপং
হর মে ভগবতি কুমতিকলাপং ।
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে
ত্বমসি গতির্মম খলু সংসারে ॥ ৯ ॥
অলকানন্দে পরমানন্দে
কুরু ময়ি করুণাং কাতরবন্দ্যে ।
তব তটনিকটে যস্য হি বাসঃ
খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ ॥ ১০ ॥
বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ
কিংবা তীরে সরটঃ ক্ষীণঃ ।
অথ গব্যূতৌ শ্বপচো দীনো
ন পুনর্দূরে নৃপতিকুলীনঃ ॥ ১১ ॥
ভো ভুবনেশ্বরি পুণ্যে ধন্যে
দেবি দ্রবময়ি মুনিবরকন্যে ।
গঙ্গাস্তবমিমমলং নিত্যং পঠতি
নরো যঃ স জয়তি সত্যম্ ॥ ১২ ॥
যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তিঃ
তেষাং ভবতি সদা সুখমুক্তিঃ ।

মধুরমনোহরপজ্ঝটিকাভিঃ
পরমানন্দকলিতললিতাভিঃ ॥ ১৩ ॥
গঙ্গাস্তোত্রমিদং ভবসারং
বাঞ্ছিতফলদং বিদিতমুদারং ।
শঙ্করসেবকশঙ্কররচিতং
পঠতু চ বিষয়ীদমিতি সমাপ্তম্ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ

সুরেশ্বরী, ভগবতী, ত্রিভুবনতারিণী, তরলতরঙ্গযুক্তা, শঙ্কর-মৌলি-নিবাসিনী, বিমলা, দেবী গঙ্গা, তোমার পাদপদ্মে আমার সুমতি হোক ॥ ১ ॥

ভাগীরথী সুখদায়িনী মা, তোমার জলের মহিমা নিগমে খ্যাত। আমি তোমার মহিমা জানি না; হে কৃপাময়ি, অজ্ঞ আমাকে ত্রাণ কর ॥ ২ ॥

শ্রীহরির পাদপদ্ম থেকে তরঙ্গাকারে নির্গতা এবং হিম, চন্দ্র ও মুক্তার মতো শুভ্রতরঙ্গযুক্তা গঙ্গে, আমার দুষ্কর্মের ভার দূর কর এবং কৃপাপূর্বক আমায় ভবসাগর থেকে উদ্ধার কর ॥ ৩ ॥

তোমার অমল জল যে পান করেছে, সে সর্বশ্রেষ্ঠ ধাম প্রাপ্ত হয়েছে। মা গঙ্গে, যে তোমার ভক্ত, তাকে যম নিশ্চয়ই দেখতে অসমর্থ (অর্থাৎ সে অমর) ॥ ৪ ॥

হে পতিত-উদ্ধারিণী, জাহ্নবী, খণ্ডিত গিরিবরের দ্বারা মণ্ডিত তরঙ্গ-শালিনী, ভীষ্মজননী, জহ্নুকন্যা, পতিতনিবারিণী গঙ্গা, তুমি ত্রিভুবনে ধন্যা ॥ ৫ ॥

পারাবারবিহারিণী, দেববধূগণ কর্তৃক চঞ্চল কটাক্ষে অবলোকিতা গঙ্গা, পৃথিবীতে কল্পলতার মতো ফলদা তোমাকে যে প্রণাম করে, সে ইহলোকে পতিত হয় না ॥ ৬ ॥

নরকনিবারিণী, কলুষবিনাশিনী, স্বমহিমায় অতি যশস্বিনী জাহ্নবী গঙ্গা, তোমার কৃপার প্রভাবে কেউ যদি তোমার স্রোতে স্নান করে, তবে সে পুনর্বার মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে না ॥ ৭ ॥

উজ্জ্বল অঙ্গবিশিষ্টা, পবিত্রতরঙ্গা, কৃপাকটাক্ষময়ী, ইন্দ্রের মুকুটমণি দ্বারা রাজিতচরণা, সুখদা, শুভদা, সেবকের আশ্রয়স্বরূপা জাহ্নবী, তুমি জয়যুক্তা হও, জয়যুক্তা হও ॥ ৮ ॥

ভগবতি, তুমি আমার রোগ, শোক, পাপ, তাপ ও কুমতিকলাপ দূর কর। ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠা, বসুধার হারস্বরূপা তুমি নিশ্চয়ই সংসারে আমার একমাত্র গতি ॥ ৯ ॥

স্বর্গের আনন্দবিধায়িনী, পরমানন্দরূপিণী, কাতরজনের বন্দিতা তুমি আমার প্রতি করুণা কর। তোমার তটসমীপে যার বাস তার বৈকুণ্ঠেই নিবাস বলতে হবে ॥ ১০ ॥

এই জলে বরং কচ্ছপ বা মৎস্য, কিংবা এই তীরে ক্ষুদ্র টিকটিকি অথবা দুই ক্রোশ মধ্যে দীন কুকুরভোজী হয়েও থাকা ভাল, তবুও তোমার থেকে দূরে নৃপতিশ্রেষ্ঠ হওয়াও ভাল নয় ॥ ১১ ॥

হে ভুবনেশ্বরী, পুণ্যময়ী, ধন্যে, দ্রবময়ী, মুনিবরকন্যা দেবী, যে মানুষ এই অমল গঙ্গাস্তব নিত্য পাঠ করে, সে অবশ্যই জয়যুক্ত হয় ॥ ১২ ॥

যাদের হৃদয়ে গঙ্গাভক্তি আছে তারা সর্বদা অনায়াসে মুক্ত হয়। সংসারের সারস্বরূপ, বাঞ্ছিত ফলপ্রদ, বিখ্যাত এবং উদার এই গঙ্গাস্তোত্রটি পরমানন্দে নিবদ্ধ, সুন্দর, মধুর ও মনোমুগ্ধকর পজ্ঝটিকাছন্দে মহাদেবের সেবক শঙ্করের দ্বারা রচিত হয়েছে, এবং যে ব্যক্তি বিষয়ভোগে নিমগ্ন, সে এটি পাঠ করুক ॥ ১৩-১৪ ॥

শ্রীশ্রীব্রজরাজ-সুতাষ্টকম্

নবনীরদ-নিন্দিত-কান্তিধরং
রসসাগর-নাগর-ভূপবরম্ ।
শুভ বঙ্কিম-চারু-শিখণ্ডশিখং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-সুতম্ ॥ ১ ॥

ভ্রূ-বিশঙ্কিত-বঙ্কিম-শক্রধনুং
মুখচন্দ্র-বিনিন্দিত-কোটি-বিধুম্ ।
মৃদুমন্দসুহাস্য-সুভাষ্য-যুতং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-সুতম্ ॥ ২ ॥
সুবিকম্পদনঙ্গ-সদঙ্গ-ধরং
ব্রজবাসি-মনোহর-বেশকরম্ ।
ভৃশ-লাঞ্ছিত নীলসরোজ-দৃশ
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-সুতম্ ॥ ৩ ॥
অলকাবলি-মণ্ডিত-ভালতটং
শ্রুতিদোলিত-মাকর-কুণ্ডলকম্ ।
কটি বেষ্টিত-পীতপটং সুধট
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-সুতম্ ॥ ৪ ॥
কলনূপুর-রাজিত-চারু-পদ
মণি-রঞ্জিত-গঞ্জিত-ভৃঙ্গমদম্ ।
ধ্বজ-বজ্র-ঝষাঙ্কিত-পাদযুগং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-সুতম্ ॥ ৫ ॥
ভৃশ-চন্দন-চর্চিত-চারুতনুং
মণি-কৌস্তুভ-গর্হিত-ভানুতনুম্ ।
ব্রজবাল-শিরোমণি রূপ-ধৃত
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-সুতম্ ॥ ৬ ॥
সুরবৃন্দ-সুবন্দ্য-মুকুন্দ-হরি
সুরনাথ-শিরোমণি-সর্বগুরুম্ ।
গিরিধারি-মুরারি-পুরারি-পর
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-সুতম্ ॥ ৭ ॥

বৃষভানুসুতা-বর কেলিপর
রসরাজ-শিরোমণি-বেশধরম্ ।
জগদীশ্বরমীশ্বরমীড্যবরং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-সুতম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্

শ্রীমৎ সত্যব্রত মুনি

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং
লসৎ-কুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানম্ ।
যশোদাভিয়োলূখলাদ্ধাবমানং
পরামৃষ্টমত্যং ততো দ্রুত্য গোপ্যা ॥ ১ ॥
রুদন্তং মুহুর্নেত্রযুগ্মং মৃজন্তং
করাম্ভোজযুগ্মেন সাতঙ্কনেত্রম্ ।
মুহুঃশ্বাসকম্প-ত্রিরেখাঙ্ককণ্ঠ-
স্থিত-গ্রৈব-দামোদরং ভক্তিবদ্ধম্ ॥ ২ ॥
ইতিদৃক্ স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্ ।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে ॥ ৩ ॥
বরং দেব! মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা
ন চান্যং বৃণেঽহং বরেশাদপীহ ।
ইদন্তে বপুর্নাথ! গোপালবালং
সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ ॥ ৪ ॥

ইদন্তে মুখাম্ভোজমব্যক্তনীলৈ-
র্বৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধ-রক্তৈশ্চ গোপ্যা ।
মুহুশ্চুম্বিতং বিম্ব-রক্তাধরং মে
মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষলাভৈঃ ॥ ৫ ॥
নমো দেব দামোদরানন্তবিষ্ণো
প্রসীদ প্রভো দুঃখজালাব্ধিমগ্নম্ ।
কৃপাদৃষ্টি-বৃষ্ট্যাতিদীনং বতানু-
গৃহানেশ মামজ্ঞমেধ্যক্ষি দৃশ্যঃ ॥ ৬ ॥
কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্যৈব যদ্বৎ
ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ ।
তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ
ন মোক্ষে গ্রহোমেঽস্তি দামোদরেহ ॥ ৭ ॥
নমস্তেঽস্তু দাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তি-ধাম্নে
ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধাম্নে ।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়-প্রিয়ায়ৈ
নমোঽনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যম্ ॥ ৮ ॥

(১)
জয় রাধা-মাধব রাধা-মাধব রাধে
জয়দেবের প্রাণধন হে
(২)
জয় রাধা-মদনগোপাল রাধা-মদনগোপাল রাধে
সীতানাথের প্রাণধন হে

(৩)
জয় রাধা-গোবিন্দ রাধা-গোবিন্দ রাধে
রূপ গোস্বামীর প্রাণধন হে
(৪)
জয় রাধা-মদনমোহন রাধা-মদনমোহন রাধে
সনাতনের প্রাণধন হে
(৫)
জয় রাধা-গোপীনাথ রাধা-গোপীনাথ রাধে
মধু পণ্ডিতের প্রাণধন হে
(৬)
জয় রাধা-দামোদর রাধা-দামোদর রাধে
জীব গোস্বামীর প্রাণধন হে
(৭)
জয় রাধা-রমণ রাধা-রমণ রাধে
গোপাল ভট্টের প্রাণধন হে
(৮)
জয় রাধা-বিনোদ রাধা-বিনোদ রাধে
লোকনাথের প্রাণধন হে
(৯)
জয় রাধা-গোকুলানন্দ রাধা-গোকুলান্দ রাধে
বিশ্বনাথের প্রাণধন হে
(১০)
জয় রাধা-গিরিধারী রাধা-গিরিধারী রাধে
দাস গোস্বামীর প্রাণধন হে

(১১)

জয় রাধা-শ্যামসুন্দর রাধা-শ্যামসুন্দর রাধে
শ্যামানন্দের প্রাণধন হে

(১২)

জয় রাধা-বঙ্কুবিহারী রাধা-বঙ্কুবিহারী রাধে
হরিদাসের প্রাণধন হে

(১৩)

জয় রাধা-কান্ত রাধা-কান্ত রাধে
বক্রেশ্বরের প্রাণধন হে

(১৪)

জয় গান্ধার্বিকা-গিরিধারী গান্ধার্বিকা-গিরিধারী রাধে
সরস্বতীর প্রাণধন হে

(১৫)

জয় রাধা-মাধব রাধা-মাধব রাধে
শ্রীল প্রভুপাদের প্রাণধন হে

অনুবাদ

যিনি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, যাঁর কর্ণযুগলে কুণ্ডল আন্দোলিত হচ্ছে, যিনি গোকুলে পরম শোভা বিকাশ করছেন এবং যিনি শিক্য অর্থাৎ শিকায় রাখা নবনীত (মাখন) অপহরণ করায় মা যশোদার ভয়ে উদূখলের উপর থেকে লম্ফ প্রদান করে অতিশয় বেগে ধাবমান হয়েছিলেন এবং মা যশোদাও যাঁর পশ্চাতে ধাবিত হয়ে পৃষ্ঠদেশ ধরে ফেলেছিলেন, সেই পরমেশ্বর শ্রীদামোদরকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

যিনি জননীর হস্তে যষ্ঠি দেখে রোদন করতে করতে দু'খানি পদ্মহস্ত দ্বারা বারবার নেত্রদ্বয় মার্জন করছেন, যিনি ভীতনয়ন হয়েছেন ও সেইজন্য

মুহুর্মুহুঃ শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত কম্প-নিবন্ধন যাঁর কণ্ঠস্থ মুক্তাহার দোদুল্যমান হচ্ছে এবং যাঁর উদরে রজ্জুর বন্ধন রয়েছে, সেই ভক্তিবদ্ধ শ্রীদামোদরকে বন্দনা করি ॥ ২ ॥

যিনি এইরকম বাল্যলীলা দ্বারা সমস্ত গোকুলবাসীকে আনন্দ-সরোবরে নিমজ্জিত করেন এবং যিনি ভগবদৈশ্বর্য-জ্ঞান-পরায়ণ ভক্তসমূহে 'আমি ভক্ত কর্তৃক পরাজিত অর্থাৎ ভক্তের বশীভূত'—এই তত্ত্ব প্রকাশ করেন, সেই ঈশ্বররূপী দামোদরকে আমি প্রেম-সহকারে শত শতবার বন্দনা করি ॥ ৩ ॥

হে দেব! তুমি সবরকম বরদানে সমর্থ হলেও আমি তোমার কাছে মোক্ষ বা মোক্ষের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ শ্রীবৈকুণ্ঠলোক বা অন্য কোন বরণীয় বস্তু প্রার্থনা করি না, তবে আমি কেবল এই প্রার্থনা করি যে, এই বৃন্দাবনস্থ তোমার ঐ পূর্ববর্ণিত বালগোপালরূপ শ্রীবিগ্রহ আমার মানসপটে সর্বদা আবির্ভূত হোক। হে প্রভো! যদিও তুমি অন্তর্যামিরূপে সর্বদা হৃদয়ে অবস্থান করছ, তবুও তোমার ঐ শৈশব লীলাময় বালগোপাল মূর্তি সর্বদা সুন্দররূপে আমার হৃদয়ে প্রকটিত হোক ॥ ৪ ॥

হে দেব! তোমার যে বদন-কমল অতীব শ্যামল, স্নিগ্ধ ও রক্তবর্ণ কেশসমূহে সমাবৃত এবং তোমার যে বদনকমলস্থ বিম্বফলসদৃশ রক্তবর্ণ অধর মা যশোদা বারবার চুম্বন করছেন, সেই বদনকমলের মধুরিমা আমি আর কি বর্ণন করব? আমার মনোমধ্যে সেই বদনকমল আবির্ভূত হোক। ঐশ্বর্যাদি অন্যবিধ লক্ষ লক্ষ লাভেও আমার কোনও প্রয়োজন নেই—আমি অন্য আর কিছুই চাই না ॥ ৫ ॥

হে দেব! হে দামোদর! হে অনন্ত! হে বিষ্ণো! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে প্রভো! হে ঈশ্বর! আমি দুঃখপরম্পরারূপ সমুদ্রে নিমগ্ন হয়ে একেবারে মরণাপন্ন হয়েছি, তুমি কৃপাদৃষ্টিরূপ অমৃত দ্বারা আমার প্রাণ রক্ষা কর ॥ ৬ ॥

হে দামোদর! তুমি যেরকম গো অর্থাৎ গাভী-বন্ধন-রজ্জু দ্বারা উদূখলে বদ্ধ হয়ে শাপগ্রস্ত নলকুবের ও মণিগ্রীব নামক কুবেরপুত্রদ্বয়কে মুক্ত করতঃ

তাদের ভক্তিমান্ করেছ, আমাকেও সেইরকম প্রেমভক্তি প্রদান কর। এই প্রেমভক্তিতেই আমার আগ্রহ; মোক্ষের প্রতি আমার আগ্রহ নেই ॥ ৭ ॥

হে দেব! তোমার তেজোময় উদরবন্ধন-রজ্জুতে এবং বিশ্বের আধার-স্বরূপ তোমার উদরে আমার প্রণাম থাকুক। তোমার প্রিয়তমা শ্রীরাধিকাকে আমি প্রণাম করি এবং অনন্তলীলাময় দেব তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

পুরুষসূক্ত মন্ত্র

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥ ১ ॥
পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্‌ভূতং যচ্চ ভব্যং।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ২ ॥
এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ ৩ ॥
ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি ॥ ৪ ॥
তস্মাদ্‌বিরাড়জায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ ॥ ৫ ॥
যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ ॥ ৬ ॥
তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ॥ ৭ ॥
তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যং।
পশূংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে ॥ ৮ ॥

তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত ॥ ৯ ॥
তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ ॥ ১০ ॥
যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা ঊরু পাদা উচ্যতে ॥ ১১ ॥
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরু তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥ ১২ ॥
চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্‌বায়ুরজায়ত ॥ ১৩ ॥
নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাৎ তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্ ॥ ১৪ ॥
সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্ যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্ ॥ ১৫ ॥

যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি
ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র
পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ

(হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী) পুরুষ (দ্বিতীয় পুরুষাবতার, নারায়ণ) সহস্র (অনন্ত) মস্তক, সহস্র নয়ন ও সহস্র চরণ বিশিষ্ট, ইনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাপ্ত করে এবং দশাঙ্গুল (পুরুষ) অর্থাৎ জীব-হৃদয়ে অধিষ্ঠিত প্রদেশমাত্র অন্তর্যামী পুরুষকে অতিক্রম করে বিরাজ করেন ॥ ১ ॥

অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড (বা বিশ্ব) সেই পুরুষেরই প্রকাশ। কিন্তু পুরুষ স্বয়ং অমৃতত্বের অধীশ্বর, যে অমৃতত্ব (নিত্যত্ব) অন্নের দ্বারা বর্ধমান (অনিত্য) সত্তার অতীত এবং তদবসানেও বিদ্যমান ॥ ২ ॥

এই পুরুষের মহিমা বা বিভূতি এতদূর যে সমগ্র ভূতজগৎ তাঁর বিভূতির এক-চতুর্থাংশ মাত্র (কিন্তু নশ্বর)। তাঁর বিভূতির অপর তিন-চতুর্থাংশ অমৃত বা নিত্য দিব্যধামে (মায়াতীত পরব্যোমে) অবস্থিত। অথচ এই পুরুষ স্বয়ং এই সমস্ত বিভূতি অপেক্ষাও মহান্ ॥ ৩ ॥

ঊর্ধ্বে অর্থাৎ পরব্যোমের ত্রিপাদবিভূতির (প্রকাশের) সঙ্গে সেই পুরুষ বৈকুণ্ঠে (ঊর্ধ্বে) নিত্য বিরাজমান। এই ভূতব্যোমে অর্থাৎ জড়বিশ্বে তাঁর পাদ-বিভূতি বারবার প্রকাশিত হয়। তিনি সাশন (অশন সহিত) অর্থাৎ নিত্য অমৃত-জগৎ এবং অনশন (অশন-রহিত) অর্থাৎ অনিত্য মর-জগৎ—এই উভয় জগৎ জুড়ে সর্বতোভাবে বিক্রম প্রকাশ করেছেন ॥ ৪ ॥

তাঁর (পুরুষ) থেকে বিরাট্‌রূপের (পুরুষের স্থূল-দেহরূপ বিশ্বরূপের) প্রকাশ। সহস্রশীর্ষা পুরুষ এই বিরাট্‌দেহের অধিষ্ঠাতা। এই প্রকাশিত বিশ্বরূপ অগ্রে ও পশ্চাতে ব্রহ্মাণ্ডকে অতিক্রম করেছেন, অর্থাৎ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অগ্র-পশ্চাতে এই প্রকাশিত বিরাট্‌রূপের (বিশ্বরূপের) অতিরিক্ত আর কিছুই নেই ॥ ৫ ॥

দেবতাগণ যে হবিরূপ (যজ্ঞীয় দ্রব্যসামগ্রীরূপ) পুরুষের দ্বারা যজ্ঞ বিস্তার (সম্পাদন) করেছিলেন, তাতে বসন্ত ঋতু আজ্য বা ঘৃত, গ্রীষ্ম ঋতু কাষ্ঠ বা সমিধ্ এবং শরৎ ঋতু হবিঃ বা হবনীয় দ্রব্য হয়েছিল ॥ ৬ ॥

সর্বাগ্রে জাত সেই যজ্ঞরূপী পুরুষকে যাজ্ঞিকগণ (প্রসারিত যজ্ঞীয়) কুশের উপর প্রোক্ষিত করেছেন। সেই যজ্ঞরূপী পুরুষের (যজ্ঞ-পুরুষের) দ্বারা অর্থাৎ সেই পুরুষ যজ্ঞরূপ হওয়াতে দেবগণ, সাধ্যগণ ও ঋষিগণ যজ্ঞ করতে সমর্থ হয়েছেন ॥ ৭ ॥

সেই পুরুষ সকলের যজনীয় দ্রব্যময় যজ্ঞস্বরূপ। সেই যজ্ঞরূপ পুরুষ থেকে (সর্বত্র) বর্ষণশীল আজ্য সমুৎপন্ন, অর্থাৎ সর্বত্র অবস্থিত ভোগ্যজাত

তাঁর থেকে প্রাপ্ত। গ্রাম্য আরণ্য ও আন্তরীক্ষ (বায়ব্য) জীবসকল তিনি সৃষ্টি করেছেন ॥ ৮ ॥

সর্বজনোপাস্য যজ্ঞরূপ পুরুষ থেকে ঋক্, সাম, যজু প্রভৃতি বেদসমূহ উৎপন্ন হয়েছে ॥ ৯ ॥

তাঁর থেকে অশ্বসকল, উভয় দন্তপংক্তিবিশিষ্ট প্রাণীসকল, গো সকল, অজা ও পক্ষিসকল সমুৎপন্ন হয়েছে ॥ ১০ ॥

(তত্ত্বদর্শী যোগিরা) পুরুষের স্থূলরূপে (বিরাট্‌রূপে) যে মনোধারণা করলেন, তাতে পুরুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কত প্রকারে (কি প্রকারে) কল্পনা করেছিলেন? অর্থাৎ পুরুষের বিরাট্‌রূপের কল্পনা কি রকম? ঐ পুরুষের মুখ ও বাহুদ্বয় কিভাবে কল্পিত হয়েছিল এবং ঊরুদ্বয় ও পদদ্বয়ই বা কিভাবে উক্ত হয়েছিল? ১১ ॥

(যোগিগণ) ব্রাহ্মণকে তাঁর মুখ এবং ক্ষত্রিয়কে বাহুরূপে কল্পনা করেছিলেন। যারা বৈশ্য, তারা তাঁর ঊরু এবং তাঁর পদদ্বয়কে শূদ্র বলে কল্পনা করেছিলেন ॥ ১২ ॥

তাঁর মন থেকে চন্দ্র, চক্ষু থেকে সূর্য, মুখ থেকে ইন্দ্র ও অগ্নি এবং প্রাণ থেকে বায়ু উৎপন্ন হল ॥ ১৩ ॥

তাঁর নাভি থেকে অন্তরীক্ষ (ভুবর্লোক), মস্তক থেকে স্বর্গ (স্বর্গলোক) প্রকাশিত হল, পদদ্বয় থেকে ভূমি (ভূলোক) এবং শ্রোত্র অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয় থেকে দিক্‌সকল উৎপন্ন হল। এইভাবে তাঁরা সকল লোকের চতুর্দশ ভুবনের কল্পনা করেছিলেন ॥ ১৪ ॥

দেবগণ যে যজ্ঞ বিস্তার (অনুষ্ঠান) করে পুরুষকে রজ্জু প্রভৃতির দ্বারা আবদ্ধ কোন পশুর মতো আবদ্ধ করেছিলেন, সেই যজ্ঞের সাতটি পরিধি (গায়ত্রী প্রভৃতি সাতটি ছন্দ) এবং একবিংশতি সমিধ্ ভাবিত হয়েছিল ॥ ১৫ ॥

দেবগণ যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞপুরুষের যজন (উপাসনা) করেছিলেন। সেই সমস্ত অনুষ্ঠান (লোকের) প্রাথমিক (বা মুখ্য) ধর্ম। পুরুষের (নারায়ণের)

মহিমা-স্বরূপ সেই সমস্ত দেবগণ যেখানে পূর্বতন সাধ্যগণ বিরাজ করেন, সেই স্বর্গে সমবেত আছেন (অর্থাৎ বাস করেন) অথবা সেই স্বর্গের সেবা করেন ॥ ১৬ ॥

শ্রীগোপীগীত

(শ্রীমদ্ভাগবত, দশম স্কন্ধ, একত্রিংশ অধ্যায়)

গোপ্য ঊচুঃ

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ
শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি ।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা-
স্ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে ॥ ১ ॥
শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎ-
সরসিজোদরশ্রীমুষা দৃশা ।
সুরতনাথ তেঽশুল্কদাসিকা
বরদ নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ ॥ ২ ॥
বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যালরাক্ষসাদ্
বর্ষমারুতাদ্বৈদ্যুতানলাৎ ।
বৃষময়াত্মজাদ্বিশ্বতো ভয়াদ্
ঋষভ! তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ ॥ ৩ ॥
ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্
অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্ ।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে
সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে ॥ ৪ ॥

বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধূর্য তে
চরণমীয়ুষাং সংসৃতের্ভয়াৎ ।
করসরোরুহং কান্ত কামদং
শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহম্ ॥ ৫ ॥
ব্রজজনার্তিহন্ বীর যোষিতাং
নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত ।
ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো
জলরুহাননং চারু দর্শয় ॥ ৬ ॥
প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষণং
তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনম্ ।
ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং
কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ম্ ॥ ৭ ॥
মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া
বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ ।
বিধিকরীরিমা বীর মুহ্যতীর্
অধরসীধুনাপ্যায়য়স্ব নঃ ॥ ৮ ॥
তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্ ।
শ্রবণমঙ্গলম্ শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥ ৯ ॥
প্রহসিতং প্রিয়প্রেমবীক্ষণং
বিহরণং চ তে ধ্যানমঙ্গলম্ ।
রহসি সংবিদো যা হৃদিস্পৃশঃ
কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি ॥ ১০ ॥

চলসি যদ্‌ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্
নলিনসুন্দরং নাথ তে পদম্ ।
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ
কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি ॥ ১১ ॥
দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈর্
বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতম্ ।
ঘনরজস্বলং দর্শয়ন্ মুহুর্
মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি ॥ ১২ ॥
প্রণতকামদং পদ্মজার্চিতং
ধরণিমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি ।
চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চ তে
রমণ নঃ স্তনেষ্বর্পয়াধিহন্ ॥ ১৩ ॥
সুরতবর্ধনং শোকনাশনং
স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্ ।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং
বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্ ॥ ১৪ ॥
অটতি যদ্ ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্ ।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখং চ তে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্ দৃশাম্ ॥ ১৫ ॥
পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান্
অতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ ।
গতিবিদস্তবোদ্‌গীতমোহিতাঃ
কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥ ১৬ ॥

রহসি সংবিদং হৃচ্ছয়োদয়ং
প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণম্ ।
বৃহদুরঃ শ্রিয়ো বীক্ষ্য ধাম তে
মুহুরতিস্পৃহা মুহ্যতে মনঃ ॥ ১৭ ॥
ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গতে
বৃজিনহন্ত্র্যলং বিশ্বমঙ্গলম্ ।
ত্যজ মনাক্ চ নস্ত্বৎস্পৃহাত্মনাং
স্বজনহৃদ্রুজাং যন্নিষূদনম্ ॥ ১৮ ॥
যৎ তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু ।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ

গোপীরা বললেন—হে দয়িত, তোমার জন্ম ব্রজভূমিকে অত্যন্ত মহিমাময় করে তুলেছে, আর তাই ইন্দিরা, লক্ষ্মীদেবী এখানে সর্বদা বিরাজ করেন। কেবলমাত্র তোমারই জন্য, আমরা, তোমার অনুগত দাসীরা, আমাদের জীবন ধারণ করছি। আমরা তোমাকে সর্বত্র অন্বেষণ করছি, দয়া করে আমাদের তুমি দর্শন দাও ॥ ১ ॥

হে সুরতনাথ, তোমার দৃষ্টির সৌন্দর্য শরৎকালীন সরোবরে সুজাত বিকশিত কমলগর্ভের সৌন্দর্যকেও অতিক্রম করে। হে অভীষ্টপ্রদ, নিজেদের যারা বিনামূল্যে তোমার কাছে সমর্পণ করেছে সেই দাসীদের তুমি বধ করছ। এটা কি হত্যা নয়? ২ ॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি বারবার আমাদের সর্বপ্রকার বিপদ থেকে রক্ষা করেছো—বিষাক্ত জল থেকে, ভয়ঙ্কর নরখাদক অঘ থেকে, প্রচণ্ড বর্ষণ থেকে, তৃণাবর্তাসুর থেকে, ইন্দ্রের ভয়ঙ্কর বজ্র থেকে, বৃষাসুর থেকে এবং ময় দানবের পুত্রের থেকে ॥ ৩ ॥

হে সখে, তুমি প্রকৃতপক্ষে গোপী যশোদার পুত্র নও, পরন্তু সকল জীবের হৃদয়ে বিরাজমান অন্তর্যামী সাক্ষী স্বরূপ। যেহেতু ব্রহ্মা তোমাকে ব্রহ্মাণ্ড রক্ষার্থে অবতীর্ণ হতে প্রার্থনা করেছিলেন, তুমি তাই এখন সাত্বত বংশে অবতীর্ণ হয়েছ ॥ ৪ ॥

হে বৃষ্ণিশ্রেষ্ঠ, তোমার পদ্মসদৃশ হস্ত যা লক্ষ্মীদেবীর করদ্বয় গ্রহণ করে, যা সংসার ভয়ে ভীত তোমার পাদপদ্মের শরণাগতদের অভয় দান করে থাকে, হে কান্ত, সেই আকাঙ্ক্ষা-পূরণকারী করপদ্ম আমাদের মস্তকে স্থাপন কর ॥ ৫ ॥

হে ব্রজজনের দুঃখ-বিনাশক, হে নারীজাতির বীরপুরুষ, তোমার হাস্য ভক্তগণের গর্ব নাশ করে। হে সখে, দয়া করে তোমার দাসীরূপে আমাদের গ্রহণ করে তোমার সুন্দর বদন কমল দর্শন করাও ॥ ৬ ॥

তোমার পাদপদ্মদ্বয় শরণাগত সমস্ত জীবের পাপ বিনাশ করে। সেই পদদ্বয় গোচারণ ভূমিতে গাভীদের অনুগমন করে এবং তা লক্ষ্মীদেবীর নিত্য আবাস। তুমি একবার কালিয় নাগের ফণায় সেই পদদ্বয় স্থাপন করেছিলে, দয়া করে সেই পদদ্বয় আমাদের স্তনদেশে অর্পণ করে আমাদের হৃদয়ের কাম প্রশমিত কর ॥ ৭ ॥

হে পদ্মলোচন, তোমার সুমধুর কণ্ঠস্বর ও মনোহর পদাবলী যা বিদগ্ধজনের মন আকর্ষণ করে, তা আমাদের ক্রমশ বিমোহিত করছে। হে আমাদের প্রিয় বীর, দয়া করে তোমার দাসীদের তোমার অধরামৃত দান করে সঞ্জীবিত কর ॥ ৮ ॥

তোমার কথামৃত এই জড়জগতের তাপক্লিষ্ট জনগণের জীবনস্বরূপ। বিদগ্ধ মহাজনেরা তার বর্ণনা করেন এবং তা শ্রবণের ফলে মানুষের পাপ দূর হয়ে যায় এবং সৌভাগ্যের উদয় হয়। চিন্ময় শক্তিতে পূর্ণ তোমার মহিমা যাঁরা সারা জগৎ জুড়ে প্রচার করেন তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা ॥ ৯ ॥

তোমার হাস্য, তোমার মধুর প্রীতিময় দৃষ্টি, অন্তরঙ্গ লীলাসমূহ এবং গোপন কথোপকথন আমরা তোমার সঙ্গে উপভোগ করেছি। সে গুলির ধ্যান অত্যন্ত মঙ্গলজনক। কিন্তু সেই সঙ্গে, হে কপট, তা আমাদের মনকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করে ॥ ১০ ॥

হে নাথ, হে কান্ত, তুমি যখন ব্রজ থেকে গোচারণ করতে যাও, তখন তোমার পদ্মফুলের থেকেও সুন্দর চরণ দুখানি শস্যের সূক্ষ্ম অগ্রভাগ, রুক্ষ তৃণ এবং অঙ্কুরে ক্লেশ পায়। সে কথা ভেবে আমাদের চিত্ত অত্যন্ত ব্যথিত হয় ॥ ১১ ॥

হে বীর, দিনের শেষে গোধূলি ধূসরিত ঘন-নীল কুন্তলাবৃত তোমার বদন-কমলখানি পুনঃ পুনঃ আমাদের প্রদর্শন করিয়ে, তুমি আমাদের মনে কামজনিত বেদনা উৎপন্ন কর ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মার আরাধিত তোমার পাদপদ্ম সকল প্রণতজনের আকাঙ্ক্ষা পূরণকারী। সেগুলি পৃথিবীর ভূষণস্বরূপ, পরম সুখদায়ক এবং বিপদের সময় ধ্যানের যথার্থ বিষয়। হে রমণ, হে দুঃখহারী, দয়া করে সেই পাদপদ্ম আমাদের স্তনে অর্পণ কর ॥ ১৩ ॥

হে বীর, দয়া করে তোমার সম্ভোগ সুখবর্ধক ও শোকবিনাশক অধরামৃত আমাদের বিতরণ কর। সেই অমৃত তোমার বেণু কর্তৃক সুষ্ঠুভাবে চুম্বিত এবং তা মানুষের জড় আসক্তি বিনাশ করে, তোমার ধ্বনিত বেণুর দ্বারা সুষ্ঠুভাবে তা আস্বাদন করা যায় ॥ ১৪ ॥

দিবাভাগে তুমি যখন বনে গমন কর, তোমাকে দেখতে না পেয়ে ক্ষণকালও আমাদের কাছে একযুগ বলে মনে হয়। এমন কি যখন তোমার সুন্দর কুঞ্চিত কুন্তলযুক্ত মুখমণ্ডল আগ্রহভরে নিরীক্ষণ করি, মন্দ বিধাতার সৃষ্ট আমাদের চোখের পাতার দ্বারা, আমাদের আনন্দ বিঘ্নিত হয় ॥ ১৫ ॥

হে অচ্যুত, তুমি ভাল করেই জান কেন আমরা এখানে এসেছি। তোমার মতো শঠ ছাড়া আর কে-ই বা তাঁর বাঁশির উচ্চ-গীতে মোহিত হয়ে মধ্যরাত্রিতে আগত যুবতী নারীদের পরিত্যাগ করবে? কেবল তোমাকে দর্শন করার জন্যই আমরা আমাদের পতি, পুত্র, গুরুজন, ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেছি ॥ ১৬ ॥

আমরা যখন তোমার সঙ্গে একান্তে অন্তরঙ্গ কথোপকথনের কথাগুলি স্মরণ করি, তখন আমাদের মন বার বার মোহিত হতে থাকে, আমাদের হৃদয়ে কামের উদয় অনুভব করি আর তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল, তোমার প্রেমময় দৃষ্টি, ও লক্ষ্মীদেবীর বিশ্রামস্থল তোমার বিশাল বক্ষ

আমাদের স্মরণ পথে উদিত হয়। এইভাবে তোমার প্রতি আমাদের অতিশয় স্পৃহা জন্মায় ॥ ১৭ ॥

হে প্রিয়, তোমার সর্ব মঙ্গলময় আবির্ভাব ব্রজবাসীদের দুঃখবিনাশক। আমাদের মন তোমার সঙ্গ সাগ্রহে আকাঙ্ক্ষা করে। দয়া করে আমাদের কিঞ্চিৎ সেই ঔষধ প্রদান কর যা তোমার ভক্তের হৃদয়ের ব্যাধির প্রতিকার করে ॥ ১৮ ॥

হে প্রিয়তম! তোমার সুকোমল চরণকমল আহত হবে এই আশঙ্কায় তা আমরা আমাদের কঠিন স্তনে অত্যন্ত সন্তর্পণে ধারণ করি। তুমি আমাদের জীবন স্বরূপ, তাই বনচারণের সময় পাথরকুচির আঘাতে তোমার সুকোমল চরণযুগল আহত হতে পারে, এই আশঙ্কায় আমাদের চিত্ত উৎকণ্ঠিত হচ্ছে ॥ ১৯ ॥

বিবিধ প্রণামমন্ত্র

শ্রীগুরুদেব-প্রণামমন্ত্রঃ

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
অখণ্ড-মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং ।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং ।
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীং ॥
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহং রাধিকা-মাধবাশাং ।
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি ॥
নমস্তে গুরুদেবায় সর্ব-সিদ্ধি-প্রদায়িনে ।
সর্ব-মঙ্গল-রূপায় সর্বানন্দ-বিধায়িনে ॥

শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু-প্রণামমন্ত্রঃ

আনন্দ-লীলাময়-বিগ্রহায় হেমাভ-দিব্যচ্ছবি-সুন্দরায় ।
তস্মৈ মহাপ্রেমরস-প্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥
নমস্ত্রিকাল-সত্যায় জগন্নাথ-সুতায় চ ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ ॥
নমশ্চৈতন্যচন্দ্রায় কোটি-চন্দ্রানন-ত্বিষে ।
প্রেমানন্দাব্ধি-চন্দ্রায় চারুচন্দ্রাংশু-হাসিনে ॥
যস্যৈব পাদাম্বুজ-ভক্তিলভ্যঃ প্রেমাভিধানঃ পরমঃ পুমর্থঃ ।
তস্মৈ জগন্মঙ্গল-মঙ্গলায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥
বিশ্বম্ভরায় গৌরায় চৈতন্যায় মহাত্মনে ।
শচী-পুত্রায় মিত্রায় লক্ষ্মীশায় নমো নমঃ ॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু-প্রণামমন্ত্রঃ

নিরানন্দমিদং সর্বং প্রেমানন্দাস্পদীকৃতং ।
যেন তং সততং বন্দে নিত্যানন্দ জগদ্গুরুং ॥
নিত্যানন্দ! নমস্তুভ্যং প্রেমানন্দ-প্রদায়িনে ।
কলৌ কল্মষঃ-নাশায় জাহ্নবা-পতয়ে নমঃ ॥
নিত্যানন্দমহং বন্দে কর্ণে লম্বিত-মৌক্তিকং ।
চৈতন্যাগ্রজ-রূপেণ পবিত্রীকৃত-ভূতলং ॥
ঔদার্য্যেণ সুকামধেনু-দিবিষদ্বৃক্ষেন্দু-চিন্তামণি-
বৃন্দং ব্রহ্মসুখঞ্চ সুন্দরতয়া কন্দর্প-বৃন্দং প্রভুং ।
বাৎসল্যেন সুমাতৃ-ধেনু-নিচয়ং বিস্পর্দ্ধিনং নন্দিনং
নিত্যান্দমহং নমামি সততং প্রেমাব্ধি-সংবর্দ্ধিনং ॥

শ্রীমন্নিত্যানন্দচন্দ্রং করুণাময়-বিগ্রহং ।
চৈতন্যাভিন্ন-দেহং তং বন্দে সর্বজন-প্রিয়ং ॥

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু-প্রণামমন্ত্রঃ

শ্রীঅদ্বৈত! নমস্তুভ্যং কলিজন-কৃপানিধে!
গৌরপ্রেম-প্রদানায় শ্রীসীতাপতয়ে নমঃ ।
যেন শ্রীহরিরীশ্বরঃ প্রকটায়াঞ্চক্রে কলৌ রাধয়া
প্রেম্না যেন মহেশ্বরেণ সকলং প্রেমাম্বুধি-প্লাবিতং ।
বিশ্বং বিশ্ব-বিকাশি-কীর্ত্তিমতুলং তং দীনবন্ধুং প্রভু-
মদ্বৈতং সততং নমামি হরিণাদ্বৈতং হি সর্বার্থদং ॥
নিস্তারিতাশেষ-জনং দয়ালুং প্রেমামৃতাব্ধৌ পরিমগ্ন-চিত্তং ।
চৈতন্য-দেবাদৃতমাদরেণ অদ্বৈতচন্দ্রং নমামি ॥
বন্দে আচার্যমদ্বৈতং ভক্তাবতামীশ্বরং ।
যস্য জ্ঞাত্বা মনোবৃত্তিং চৈতন্যঽবতরেদ্ভুবি ॥
অদ্বৈতায় নমস্তেঽস্তু মহেশায় মহাত্মনে ।
যস্য প্রসাদাচ্চৈতন্য-চরণে জায়তে রতিঃ ॥

শ্রীগদাধর-প্রণামমন্ত্রঃ

গদাধরমহং বন্দে মাধবাচার্য্য-নন্দনং ।
মহাভাব-স্বরূপং শ্রীচৈতন্যাভিন্ন-রূপিণং ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-রসাশ্রিতং মাধবাচার্য্য-নন্দনং ।
কুমারং রত্নাবত্যাশ্চ বন্দে শ্রীমদ্‌গদাধরং ॥
যৎ-পাদাব্জ-নখাগ্র-কান্তি-লবতো হ্যজ্ঞান-মোহঃ ক্ষয়ং
যৎ-কারুণ্য-কটাক্ষতঃ স্বয়মসৌ শ্রীগৌরচন্দ্রো বশং ।

যাতীষদ্ভজনাচ্চ যস্য জগতাং প্রেমেন্দুরন্তর্নভো
নৌমি শ্রীল-গদাধরং তমতুলানন্দৈক-কল্পদ্রুমং ॥
শ্রীহ্লাদিনী-স্বরূপায় গৌরাঙ্গ-সুহৃদায় চ ।
ভক্তশক্তি-প্রদানায় গদাধর! নমোঽস্তু তে ॥

শ্রীশ্রীবাস-প্রণামমন্ত্রঃ

শ্রীবাস-পণ্ডিতং নৌমি গৌরাঙ্গ-প্রিয়পার্ষদং ।
যস্য কৃপা-লবেনাপি গৌরাঙ্গে জায়তে রতিঃ ॥
প্রণমামি শ্রীশ্রীবাসং তমাদ্যং পণ্ডিতং মুদা ।
শ্রীগৌরাঙ্গ-কৃপাপাত্রং কীর্ত্তনানন্দ-মানসং ॥
শ্রীবাস! কীর্ত্তনানন্দ! ভক্ত-গোষ্ঠ্যেক-বল্লভ!
ত্বাং নমামি মহাযোগিন্! ভক্তরূপোঽসি নারদঃ ॥

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ-প্রণামমন্ত্রঃ

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥
আজানুলম্বিত-ভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈক-পিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম-পালৌ
বন্দে জগৎ-প্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥

শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্ব প্রণামমন্ত্রঃ

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥

বন্দে আচার্য্যমদ্বৈতং ভক্তাবতারমীশ্বরং ।
যস্য জ্ঞাত্বা মনোবৃত্তিং চৈতন্যোঽবতরেদ্ভুবি ॥
গদাধরমহং বন্দে সহশ্রীবাস-পণ্ডিতং ।
শ্রীচৈতন্য-প্রেমপাত্রৌ ভক্তশক্ত্যবতারকৌ ॥
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকং ।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকং ॥
নমামি শ্রীগৌরচন্দ্রং নিত্যানন্দমদ্বৈতকং ।
গদাধর-শ্রীবাসাদি-ভক্তেভ্যশ্চ নমো নমঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-প্রণামমন্ত্রঃ

হে কৃষ্ণ! করুণাসিন্ধো! দীনবন্ধো! জগৎপতে!
গোপেশ! গোপিকা-কান্ত! রাধাকান্ত! নমোঽস্তু তে ॥
নমো নলিন-নেত্রায় বেণুবাদ্য-বিনোদিনে ।
রাধাধর-সুধাপান শালিনে বনমালিনে ॥
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥
কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে ।
প্রণত ক্লেশ-নাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥
শ্রীগোবিন্দং ঘনশ্যামং পীতাম্বর-ধরং পরং ।
শ্রীনন্দ-নন্দনং নৌমি শ্রীগোপীজন-বল্লভং ॥
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচন্দ্রায় বৃন্দাবন-বিহারিণে ।
নমস্তে বল্লবীশায় রাধিকা-পতয়ে নমঃ ॥
কন্দর্প-কোটি-রম্যায় স্ফুরদিন্দীবর-ত্বিষে ।
জগন্মোহন-লীলায় নমো গোপেন্দ্র-সূনবে ॥

শ্রীরাধিকা-প্রণামমন্ত্রঃ

তপ্তকাঞ্চন-গৌরাঙ্গি! রাধে! বৃন্দাবনেশ্বরি!
বৃষভানু-সুতে দেবি! প্রণমামি হরি-প্রিয়ে ॥
নবীনাং হেমগৌরাঙ্গীং প্রবরেন্দীবরাম্বরাং ।
বৃষভানু-সুতাং বন্দে বৃন্দাবন-বিলাসিনীং ॥
তপ্তকাঞ্চন-গৌরাঙ্গীং রঙ্গিণীং প্রমদাকৃতিং ।
বৃষভানু-সুতাং বন্দে বৃন্দাবন-বিলাসিনীং ॥
নবীনাং হেমগৌরাঙ্গীং পূর্ণানন্দবতীং সতীং ।
বৃষভানু-সুতাং দেবীং বন্দে রাধাং জগৎ-প্রসূং ॥
রাধাং রাসেশ্বরীং রম্যাং গোবিন্দ-মোহিনীং পরাং ।
বৃষভানু-সুতাং দেবীং নমামি শ্রীহরি-প্রিয়াং ॥
মহাভাব-স্বরূপা ত্বং কৃষ্ণপ্রিয়া-বরীয়সী ।
প্রেমভক্তি-প্রদে! দেবি! রাধিকে! ত্বাং নমাম্যহং ॥
রাসোৎসব-বিলাসিনি! নমস্তে পরমেশ্বরি ।
কৃষ্ণ-প্রাণাধিকে রাধে! পরমানন্দ-বিগ্রহে ॥

শ্রীশ্রীযুগল-প্রণামমন্ত্রঃ

বন্দে বৃন্দাবন-গুরুং কৃষ্ণং কমল-লোচনং ।
বল্লবী-বল্লভং দেবং রাধালিঙ্গিত-বিগ্রহং ॥

শ্রীবালগোপাল-প্রণামমন্ত্রঃ

নবীন-নীরদ-শ্যামং নীলেন্দীবর-লোচনং ।
যশোদা-নন্দনং নৌমি কৃষ্ণ গোপাল-রূপিণং ॥
নীলোৎপল-দল-শ্যামং যশোদা-নন্দ-নন্দনং ।
গোপিকা-নয়নানন্দং গোপালং প্রণমাম্যহম্ ॥

শ্রীবলরাম-প্রণামমন্ত্রঃ

নমস্তে তু হলগ্রাম! নমস্তে মুষলায়ুধ!
নমস্তে রেবতীকান্ত! নমস্তে ভক্ত-বৎসল!
নমস্তে বলিনাং শ্রেষ্ঠ! নমস্তে ধরণীধর!
প্রলম্বারে! নমস্তে তু ত্রাহি মাং কৃষ্ণ-পূর্বজ ॥

বৈষ্ণব-প্রণামমন্ত্রঃ

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥
চৈতন্যচন্দ্র-চরিতামৃত-শুদ্ধ-সিন্ধু-
বৃন্দাবনীয়-সুরসোর্মি-সমুন্নিমগ্নাঃ ।
যে বৈ জগন্নিজ-গুণৈঃ স্বয়মাপুনন্তি
তাং বৈষ্ণবাংশ্চ হরিনাম-পরান্ নমামি ॥
চৈতন্য-চরণাম্ভোজ-মধুপেভ্যো নমো নমঃ ।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্ যেষাং শ্বাপি তদ্গন্ধভাগ্ ভবেৎ ॥

শ্রীশ্রীঅষ্টসখী-প্রণামমন্ত্রঃ

কারুণ্য-কল্পলতিকে! ললিতে! নমস্তে ।
রাধা-সমান-গুণচাতুরিকে! বিশাখে ॥
ত্বাং নৌমি চম্পকলতেঽচ্যুত-চিত্ত-চৌরে ।
বন্দে বিচিত্র-চরিতে! সখি! চিত্রলেখে ॥
শ্রীরঙ্গদেবি! দয়িতে! প্রণয়াঙ্গরঙ্গে ।
তুভ্যং নমোঽস্তু সুখদে! দয়িতে! সুদেবি ॥
বিদ্যাবিনোদ-সদনেঽপি চ তুঙ্গবিদ্যে ।
পূর্ণেন্দু-খণ্ড-নখরে সুমুখীন্দুলেখে ॥

শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রণামমন্ত্রঃ

নবীন-শ্রীভক্তিং নব-কনক-গৌরাকৃতি-পতিং
নবারণ্য-শ্রেণী-নব--সুরসরিদ্‌বাত-বলিতং ।
নবীন-শ্রীরাধাহরি-রসময়োৎকীর্তন-বিধিং
নবদ্বীপং বন্দে নব-করুণ-মাদ্যন্নব-রুচিং ॥

শ্রীবৃন্দাবনধাম-প্রণামমন্ত্রঃ

আনন্দ-বৃন্দ-পরিতুন্দিলমিন্দিরায়া
আনন্দ-বৃন্দ-পরিনন্দিত-নন্দপুত্রং ।
গোবিন্দ-সুন্দর-বধূ-পরিনন্দিতং তদ্-
বৃন্দাবনং মধুর-মূর্ত্তমহং নমামি ॥

শ্রীগোবর্ধন-প্রণামমন্ত্রঃ

সপ্তাহমেবাচ্যুত-হস্ত-পঙ্কজে
ভৃঙ্গায়মানং ফলমূল-কন্দরৈঃ ।
সংসেব্যমানং হরিমাত্মবৃন্দকৈ-
র্গোবর্ধনাদ্রিং শিরসা নমামি ॥

শ্রীযমুনা-প্রণামমন্ত্রঃ

গঙ্গাদি-তীর্থ-পরিষেবিত-পাদপদ্মাং
গোলোক-সৌখ্যরস-পূরমহিং মহিম্না ।
আপ্লাবিতাখিল-সুসাধু-জলাং সুখাব্ধৌ
রাধামুকুন্দ-মুদিতাং যমুনাং নমামি ॥

গঙ্গা-প্রণামমন্ত্রঃ

নবদ্বীপারাম-প্রকর-কুসুমামোদ-বলিতাং
স্ফুরদ্রত্ন-শ্রেণী-চিত-তট-সুতীর্থাবলি-যুতাং ।
হরের্গৌরাঙ্গস্যাতুল-চরণ-রেণুক্ষিত-তনুং
সমুদ্যৎ-প্রেমোর্মি-তুমুল-হরিসঙ্কীর্ত্তন-রসৈঃ ॥
প্রভু-ক্রীড়াপাত্রীমমৃত-রসগাত্রীমৃষিঘটা-
শিব-ব্রহ্মেন্দ্রাদীড়িত-মহিত-মাহাত্ম্য-মুখরাং ।
লসৎ-কিঞ্জল্কোম্ভোজ নিমধুপ-গর্ভোরু-করুণা-
মহং বন্দে গঙ্গামঘ-নিকর-ভঙ্গ-জলকণাং ॥
সদ্যঃ পাতক-সংহন্ত্রী সদ্যো দুঃখ-বিনাশিনী ।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ ॥

শ্রীতুলসী-প্রণামমন্ত্রঃ

যা দৃষ্টা নিখিলাঘ-সঙ্ঘ-শমনী স্পৃষ্টা বপুঃপাবনী
রোগাণামভিবন্দিতা নিরসনী সিক্তান্তক-ত্রাসিনী ।
প্রত্যাসত্তি-বিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা
ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তি-ফলদা তস্যৈ তুলস্যৈ নমঃ ॥
বৃন্দায়ৈ তুলসী-দেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ ।
বিষ্ণুভক্তি-প্রদে দেবি! সত্যবত্যৈ নমো নমঃ ॥
মহাপ্রসাদ-জননী সর্ব-সৌভাগ্য-বর্ধিনী ।
আধি-ব্যাধি-হরা নিত্যং তুলসি! ত্বং নমোঽস্তু তে ॥

যমুনাস্নান-মন্ত্রঃ

কলিন্দ-তনয়ে! দেবি! পরমানন্দ-বর্ধিনি ।
স্নামি তে সলিলে সর্বাপরাধান্মাং বিমোচয় ॥

রাধাকুণ্ডস্নান-মন্ত্রঃ

রাধিকা-সম-সৌভাগ্যং সর্বতীর্থ-প্রবন্দিতং ।
প্রসীদ রাধিকাকুণ্ড! স্নামি তে সলিলে শুভে ॥

শ্যামকুণ্ডস্নান-মন্ত্রঃ

উদ্ভুতং কৃষ্ণ-পাদাব্জাদরিষ্ট-বধতশ্ছলাৎ ।
পাহি মাং পামরং স্নামি শ্যামকুণ্ড! জলে তব ॥

গঙ্গাস্নান-মন্ত্রঃ

বিষ্ণুপাদ-প্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুদেবতা ।
ত্রাহি নস্তেনসস্তস্মাদাজন্ম-মরণান্তিকাৎ ॥

শ্রীতুলসীস্নান-মন্ত্রঃ

গোবিন্দ-বল্লভাং দেবীং ভক্ত-চৈতন্য-কারিণীং ।
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং বিষ্ণুভক্তি-প্রদায়িনীং ॥

তুলসীচয়ন-মন্ত্রঃ

তুলস্যমৃতজন্মাসি সদা ত্বং কেশব-প্রিয়া ।
কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে ॥
ত্বদঙ্গ-সম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিং ।
তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি! কলৌ মল-বিনাশিনি ॥
চয়োনোদ্ভব-দুঃখন্তে যদ্দেবি! হৃদিবর্ত্ততে ।
তৎ ক্ষেমায় জগন্মাতস্তুলসি! ত্বাং নমাম্যহং ॥

শ্রীতুলসী-প্রদক্ষিণমন্ত্রঃ

যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ ।
তৎ সর্বং বিলয়ং যাতি তুলসি! ত্বৎ-প্রদক্ষিণাৎ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-প্রদক্ষিণমন্ত্রঃ

হে কৃষ্ণ! রাধিকা-কান্ত! গোবিন্দ! মধুসূদন ।
প্রদক্ষিণাং করোমি ত্বাং করুণাং কুরু মাধব ॥

সাধারণ-প্রদক্ষিণমন্ত্রঃ

যানি যানীহ পাপানি জন্মান্তরে কৃতানি চ ।
তানি তানি প্রণশ্যন্তি প্রদিক্ষিণঃ পদে পদে ॥
যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ ।
তানি তানি প্রণশ্যন্তি প্রদক্ষিণঃ পদে পদে ॥

তুলসীমালা-ধারণমন্ত্রঃ

তুলসীকাষ্ঠ-সম্ভুতে মালে! কৃষ্ণজনপ্রিয়ে ।
বিভর্মি ত্বামহং কণ্ঠে কুরু মাং কৃষ্ণবল্লভং ॥
যথা ত্বং বল্লভা বিষ্ণোর্নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়া ।
তথা মাং কুরু দেবেশি! নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ং ॥
দানে লা ধাতুরুদ্দিষ্টো লাসি মাং হরিবল্লভো ।
ভক্তেভ্যশ্চ সমস্তেভ্যস্তেন মালা নিগদ্যসে ॥

শ্রীভগবদ্‌চরণামৃত-গ্রহণমন্ত্রঃ

অকালমৃত্যু-হরণং সর্বব্যাধি-বিনাশনং ।
বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহং ॥

সমাপ্ত